২২॥ "পূর্ববিকল্পাধিকরণম্"—

এবং গুণাদিবিশিষ্টস্য ভগবত উপাসনাৎ, দেশিকানুগ্রহসহকৃতাৎ ফলমিত্যাপাদিতম্। অথৈতদ্ বিরোধিবাক্যার্থ সমাধিনা পরিপুষ্যতে ।

২২॥ "পূর্ববিকল্পাধিকরণম্"

অহংগোপালভাবোঽয়ং নাভেদম্ পরজীবয়োঃ ।
ভক্তেরেব বিপাকোঽয়মিতি বেদান্তবিন্মতম্ ॥

পূর্বাত্রাধিকরণদ্বয়ে শ্রীগুরুপ্রসাদসহিতং শ্রীভগবদুপাসনং জীবানাং মুক্তিকরমিতি প্রতিপাদিতম্। তদযুক্তমেব ; কুতঃ ? তদুপাসনশাস্ত্রেষু এব ব্রহ্মজীবৈক্যপ্রতিপাদনাৎ ; তস্মাদ্গুরুপ্রসাদং মোক্ষপ্রাপ্তয়ে নাপেক্ষিতব্যমিতি ; অত্র গোপালোঽহমিতি ভাবনং কর্ত্তব্যং, ন বা ইতি প্রতিপাদনার্থং পূর্ববিকল্পাধিকরণারম্ভঃ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ । অথাহংগ্রহোপাসননিরাকরণার্থং পীটিকামারচয়ন্তি—"এবমিতি" প্রকটার্থম্ ।

২২॥ "পূর্ববিকল্পাধিকরণ"

অনন্তর পূর্ববিকল্পাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । আমি গোপাল' এইভাব জীব ও পরব্রহ্মের অভেদ পতিপাদক নহে, কিন্তু ভক্তিরই বিপাক অবস্থা হয় ইহাই বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত । পূর্বে অধিকরণ দুইটিতে শ্রীগুরুপ্রসাদ সহিত শ্রীভগবদুপাসনা জীবগণের কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই মুক্তি হয় তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসংঙ্গত নহে, কেন ? উপাসনা শাস্ত্র সকলে জীবও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করাহেতু, অতএব মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীগুরুপ্রসাদের কোন অপেক্ষা করিতে নাই, এইস্থলে 'আমি গোপাল' ইহা ভাবনা করা কর্ত্তব্য ? অথবা নহে ? ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ববিকল্পাধিকরণের আরম্ভ রিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

অনন্তর অহংগ্রহোপাসনা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন—এবমিতি । এই প্রকার শ্রীপ্রভৃতি গুণবিশিষ্ট শ্রীভগবানের আরাধনা এবং শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহের সহিত শ্রবণাদি দ্বারা ফল প্রাপ্ত হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । অনন্তর এই সাধনের বিরোধীবাক্যার্থ সকল সমাধান পূবর্বক পরিপুষ্ট করিতেছেন ।

বিষয় ঃ— অনন্তর পূর্ববিকল্পাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারনা করিতেছেন—গোপালেতি। শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে—মুনিগণ সর্বারাধ্যত্বাদিগুণযুক্ত বস্তু জিজ্ঞাসা করিলে পরে পদ্মযোনিব্রহ্মা সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ করিয়া তাঁহার প্রাপ্তির হেতু তাহার ভক্তি উপদেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ শ্রীগোপালতাপনীতে মুনিগণ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন—মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞসা করিলেন কে পরম দেবতা, ব্রহ্মা উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, যে তাঁহাকে ধ্যান করে জপ করে ও ভজন করে সে অমৃত হয় ।

গোপালতাপন্যাং মুনিভিঃ সর্বারাধ্যত্বাদি গুণকংবস্তু পৃষ্টঃ, পদ্মযোনিস্তথাত্বেন শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য তৎ প্রাপ্তিহেতুকং তদ্ ভক্তিমুপদিশতি ।

তদুত্তরত্র চ "তস্মাদেবং পরো রজসা" (গো০–তা০–উ০–৫২) ইতি । সোঽহমিত্যবধার্য্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ ।

"স মোক্ষমশ্নুতে, স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি, স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি" (গো০–তা০–উ০–৫৩) ইত্যাদি পঠ্যতে । ইহ সোঽহমিত্যভেদাভ্যাসো দৃশ্যতে ।

বিষয় ঃ–অথ পূর্ববিকল্পাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"গোপালতাপন্যামিতি । তত্র মুনীনাং প্রশ্নঃ–"ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচঃ–কঃ পরমো দেবঃ ? (১/২) ব্রহ্মণোত্তরম্–"তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্" (১/৩) "যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি" (১/৬) অথ তৎ প্রাপ্তিহেতুম্–"তে হোচুঃ–কথং বাহো তদ্‌ভজনম্ ?" (১/৭) তত্র ব্রহ্মা–"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্" (১/১৬) শ্রীকৃষ্ণভক্তিমুপদিশতি । তথাচ–পরমোক্ষরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবালাভার্থং তদ্‌ভক্তিরূপভজনমেব কর্ত্তব্যমিতি পূবর্বতাপন্যাং ব্রহ্মণা প্রতিপাদিতমিতি ।

উত্তরত্র চ–শ্রীগোপাল উত্তরতাপন্যাম্ ; তস্মাদেবং যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণশ্চতুর্ব্যূহাত্মকং প্রণবাত্মকঞ্চ তস্মাদেবং রজসা-পরঃ, উপলক্ষণমিদং ত্রিগুণাতীতমিত্যর্থঃ ; ইতি এবং সোঽয়ং ইত্যবধার্য্য-অহমপি ত্রিগুণাতীতমিত্যবধার্য্য আত্মানং স্বং গোপালোঽহং–অহমেব স ত্রিগুণাতীত-গোপাল ইতি আত্মানং চিন্তয়েৎ ; অথ এতচ্চিন্তনস্য ফলমাহ–স গোপালোঽহমিতি চিন্তকঃ মোক্ষমশ্নুতে–প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, স

অনন্তর তাঁহার প্রপ্তিহেতু, মুনিগণ বলিলেন–শ্রীকৃষ্ণের ভজন কি প্রকার ? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন–এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন, তাহা ইহলোকে পরলোকে উপাধি নৈরাশ্যের দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণে মনকল্পন সংযোগ করা, ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিয়াছেন ।

অর্থাৎ পরমমোক্ষরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তিরূপ ভজনই কর্ত্তব্য পূর্বতাপনীতে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিপাদন করিয়াছেন । উত্তরত্র চ-উত্তরেও-অতএব তিনি রজোগুণের অতীত, সেই আমি এই প্রকার অবধারণ করিয়া, নিজেকে আমি গোপাল হই" এই প্রকার ভাবনা করিবে, সে মোক্ষ প্রাপ্ত করে, সে ব্রহ্মত্ব গমন করে, সে ব্রহ্মবিৎ হয় ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন । এইস্থলে সোঽহং এই প্রকার অভেদের অভ্যাস দেখা যায় ।

অর্থাৎ উত্তরত্র শ্রীগোপালোত্তরতাপনীতে, তস্মাৎ-যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্যূহাত্মক ও প্রণবাত্মক অতএব রজোগুণের অতীত, ইহা উপলক্ষণ মাত্র তিনি ত্রিগুণাতীত হয়েন এই অর্থ, এই প্রকার সোঽহং সেই আমি এই প্রকার অবধারণ করিয়া আমিও ত্রিগুণাতীত ইহা নিশ্চয় করিয়া নিজেকে গোপালোঽহং

অত্র সংশয়ঃ । পরাপরাত্মাস্বরূপৈকবিষয়া সোঽহমিতি ভাবনা ? কিম্বা পূর্বোপদিষ্টায়া ভক্তেরেব কশ্চন প্রকারেতি ? শব্দস্বারস্যাত্তদ্বিষয়া অসৌ মোক্ষহেতুরিতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানস বৎ॥ওঁ॥৩/৩/২২/৪৬॥

পূর্বস্যা ভক্তেরেব বিকল্পো যঃ সোঽহমিতিভাবঃ । কুতঃ ? প্রেতি । "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুস্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্" (গো০–তা০–পূ০–১৬) ইতি তস্যাঃ পূর্বং প্রকৃতত্বাৎ । "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে

ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি, ব্রহ্মবিদ্ ভবতি চ" ইতি । ইহ শ্রীগোপালোত্তরতাপন্যাং শ্রীকৃষ্ণোপাসন প্রকরণে সোঽহমিতি গোপালোঽহমিতি অভেদাভ্যাসো দৃশ্যতে, অহংগ্রহোপাসনমিতি যাবৎ ; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ, স্পষ্টম্ ; ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষং দৃঢ়য়ন্তি–"শব্দ" ইতি । শব্দস্বারস্যাৎ–পরাপরাত্ম–স্বরূপৈক্যবিষয়া ইয়ং গোপালোঽহমিতিভাবনা মুক্তিহেতুঃ ; তস্মাৎ শ্রুতিনিরূপিতা সোঽহমিতি ভাবনা পরজীবয়োরৈক্যবিষয়া ; নতু কশ্চন ভক্তেরেব প্রকার বিশেষ ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"পূর্ববিকল্পঃ" ইতি । অত্র "গোপালোঽহমিতি ভাবনা" পূর্বস্যাঃ–"ভক্তিরস্য ভজম্" ইত্যস্যা ভক্তেরেব বিকল্পঃ ; ভক্তেরেব প্রকার

আমিই সেই ত্রিগুণাতীত গোপাল হই" এই প্রকার নিজেকে চিন্তা করিবে । অনন্তর এইপ্রকার চিন্তনের ফল বলিতেছেন–সেই আমি গোপাল এই প্রকার চিন্তাকারী মোক্ষ প্রাপ্ত করে, ব্রহ্মত্ব লাভ করে, ব্রহ্মবিৎ হয় । এইস্থলে শ্রীগোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণোপাসন প্রকরণে সোঽহংআমি গোপাল এই অভেদ অভ্যাস দেখা যায়, তাহাই অহংগ্রহোপাসনা হয়, এই প্রকার বিষয়বাক্য ।

সংশয় ঃ–এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে–অত্রেতি । এইস্থলে ইহাই সংশয়–পরমাত্মা ও জীবাত্মা স্বরূপের একত্ব প্রতিপাদিকা এই সোঽহং সেই আমি এই ভাবনা ? অথবা পূর্বোপদিষ্টা ভক্তিরই কোন প্রকার বিশেষ ? অর্থাৎ সোঽহং এই ভাবনা ব্রহ্মও জীবের ঐক্য প্রতিপাদিকা ? কিম্বা ভক্তিরই কোন অবস্থাবিশেষ ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পূর্বপক্ষ দৃঢ় করিতেছেন–শব্দেতি । শব্দের স্বারস্য হেতু ব্রহ্মজীব ঐক্য বিষয় ভাবনাই মুক্তির হেতু অর্থাৎ শব্দের অভিপ্রায় বশতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপের একত্ব প্রতিপাদক এই গোপালই আমি হয়, ভাবনা মুক্তির কারণ হয় । অতএব শ্রুতি শাস্ত্র নিরূপিত সোঽহং এই ভাবনা পরব্রহ্ম জীবের ঐক্য প্রতিপাদিকা শ্রুতি, কিন্তু ভক্তির কোন প্রকার বিশেষ নহে, ইহা পূর্বপক্ষ ।

তিষ্ঠতি" (গো০–তা০–উ০–৯৯) ইতি তথৈবোপসংহারাচ্চ ।

প্রকারবিশেষ এব নার্থান্তরমিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ "ক্রিয়েতি" । ক্রিয়া পরিচর্য্যা অর্চ্চনাদিরূপা। "মানসং" চ ধ্যানং তে তথা ভক্তেরেব প্রকারৌ, তথা সোঽমিতি ভাবোঽপি পূর্বোপদিষ্টায়া ভক্তেঃ প্রকারবিশেষো ভবতীতি । রাগাৎ ভয়াচ্চ গাঢ়াবেশে সতি সোঽমিতি ভাবোঽভ্যুদেতি । কৃষ্ণোঽমিতি সিংহোঽহমিতি চ ।

বিশেষ ইত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ? তত্রাহ প্রকরণাৎ ; ভক্তিপ্রকরণাদিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ–ক্রিয়া মানসবৎ" ইতি ।

ক্রিয়া–অর্চ্চনা, মানসঞ্চ ধ্যানং ; তে যথা ভক্তেরেব প্রকারবিশেষৌ তদ্‌বৎ ; তথা গোপালোঽহমিতি ভাবনাপি ভক্তেরেব প্রকারবিশেষঃ" ইতিসূত্রার্থঃ । পূর্বস্যাঃ" ইতি স্ফুটার্থম্ । অথ সূত্রস্থ "প্রকরণাৎস্যাৎ" ইত্যস্যার্থমাহঃ–"ভক্তিরস্য" ইতি । অস্য পরদেবস্য-গো-গোপ-গোপীগণবৃতগান্ধর্বিকালিঙ্গিত-শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তিঃ ভজনম্ ; সেবনমিতি । তথাহি শ্রীভক্তিসন্দর্ভে–২১৬ "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ । তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী ॥

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন – পূর্বেতি । পূর্বেরই বিকল্প হয় প্রকরণহেতু যেমন ক্রিয়াও মানসিক ধ্যান । পূর্বেতি–শ্রীগোপাল তাপনীতে গোপালোঽহং এই প্রকার ভাবনা পুর্বের-ভক্তিই শ্রীগোপালের ভজন এই ভক্তির বিকল্প হয়, ভক্তিরই প্রকার বিশেষ হয় এই অর্থ । এই প্রকার কেন ? তাহা বলিতেছেন–ক্রিয়েতি, ক্রিয়া অর্চ্চনা মানস ধ্যান এই দুইটি যেমন ভক্তিরই প্রকাশ বিশেষ হয় ইহাই সূত্রার্থ । পূর্বকথিত ভক্তিরই বিকল্প যে সোঽহং এই ভাব । কেন ? প্রেতি ।

অনন্তর সূত্রস্থ প্রকরণাৎ স্যাৎ এই অংশের অর্থ করিতেছেন–ভক্তীতি । এই পরদেবতা গো গোপ-গোপীগণাবৃত শ্রীগান্ধর্বিকালিঙ্গিত শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তিই ভজন সেবন হয়, এই বিষয়ে শ্রীভক্তি সন্দর্ভেবর্ণিত আছে–ভজ ধাতুর অর্থ সেবা অতএব পণ্ডিতগণ সেই সেবাকেই সর্বসাধন শিরোমণি ভক্তি বলিয়াছেন । ভক্তি সন্দর্ভে ও শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–সর্বপ্রকার অভিলাষ শূন্য যাহা জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত গৌণ নহে, আনুকূল্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তি হয় । শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে–সর্বপ্রকার অভিলাষশূন্য যাহা জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত গৌণ নহে, আনুকূল্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশলিনই ভক্তি হয় । শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে–সকল প্রকার উপাধি স্বসুখ বাসনা বিনির্মুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্বহেতু নির্ম্মল ইন্দ্রির দ্বারা হৃষিকেশের সেবাকে পণ্ডিতগণ ভক্তি বলেন । অনন্তর ভক্তি স্বরূপ বলিতেছেন–তদিতি ।

সেই ভজন ইহামুত্র ইহলোক ও পরলোকে উপাধি নৈরাশ্য পূর্বক-প্রাকৃত সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্বক ঐ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের মনঃ কল্পনা মনঃ সমর্পণ করা তাহাই ভজন বা ভক্তি এই অর্থ ।

এতদুক্তং ভবতি–পূর্ববিভাগে "কঃ পরমো দেবঃ" (গো০–তা০–পূ০–২) ইত্যাদিনা সর্বারাধ্যত্ব–সংসারনির্ত্তকত্ব–সর্বাশ্রয়ত্ব সর্বকারণত্বগুণকং পরমার্থবস্তু মুনিভিঃ পৃষ্টো ব্রহ্মা "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" (গো০–তা০–পূ০–৩) ইত্যাদিনা তত্তদ্‌গুণক তাদৃশ বস্তুত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিধায় "এতদ্ যো ধ্যায়তি" (গো০–তা০–পূ০–৬) ইত্যাদিনা তচ্চিন্তন তজ্জপাদিরূপয়া ভক্ত্যা সংসারভয়নিবৃত্তিং দর্শয়তি ।

ভক্তিশ্চ–শ্রীভক্তিরসামৃতৌসিন্ধৌ–১/১/১১ অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ । আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ তত্রৈব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবচনম্–১/১/১২ সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলম্ । হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ অথ ভক্তিস্বরূপমাহ–তদিতি । তৎ ভজনং ইহামুত্র–ইহলোক-পরলোকে উপাধিনৈরাশ্যেন-প্রাকৃতসুখভোগ পরিত্যাগেন অমুস্মিন্ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে মনঃ কল্পনং মনসঃ সমর্পণং ইতি, তদেব ভক্তিরিত্যর্থঃ । ননু "জ্ঞান বিহীনেন সর্বমনেন মুক্তির্নভবতি জন্মশতেন" ইতি ভগবৎশঙ্করপাদবচনাৎ, কথং ভক্ত্যা মুক্তিঃ ?

ইত্যপেক্ষায়ামাহ–এতদেব নৈষ্কর্ম্যন্ ; শ্রীকৃষ্ণভজনমেব নৈষ্কর্ম্যং সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ইতি তস্যাঃ ভক্তেরেব পূর্বং শ্রীগোপালপূর্বতাপন্যামিত্যর্থঃ । তথাচ–শ্রীগোপালপূর্বতান্যাং "ভক্তিরস্যভজনম্"

শঙ্ক ঃ–শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন–জ্ঞানবিনা সকল প্রকার শতজন্ম সাধনের দ্বারাও মানবের মুক্তি হয় না' সুতরাং ভক্তির দ্বারা কি প্রকারে মুক্তি হইবে ? সমাধন–এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–এতদেবেতি । ইহাই নৈষ্কর্ম্য, শ্রীকৃষ্ণ ভজনই নৈষ্কর্ম্য সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ইহাই অর্থ । এই প্রকার পূর্বে শ্রীগোপাল পূর্বতাপনীতে, অর্থাৎ শ্রীগোপাল পূর্বতাপনীতে–এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন হয়' ইহা প্রকৃত বিষয় করিয়াছেন । সেই প্রকার শ্রীগোপাল তাপনীর উত্তর বিভাগের ভক্তির মাহাত্ম্যই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন–সচ্চিদেতি ।

সচ্চিদানন্দ একরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করেন, ইহাই উপসংহারে বলিয়াছেন, অর্থাৎ বিজ্ঞান ঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ একরস স্বরূপ ভক্তিযোগে শ্রীগোপালদেব অবস্থান করেন ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য । ব্যাখ্যা-রৌদ্র ভাবাপন্ন মানব রৌদ্রীশক্তির আরাধনা করে, এই প্রকার ত্রিবিধ মানব ত্রিবিধ সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী মূর্ত্তির আরাধনা করে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের যথার্থানুভব কি প্রকারে হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–সার্বজ্ঞ্য সার্বৈশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি সর্বানন্দময় শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তিরসে সাধকের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিভাব বিভাবিত সাধকের হৃদয় কৌরুবিন্দ মন্দিরে শ্রীশ্যামসুন্দর নিজ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীরাধালিঙ্গিত বামভাগ-হইয়া স্ফুরিত হয়েন ।

প্রকার বিশেষই হয় কোনরূপ অর্থান্তর নহে তাহার দৃষ্টান্ত ক্রিয়েতি, ক্রিয়া পরিচর্য্যা, অর্চ্চনাদি রূপা, মানস-ধ্যান এই দুইটি যেমন ভক্তিরই প্রকার, সেইরূপ আমিই গোপাল বা সোঽহং ভাব ও

পুনশ্চ–"তে হোচুঃ কিং তদ্‌রূপম্" (গো০–তা০–পূ০–৭) ইত্যাদিনা ভজনীয়স্য তস্য তদ্ ভক্তেশ্চ বিশেষপ্রশ্নে তৈঃ প্রবর্ত্তিতে "তদু হোবাচ হৈরণ্যোগোপবেশমভ্রাভম্" (গো০–তা০–পূ০–৮) ইত্যাদিনা সপরিকরং তৎস্বরূপমুপবর্ণ্য "রস্যাং পুনা রসনম্" (গো০–তা০–পূ০–১২) ইত্যাদিনা জপ্যমুপদিশ্য "ভক্তিরস্য ভজনম্" (গো০–তা০–

ইতি প্রকৃতম্ । তথৈব শ্রীগোপালতাপন্যাং উত্তরবিভাগেভক্তেরেব মাহাত্ম্যং প্রতিপাদিতং ; তদাহঃ–"সচ্চিদানন্দৈকরসে" ইতি । "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈক রসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি তু পূর্ণা শ্রুতিঃ । রৌদ্রাদয়ো রৌদ্রী শক্তিমারধয়ন্তি ; এবং ত্রিবিধা মনুষ্যাঃ ত্রিবিধা মূর্ত্তিরারাধয়ন্তি–সাত্ত্বিকীরাজসী তামসীতি ; কিন্তু স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যথার্থমনুভবং কথং ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ–সার্বজ্ঞ্যসার্বৈশ্বর্য্য–সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সর্বানন্দময় শ্রীবিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তিরসে তিষ্ঠতি,–সাধকস্য হৃদয়ে স্ফুরতীতি ;

তথাচ–ভক্তিভাববিভাবিতসাধকহৃদয়কৌরুবিন্দমন্দিরে শ্রীশ্যামসুন্দরঃ স্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীরাধালিঙ্গিতবামভাগঃ সন্ স্ফুরতীত্যর্থঃ । প্রকার বিশেষঃ" ইতি–"ভবতীতি" পর্য্যন্তং সুস্পষ্টম্ । তথাচ–শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্বোত্তরবিভাগে ভক্তেরেব মহিমা কীর্ত্তনাৎ "গোপালোঽহং ভাবনাপি ভক্তেরেব প্রকারবিশেষঃ, নার্থান্তরমিতি । "রাগাৎ" গাঢ়নুরাগাৎ ; অথ গাঢ়ানুরাগবশাৎ, মহাভয়বশাৎ চ

পূর্বকথিত ভক্তিরই প্রকার বিশেষ হয়, অর্থাৎ শ্রীগোপাল তাপনী উপনিসদে পূর্বোত্তর বিভাগে ভক্তিরই মহিমা কীর্ত্তনহেতু গোপালোসোঽহং ভাবনাও ভক্তির প্রকার বিশেষ হয়, কোন অর্থান্তর নহে। রাগ অনুরাগ ও ভয়হেতু গাঢ় আবেশ হইলে পরে সোঽহং ভাবনার অভ্যুদ্বয় হয়, কৃষ্ণোঽহং যে মনসিংহোহং–আমি সিংহ এই প্রকার আমি কৃষ্ণ ভাবনার উদয় হয় ।

অর্থাৎ রাগ গাঢ়ানুরাগ, গাঢ়ানুরাগ বশতঃ ও মহাভয় বশতঃ তাহাতে গাঢ় আবেশ হয়, তখন সেই ব্যাক্তি তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, যেমন শ্রীরাসলীলায় ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়ানুরাগ বশতঃ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীদশমে বর্ণিত আছে–শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিভ্রমযুক্তা তদাত্মিকা গোপীগণ "আমি কৃষ্ণ" মনে করিয়াছিলেন ।

পুনঃ অপর কোন গোপী নিজভুজ অন্যের স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন–আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গতি বিলাস অবলোকন কর । ভয়হেতু তন্ময়তা-যেমন পেশস্কৃত, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–যেমন কীট পেশস্কৃত কর্ত্তৃক নিজ কুটীরে রুদ্ধ হইয়া সংরম্ভ ভয়যোগে তাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় । শ্রীএকাদশে–দেহী মানব যে যেস্থলে সম্পূর্ণ বুদ্ধির সহিত স্নেহ দ্বেষ ও ভয়বশতঃ মন ধারণ করিবে সেই সেই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেই কীট যেমন পেশস্কৃত কর্ত্তৃক নিজ কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধ্যান করতঃ পূর্ব শরীর পরিত্যাগ না করিয়াই পেশস্কৃতেররূপ ধারণ করে । অতএব গাঢ় অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণোঽহং এই ভাবের উদয় সেব্য সেবকের একত্বা প্রীতিপাদক নহে, কিন্তু ভক্তির প্রকাশ বিশেষ । অপর শ্রীভগবানের উপাসনায় সাধক নিজেকে উপাস্যের ন্যায় চিন্তা করিবে–

পূ০–১৬) ইত্যাদিনা ভক্তিস্বরূপং নিরূপয়তি ।

"অথোঙ্কারেনান্তরিতং যো জপতি" (গো০–তা০–পূ০–২৭) ইত্যাদিনা জপেন তেন প্রাপ্যং তৎ স্বরূপফলমুক্ত্বা তচ্চ "তমেকং গোবিন্দম্" (গো০–তা০–পূ০–৪৬) ইত্যাদিনা জ্ঞানসুখাত্মকং ভবতীতি নির্ণয়ান্তেঽপি "তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণ এব পরো দেবঃ" (গো০–তা০–পূ০–৬১) ইতি তথৈবোপসংহরতি ।

উত্তরবিভাগে তু তৎপ্রেষ্ঠা গোপ্যস্তেন সহ বিহৃত্য পৃষ্টেন তেন আজ্ঞপ্তাস্তা

তত্র গাঢ়াবেশো ভবতি ; তদা স তন্ময়তাং প্রাপ্নোতি ; যথা শ্রীরাসলীলায়াং ব্রজগোপ্যঃ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়ানুরাগবশাৎ তন্ময়তামভুবন্ ; তথাহি শ্রীদশমে–৩০/৩, "অসাবহংত্বত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ" অগ্রে চ–১০/৩০/১৯ কস্যাংচিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু । কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতিতন্মনাঃ ॥ ভয়াচ্চ তন্ময়তাম্–যথা পেশস্কৃতঃ"

তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/১/২৭ কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তামনুস্মরন্ । সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎ স্বরূপতাম্ ॥ শ্রীএকাদশে চ–৯/২২/২৩ যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া । স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম ॥ কীটঃ–পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংতেন প্রবেশিতঃ যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্ ! পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্ ॥ তস্মাদ্ গাঢ়ানুরাগাৎ কৃষ্ণোঽহমিতি ভাবোদয়স্তু ন সেব্য-সেবকয়োরৈক্য প্রতিপাদকঃ, কিন্তু ভক্তেরেব প্রকারবিশেষঃ । কিঞ্চ শ্রীভগবদুপাসনায়ং সাধকঃ স্বাত্মানং তদ্বদেব চিন্তয়েদিতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–৬/৮/১১ আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ ধ্যেয়ং ষট্শক্তিভির্যুতম্ । বিদ্যাতেজস্তপোমূর্ত্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ তস্মাৎ পূর্ববিকল্প এব ।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–নিজেকে ছয়শক্তিযুক্ত পরমধ্যেয় রূপে ও বিদ্যা তপঃ তেজময় মূর্ত্তিরূপে চিন্তা পুর্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।

অতএব সোঽহং ভাবনা পূর্বেরই বিকল্প হয় । অনন্তর এই প্রকরণের সারার্থ বলিতেছেন–এতদিতি । এইস্থলে সারমর্ম্ম এই যে– পূর্ব বিভাগে অর্থাৎ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের পূর্বভাগে বর্ণিত আছে–কে পরম সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ? ইত্যাদির দ্বারা সর্বারাধ্যত্ব সংসারনিবর্ত্তকত্ব সর্বাশ্রয়ত্ব সর্বকারণতাদি গুণযুক্ত পরমার্থ বস্তু কি ? মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রজাপতি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন–শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশ পরমার্থ বস্তু ইহা নিরূপণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে যে সাধক ধ্যান করে' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন তাহার নাম ও মন্ত্রাদিরূপ ভক্তির দ্বারা সংসার ভয় নিবৃত্তি দেখাইয়াছেন । পুনঃ মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি প্রকার ? এইরূপে ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের ও ভক্তির বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা-মেঘবর্ণ "গোপবেশ" নিরূপণ করিয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে বর্ণনা করিয়া রস্যাং' জপ করিবার যোগ্য পঞ্চপদী জপ করিবে" ইত্যাদি দ্বারা মন্ত্রাদি রূপের উপদেশ করিয়া "ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন" এইভাবে ভক্তিস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।

বরান্নেন দুর্বাসসং মুনিং ভোজয়ামসুরিতি । "একদা হি" (গো০–তা০–উ০–১) ইত্যাদিনা প্রকীর্ত্ত্যতে ।

অথ তুষ্টেন তেন দত্তাশীর্ভিস্তাভিঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং পৃষ্টঃ স মুনিস্তল্লীলায়া লোক বিলক্ষণত্বং বিবক্ষুঃ "অয়ং হি শ্রীকৃষ্ণঃ" (গো০–তা০–উ০–২০) ইত্যাদিনা তস্য সর্বকারণত্ব–বিশুদ্ধ স্নেহবশ্যস্বভাবত্ব নিত্য তৎ কান্তত্বাদিকমাচষ্টে ।

অথ "সা হোবাচ" (গো০–তা০–উ০–২৮) ইত্যাদিনা তস্য জন্ম-কর্ম্ম-মন্ত্র ধামানি তাভিঃ পৃষ্টো মুনিঃ পূর্বার্থ এবাভ্যাসলিঙ্গেন তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং ব্রহ্ম নারায়ণো

অথৈতৎ প্রকরণস্য সারর্থমাহঃ–এতদিতি । তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদি-পূর্ববিভাগে–ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্ । এবমেব শ্রীমহাভারতেঽপি দৃশ্যাতে ; অনুশাসনপর্বণি–দানধর্ম্মে–শ্রীযুধিষ্ঠিরপ্রশ্নঃ–১৪৯/২ কিমেকং দৈবতংলোকে কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্ । স্তবন্তঃ কং কমর্চ্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ সুখম্ ॥ শ্রীভীষ্মস্যোত্তরম্–১৪৯/৪-৬ জগৎ প্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্ । স্তবন্ নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ ॥ তমেব চার্চ্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্ । ধ্যায়ন্ স্তবন্ নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥ অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্ । লোকাধ্যক্ষং স্তবন্নিত্যং সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥

অত্র যথা পরংব্রহ্ম শ্রীদেবকীনন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরদৈবতত্বং সহস্রণাম্নি শ্রীভীষ্মেন নির্ণীতং তদ্‌বদত্রাপি

অনন্তর যে সাধক ওঁকারের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া জপ করে" এই বাক্যদ্বারা জপের ও প্রাপ্য শ্রীগোপাল এবং তাঁহার স্বরূপ ও ফল বর্ণন করিয়া "সেই এক শ্রীগোবিন্দদেব ইত্যাদি দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব জ্ঞানসুখাত্মক হয়, ইহা নির্ণয়ের পরে–অতএব শ্রীকৃষ্ণই পর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এই ভাবে পুর্বতাপনী উপ সংহার করিয়াছেন ।

এই প্রকার শ্রীমহাভারতেও দেখা যায়-অনুশাসন পর্বে শ্রীযুধিষ্ঠির পিতামহ শ্রীভীষ্মকে প্রশ্ন করিলেন–হে পিতামহ ! এই জগতে কে একটিই দেবতা ? কে পরমাশ্রয় ? কাহাকে স্তব করিয়া কাহাকে অর্চ্চনা করত মানবগণ সুখ লাভ করে । শ্রীভীষ্ম বলিলেন–সতত উত্থিত পুরুষ জগন্নাথদেব অনন্ত পুরুষোত্তমকে সহস্র নামের দ্বারা স্তব করিয়া, ভক্তি পূর্বক সেই অব্যয় পুরুষকে নিত্য অর্চ্চনা করিয়া ধ্যান স্তব নমস্কার যজন করিয়া অনাদি নিধন বিষ্ণু সর্বলোক মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ স্তব করিয়া সকল দুঃখাতিগ হয়, এইস্থলে যেমন পরব্রহ্ম শ্রীদেবকী নন্দনের পরমদৈবতত্ব সহস্র নামে শ্রীভীষ্মনিরূপণ করিয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীগোপাল তাপনীতেও জানিতে হইবে ।

উত্তর বিভাগ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে–শ্রীগোপালের প্রিয়াগোপীগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগোপালের প্রিয়াগোপীগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়া জিজ্ঞাসা শ্রীগোপালের আজ্ঞায় নানা সুন্দর অন্নের দ্বারা মহর্ষি দুর্বাসাকে ভোজন করাইয়া ছিলেন–একদাহি আদি

পাখ্যানমুপক্ষিপতি "স হোবাচ তাং হি" (গো০–তা০–উ০–৩২) ইত্যাদিনা ।

তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং সংসারতারকত্বং তস্য মথুরাখ্য মধিষ্ঠানং তচ্চ ব্রহ্মাত্মকং চক্রাধারকং বনৈরনেকৈরুল্লসদিতি নিরূপ্য "তস্মাদেব পরো রজসা" (গো০–তা০–

বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ।

"উত্তরবিভাগে তু" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদি উত্তরবিভাগে ইতি । একদা "ইতি–

একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ স কামা শর্বরীমুষিত্বা সর্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণং হি তা ঊচিরে–"অনু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি ? (২) দুর্বাসসেতি" (৩) কথং যাস্যামোঽতীর্ত্ত্বা জলং যমুনায়াঃ ; যতঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি" (৪) "কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীত্যুক্ত্বা মার্গং বো দাস্যতি" "শ্রুত্বা তদ্ বাচং হি বৈ স্মৃত্বা রৌদ্রং তদ্‌বাক্যেন তীর্ত্ত্বা তৎ সৌর্য্যাং হি বৈ গত্বাশ্রমং পুণ্যতমং হি নত্বা মুনিং" (৭) দত্ত্বাঽস্মৈ ব্রহ্মণায় ক্ষীরময়ং ঘৃতময়ং মিষ্টতমম্" (৮) তুষ্টঃ স ত্বামুক্ত্বা হিত্বাশিষং প্রযোজ্যান্বাজ্ঞাং ত্বদাৎ ; কথং যাস্যামোঽতীর্ত্ত্বাং সৌর্য্যাম্ ?

"সহোবাচ–মুনিং দুর্বাশিনং মাং স্মৃত্বা মার্গং বো দাস্যতীতি" (১২) অথ তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্বীত্যুবাচ– "কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দুর্বাশনো মুনিঃ ? (১৪) অথ মুনিরাহ–"অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয় কারণং ভবতি" (২০) তথাচ–শরীরদ্বয়মিতি–সর্বাবতারিত্বং, মহদাদিসর্বপ্রকাশকম্,। "যো বো হি প্রেষ্ঠঃ" (২০) "স হি বো স্বামী ভবতি" (২৭) ইত্যনেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিত্যকান্তত্বং

বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছেন । ভোজন পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি গোপীগণকে আশীর্বাদ প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়া দুর্বাসামুনি শ্রীকৃষ্ণলীলা লোক বিলক্ষণত্ব বলিবার ইচ্ছায় "এই শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার সর্বপ্রকারণত্ববিশুদ্ধ স্নেহবশ্যস্বভাবত্ব নিত্য তৎকান্তত্বাদি বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর "সে বলিল" ইত্যাদির দ্বারা শ্রীগোপালের জন্মকর্ম্ম মন্ত্র ধামাদি গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনি দুর্বাসা পূর্বের অর্থই অভ্যাসলিঙ্গের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শ্রীব্রহ্মনারায়ণোপাখ্যান প্রারম্ভ করিয়া-তিনি তাহাকে বলিলেন" ইত্যাদি ।

সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব সংসার তারকত্ব, তাহার মথুরা নামে ধাম, ঐ ধাম ব্রহ্মাত্মক চক্রাধারক বন উপবন দ্বারা শুশোভিত এই প্রকার নিরুপণ করিয়া-অতএব রজোগুণের পর" সোঽহং ইত্যাদির দ্বারা তাহার অভেদভাব মোক্ষহেতু নিরূপণ করিয়াছেন ।

অর্থাৎ একবার ব্রজরমণীগণ সকামা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজনী যাপন করিয়া সর্বেশ্বর গোপাল শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা বলিলেন–কোন ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য পদার্থ দান করা উচিৎ ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন দুর্বাসা ব্রাহ্মণকে, গোপীগণ-যমুনার জল পার না হইয়া কি প্রকারে যাইব ? যাহা হইতে মঙ্গল হইবে ? – শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হয় এই প্রকার বলিলে যমুনা তোমাদিগকে মার্গ প্রদান করিবে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ও স্মরণ পূর্বক সূর্য্যকন্যা যমুনা পার হইয়া দুর্বাসার আশ্রম গমন পূর্বক

উ০–৫২) ইতি সোঽহম্ ইত্যাদিনা তদভেদো ভাবো মোক্ষ হেতুরিত্যভিধীয়তে ।

স চোক্তহেতো র্ভক্তেরেব পূর্বোপদিষ্টায়াঃ প্রকারভেদো ভবিতুংযুক্তঃ । তস্মাদশ্রু প্লবয়াদিবৎ তদ্বিশেষোঽয়ম্। "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ০–১/৪/১০) ইতি বৃহদারাণ্যকাদিদৃষ্টোঽভেদ ব্যপদেশস্তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভি র্ভেদে এব সতি সঙ্গচ্ছেত ইতি পুরৈবাভিহিতম্ ॥৪৬॥

সিদ্ধম্ ।

অথ "সা হোবাচ গান্ধর্বী কথং বাস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ ? কথং বা জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে ! কৃষ্ণঃ ? কো বাস্য মন্ত্রঃ ? কিং বাস্য স্থানং ? কথং বা দেবক্যাং জাতঃ ? কো বাস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি ? কীদৃশী–পূজ্যস্য গোপালস্য ভবতি ? সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভুম্যাং হি বৈ ? (২৮) "পূর্বার্থ এব" ইতি শ্রীগোবিন্দদেস্য ভর্ত্তিলভ্যত্বমেবার্থ অভ্যাসলিঙ্গেন তাৎপর্য্যনির্ণেতুং ব্রহ্ম-নারায়ণ সংবাদরূপোপাখ্যানং প্রদর্শয়তি ; তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণত্বম্–"ওঁ তৎসৎ সোঽহংপরব্রহ্মকৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ" ইতি । (৫৪) "স এবাব্যক্তোনিত্যানন্তো গোপালঃ" (৫৮) সংসারতারকত্বং–"তাং হি যে যজন্তি তে মৃত্যুং তরন্তি, মুক্তিংলভন্তে, গর্ভ জন্ম জরা মরণ তাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি" তস্য মথুরাখ্যমধিষ্ঠানম্,–

"স কাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্ত পূর্য্যো ভবন্তি ; তথা নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যাশ্চ ভূলোক চক্রে সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি ; তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপাল পুরীতি" (৩৮) "যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি, তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মথুরা তস্মাদ্ গোপালপুরী ভবতি" (৪০) বনৈরনেকৈরুল্লসৎ–

পূণ্যতম মুনি দুর্বাসাকে প্রণাম করতঃ ব্রাহ্মণকে ক্ষীরময় ঘৃতমত মিষ্টতম অন্নাদি প্রদান করিলেন, ভোজনান্তে দুর্বাসা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া গৃহগমনের আজ্ঞা দিলেন, গোপীগণ এই প্রবলশ্রোতা যমুনা কি প্রকারে পার হইব ?

মুনি বলিলেন দুর্বা মাত্র ভক্ষণকারী আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমাদিগকে মার্গ প্রদান করিবে, অতঃপর তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান্ধর্বী জিজ্ঞাসা করিল–এই কৃষ্ণ কি প্রকার ব্রহ্মচারী ? মুনি দুর্বাসা কি প্রকার দুর্বাভক্ষী ? মুনি বলিলেন–এই যে শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাদের প্রিয় তাহার শরীরদ্বয় কারণ হয়, প্রথম সর্বাবতারিত্ব, দ্বিতীয় মহাদদি । সর্বপ্রকাশকত্ব, যে তোমাদের প্রাণপ্রিয়, সেই তোমাদের স্বামী হয়, এই বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যকান্তত্ব সিদ্ধ হইল । অথ গান্ধর্বী বলিলেন–এই গোপাল কি প্রকারে আমাদের গোপকুল জাত হইল ? হে মুনে ! আপনি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানিলেন ? তাহার মন্ত্র কি ? স্থান কোথায় ? কি প্রকারে দেবকীতে জার্ত হইল ? এই শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠরাম কে? এই গোপালের পূজা কি প্রকার হয় ? সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর আত্মা শ্রীগোপাল কি প্রকারে ভূমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল ।

"বৃহদ্ বৃহদ্বনম্, মধোর্ম্মধুবনম্, কাম্যঃ কাম্যবনম্, বহলো বহলাবনম্, কুমুদং কুমুদবনম্, খদিরঃ খদিরবনম্; ভদ্রো ভদ্রবনম্, ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনম্, শ্রীবনং, লোহবনম্, বৃন্দয়া বৃন্দাবনম্, এতৈরাবৃতাপুরী ভবতি" (৪১)

এবং শ্রীকৃষ্ণমহিমানং নিরূপ্য শ্রীনারয়ণঃ—"তস্মাদেবংপরো রজসা ইতি সোঽহমিতি অবধার্য্যাত্মানং গোপলোঽহমিতি ভাবয়েৎ" ইতি । স চ—তদভেদভাব উক্তহেতোঃ সর্বত্র ভক্তেরেব মহিমা বর্ণনাৎ অভেদভাবোঽপি পূর্বোপদিষ্টায়া "ভক্তিরস্য ভজনম্" ইত্যস্যা ভক্তেরেব প্রকারভেদো ভবিতুমুচিতমিত্যর্থঃ; নান্যমিতি ।

ননু—উপাস্যাদ্ স্বস্যাভেদভাবনা কথং ভক্তেরেব প্রকারবিশেষঃ সম্ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহঃ—তস্মাদিতি । তস্মাৎ ভক্তস্য সাত্ত্বিকভাবান্তর্গত-অশ্রু-প্রলয়াদিভাববৎ তদভেদভাবোঽপি শ্রীকৃষ্ণভক্তস্য ভক্তেরেব ভাববিশেষঃ" অথ সাত্ত্বিকাঃ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ-২/৩/১ কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ব্যবধানতঃ । ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ । বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ (১৬) অথ অশ্রু—হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রেজলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে ॥ (৫৩) তথাহি শ্রীভাগবতে—৫/৭/১২ "তয়েত্থমরিবত পুরুষপরিচর্য্যয়া ভগবতি প্রবর্দ্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়শৈথিল্য প্রহর্ষবেগেনাত্মন্যুদ্ভিদ্যমান রোম পুলক কুলক ঔৎকণ্ঠ্য প্রবৃত্ত প্রণয়বাষ্প নিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণানরুণ চরণারবিন্দানুধ্যা পরিচিত

পূর্বার্থ এব অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তি লভ্যত্ব অর্থই অভ্যাস লিঙ্গের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম নারায়ণসংবাদরূপ উপাখ্যান প্রদর্শন করিতেছেন, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা—ওঁ তৎ সৎ সেই আমি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দ একরূপ হই, সেই এই অব্যক্ত নিত্যা অনন্ত শ্রীগোপাল হয় ইত্যাদি । সংসারতারকত্ব—তাহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা মৃত্যু তরিয়া যায়, মুক্তি লাভ করে, গর্ভ জন্ম জরা মরণ তাপত্রয়াত্মক দুঃখ পার হইয়া যায় ।

শ্রীগোপালের মথুরাধাম নিবাসস্থানত্ব—যেমন সকামী পুরুষের সুখভোগের নিমিত্ত মেরু পর্বতের শৃঙ্গে সাতটি দেবপুরী আছে, সেইরূপ নিষ্কামী ও সকামী গণের নিমিত্ত ভূলোকেও সাতটিপুরী আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, যেরূপ সরোবরে পদ্ম অবস্থান করে, সেইরূপ সুদর্শন চক্রে রক্ষিতা শ্রীগোপালপুরী পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে । বনৈরনেকৈঃ—অনেক বন ত্রই প্রকার—বৃহদ্বন মধুবন, কাম্যবন, বহলাবম, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন, লোহবন, বৃন্দাবন, এই বন সকল দ্বারা আবৃত এই শ্রীগোপালপুরী হয় ।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নিরূপণ করিয়া শ্রীনারায়ণ বলিলেন—এই প্রকার রজোগুণের অতীত তাহা পূর্বকথিত সোঽহং ইহা অবধারণের পূর্বক নিজেকে আমি গোপাল হই এই প্রকার ভাবনা করিবে। এইস্থলে অহং ভাবনার ফল বলিতেছেন—সচেতি । তাহা পূর্বকথিত ভক্তিরই প্রকার ভেদ হওয়াই যুক্তিসংঙ্গত হয় । অর্থাৎ সেই অভেদ ভাব উক্তহেতু, সর্বত্র ভক্তিরই মহিমা বর্ণনা করা হেতু

ভক্তিযোগেন পরিপ্লুত পরমাহলাদগম্ভীরহৃদয়" ইতি ।

অথ প্রলয়ঃ–শ্রীরসামৃত–২/৩/৫৮ প্রলয়ঃ সুখ দুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ । অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥ যথা–মিলন্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতর্কিতম্ । জ্ঞপ্তিশূন্যমনা রেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা ॥ এবং গোপালেন সহাভেদভাবোঽপি ভক্তেরেব প্রকারবিশেষোঽয়মিতি ভাবঃ ।

ননু–"অহংব্রহ্মাস্মি" (বৃ০–১/৪/১০) "স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছা০–৬/৮/৭) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐ০–১/৫/৩) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডু০–২) ইত্যাদি জীবব্রহ্মণোরভেদ ব্যপদেশস্তু কথং সঙ্গচ্ছতে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি । ভাষ্যন্তু–অতিরোহিতার্থম্ । পুরৈব" ইতি–"উপমাধিকরণে" ইতি–৩/২/৯/১৮ ; "তত্ত্বমসি" ইতি পরমাত্মা জীবয়োশ্চিৎসাম্যেনাভেদব্যবহারঃ" ইতি শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদাঃ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে–১৮৯ । তস্মাদ্ "গোপালোঽহম্" ইতি ভাবনা ভক্তেরেব প্রকারবিশেষ ইতি সিদ্ধম্ ॥৪৬॥

অভেদভাবও পূর্বোপদিষ্ট ভক্তি রহস্য ভজনং এই ভক্তির প্রকার ভেদ হওয়াই উচিত হয়, অন্যকিছু নহে।

যদি বলেন–উপাস্য হইতে নিজের অভেদ ভাবনা কি প্রকারে ভক্তির প্রকার বিশেষ সম্ভব হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব সোঽহং ভাবনা অশ্রুপ্রলয়াদির ন্যায় ভক্তির অবস্থান বিশেষ হয় ।

অর্থাৎ ভক্তের সাত্ত্বিক ভাবান্তর্গত অশ্রু প্রলয়াদি ভাববৎ অভেদ ভাবও শ্রীকৃষ্ণভক্তের ভক্তিরই ভাব বিশেষ হয় । সাত্ত্বিক বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধের দ্বারা অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান বশতঃ ভাবের দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সাত্ত্বিক বলে । তাহা স্তম্ভ স্বেদরোমাঞ্চ স্বরভেদ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু ও প্রলয় এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব হয় । তন্মধ্যে অশ্রু হর্ষ রোষ ও বিশাদাদির দ্বারা নেত্রে জলোদ্‌গমের নাম অশ্রু, হর্ষজাত অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজাত অশ্রু উষ্ণ হয় । শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–রাজর্ষি ভরত আবিরত পুরুষ পরিচর্য্যার দ্বারা শ্রীভগবানে প্রবর্দ্ধমান অনুরাগপূর্ণ দ্রবিত হৃদয় শীথিলতা প্রহর্ষবেগে আত্মাতে উদ্ভিদ্যমান রোমাবলী পুলক সমূহ উৎকণ্ঠা প্রবৃত্ত প্রণয় বাষ্প দ্বারা মুদ্রিত নয়ন যুগল এবং নিজ উপাস্য শ্রীরমণের অরুণ চরণ যুগল ধ্যান পূর্বক ভক্তিযোগের দ্বারা পরিপ্লুত পরমাহলাদ গম্ভীর হৃদয় হয়েন ।

অনন্তর প্রলয় শ্রীরসামৃতে বর্ণিত আছে–সুখ অথবা দুঃখের দ্বারা চেষ্টা জ্ঞানের নিরাকরণকে প্রলয় বলে, পৃথিবী পতনাদি তাহার অনুভাব, যেমন–লতা পুঞ্জ হইতে অতর্কিত ভাবে শ্রীহরিকে মিলিত হইতে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা জ্ঞানশূন্য মনে নিশ্চলাঙ্গী শোভা পাইতেছেন । এই প্রকার শ্রীগোপালের সহিত অভেদ ভাবও ভক্তিরই প্রকার বা অনুভাব বিশেষ হয় ইহাই ভাবার্থ ।

যদি বলেন–আমি ব্রহ্ম হই, সেই আত্মা তুমি হও, প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, ইত্যাদি জীব ব্রহ্মের অভেদ ব্যাপদেশ কি প্রকারে সঙ্গত হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–অহমিতি । আমি ব্রহ্ম

সোঽহমিতি ভাবো ভক্তেরেব প্রকারবিশেষো মন্তব্যো ন তু পরাপরাত্ম-স্বরূপৈক্যানুসন্ধিঃ, ইত্যত্র হেত্বন্তরমাহ–

॥ওঁ॥ অতিদেশাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২২/৪৭॥

তত্রৈবোত্তরত্র–"যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রোগণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥ (গো০–তা০–উ০–৬৯) ইতি পদ্মযোন্যাদেঃ পুত্রাদিসাহিত্যবৎ

অথ গোপালোঽহমিতি ভাবনা ভক্তেরেব কশ্চনানুভববিশেষ ইতি প্রতিপাদয়িতুং পীঠিকামাহঃ–"সোঽহমিতি" প্রকটার্থম্। অথ সোঽহমিতি ভাবো ভক্তেরেব প্রকারবিশেষ ইতি নিরূপয়িতুং হেত্বন্তরমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অতিদেশাৎ চ" ইতি। অন্যতুল্যত্ববিধানমতিদেশঃ" অত্র "সোঽহমিতি ভাবনা অপি অন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তেরেব তুল্যত্ব বিধানাৎ অতিদেশাৎ সা ন পরাপরাত্মস্বরূপৈক বিষয়া ইতি। "চ" কারাৎ শ্রীগোপালদেবধ্যানেন মোক্ষ প্রাপ্তিরপি নিরূপিতা ভবতীত্যর্থঃ। তত্রৈব উত্তরত্র–শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদি–উত্তরবিভাগে ; "যথা" ইতি–ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীনারায়ণবাক্যম্ ; যথা ত্বং ব্রহ্মা পুত্রৈশ্চ সহ সনকাদিভিঃ সহ নিত্যযুক্তো ভবসি ; যথা রুদ্রঃ শ্রীশঙ্করঃ গণৈঃ সহ-প্রথমাদিভিঃ সহ নিত্যযুক্তো ভবেৎ ; কিঞ্চ যথা অহমপি সর্বদা শ্রিয়াভিযুক্তঃ, তথা ভক্তোঽপি মম নিত্যপ্রিয় ইতি। তথা চ–শ্রীগোপালেন সহাভেদে সাধকস্য শ্রীনারায়ণস্য নিত্যপ্রিয়ত্বং ন সম্ভবেৎ ;

হই" এই বৃহদারণ্যকদৃষ্ট অভেদ ব্যপদেশ কিন্তু তদায়ত্ত বৃত্তিকাদির দ্বারা ভেদ স্বীকার করিলে পরেই সঙ্গতি হয়, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। পূর্বে উপমাধিকরণে কথিত আছে। শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বলেন তত্ত্বমসি বাক্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার চিৎ সাম্যেই অভেদ ব্যবহার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব গোপালোঽহং আমি গোপাল হই' এইরূপ ভাবনা ভক্তিরই প্রকার বিশেষ হয় ইহা সিদ্ধ হইল ॥৪৬॥

অনন্তর গোপালোঽহং এই ভাবনা ভক্তিরই কোন এক অনুভব বিশেষ হয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পীঠিকা বলিতেছেন–সোঽহমিতি। সেই আমি এই ভাব ভক্তিরই প্রকার বিশেষ মানিতে হইবে, কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপের একত্বানুবন্ধি বাক্য নহে, এই বিষয়ে অন্যহেতু বলিতেছেন, অর্থাৎ সোঽহং এই ভাব ভক্তিরই প্রকাশ বিশেষ তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ অন্য হেতুর অবতারণা করিতেছেন–অতীতি। অতিদেশহেতু ও অর্থাৎ অন্যের তুল্যত্ববিধানের নাম অতিদেশ এইস্থলে সেই আমি এই ভাবনাও অন্য শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তির তুল্যত্ব বিধানহেতু বা অতিদেশাহেতু তাহা পরমাত্মাও জীবাত্মার একত্ব বিষয় নহে।

"চ"কারের দ্বারা শ্রীগোপালদেবের ধ্যানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি ও নিরূপণ করিলেন তত্রেতি–শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে উত্তর বিভাগে–যে প্রকার পুত্রগণের তুমি, ও গণের সহিত রুদ্র, আমার

স্বস্য স্ব ভক্তসাহিত্যাতিদেশাৎ। "চ" শব্দাৎ "ধ্যায়োন্মমপ্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি। স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানঞ্চ দদামি বৈ ॥ (গো০–তা০–উ০–৯১) ইতি তৎ পরবাক্যং গৃহীতম্। তত্র নিত্যপ্রিয়ত্ব স্বাত্মসম্প্রদানত্বাদি তদ্‌ভক্তস্যোচ্যতে। তদেতচ্চ তদৈক্যে ন সম্ভবেৎ। তস্মাচ্চ তদ্ বিশেষোঽসাবধিগন্তব্যম্।

ইত্থঞ্চ শ্রীরামতাপন্যাদিদৃষ্টোঽপি সোঽহমিতি ভাবো ব্যাখ্যাতঃ। তথাচ দেশিকানুগ্রহসহকৃতাৎ ভগবদুপাসনাদ্ বিমুক্তিরিতি ন কাপি ক্ষতিরিতি ॥৪৭॥

তস্মাৎ সোঽহমিতিভাবো–ভক্তেরেব প্রকারবিশেষ ইতি।

অথ সূত্রস্থ "চ" কারস্যার্থমাহঃ–এবং যঃ সাধকো মাং ধ্যায়েৎ স মম প্রিয়ভক্তঃ নিত্যং মোক্ষং অধিগচ্ছতি, মৎ সেবালক্ষণমোক্ষং প্রাপ্নোতীতি। কিঞ্চ স সাধকো মুক্তো ভবতি, জন্ম মৃত্যুরূপসংহারবন্ধংত্যজতি। ন কেবলমেতাবদেব অপিচ–স্বাত্মানমপি দদামি ; বৈ নিশ্চিতমেব তদ্‌বশো ভবামীত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে–৯/৪/৬৩ অহং ভক্তাপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ !। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (৯/৪/৬৮) শ্রীএকাদশে–১১/১৪/১৫ ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ইতি। এবং তত্র শাস্ত্রাদৌ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিত্যপ্রিয়ত্ব স্বাত্ম সম্প্রদানত্বাদি ভক্তস্য উচ্যতে। তথাচ–স্বস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য য আত্মা শ্রীবিগ্রহঃ তস্য যৎ স্বকর্ত্তৃকং দানং তস্য দানস্য পাত্রং ভক্ত ইত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্।

সঙ্গতি ঃ–অথ পূর্ববিকল্পাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–তস্মাদিতি। স্পষ্টম্। ইত্থঞ্চ শ্রীরামরহস্যোপনিষদি–৫/১৭, সদা রামোঽহমস্মীতি তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যে। ন তে সংসারিণো নূনং রাম

প্রিয়, এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত আমি, সেই প্রকার ভক্ত ও আমার প্রিয় হয়, এই প্রকার পদ্মযোনী ব্রহ্মাদির পুত্র সাহিত্যবৎ নিজের স্বভক্তসাহিত্য অতি দেশ করিয়াছেন।

অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি শ্রীনারায়ণ বলিলেন–হে ব্রহ্মন্ ! যে প্রকার তুমি ব্রহ্মা নিজ পুত্র সনকাদির সহিত নিত্যযুক্ত হও, যে প্রকার রুদ্র শ্রীশঙ্কর প্রমথাদি নিজ সেবকগণের সহিত নিত্যযুক্ত হয়, অপর আমিও যে প্রকার সর্বদা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সংযুক্ত আছি সেই প্রকার ভক্তও আমার নিত্য প্রিয় হয়। অর্থাৎ সাধকের শ্রীগোপালের সহিত অভেদ স্বীকার করিলে শ্রীনারায়ণের নিত্য প্রিয়ত্ব সম্ভব হইবে না, সুতরাং সোঽহং ভাবনা ভক্তিরই প্রকাশ বিশেষ হয়।

অনন্তর সূত্রস্থ চকারের অর্থ বলিতেছেন–চেতি। চ শব্দের দ্বারা আমার ধ্যান করিয়া প্রিয়ভক্ত মোক্ষ লাভ করে সে মুক্ত হয়, তাহাকে নিজের আত্মাও দান করি, এই তাহার পরের বাক্যও গ্রহণ করিতে হইবে, সেইস্থলে নিত্য প্রিয়ত্ব নিজ আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান কারিত্বাদি ভক্তের কথিত হইয়াছে।

এব ন সংশয়ঃ ॥ শ্রীরামোত্তরতাপন্যুপনিষদি–সন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যাতমো সোহোঽহমেতি সংভাব্যাহমিত্যোং তৎ সৎ যৎ পরংব্রহ্মরামচন্দ্রশ্চিদাত্মকঃ সোঽহং ওঁ তৎ রামভদ্র পরং জ্যোতিঃ সোঽহং ওঁ ইত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মনৈকীকুর্য্যাৎ, সদারামোঽহমস্মীতি তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যে । ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ ।

এবং শ্রীনৃসিংহোত্তর তাপন্যাং–৯, অহং স সোঽহমিতি । অথ মহাপ্রকরণমুপসংহরন্তি–তথাচ" ইতি । তথাচ–শ্রীগুরুকৃপাপূর্বকং শ্রীগোবিন্দদেবস্যোপাসনমেব জীবস্য বিমুক্তিরিতি ॥

গুরু প্রসাদপূর্বকং নাম সঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ । কৃষ্ণসেবাসুখং জীবো লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৭॥

ইতি পূর্ববিকল্পাধিকরণং দ্বাবিংশতিঃ সম্পূর্ণম্ ॥২২॥

তাহা ঐক্য হইলে সম্ভব হয় না । অর্থাৎ যে সাধক আমাকে ধ্যান করে সে আমার প্রিয়ভক্ত নিত্য মোক্ষ–আমার সেবা লক্ষণ মোক্ষ লাভ করে, অপর সেই সাধক মুক্ত হয়, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন পরিত্যাগ করে কেবল এই পর্য্যন্তই নহে–নিজের আত্মাকেও প্রদান করি নিশ্চিতরূপে তাহার বশীভূত হই এই অর্থ ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন–হে দ্বিজ ! আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তগণের পরাধীন হই, সাধুভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার গ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি ভক্তজন প্রিয় হই । সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, সাধুগণ বিনা আমি অন্যকিছু জানি না, তাহারাও আমা বিনা কিছু অন্য জানে না । শ্রীএকাদশে–আত্মযোনী ব্রহ্মা আমার সেই প্রকার প্রিয় নহে, শঙ্কর সঙ্কর্ষণ ও শ্রীদেবীও সেইরূপ প্রিয় নহে, যে প্রকার তুমি উদ্ধব আমার প্রিয় হও । এই প্রকার শাস্ত্রে শ্রীভক্তগণ শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যপ্রিয় নিজ আত্মা সম্প্রদানত্বাদি কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ স্বস্য শ্রীগোবিন্দদেবের যে আত্মা শ্রীবিগ্রহ তাহার যে নিজ কর্ত্তৃক দান সেই দানের পাত্র ভক্ত হয় এই অর্থ ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর পূর্বকল্পাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তস্মাদিতি । অতএব সোঽহং ভাবনা ভক্তিরই প্রকার বিশেষ হয় । এই প্রকার শ্রীরামতাপনী ও নৃসিংহ তাপনী দৃষ্ট সোঽহং ভাবও ব্যাখ্যা করা হইল । শ্রীরাম রহস্য উপনিষদে বর্ণিত আছে–সদা সর্বদা যাঁহারা আমি রাম হই" এই প্রকার তত্ত্বতঃ বলে তাঁহারা সংসারী নহে, নিশ্চিত রূপে রামই হয় কোন সংশয় নাই । শ্রীরামোত্তর তাপনীতে বর্ণিত আছে–সন্মাত্র নিরস্ত অবিদ্যা তমো মোহ আমি এই প্রকার ভাবনা করিয়া আমি ওঁ তৎ সৎ, স্বরূপ যে পরংব্রহ্ম রামচন্দ্র চিদাত্মক স্বরূপ হই, সেই আমি ওঁ তৎ সৎ, রামভদ্র পরংজ্যোতিঃ সেই আমি হই এই প্রকার নিজেকে ভাবিয়া মনের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত একীভাব করিতে হইবে । যে সাধকগণ সর্বদা আমি রামচন্দ্র হই" তত্ত্বতঃ বলেন তাঁহারা সংসারি মানব নহে, সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই হয় সংশয় নাই ।

শ্রীনৃসিংহোত্তরতাপনীতে–আমি শ্রীনৃসিংহ হই, শ্রীনৃসিংহ ও আমিই হই ইত্যাদি শ্রুতি বর্ণিত সোঽহং ভাব ব্যাখ্যা করা হইল । অনন্তর মহাপ্রকরণের উপসংহার করিতেছেন–তথাচেতি । তথাচ শ্রীদেশিকানুগ্রহ সহকৃত শ্রীভগবদ উপাসনা হইতেই জীবের বিমুক্তি হয় এই বিষয়ে কোন ক্ষতি নাই ।

২৩॥ *"বিদ্যাধিকরণম্"*–

শাস্ত্রজ্ঞানপূর্বকমুপাসনং বিদ্যোচ্যতে । তয়া মুক্তিরিত্যেতৎ পরিষ্কর্ত্তুমারভ্যতে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শুক্ল যজু০–৩১/১৮, শ্বে০–৬/১৫) ইতি পুরুষ সুক্তে । "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" (নৃ০–তা০–পূ০–১/৬/২) ইত্যাদি চান্যত্র পঠ্যতে ।

২৩॥ *"বিদ্যাধিকরণম্"*

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীংবন্দে বিদ্যাং ভক্তিস্বরূপিনীম্ ।
যস্যাঃ কৃপালবেনাত্র সাধকো মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥

অথাধিকরণসঙ্গতি ঃ–ননু–শ্রীগুরুপ্রসাদলব্ধা শ্রীভগবদারাধনা শব্দবাচ্যা জীবস্য মোক্ষকরী ইতি যৎ পূর্বমভিহিতং তন্ন যুক্তিসঙ্গতং ? কুতঃ ? কর্ম্মণা এব তৎ প্রাপ্তেরিতি ; এবং শঙ্কাবিনাশার্থং বিদ্যাধিকরণারম্ভঃ।

যদ্বা–পূর্বং পূর্ববিকল্পাধিকরণে শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদঃ পূর্বোত্তরবিভাগে উপক্রমোপসংহারেণ ভক্তেরেব মুক্তিহেতুত্ব-প্রতীতেঃ, আন্তরালিক্য "গোপালোঽহং" ইতি । সোঽহংভাবস্য যথা ভক্তিবিশেষতয়া সঙ্গতিঃ ; তথা "তং বিদ্যাকর্ম্মণী" ইতি শ্রুতৌ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পরলোকে ফলারম্ভকত্ব প্রতীতেঃ তমেবাত্র মোক্ষৈকহেতুতয়া প্রতীতাপি বিদ্যাকর্ম্মসমুচিতৈব মোক্ষহেতুরিতি ; কোঽপি মুক্তি হেতুরিতি নিরূপণার্থং

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপাপূর্বক শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় জীবের সংসার বন্ধন বিমুক্তি হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা পূর্বক শ্রীনামসংকীর্ত্তন সাধনের দ্বারা জীব শ্রীকৃষ্ণ সেবাসুখ লাভ করে এই বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নাই ॥৪৭॥

এই প্রকার পূর্ববিকল্পাধিকরণ দ্বাবিংশতি সমাপ্ত ॥২২॥

২৩॥ *"বিদ্যাধিকরণ"*

অনন্তর বিদ্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিস্বরূপিণী বিদ্যাদেবীকে বন্দনা করি যাঁহার কৃপালব মাত্রেই সাধক মুক্তির ভাগী হয় । অনন্তর অধিকরণ সঙ্গতি প্রকার শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা শব্দবাচ্য জীবের মোক্ষ কারী যে পূর্ব কথিত হইয়াছে তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে কেন ? কর্ম্মের দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বিদ্যাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ।

অথবা পূর্বে পূর্ববিকল্পাধিকরণের নিমিত্ত বিদ্যাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন । অথবা পূর্বে বিকল্পাধিকরণে শ্রীগোপালতাপনী উপনিসদের পূর্বোত্তর বিভাগে উপক্রমোপসংহারের দ্বারা কেবল ভক্তিরই মুক্তি হেতুত্ব প্রতীতি বিধায় তাঁহার অন্তরে মধ্যে গোপালোঽহং ভাব যে প্রকার ভক্তিবিশেষ হেতু সঙ্গতি হইয়াছে, এই প্রকার "তংবিদ্যাকর্ম্মণী" এই শ্রুতি বাক্যে বিদ্যা ও কর্ম্মের পরলোকে

তত্র কর্ম্ম মোক্ষ হেতুঃ ? উত সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মনী ? কিং বা বিদ্যেতি সংশয়ঃ ।

কিং প্রাপ্তম্–কর্ম্মেতি । "শেষত্বাৎ, পুরুষার্থত্বাৎ" ইতি ষট্‌সুত্রী নির্ণয়াৎ । (মী০–সূ০–৩/১/৬) । বিদ্যা তু তচ্ছেষো ভবেৎ । সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী বা তদ্ধেতু র্ন তু তয়োরেকতরম্ । "তং বিদ্যা কর্ম্মনী" (বৃ০–৪/৪/২) ইতি শ্রবণাৎ ।

বিদ্যাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ বিদ্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"শাস্ত্রেতি" স্পষ্টম্ । "তমেব" তং মোক্ষদাতারং ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা শ্রীগুরুপ্রসাদপূর্বকং শাস্ত্রজ্ঞানেন জ্ঞাত্বা উপাস্য চ অতিমৃত্যুং–শ্রীগোবিন্দদেবসেবালক্ষণমোক্ষমেতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ বিদ্যাতঃ–ভক্তিতঃ অন্যঃ পন্থাঃ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিসাধনং অয়নায়–পরমমোক্ষলাভায় ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ, স এব সৎ পথ ইতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–২/২/৩৩–"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ । বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ "তমেব" ইতি–সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম শ্রীনৃসিংহদেবমেব বিদিত্বা

ফলারম্ভকত প্রতীতি হেতু, তাহাই মোক্ষের একমাত্র হেতু রূপে প্রতিতী হইলেও বিদ্যাকর্ম্ম সমুচিত ভাবেই মোক্ষ হেতু হয় । এইস্থলে মুক্তির হেতু কে ? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বিদ্যাধিকরণারম্ভ" এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি ।

বিষয় ঃ––অথবিদ্যাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণ করিবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন–শাস্ত্রেতি । শাস্ত্র জ্ঞান পূর্বক উপাসনাকে বিদ্যা বলা হয় । সেই বিদ্যার দ্বারা মুক্তি হয় ইহা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন । তমিতি–তাহাকে জানিয়াই অতিমৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অয়নের নিমিত্ত অন্য কোন পন্থা বা মার্গ নাই । অর্থাৎ তংমোক্ষদাতা ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদ পূর্বক শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা উপাস্যকে জানিয়া উপাসনা করিয়া অতি মৃত্যু শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা লক্ষণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে এই অর্থ । অতএব বিদ্যা ভক্তি হইতে অন্যপন্থা শ্রীভগবত প্রাপ্তি সাধন অয়নায় পরমমোক্ষ লাভের নিমিত্ত নাই, পরমমোক্ষ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য কোন পন্থা নাই, ভক্তি পথই সুন্দর পথ । এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–সংসারে ভ্রমণ কারী জীবের এই ভক্তি পন্থা হইতে অন্য কোন শিব মঙ্গলময় পন্থা নাই, যাহার দ্বারা ভগবান শ্রীবাসুদেবে ভক্তি যোগ লাভ হয়। তমেবেতি–ইহলোকে তাহাকে জানিয়া অমৃত হয়, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্ম শ্রীনৃসিংহদেব, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে জানিয়া বিদ্বান এই জগতে সাধক অমৃত জন্ম জরামৃত্যু রহিত হয় এই অর্থ । অন্যত্র ঈশোপনিষদে–বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয় । কেনপনিষদে বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করে ইহাই বিষয় বাক্য ।

যদুক্তং–উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণো গতিঃ ।

বিদ্বান্ জানন্ ইহ জগতি সাধকোঽমৃতো ভবতি জন্ম জরা মৃত্যুরহিতো ভবতীত্যর্থঃ । অন্যত্র" ইতি ঈশোপনিষদি–১১ "বিদ্যয়াঽমৃতশ্নুতে" কেনোপনিষদি চ–২/৪ "বিদ্যায়া বিন্দতেঽমৃতম্" ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–তত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি" তত্রেতি । জন্ম মৃত্যুরহিতরূপো যো মোক্ষঃ তস্য মোক্ষস্য কর্ম্ম–বৈদিকনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্ম হেতুঃ ? অথবা–বিদ্যা-কর্ম্মণী সমুচ্চিতে ? দ্বয়োরেব মোক্ষহেতুরিতি ভাবঃ । কিংবা–বিদ্যা–কেবলবিদ্যাপরপর্য্যায় ভক্তিরেব ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে কিং প্রাপ্তং ? কেন সাধনেন মুক্তির্ভবেদিতি ? কর্ম্মণা মুক্তির্ভবেদিতি । কুতঃ ? ষট্‌সূত্রী নির্ণয়াৎ । তথাহি পূর্বমীমাংসায়াম্–৩/১/১-৬ "অথাতঃ শেষলক্ষণম্" (১)–শবর ভাষ্যম্–কঃ শেষঃ ? কেন হেতুনা শেষঃ ? কথং চ বিনিযুজ্যতে ? ইতি । "শেষঃ পরার্থত্বাৎ" (২) ভাষ্যম্–যঃ পরস্যোপকারে বর্ত্ততে স শেষ ইত্যুচ্যতে ; যস্তু অত্যন্তং পরার্থং তং বয়ং শেষ ইতি ব্রুমঃ" "দ্রব্য-গুণ-সংস্কারেষু বাদরিঃ" (৩) শবরভাষ্যম্–বাদরিরাচার্য্যোঽত্র দ্রব্য-গুণ-সংস্কারেষু এব শেষশব্দ ইতি মেনে ; ন যাগ ফল পুরুষেষু ।

সংশয় ঃ––এই বিষয়বাক্যের সংসয়ের অবতারণা করিতেছেন–তত্রেতি । তন্মধ্যে কর্ম্ম মোক্ষের হেতু অর্থাৎ জন্মমৃত্যু রহিত রূপ যে মোক্ষ সেই মোক্ষের কর্ম্ম বৈদিকনিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহেতু ? অথবা বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় দুইটিই মোক্ষ হেতু ? কিম্বা বিদ্যা ? কিম্বা কেবল বিদ্যাপরপর্য্যায় ভক্তি মোক্ষেরহেতু ? ইহাই সংশয় বাক্য ।

পূর্বপক্ষ ঃ––এই প্রকার সংসার জাত হইলে পরে কি ফল হইল ? কোন সাধনের দ্বারা মুক্তি হইবে ? কর্ম্মের দ্বারা, শেষহেতু পুরুষার্থ হওয়া হেতু, এই ষট্‌সূত্রী নির্ণয় দ্বারা কর্ম্মই মোক্ষের কারণ, কেন ? ছয়টি সূত্রের দ্বারা নির্ণয়হেতু পূর্বমীমাংসায় বর্ণিত আছে–অথ অনন্তর শেষ লক্ষণ বলিতেছি, শবরস্বামিরভাষ্য–কে শেষ ? কি হেতু শেষ ? কোথায় বিনিয়োগ হয় ?" পরমার্থই শেষ, ভাষ্য–যে পরের উপকারের নিমিত্ত বিদ্যমান থাকে তাহাকে শেষ বলা হয়, যে অত্যন্ত পরের নিমিত্ত হয় আমরা তাহাকে শেষ বলি ।

বাদরি ঋষিদ্রব্য গুণ ও সংস্কারে মানেন, ভাষ্য–আচার্য্য বাদরি দ্রব্য গুণ ও সংস্কারের মধ্যেই শেষ শব্দ স্বীকার করেন, কিন্তু যাগ ফল ও পুরুষে নহে । দ্রব্য অর্থাৎ ক্রিয়ার্থ, যদি প্রয়োজনবতীরূপে ক্রিয়া ব্যক্ত হয় তাহা দ্রব্যের দ্বারা নিবর্ত্তিত করা উচিৎ, ক্রিয়ার নিবৃত্তি দ্রব্য বিনা হইবে না, সুতরাং ক্রিয়ানিবৃত্তির নিমিত্ত দ্রব্যই ইষ্টবস্তু মনে করিতে হইবে । অতএব ক্রিয়ার্থই দ্রব্য । গুণ বিশেষ দ্রব্যকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়, গুণের দ্বারা লক্ষিত দ্রব্যকর্ত্তৃক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বিশিষ্ট দ্রব্যেরই ক্রিয়া সাধনহেতু, সুতরাং সেই গুণ ও দ্রব্যদ্বারায় ক্রিয়ার উপকার করে । যে উৎপন্ন হইলে পদার্থ কোন কার্য্যের বা অর্থের যোগ্য হয় তাহার নাম সংস্কার হয়, তাহার দ্বারাও কর্ত্তব্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়,

দ্রব্যং ক্রিয়ার্থম্ । যদি প্রয়োজনবতী ক্রিয়া ব্যক্তং সা দ্রব্যেণ নির্বর্ত্ততিতব্যা ; তস্যা নির্বৃত্তির্দ্রব্যাদৃতে ন ভবতীতি তন্নির্বৃত্তয়ে দ্রব্যমেষিতব্যং ভবতি ; তস্মাৎ ক্রিয়ার্থং দ্রব্যম্ । গুণঃ শক্নোতি বিশিষ্টং দ্রব্যং চোদিতুম্–লক্ষয়িতুম্, লক্ষিতেন চ তেন প্রয়োজনম্ ; বিশিষ্টস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎ । তস্মাৎ সোঽপি দ্রব্যদ্বারেণ ক্রিয়ায়া উপকরোতি । সংস্কারো নাম স ভবতি, যস্মিন্ জাতে পদার্থো ভবতি যোগ্যঃ কশ্চিদর্থস্য । তেনাপি ক্রিয়ায়াং কর্ত্তব্যায়াং প্রয়োজনমিতি সোঽপি পরার্থঃ । তস্মাদ্ দ্রব্যগুণ সংস্কারাঃ পরার্থত্বাৎ শেষভূতাঃ, ন তু যাগ ফল পুরুষাঃ । ইতি । (৩)

"কর্ম্মণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থতাৎ" (৪) ভাষ্যম্–জৈমিনিস্তু খল্বাচার্য্যঃ কর্ম্মাণ্যপি শেষভূতানি মন্যতে স্ম । "ফলং চ পুরুষার্থত্বাৎ" (৫) ভাষ্যম্–ফলমপি–পুরুষং প্রতি উপদিশ্যতে ; তস্মাৎ ফলং পুরুষার্থং যাগাৎ শ্রুয়তে ; ন আত্মনিবৃত্ত্যর্থম্।

"পুরুষশ্চ কর্ম্মার্থত্বাৎ" (৬) ভাষ্যম্–যাগস্য দ্রব্যং প্রতিপ্রধানভাবঃ, ফলংপ্রতিগুণভাবঃ ; ফলস্যযাগং প্রতি প্রাধান্যং পুরুষংপ্রতিগুণতা পুরুষস্য ফলং প্রতি প্রধানতা ঔদুম্বরীসংমানাদি প্রতিগুণত্বম্" ইতি । তস্মাৎ যাগদিকর্ম্মণাং পুরুষার্থত্বাৎ কর্ম্মৈব মোক্ষহেতুরিতি প্রথমপক্ষঃ । তথাহি শ্রীগীতাসু–৩/২০ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ॥

ননু–তথাত্বে "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" "বিদ্যায়াঽমৃতমশ্নুতে" ইত্যাদেঃ কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–বিদ্যা তু তৎ তস্য কর্ম্মণঃ শেষো ভবেৎ, উপকারকো ভবেদিত্যর্থঃ । তস্মাদ্ বিদ্যা কর্ম্মণ এব অঙ্গমিত্যর্থঃ । অথবা–সমুচ্চয় এব মোক্ষহেতুরিতি পূর্বপক্ষয়ন্তি–সমুচ্চিতে" ইতি । স্পষ্টম্ ।

সুতরাং সেও পরমার্থ হয় ।

অতএব দ্রব্যগুণ ও সংস্কার সকল পররার্থহেতু তাহারা শেষ স্বরূপ হয়, কিন্তু যাগফল পুরুষ স্বরূপ নহে । মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মসকলকে ও শেষভূত মনে করেন, কারণ ফলার্থহেতু । এবং ফলও হয় কারণ পুরুষার্থ হেতু, অর্থাৎ ফল ও পুরুষের প্রতি উপদেশ করে, সুতরাং ফল যে পুরুষার্থ তাহা যাগ হেতু শ্রবণ করা যায়, কিন্তু আত্ম নিবৃত্তির জন্য নহে । পুরুষ ও কর্ম্মার্থহেতু । ভাষ্য-যাগের দ্রবের প্রতি প্রধান ভাব, ফলের প্রতি গৌণভাব, ফলের যোগের প্রতি প্রধানতা, পুরুষের প্রতি গৌণতা পুরুষের ফলের প্রতি প্রধানতা, ঔদুম্বরী সংমানাদির প্রতি গৌণতা । অতএব যাগাদি কর্ম্ম সকলের পুরুষার্থ হেতু কর্ম্মই মোক্ষ হেতু হয় । ইহাই প্রথম পক্ষ । এই শ্রীগীতাবাক্যে–জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেন ।

যদি বলেন–তাহা স্বীকার করিলে তাঁহাকে জানিয়া অমৃত হয়, বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়' ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন–বিদ্যেতি । বিদ্যা তাহার শেষ হইবে, অর্থাৎ বিদ্যা কর্ম্মের শেষ উপকারক হইবে ইহাই অর্থ । অতএব বিদ্যাকর্ম্মের অঙ্গ হয় এই অর্থ । অথবা সমুচ্চয়ই মোক্ষহেতু হয় ইহা পূর্বপক্ষ করিতেছেন–সমুচ্চিত ইতি । বিদ্যা ও কর্ম্ম সমুচ্চিত সংযুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের একটি মাত্র নহে ।

তথৈব কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাং মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

বিদ্যা বা তদ্ধেতুঃ । "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে০–৬/১৫) ইত্যাদি শ্রবণাৎ । তস্মাদনির্ণয়োঽস্তু । এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি–

সমুচ্চয় ঃ–ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ্যেনোভয়–কোট্যবগাহিজ্ঞানম্ । অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহঃ–তমিতি । "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি শ্রুতিঃ । ব্যাখ্যাচ–তং পরেতসাধকপুরুষংপ্রতি বিদ্যা চ কর্ম্ম চ তে বিদ্যাকর্ম্মণী সমমেব ফলমারভেতে ; সাধকো দ্বাভ্যামেব ফলং লভতে, ন তু একেন ইতি ।

অত্র ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রমাণমপ্যাহঃ–যদুক্তমিতি । যথা খে আকাশে উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং পক্ষিণো গতির্ভবতি ; তথা মানবঃ কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাং মুক্তো ভবতি, ন তু একেন ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ সমুচ্চয় এব মোক্ষহেতুরিতি দ্বিতীয়পক্ষঃ । কিম্বা–একা বিদ্যা এব তদ্ধেতুরিতি । তথাচাত্র শ্রুতিঃ–"তমেব বিদিত্বা" ইতি । স্পষ্টম্ । ইতি মোক্ষহেতুত্বে পক্ষত্রয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ নির্ণয়াভাবোঽস্তু, পক্ষত্রয়েঽপি প্রমাণলাভাদিত্যর্থঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রং ব্রবীতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বিদ্যৈব ইতি। বিদ্যা

সমুচ্চয়–ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণের দ্বারা ভয়পক্ষের প্রমাণতা জ্ঞান, অর্থাৎ দুইটি বস্তুর সমান বল স্বীকার করা । এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন–বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে–তাহা বিদ্যা ও কর্ম্মের দ্বারা ফল আরম্ভকরে, অর্থাৎ পরে তসাধকের প্রতি বিদ্যা ভক্তি ও কর্ম্ম এই উভয়েই বিদ্যাকর্ম্মাণী তাহারা সমান ফল আরম্ভ করে, সাধক দুইটির দ্বারাই ফল লোভ করে, কিন্তু একটি দ্বারা নহে । এই বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ ও বলিতেছেন–যদুক্তমিতি । যে প্রকার আকাশে উভয় দুইটি পাখা পক্ষ দ্বারা পক্ষীর গতি হয়, সেই প্রকার মানব কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, কিন্তু একটির দ্বারা মুক্ত হয় না । সুতরাং সমুচ্চয়ই মোক্ষের হেতু, ইহাই দ্বিতীয় পাক্ষ ।

তৃতীয়পক্ষ–বিদ্যাই তাহর হেতু, একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষের হেতু, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন–তাহাকে জানিয়া ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়, অতঃঅনির্ণয়ই হউক অর্থাৎ মোক্ষহেতু বিষয়ে তিনটি পক্ষ বিদ্যমান হেতু মোক্ষের কারণ অনির্ণয় হউক, কারণ তিনটি পক্ষেই শ্রুতি প্রমাণ বিদ্যমান আছে, সুতরাং কোনটি নিশ্চয় হইবে না, এই পূর্বপক্ষ বাক্য ।

সিদ্ধান্ত ঃ–এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন–বিদ্যৈবেতি । বিদ্বার দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । বিদ্যাই মোক্ষের হেতু, কর্ম্মও নহে এবং সমুচ্চয়ও নহে, কেন ? তাহা নির্দ্ধারণহেতু, শ্রুতি শাস্ত্রে সেই ভাবেই নিশ্চয় করা হেতু, নির্দ্ধারণ-নিশ্চয়রূপে প্রতিপাদন এই অর্থ । সূত্রে যে এব কার আছে তাহার তিন প্রকার অর্থ হয়–বিশেষ্য সম্বন্ধ বিশেষণ সম্বন্ধ ও ক্রিয়া সম্বন্ধ, এইস্থলে ক্রিয়া সম্বন্ধে এবকার হইয়াছে, যেমন কমলটি নীল হয়ই, অর্থাৎ বিদ্যাপরপর্য্যায় ভক্তি সাধনের দ্বারা জীবের মুক্তি হইবে ।

অনন্তর সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন–ত্বিতি । তু শব্দ শঙ্কা উচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে।

॥ওঁ॥ বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৩/৪৮॥

"তু" শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতু র্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মনী। কুতঃ ? তদিতি। "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে০–৬/১৫) ইত্যাদৌ তস্যাস্ততাবধারণাৎ। বিদ্যাশব্দেনেহজ্ঞানপূর্বিকা ভক্তিরুচ্যতে।

এব মোক্ষহেতুঃ ; ন কর্ম্ম, ন তু সমুচ্চয়ঃ ; কুতঃ ? তন্নির্দ্ধারণাৎ ; শ্রুতিষু তথৈব নির্দ্ধারণাৎ, নির্দ্ধারণাৎ–নিশ্চয়েন প্রতিপাদনাৎ ; ইত্যর্থঃ। তত্র এব কারস্য ত্রিবিধোঽর্থঃ ; বিশেষ্যসম্বন্ধ–বিশেষণসম্বন্ধ–ক্রিয়াসম্বন্ধশ্চেতি। অত্র ক্রিয়াসম্বন্ধে এব কারঃ ; যথা–উৎপলং নীলং ভবত্যেব" ইতি। তথাচ–বিদ্যাপর পর্য্যায়ভক্তি সাধনেন জীবস্য মুক্তি–র্ভবেদেবেতি।

অথ সুত্রস্থ "তু" শব্দস্যার্থমাহঃ–"তু" ইতি। বিদ্যৈব ইতি ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। তথাচ–কর্ম্ম ন মোক্ষহেতুঃ ; নাশ্যত্বশ্রবণাৎ। তথাহি–মুণ্ডকে–১/২/৭ প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ শ্রীগীতাসু–৯/২১ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ শ্রীভাগবতে–১০/২৫/৪ যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রুতুভির্নামনোনিভৈঃ। বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥ তস্মাৎ কর্ম্ম ন মোক্ষহেতুরিত্যর্থঃ।

ননু–সমুচ্চয়েন তৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র কা হানিঃ ? তত্রাহঃ–ন চ ইতি। অতিরোহিতার্থম্। তথাচ–যস্য যোগ্যতামেব নাস্তি, তেন কথং সমুচ্চয়ঃ সম্ভবেৎ ; সমুচ্চয়শ্চ দ্বয়োঃ সমযোগ্যত্বে সম্ভবতি, ন তু তথাস্তি, তস্মাৎ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়েঽপি ন মোক্ষহেতুরিতি সূত্রকারাস্যাভিপ্রায়ঃ। এবং কুতঃ ? তৎনির্দ্ধারণাৎ"

বিদ্যা একাকী মোক্ষের হয়, কর্ম্ম নহে এবং বিদ্যাকর্ম্ম সমুচ্চয়ও নহে। অর্থাৎ কর্ম্ম মোক্ষের কারণ নহে, তাহার নাশ হয় এইহেতু এই বিষয়ে মুণ্ডকে বর্ণিত-আছে সংসার সাগরপারের নিমিত্ত এই যজ্ঞরূপ নৌকা অদৃঢ় পার করিতে অক্ষম, অষ্টাদশ যাগের মধ্যে কর্ম্মই কনিষ্ঠ, যে মূঢ় মানবগণ এই কর্ম্মকে শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে তাহারা পুনরায় জরা ও মৃত্যু বরণ করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–সেই কর্ম্মিগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পূণ্যক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে, এই বেদোক্ত ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া গমনাগমন করেন পর কামনাদি ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–মানব যে প্রকার অদৃঢ় কর্ম্মময় যজ্ঞ নামক নৌকা সদৃশ জলযানের দ্বারা আন্বিক্ষিকী ব্রহ্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছা করে। অতএব কর্ম্মমোক্ষের হেতু নহে ইহাই অর্থ।

যদিবলেন–সমুচ্চয়ের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি স্বীকার করিলে কি হানি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন নচেতি। বিদ্যা কর্ম্মের সমুচ্চয়েও মোক্ষ লাভ হয় না, অর্থাৎ যাহার যোগ্যতাই নাই তাহার সহিত কি প্রকারে সমুচ্চয় হইবে ? দুইটি বস্তুর সমান যোগ্যতা হইলে সমুচ্চয় হওয়া সম্ভব হয় কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং বিদ্যাও কর্ম্মের সমুচ্চয়ও মোক্ষ হেতু নহে ইহাই শ্রীসূত্রকারের অভিপ্রায়। এই প্রকার

"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" (বৃ০–৪/৪/২১) ইত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাস্তত্ত্বাভিধানাৎ । স্মৃতিশ্চোভয়ত্র বিদ্যাশব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে "বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ" (ভা০–১১/১২/২৪) ইতি । "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" (গী০–৯/২) ইতি চ ।

তস্মাদসৌ তন্ত্রেণ তে দ্বে গৃহ্ণীয়াৎ । কৌরবশব্দবৎ, মীমাংসকশব্দবচ্চ । পূর্বো

ইতি । "নির্দ্ধারণং ধর্ম্মবিশেষেণ পৃথক্ করণমিতি" (হ০ না০ ব্যা০–৪/১০৪) মোক্ষ প্রদত্বেন ধর্ম্মবিশেষেণ বিদ্যায়াঃ সর্বসাধনেভ্যেঃ পৃথক্‌করণাদিত্যর্থঃ ।

অথ নির্দ্ধারণ প্রকারমাহঃ–"তমেব" ইতি । ব্যাখ্যাতম্ ; শেষং স্পষ্টম্ । অথ বিদ্যাশব্দস্যার্থমাহঃ–বিজ্ঞায়–শ্রীগুরুমুখাৎ বেদাদি সৎ শাস্ত্রাচ্চবিজ্ঞায় স্বরূপতো গুণতশ্চ জ্ঞাত্বা, প্রজ্ঞাং উপাসনং কুর্বীত ; ইত্যত্র বিদ্যায়া এব মুক্তিহেতুত্বাবধারণাদিত্যর্থঃ । স্মৃতিরিতি–উভয়ত্র–শাস্ত্রীয়জ্ঞানে, ভক্তিরূপোপাসনায়াম্। তত্রাদৌ শাস্ত্রীয়জ্ঞানে বিদ্যাশব্দং প্রদর্শয়ন্তি–বিদ্যা' ইতি ; বিদ্যাকুঠারেণ–শাস্ত্রীয়জ্ঞানেন' ইতি ।

অথোপাসনায়াং বিদ্যাশব্দমাহঃ–"রাজবিদ্যা" টীকা চ শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদানাম্–কিঞ্চ ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা, বিদ্যা উপাসনা বিবিধা এব ভক্তয়ঃ, তাসাং রাজা । গুহ্যানাং রাজা" ইতি ভক্তিমাত্রমেবাতিগুহ্যং তস্য বহুবিধস্যাপি রাজা ইত্যতিগুহ্যতমং পবিত্রমিদমিতি । শ্রীগীতাভূষণভাষ্যঞ্চ–বিদ্যানাং শাণ্ডিল্য–বৈশ্বানর–দহরাদিশব্দপূর্বাণাং রাজা রাজবিদ্যা ; গুহ্যানাং জীবাত্মযাথাত্ম্যাদিরহস্যানাং রাজা রাজগুহ্যমিদং ভক্তিরূপং জ্ঞানম্" ইতি ।

কেন ? নির্দ্ধারণ হেতু, ধর্ম্মবিশেষের দ্বারা পৃথক করণের নামকে নির্দ্ধারণ বলে । অর্থাৎ মোক্ষ প্রদত্বরূপ ধর্ম্মবিশেষের দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাদি সকল সাধন হইতে পৃথক্ করণ হেতু এই অর্থ । অনন্তর নির্দ্ধারণ প্রকার বলিতেছেন–তমেবেতি । তাঁহাকে জানিয়াই" ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যার মোক্ষ প্রদত্ব অবধারণ হেতু ।

অতঃপরবিদ্যা শব্দের অর্থ বলিতেছেন–বিদ্যেতি । এই স্থলে বিদ্যাশব্দের দ্বারা জ্ঞান পূর্বিকা ভক্তি কথিত হইতেছে । বিজ্ঞায় জানিয়া প্রজ্ঞা উপাসনা করিবে, অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ ও বেদাদি সৎশাস্ত্র হইতে জানিয়া, স্বরূপতঃ গুণতঃ জানিয়া প্রজ্ঞা উপাসনা করিবে, এইস্থানে উপাসনারূপ বিদ্যারই মুক্তির হেতু অবধারণ করিয়াছেন । স্মৃতি শাস্ত্রে ও উভয়স্থলেই বিদ্যাশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উভয়ত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞানে ও ভক্তিরূপে উপাসনায় । তন্মধ্যে প্রথমে শাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিদ্যাশব্দ প্রদর্শিত হইতেছে–বিদ্যেতি। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–ধীরব্যক্তি অতিতীক্ষ্ণ বিদ্যা কুঠার শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ করিবে । অথ উপাসনায় বিদ্যা শব্দ বলিতেছেন–রাজেতি ।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে–রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য । এই অংশের শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী প্রভুর টীকা–অপর এই জ্ঞান রাজবিদ্যা, বিদ্যা উপাসনা, বিবিধ শ্রবণাদি ভক্তি, তাহাদের রাজা । গুহ্যগণের রাজা, ভক্তিমাত্রই অতিশয় গোপনীয়, সেই বহু বিধিভক্তির অঙ্গের ও রাজা সুতরাং অতিগুহ্যতম ও পরমপবিত্র

ধার্ত্তরাষ্ট্রপাণ্ডবৌ, পরন্তু কর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মবিদৌ যথা গৃহ্যতি ॥৪৮॥

তস্মাদিতি–জ্ঞানশব্দেন শাস্ত্রীয়জ্ঞানং শ্রীভগবদুপাসন জ্ঞানঞ্চ গৃহ্যীয়াৎ । যদ্বা–বিদ্যাশব্দেন তে দ্বে জ্ঞানভক্তী গৃহ্যীয়াৎ । অত্র দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়ন্তি–কৌরবশব্দঃ" ইতি ; কৌরবশব্দবৎ–যথা কৌরবশব্দসামান্যেনাপি ধৃতরাষ্টপুত্রেষু পাণ্ডুপুত্রেষু সমত্বেনাপি ধার্ত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডবৌবিশেষশব্দভাজো ভবতঃ; যথা বা মীমাংসকশব্দবৎ–মহর্ষিজৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ–কর্ম্মা বিদ্ ভবতি ; এবং ভগবদ্বাদরায়ণকৃত উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞোঽপি ব্রহ্মবিদ্ ভবতি ; তথাচ–উভয়ত্রমীমাংসকশব্দসাম্যেঽপি কর্ম্মবিৎ ব্রহ্মবিদৌ ভেদৌ ভবতঃ ; এবমত্রাপি বিদ্যাশব্দেন বেদাদিসৎশাস্ত্রজ্ঞানং তথা শ্রীভগবদুপাসনরূপা ভক্তিরপিগ্রহণমুচিতমিতি । তথাহি শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে–১/৩১ ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাৎ "তমেব" ইতি বিদ্যৈবেতি ব্যপদেশঃ । জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দস্য প্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দবদ্ বোধ্যঃ । (৩৪) অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ–বিদ্যাবেদনপর্য্যায়াং জ্ঞানং দ্বিবিধং ; একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বং পদার্থানুভবরূপম্ ; দ্বিতীয়ং তু অপাঙ্গবদ্বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি । তৎপদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞানাৎ তু অমাত্য সৈন্যাধিপাদিবৎ যথাযথং তৎ প্রসাদসৌভাগ্যভাজনস্য তস্য সালোক্যাদিলক্ষণা মুক্তির্ভবতি । ভক্তিরূপেণ তু জ্ঞানবিশেষেণ স্নেহসৌন্দর্য্যাদিগুণাঞ্চিত যুবতিরত্নবৎ ভগবদ্বশীকার প্রসাদপাত্রস্য তদঙ্ঘ্রবরিবস্যানন্দলক্ষণঃ পুরুষার্থো ভবতি । (৩৫) তস্মাৎ কেবলবিদ্যৈব সাক্ষাৎ মুক্তিরিতি ॥৪৮॥

এই বিদ্যা বা উপাসনা । শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য–বৈদ্যাগণের–শাণ্ডিল্য বৈশ্বানর দহরাদি শব্দ পূর্বক যে বিদ্যাসকল তাহাদের রাজা–রাজবিদ্যা, গুহ্যজীব যথাত্ম্যাদি রহস্য সকলের রাজা রাজ গুহ্য এই রাজবিদ্যাদি ভক্তিরূপ জ্ঞান । অতএব এইতন্ত্রেণ সিদ্ধান্তের দ্বারা দুইটি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানশব্দের দ্বারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শ্রীভগবদুপাসনা গ্রহণ করিতে হইবে । অথবা বিদ্যা শব্দের দ্বারা সেই দুই জ্ঞান ও ভক্তি গ্রহণ করিবে ।

এইস্থলে দৃষ্টান্তের দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন–কৌরবেতি । কৌরবশব্দের ন্যায় মীমাংশক শব্দের ন্যায়, পূর্ব ধাত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডব, পরেরটি কর্ম্মবিৎ ও ব্রহ্মবিৎ । অর্থাৎ কৌরব–যেমন কৌরব শব্দটি সামান্য জাতি বাচক হইলেও ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণে সমানরূপে প্রয়োগ হইলেও, ধার্ত্তরাষ্ট্র পাণ্ডব নামে বিশেষ শব্দযুক্ত হইয়াছে, অথবা মীমাংসক শব্দবৎ-মহর্ষি জৈমিনীকৃত পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তি কর্ম্মবিৎ হয় । এবং ভগবান শ্রীবারায়ণকৃত উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবিৎ হয় । এই প্রকার উভয় শাস্ত্রজ্ঞ মীমাংসক শব্দ সমান হইলেও কর্ম্মবিৎ ব্রহ্মবিৎ ভেদযুক্ত হয় । এই প্রকার বিদ্যা শব্দের দ্বারা বেদাদিসৎ শাস্ত্রজ্ঞান, এবং শ্রীভগবদুপাসনারূপা ভক্তিও গ্রহণ করা উচিত ।

এই বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে–ভক্তি ও জ্ঞান বিশেষ হয়, এই জ্ঞানতত্ত্ব সামান্যহেতু 'তমেব' ইত্যাদির দ্বারা বিদ্যাই ব্যপদেশ করিয়াছেন, জ্ঞান বিশেষে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ-কৌরব বিশেষে পাণ্ডব শব্দের ন্যায় বুঝিতে হইবে । এই স্থলের নিষ্কর্ষ এই–বিদ্যা বেদন অনুভব পর্য্যায় যে জ্ঞান তাহা দ্বিবিধ, প্রথম নির্নিমেষ বীক্ষণের ন্যায় তত্ত্বংপদার্থের অনুভব, দ্বিতীয়-অপাঙ্গ কটাক্ষবীক্ষণের

স চ মোক্ষো বিদ্যয়া বহিঃ সাক্ষাৎকারেণৈব ইত্যাহ–

॥ওঁ॥ দর্শনাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৩/৪৯॥

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মু০–২/২/৮) ইতি মুণ্ডকে তেনৈব তদ্বিক্ষণাদিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

ননু–ভক্তিরূপয়া বিদ্যয়া যদি কথঞ্চিদ্‌বিমুক্তিঃ সম্ভবেৎ তৎ তু অন্তঃসাক্ষাৎকাররূপমেব, ন তু বহিঃ সাক্ষাৎকারঃ" ইতি ; চেৎ ? তত্রাহঃ–"স চ" ইতি ; স্পষ্টম্ । তথাচ ভক্তিরূপজ্ঞানবিশেষেনারাধনেন শ্রীভগবতো চক্ষুরাদিনা বহিঃ সাক্ষাৎকারোঽপি ভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবদ্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "দর্শনাচ্চ" ইতি ।

শাস্ত্রাদৌ তথৈব দর্শনাচ্চ" ভক্ত্যৈব ভগবতশ্চক্ষুরাদিপ্রত্যক্ষেণ সাক্ষাৎকারো ভবতীতি । অত্র মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যেন তৎ প্রমাণমাহঃ–"ভিদ্যন্তে" ইতি । পরাবরে–পরে-নিত্যমুক্তাঃ ; অবরে– সেবকাঃ, নিত্যমুক্তসেবকা যমুপাসন্তে তস্মিন্ নিত্যপার্ষদ বৃন্দপরিশেভিতে শ্রীগোবিন্দদেবে দৃষ্টে–ভক্তিযোগেনারাধিতে সতি তস্য সাধকস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ–অহঙ্কারঃ অবিদ্যাবন্ধনরূপাহঙ্কারো ভিদ্যতে বিনাশমায়াতি । সর্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে–অজ্ঞানপ্রভবাঃ সর্বে বিপরীতভাবনাঃ ছিদ্যন্তে–নাশো ভবতি ।

তথা চ অস্য সাধকস্য কর্ম্মাণি প্রারব্ধাদীনি ক্ষীয়ন্তে ; তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/১/২৩

সমান বিচিত্র ভক্তিরূপ, তৎপদার্থ পরিশুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা অমাত্য সেনাপতি প্রভৃতি সমান যথাযথ শ্রীভগবৎ প্রসাদ সৌভাগ্য ভাজন সাধকের সালোক্যাদি লক্ষণ মুক্তি হয় । ভক্তিরূপে জ্ঞানবিশেষের দ্বারা স্নেহ সৌন্দর্য্যাদিগুণ যুক্ত যবতিরত্নবৎ শ্রীভগবৎ বশীকার প্রসাদ পাত্র সাধকের শ্রীগোবিন্দদেব চরণ বরিবস্যানন্দ লক্ষণ পুরুষার্থ লাভ হয় । অতএব কেবল বিদ্যার দ্বারাই সাক্ষাৎ মুক্তি হয় কর্ম্মাদির দ্বারা নহে ॥৪৮॥

শঙ্কা ঃ–সদি বলেন ভক্তিরূপা বিদ্যার দ্বারা যদি কোন প্রকারে বিমুক্তি সম্ভব হয় তাহা কিন্তু অন্তঃ সাক্ষাৎকার রূপই হইবে, কিন্তু বহিঃ সাক্ষাৎকাররূপ নহে । সমাধান তদুত্তরে বলিতেছেন–সচেতি। সেই মোক্ষ বিদ্যার দ্বারা বহিঃসাক্ষাৎ কারেই হয় । অর্থাৎ ভক্তিরূপ জ্ঞান বিশেষপূর্বক আরাধনার দ্বারা শ্রীভগবানের চক্ষুরাদির দ্বারাও বহিঃসাক্ষাৎ কারও হয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–দর্শনাচ্চেতি দেখাও যায়, অর্থাৎ শাস্ত্র সকলে সেই প্রকারই দেখা যায়, ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সাক্ষাৎ কার হয় । এই বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তাহার প্রমাণ বলিতেছেন–ভিদ্যন্ত ইতি ।

হৃদয় গ্রন্থি সকল ভেদ হয়, সংশয় সকল ছেদন হয়, সেই পরাবরকে দর্শন করিলে পরে কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয় । এই প্রকার মুণ্ডকে প্রমাণ আছে । অর্থাৎ পরাবরে–পরে নিত্যমুক্তগণ, অবরে

ননেবং কর্ম্মনা মুক্তিরিতি, জ্ঞান কর্ম্মভ্যাং মুক্তিরিতি চ শাস্ত্রং বিরুদ্ধং স্যাত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৩/৫০॥

ন খলু বিদ্যৈব মুক্তি হেতুরিত্যস্য শাস্ত্রস্য তাভ্যাং বাধঃ শক্যঃ । কুতঃ ? শ্রুত্যাদীতি । "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে০–৬/১৫) ইত্যাদেঃ সাবধারণায়াঃ শ্রুতের্বলিষ্ঠত্বাৎ। আদিশব্দো লিঙ্গযুক্তিঃ সংগৃহ্নাতি ।

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ । ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥ ইতি। তেন–বহিঃসাক্ষাৎকারেণৈব সর্বানর্থনিবৃত্তিলক্ষণমোক্ষস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে–১/২/২১-২২ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা । বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ শ্রীদশমে চ–৮৬/৪৯ এতদান্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্‌ভবানক্ষিগোচরঃ ॥ ইতি । তস্মাদ্ ভক্তিরূপয়া বিদ্যয়ারাধিতে সতি শ্রীভগবতো বহিঃসাক্ষাৎকারোঽপি ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৯॥

অথ পূর্বপক্ষৌ নিরাকর্ত্তুং ঘট্টকমারচয়ন্তি ননু" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–বিদ্যয়া এব বিমুক্তিরিতি চেৎ, কর্ম্মণা মুক্তিঃ, সমুচ্চয়েন মুক্তিরিতি প্রতিপাদকশাস্ত্রানাং কা গতিঃ ? ইতি পক্ষদ্বয়ং নিরাকর্ত্তুং

সেবকগণ নিত্যমুক্ত সেবকগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন সেই নিত্য পার্ষদবৃন্দ পরিসেবিত শ্রীগোবিন্দদেবকে ভক্তিযোগের দ্বারা আরাধনা করিলে পরে সেই সাধকের হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কার অবিদ্যাবন্ধনরূপ অহঙ্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সকল সংশয় ছেদন হয়, অজ্ঞান জাতসকল প্রকার বিপরীত ভাবনা নাশ হয়, এবং এই সাধকের সকল কর্ম্ম প্রারব্ধাদি ক্ষয় হয় । এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে–শ্রীবিষ্ণু ভক্তি নিরত সাধকের অপ্রারব্ধফল পাপকূট বীজ ফলোন্মুখাদি ক্রমে বিলীন হইয়া যায় । তেন-সুতরাং তাহার দ্বারাই তাহা বীক্ষণহেতু, অর্থাৎ বহিঃসাক্ষাৎ কারের দ্বারাই সর্বানর্থ নিবৃত্তি লক্ষণ মোক্ষের দর্শন হেতু এই অর্থ ।

এই প্রকার শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে--আত্মেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিলে পরে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয়ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয় হয় । অতএব কবি বুদ্ধিমান সাধকগণ পরম হর্ষ সহকারে ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি আত্ম প্রসাদনী ভক্তি নিত্যই করিয়া থাকেন ।

শ্রীদশমেও বর্ণিত আছে–হে দেব ! মানবগণের এই অন্ত অবধি ক্লেশ থাকে যে পর্য্যন্ত আপনি অক্ষিগোরচ না হন । অতএব ভক্তিরূপা বিদ্যার দ্বারা আরাধিত হইলে পরে শ্রীভগবানের বহিঃসাক্ষাৎ কারও হয় ইহাই অর্থ ॥৪৯॥

অনন্তর দুইটি পূর্বপক্ষ নিরাকরণ করিতে ঘট্টকরচনা করিতেছেন–ননুইতি । যদি বলেন–এই প্রকার কর্ম্মের দ্বারা বিমুক্তি, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা বিমুক্তি তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইবে । অর্থাৎ বিদ্যার

"ইন্দ্রোঽশ্বমেধান্ শতমিষ্ট্বাপি রাজা ব্রাহ্মণমীড্যং সমুবাচোপসন্নঃ। ন কর্ম্মভি র্ন ধনৈ র্নাপি চান্যৈঃ পশ্যেৎ সুখং তেন তত্ত্বং ব্রবীহি" ইতি লিঙ্গম্। "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মু০–১/২/১২) ইতি যুক্তিশ্চ।

"শেষঃ পরার্থত্বাৎ" (মী০–সূ০–৩/১/২) ইত্যাদি ষট্‌সূত্রী তু সূত্রকৃদ্ভিরেব প্রত্যাখ্যাস্যতে। "অধিকোপদেশাত্তু" (ব্র০–সূ০–৩/৪/২/৮) ইত্যাদিভিঃ। বিদ্যয়া সর্বকর্ম্মনির্ম্মূলনিরূপক বাক্যসংগ্রহায় "চ" শব্দঃ।

"তং বিদ্যা" (বৃ০–৪/৪/২) ইত্যাদিশ্রুতিস্তু তৈরেব সমাধাস্যতে। "বিভাগঃ শতবৎ" (ব্র০–সূ০–৩/৪/২/১১) ইতি। তস্মাৎ বিদ্যৈব মোক্ষহেতুরিতি স্থিরম্ ॥৫০॥

সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"শ্রুত্যাদি" ইতি। বিদ্যৈব খলু সর্বেষাং বিমুক্তিঃ, ন কর্ম্মণা, ন বা সমুচ্চয়েন ইতি। শ্রুতি-লিঙ্গ-যুক্ত্যাদি বলীয়স্ত্বাৎ ; শ্রুত্যাদিষু কেবলমেব বিদ্যৈব মুক্তেঃ কারণং প্রতিপাদয়তি ; ন তু কর্ম্মাদিনী ; তস্মাৎ তাভ্যাং পূর্বপক্ষিবচনাভ্যাং ন শাস্ত্র বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ন খলু" ইতি ভাষ্যন্ত–অতিরোহিতার্থম্। অথ লিঙ্গেন কর্মণো মোক্ষহেতুত্বং নিরাকুর্বন্তি–ইন্দ্রঃ" ইতি।

ইন্দ্রঃ শতাশ্বমেধযাগকর্ত্তা দেবরাজ শতমশ্বমেধান্ ইষ্ট্বাপি শতাশ্বমেধযাগংকৃত্বাপি রাজা সর্বশাসকঃ ব্রহ্মাণং ঈড্যং সর্বলোকনমস্কৃতং ব্রহ্মাণং উপসন্নঃ শিষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য বিধিবদুপসন্নঃ সন্ উবাচ ভো ভগবান্ ! ন কর্ম্মভিঃ সুখমাস্তি, ন ধনৈঃ, নাপি অন্যৈঃ কিমপি সাধনৈঃ সুখং পশ্যেৎ, তস্মাৎ সর্বথা সুখরহিতোঽহং, তেন তত্ত্বং পরব্রহ্মতত্ত্বং ব্রবীহি' তথাচ–কর্ম্মলভ্যস্বর্গস্য শাসকোঽপি দেবেন্দ্রোঽপি সর্ববিধভোগাঢ্যোঽপি তস্মাৎ সুখমলভমানঃ ব্রহ্মসমীপং গত্বা নিত্যং সর্ববিধশোকরহিতং পূর্ণানন্দময়ং

দ্বারা যদি মুক্তি হয়, তবে কর্ম্মে মুক্তি ও সমুচ্চয়ে এই প্রতিপাদক শাস্ত্র গণের কি গতি হইবে ? এই পূর্বপক্ষদ্বয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন–শ্রুত্যাদীতি। শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ বলীয়ান বলীয়হেতু বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই সকলের বিমুক্তি হয়, কিন্তু কর্ম্ম বা সমুচ্চয়ের দ্বারা নহে, শ্রুতি লিঙ্গযুক্তি প্রভৃতির বলবত্বাহেতু, শ্রুতি শাস্ত্রে কেবল বিদ্যাই মুক্তির কারণ প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মাদি নহে, সুতরাং সেই পূর্বপক্ষীয় বচন দ্বয়ে শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হইবে না এই অর্থ।

বিদ্যাই নিশ্চয়রূপে মুক্তি হেতু এই শাস্ত্রের পূর্বপক্ষ বাক্য দ্বয়ের দ্বারা বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না, কেন ? শ্রুত্যাদি প্রবল প্রমাণের বলবত্তা হেতু 'তাহাকে' জানিয়াই ইত্যাদি সাবধারণা শ্রুতি বাক্যটি বলবান বিধায় কর্ম্মাদির দ্বারা মুক্তি হয় না। সূত্রে যে আদিশব্দ আছে তাহা লিঙ্গ ও যুক্তি সংগ্রহ করিতেছে। অনন্তর লিঙ্গের দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষহেতুত্ব নিরাকরণ করিতেছেন–ইন্দ্রেতি। দেবগণের রাজা ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যাগদ্বারা যজন করিয়া পরমপূজ্য ব্রহ্মার নিকটে উপসন্ন হইয়া

ব্রহ্মতত্ত্বং জিজ্ঞাসয়ামাস' ইতি ।

এবং ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৮/৭–নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য পরব্রহ্মণো মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা তদ্‌বিজ্ঞানার্থং দেবানামধিপতিরিন্দ্রঃ সর্ববিধভোগান্ পরিত্যজ্য শতাধিকং বর্ষমেকং ব্রহ্মচর্য্যপালনং কৃত্বা ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ তজ্‌জ্ঞানমবাপ ; যদি দেবরাজস্যাপি এবম্ভবতি তদা তুচ্ছাতিতুচ্ছ-কর্ম্মিণাং কা কথা ; তস্মাৎ কর্ম্মণা ন কদাচিদপি বিমুক্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ । লিঙ্গং প্রদর্শ্যযুক্তিমাহঃ–"নাস্তি" ইতি । কৃতেন পুংসাধ্যযাগাদিকর্ম্মণা অকৃতঃ পরমমোক্ষরূপ সুখলাভো নাস্তি জীবস্যেতি শেষঃ ।

ননু–তথাত্বে শ্রীজৈমিনিবাক্যস্য কিং সমাধানম্ ? তত্রাহঃ–"শেষঃ" ইতি । শেষং স্পষ্টম্ । অথ সূত্রস্থ "চ" শব্দস্যার্থমাহঃ–বিদ্যয়া" ইতি ।

তথাহি শ্রীগীতাসু–৪/৩৭ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন ! ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

বলিলেন হে ব্রহ্মন্ ! কর্ম্মের দ্বারা ধনের দ্বারা ও অন্যকোন বস্তুর দ্বারা আমি সুখ দেখিতেছি না, সুতরাং আমাকে ভগবত্তত্ত্ব বলুন" ইহাই লিঙ্গ ।

অর্থাৎ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যাগকর্ত্তা দেবরাজ, একশত অশ্বমেধযাগ করিয়াও রাজা সকলের শাসন কর্ত্তা হইয়াও সর্বলোক নমস্কৃত ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া শিষ্যভাব অঙ্গিকার পূর্বক বিধিবৎ উপসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–ভো ভগবান্ ! কর্ম্ম সকলের দ্বারা সুখ নাই, ধনের দ্বারাও সুখ নাই, এবং অন্য কোন সাধনের দ্বারাও কোন সুখ দেখিতেছি না, সুতরাং সর্বথা সুখ বিনা আমি চিন্তিত, অতএব আপনি তত্ত্ব পরব্রহ্ম তত্ত্ব বর্ণন করুন ।

অর্থাৎ কর্ম্মলভ্য স্বর্গের শাসনকর্ত্তা দেবরাজ ইন্দ্রও সর্বপ্রকার ভোগযুক্ত হইয়াও তাহা হইতে সুখ লাভ না করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া নিত্য সর্ববিধ শোক রহিত পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে ও বর্ণিত আছে–নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক পরব্রহ্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাহা জানিবার নিমিত্ত দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র সর্ব প্রকার ভোগ সকল পরিত্যাগ করিয়া একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে পরব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন। যদি দেবরাজ ইন্দ্রের ও এই অবস্থা হয় তবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্মিগণের কা কথা ? অতএব কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকারেই মুক্তি হইবে না এই অর্থ ।

এই প্রকার লিঙ্গ প্রদর্শিত করিয়া যুক্তি বলিতেছেন–নাস্তীতি । কৃত কর্ম্মের দ্বারা অকৃত মোক্ষ হয় না, অর্থাৎ পুরুষসাধ্য যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা অকৃত পরম মোক্ষরূপ সুখ লাভ জীবের হয় না । যদি বলেন তাহা স্বীকার করিলে শ্রীজৈমিনির বাক্যের সমাধান কি ? তাহা বলিতেছেন–শেষেতি । পরার্থহেতু শেষ ইত্যাদি মহর্ষি জৈমিনির ষট্‌সূত্রী তাহা সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবে, "অধিক উপদেশহেতু" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা । অনন্তর সূত্রস্থ চ শব্দের অর্থ বলিতেছেন–বিদ্যয়েতি । কেবল মাত্র বিদ্যার দ্বারা সর্বকর্ম্ম নিরূপক বাক্য সকল সংগ্রহের নিমিত্ত সূত্রে চ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । এই বিষয়ে শ্রীগীতায়

শ্রীভাগবতে চ–১১/১৪/২০ ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ॥
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ইতি ।

তত্রৈব–১১/২০/৩২-৩৩ যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তোলভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ননু–এবং স্বীকৃতে "তং বিদ্যাকর্ম্মণী"ইতি শ্রুতিবাক্যস্য কা গতিঃ? তত্রহঃ–তৈরেব ভগবদ্‌বাদরায়ণৈরেব অগ্রে সমাধাস্যন্তে"ইতি।

সঙ্গতি ঃ–অথ বিদ্যাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ–"তস্মাদিতি" স্পষ্টম্ । অতো ন কর্ম্মণা ন বা সমুচ্চয়েন জীবস্য বিমুক্তিঃ কিন্তু বিদ্যাপরপর্য্যায়ভক্ত্যৈবেতিসিদ্ধম্ ॥

ভক্ত্যানির্দ্দগ্ধিতাশেষ-কর্ম্মাণি সাধকো মুদা ।
শ্যামসুন্দরপাদাব্জ-সেবনং লভতে ব্রজে ॥৫০॥

ইতি বিদ্যাধিকরণং ত্রয়োবিংশতিঃ সম্পূর্ণম্ ॥২৩॥

বর্ণিত আছে–হে অর্জ্জুন ! সুন্দরভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নি কর্ম সকলকে ভস্মাৎ করিয়া থাকে ।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে–হে উদ্ধব ! আমাকে যোগ সাধনা সাংখ্য ধর্ম্ম স্বাধ্যায় ত্যাগ প্রভৃতি আমাকে প্রাপ্ত করিতে পারে না, যে প্রকার উজ্জিত আমার প্রতি বলবতী ভক্তি আমাকে বশীভূত করে । পুনঃ যাহা কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয়, তপস্যা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগ দান ও ধর্ম্মের দ্বারা এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ কার্য্যের দ্বারা লাভ হয়, আমার ভক্ত কেবল আমার ভক্তিযোগের দ্বারাই সকলের ফল লাভ করে, অপর যদি কোন প্রকারে স্বর্গ মোক্ষ কিম্বা আমার ধামও কামনা করে তাহাও প্রাপ্ত হয় । যদি বলেন–এই প্রকার স্বীকার করিলে "তংবিদ্যাকর্ম্মণী" এই শ্রুতি বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন–তমিতি । বিদ্যা ও কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় এই শ্রুতি বাক্য তৈঃ ভগবান শ্রীবাদরায়ণই "বিভাগশতবৎ" ইত্যাদি সূত্রে সমাধান করিবেন ।

সঙ্গতি ঃ–অনন্তর বিদ্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন–তস্মাদিতি । অতএব বিদ্যাই মোক্ষ হেতু ইহা স্থির হইল । সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা অথবা সমুচ্চয়ের দ্বারা জীবের বিমুক্তি হয় না, কিন্তু বিদ্যা পরপর্য্যায় ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয় ইহা সিদ্ধ হইল । সাধক ভক্তির দ্বারাই অশেষ কর্ম্ম সকল নির্দ্দগ্ধ করিয়া ব্রজ বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম সেবা লাভ করে ॥৫০॥

এই প্রকার বিদ্যাধিকরণ ত্রয়োবিংশ সমাপ্ত ॥২৩॥

২৪॥ "অনুবন্ধাদ্যধিকরণম্"—

অথ সদ্‌গম্যত্বং গুণমুপসংহারতি। "অতিথিদেবো ভব" (তৈ০—১/১১/২) ইতি তৈত্তিরীয়কে শ্রুতম্।

২৪॥ "অনুবন্ধাদ্যধিকরণম্"

মহাতাং সেবয়া তুষ্যেদ্‌রাধাপ্রণপ্রিয়ো হরিঃ।
তস্মাৎকুর্য্যাদমায়য়া তেষামারাধনং সদা ॥

অথাধিকরণসঙ্গতিঃ—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবোপাসনে তস্য শ্রীগুরুগম্যত্বগুণমুপসংহর্ত্তুমুচিতং শ্রীগুরুপ্রসাদলব্ধেনোপাসনেন পরমমোক্ষস্য ভাবিত্বাৎ ; অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সদোপাসনগম্যত্বগুণ মুপসংহারমুচিতং ন বা ইতি নিরূপণার্থং অনুবন্ধাদ্যধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথানুবন্ধাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"অথেতি" স্পষ্টম্। অথ তৈত্তিরীয়কশ্রুতিবাক্যেন সতামুপাস্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—"অতিথি দেবো ভব" অতিথয়ো ভগবদ্‌ভক্তাঃ ; দেবাবিষ্টত্বাৎ দেবাঃ, তথাহি শ্রীভাগবতে—১১/২/২৮ মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ। বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ তস্মাৎ তেঽপি তদ্‌বদ্‌পূজ্যা যস্য স ত্বং তাদৃশো ভব" ইতি শিক্ষা।

মুণ্ডকে চ—৩/১/১০ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ" আত্মজ্ঞং শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞং ভগবদ্‌ভক্তমর্চ্চয়েৎ ; ভূতিকামো-মোক্ষপর্য্যন্তসম্পত্তিলাভেচ্ছুরিত্যর্থঃ। শ্রীভাগবতে—১১/১১/৪৭ "লভতে ময়ি সদ্‌ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া" অত্র টীকা চ—শ্রী-শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদানাম্—দ্বয়ং সাধু সেবয়ৈব জানাতীত্যাহ—মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ; সৎসঙ্গেনৈব ভগবদ্‌ভক্তিযোগো ভবতীতি। শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাম্—

২৪। অনুবন্ধাদ্যধিকরণ

অনন্তর অনুবন্ধাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। মহৎগণের সেবায় শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয় শ্রীহরি তুষ্ট হয়েন, অতএব অমায়ায় সর্ব্বদা তাঁহাদের আরাধনা করা পরম কর্ত্তব্য। অথ অধিকরণ সঙ্গতি- পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা বিষয়ে তাঁহার শ্রীগুরুগম্যত্বগুণ উপসংহার করা উচিত, কারণ শ্রীগুরুপ্রসাদলব্ধ উপাসনার দ্বারা পরমমোক্ষ হইবে, অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের সদোপাসন গম্যত্বগুণ উপসংহার করা উচিত? অথবা নহে? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অনুবন্ধাদ্যধিকরণের আরম্ভ' ইহাই অধিকার সঙ্গতি।

বিষয়— অতঃপর অনুবন্ধাদ্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- অথেতি। অনন্তর সৎগম্যত্বে গুণ উপসংহার চিন্তন করিতেছেন। অথ তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সৎ সাধুগণের উপাস্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন- অতিথি দেবো ভবেতি। অতিথি শ্রীভগবদ্ভগণ দেবের আবেশ হেতু তাঁহারাও দেব, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— আপনারা ভগবান মধুশত্রু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ আমি মনে করি, শ্রীবিষ্ণুর নিবাস লোকগণকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত বিচরণ করেন। সুতরাং সাধুগণও শ্রীভগবানের ন্যায়

তত্রসংশয়ঃ । সদুপাসনং মোচকং ? নবেতি । গুরুপ্রসাদসহিতাদীশোপাসনাদেব মোক্ষসম্ভবাদলং সদুপাসনেনেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৪/৫১॥

অনুবন্ধো মহদুপাসনানির্বন্ধঃ । দেবভাবেন তদুপাসনমিত্যর্থঃ । তস্মাচ্চ তদনুগ্রহান্মোক্ষঃ । ইতরথা ইত্থং ন ক্রয়াৎ । স্মরন্তি চৈবং তত্ত্ববিদঃ–"রহূগণৈতত্তপসা না যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা । ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা

"স মৎস্মৃতিস্তত্র সাধুসেবয়া সতাং প্রসঙ্গেন সদ্‌ভক্তিমন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । তস্মাদতিথিরূপসাধুসেবনং জীবস্য সংসারমোচকমিতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–তত্র তৈত্তিরীয়কাদিবাক্যে ভবতি সংশয় ঃ–তত্রেতি । সতাং প্রতি ভক্তিঃ সাধকস্য সংসারমোচকং ভবতি ? অথবা–সংসারমোচকং ন ভবতীতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–গুরুঃ" ইতি, অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–শ্রীগুরুপ্রসাদলব্ধোপাসনবিধিসাধকস্য শ্রীভগবদারাধনেনৈব মোক্ষসম্ভবাদলং মহদুপাসনেন ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–অনুবন্ধঃ–নির্বন্ধসহকারেণ দেবভাবেন মহদুপাসনং জীবস্য মুক্তিদায়িকা ইতি । অনুবন্ধঃ–ইত্যাদিস্পষ্টম্ । ন ক্রয়াৎ" ইতি–যদি মহদুপাসনং সংসারমোচকং ন স্যাৎ, তদা শ্রুতিঃ–দেবভাবেনোপাসনং ন প্রতিপাদয়েৎ, নোপদিশেদিত্যর্থঃ।

পূজ্য যাহার সে তুমি সেই প্রকার হও, ইহাই শিক্ষা, ইহা তৈত্তিরীয়কে শ্রবণ করা যায়। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে- অতএব ভূতিকামী আত্মজ্ঞকে অর্চ্চনা করিবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভাগবদ্ভক্তকে অর্চ্চনা করিবে, ভূতিকাম- মোক্ষ পর্য্যন্ত সম্পত্তিলাভেচ্ছু সাধক এই অর্থ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- সাধক সাধু সেবার দ্বার আমার স্মৃতি এবং আমাতে ভক্তিলাভ করে। এই অংশের শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদেরটীকা সাধুসেবার দ্বরাই জানে তাহা বলিতেছেন- আমার স্মৃতি, সাধুসেবার দ্বারা, সৎসঙ্গের দ্বারাই শ্রীভগবদ্ ভক্তিযোগ হয়। শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের- সেই সাধক আমার স্মৃতি সেই স্থলে সাধুসেবার দ্বারা সাধুগণের প্রসঙ্গের দ্বারা সৎভক্তি অন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত করে ইহাই অর্থ। অতএব অতিথিরূপ সাধুসেবা জীবের সংসার মোচক হয়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— সেই তৈত্তিরীয়কাদিশ্রুতি বাক্যে সংশয় হইতেছে- তত্রেতি। তথায় সংশয় সদুপাসনা মোচক হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি ভক্তি সাধকের সংসার মোচক হয়? অথবা সংসার মোচনকারী হয় না? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- গুরুরিতি। শ্রীগুরুপ্রসাদ সহিত ঈশ্বরের উপাসনা হইতেই মোক্ষ সম্ভব হেতু সদুপাসনার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদ লব্ধ উপাসনার বিধি সাধকের শ্রীভগবদারাধনার দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়, সুতরাং মহৎ সাধুগণের

মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ (ভা০–৫/১২/১২) ইত্যাদিভিঃ ।

আহ চৈবং শ্রীভগবান্–"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব । ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎ সঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ (ভা০–১১/১২/১-২) ইত্যাদিভিঃ । অত্র স্বয়ং স্বতত্ত্বমুপদিশ্যাপি সৎ সঙ্গ মাদিশতীতি তস্যান্তরঙ্গ সাধনতাং বোধয়তি ।

অথ মহদুপাসনেন শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং ভবতীতি শ্রীভাগবতপাদ্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–স্মরন্তীতি । হে রহূগণ ! এতৎপরতত্ত্ব শ্রীবাসুদেবস্য বিজ্ঞানং তপসা ন যাতি–ন গচ্ছতি, জানাতীত্যর্থঃ। "সর্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ" ইতি ; ন চ ইজ্যয়া–বৈদিককর্ম্মণা যাতি ; তথানির্বপণাদ্–অন্নদিবিভাগেন, গৃহাদ্ বা–গার্হস্থ্যধর্ম্মেণ, ন ছন্দসা বেদাভ্যাসেন, এবং জলাগ্নিসূর্য্যৈরুপাসিতৈরপি তং ন জানাতীতি । তর্হি কেন তত্তত্ত্বং যাতীত্যপেক্ষায়ামাহ–বিনা" ইতি মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনা তৎ ন যাতি, ন জানাতীত্যর্থঃ। মহতাং পরমভাগবতানাং পাদরজোঽভিষেকাদেব এতদ্রহস্যং জ্ঞায়তে" ইতি ।

এবং সৎসঙ্গমাত্রস্য পরতত্ত্বসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্বং, তস্যৈব সর্বশুদ্ধিহেতুত্বেন যোগ্যতাহেতুত্বাৎ" ইতি । (ক্রমঃ) অথ শ্রীভগবদ্‌বাক্যেনাপি তৎদ্রঢ়য়ন্তি–"আহ" ইতি । ন রোধযতি–ন বশীকরোতি, কানি ন বশীকুর্বন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ–যোগঃ–অষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যং–তত্ত্ববিবেকহ, ধর্ম্মঃ সাধারণোঽহিংসাদিঃ, স্বাধ্যায়ঃ–বেদজপঃ ; তপঃকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ; ত্যাগঃ–সন্ন্যাসঃ, ইষ্টা–অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য যাগ পশুযাগ বৈশ্বদেব বলিহরণানি । পূর্ত্তশব্দেন–সুরালয়ারাম কূপ বাপী তড়াগ প্রপান্নসত্রাণ্যুচ্যন্তে । দক্ষিণা-

উপাসনায় কি ফল হইবে? ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন- অন্বিতি। অনুবন্ধাদি হইতে, অর্থাৎ অনুবন্ধ- নির্ব্বন্ধ সহকারে দেবতাজ্ঞানে মহৎগণের উপাসনা জীবের মুক্তি প্রদায়িকা হয়। অনুবন্ধ মহৎগণের উপাসনায় নির্ব্বন্ধ, দেবতাভাবেই তাঁহাদের উপাসনা ইহাই অর্থ। দেবভাবে উপাসনার দ্বারাও সাধুগণের অনুগ্রহ হেতু মোক্ষ হয়, অন্যথা এই প্রকার বলিতেন না, অর্থাৎ (ন ব্রূয়াৎ) যদি মহদুপাসনা সংসারমোচক না হইবে, তবে শ্রুতি সাধুগণের দেবভাবে উপাসনা করিতে বলিতেন না এই অর্থ। অনন্তর মহদুপাসনার দ্বারা শ্রীভগবতত্ত্ব জ্ঞান হয় তাহা শ্রীভাগবত পদ্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন- স্মরন্তীতি। তত্ত্ববিৎগণ এই প্রকার স্মৃতি বাক্য স্মরণ করেন- হে রহূগণ! পরতত্ত্ববস্তুকে তপস্যা ইজ্যা গৃহ ত্যাগ ছন্দ জল অগ্নি সূর্য্যের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু মহৎ পাদরজ অভিষেক বিনা লাভ হয় না। অর্থাৎ রহূগণ! এই পরতত্ত্বশ্রীবাসুদেবের বিজ্ঞান তপস্যা দ্বারা ন যাতি, ন গচ্ছতি, জানে না এই অর্থ, 'গত্যর্থ ধাতু সকল জ্ঞানার্থক হয়' কিন্তু ইজ্যয়া বৈদিক কর্ম্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না বা জানা যায় না, তথা নির্ব্বপণাৎ অন্নাদিবিভাগের দ্বারা, গৃহাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে, ছন্দসা বেদাভ্যাসেরদ্বারা, এবং জল অগ্নিসূর্য্য প্রভৃতির উপাসনার দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না, তবে কাহার দ্বারা তাহার তত্ত্ব জানা যায়? এই অপেক্ষায়

আদিশব্দাৎ তত্তীর্থসেবা তদন্যনিন্দাপরিত্যাগশ্চ গ্রাহ্যৌ । শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ । স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ ॥ (ভাঃ–১/২/১৬) । "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ । ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥

সামান্যতোদানম্ ; ব্রতানি–শ্রীহরিবাসরবর্জ্জিতানি অন্য ব্রতানি । যজ্ঞঃদেবার্চ্চনম্ ; ছন্দাংসি–রহস্যমন্ত্রাঃ ; তীর্থাণি–শ্রীভগবদ্ধামেতরাণি ; নিয়মাঃ–শৌচ–সন্তোষ–তপঃ স্বাধ্যায়াদীনি ; যমাঃ–অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যপরিগ্রহাঃ ; এতানি মাং ন রোধয়তি, ন বশীকরোতি ; ননু ত্বং কেন রোধয়সি ? তত্রাহ–যথা" ইতি । যথা সর্বসঙ্গাপহঃ সৎসঙ্গঃ–মদেকান্তভক্তানাং সঙ্গো মাং অবরুন্ধে বশীকরেতি তথা নৈতানীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বপ্রাকৃতসঙ্গদোষাপহ শ্রীভগবদেকান্তভক্তানাং সঙ্গো হি তদনুগ্রহো বা শ্রীভগবৎপ্রাপকঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৯/২/১৬ যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্ । ছিন্দন্তি কোবিদা স্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥ অত্র "রোধয়তি অবরুন্ধে" "ইত্যুভয়োরেব বশীকরোতি" ইত্যর্থঃ ।

এবমেবাহ শ্রীকপিলদেবঃ–৩/২৫/২০ প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ । স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ তত্রৈব–৩/২৫/২৫ সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ তত্রৈব শ্রীঋষভদেবঃ–৫/৫/২ "মহৎ সেবা দ্বারমাহর্বিমুক্তেঃ"–শ্রীসপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদঃ–৭/৫/৩২ নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ । মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান্–১৯/২১ "মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা" টীকা চ–অভ্যধিকা–মৎপূজাতেঽপি তত্র মম সন্তোষ বিশেষাৎ" (ক্রম০

বলিতেছেন- বিনেতি। মহৎগণের চরণ রজের অভিষেক বিনা তাহা জানা যায় না, মহৎ পরম ভাগবতগণের পাদরজের অভিষেক হইতেই এই রহস্য জানা যায় এই অর্থ। শ্রীক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত আছে- এই প্রকার সৎসঙ্গ মাত্রেরই পরতত্ত্ব সাম্মুখ্যমাত্রে নিদান হয়, কারণ তাহারই সর্ব্বশুদ্ধি হেতুত্ব রূপে যোগ্যতা হওয়া হেতু ইহাই অর্থ। অনন্তর শ্রীভগবানের বাক্যের দ্বারাও তাহা দৃঢ় করিতেছেন- আহেতি। শ্রীভগবানও তাহা বলিয়াছেন- যোগ সাংখ্য ধর্ম্ম স্বাধ্যায় তপঃ ত্যাগ ইষ্টা পূর্ত্ত দক্ষিণা ব্রত যজ্ঞ ছন্দ তীর্থ নিয়ম যম প্রভৃতি কেহই আমাকে অবরোধ করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গদোষ হরণকারী, সৎসঙ্গ যে প্রকার আমাকে অবরোধ করে, ইত্যাদি দ্বারা, অর্থাৎ ন রোধয়তি আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, কে বশীভূত করিতে পারে না? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন যোগেতি। অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য তত্ত্ববিবেক, ধর্ম্ম সাধারণ অহিংসাদি, স্বাধ্যায় বেদাদিজপ, তপঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি, ত্যাগ সন্ন্যাস, ইষ্টা অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য যাগ পশুযাগ বৈশ্বদেব বলি হরণাদি। পূর্ত্ত দেবালয় বাগান কুপ বাপী তড়াগ প্রপা জলছত্র অন্নচ্ছত্রাদি, দক্ষিণা সমান্যরূপেদান, ব্রত শ্রীহরি বাসর বিনা অন্য উপবাস, যজ্ঞ ইন্দ্রাদি দেব পূজা, ছন্দ মন্ত্ররহস্য, তীর্থ শ্রীভগবানের ধামবিনা অন্য তীর্থ, নিয়ম শৌচসন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়, যম অহিংসা সত্য চুরি না করা ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ এই সকল আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। যদি বলেন কে বশীভূত করে? তাহা বলিতেছেন- যথেতি। যে আমাকে সর্ব্বসঙ্গহারী সৎসঙ্গ আমার একান্ত ভক্তগণের সঙ্গ আমাকে বশীভূত করে সেই প্রকার

(পাদ্মে, শ্রীভা০ র০ সি০–১/২/১১৬) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ ।

অত্রাহুঃ–সৎ প্রসঙ্গস্যাপীশহেতুকত্বাত্তদনুগ্রহ এব মোচকোঽস্তু । শুভাদৃষ্টং তু ন তৎ প্রসঙ্গহেতুঃ । তস্যাপি তদ্ধেতুকত্বাৎ । সর্বা প্রবৃত্তিরীশহেতুকেতি "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্র০–সু০–২/৩/১৬/৩৯) ইত্যনেন নির্ণিতম্ । তস্মাদ্দেশিকাদ্যানুগ্রহস্যাপি

সন্দ০)

এবং শ্রীমৎপরমাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীলঘুভাগবতামৃতস্য শ্রীভক্তামৃতে–আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা । তথা তদীয় ভক্তানাং নো চেদ্ দোষোঽস্তি দুস্তরঃ ॥ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে । ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাজনাঃ ॥ (৩) আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ (৪) অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ (৫) মম ভক্তা হি যে পার্থ ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ। মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ (৬) এবমিতিহাসসমুচ্চয়ে–তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ । প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ শাণ্ডিল্যস্মৃতৌচ–সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽত্যুত সেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥ কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ । ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাৎ ॥

এই সকল করেনা এই অর্থ। অতএব সকল প্রকার প্রাকৃত সঙ্গদোষাপহারী শ্রীভগবানের একান্তভক্তগণের সঙ্গ অথবা তাঁহাদের অনুগ্রহ শ্রীভগবৎ প্রাপক হয়। এই স্থলে 'রোধয়তি ও অবরুন্ধে' এই দুইটির বশীকরণ অর্থ হয়। এই বিষয়ে শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন- কবিগণ বলিয়াছেন প্রসঙ্গই আত্মার অজরপাশ বা বন্ধন হয়, ঐ প্রসঙ্গ সাধুগণে হইলে মোক্ষদ্বারা আবরণ বিহীন হয়। পুনঃ সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতেই আমার মহিমা যুক্ত হৃদয় ও কর্ণের মুখপ্রদ কথা হয়, তাহা সেবন করিলে সত্তর মোক্ষমার্গ শ্রীকৃষ্ণে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা রতিও ভক্তি হয়। শ্রীসপ্তমে— যাহা হইতে অনর্থ বিনাশ হয় সেই উরুক্রম শ্রীভগবানের চরণ বিষয়াসক্তগণের মতি স্পর্শ করে না, যে কাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পাদরজের অভিষেক বরণ না করে। শ্রীএকাদশে— আমার ভক্তের পূজা সকলের অধিক, অভ্যধিকা-আমার পূজা হইতেও ভক্তের পূজা অধিক, কারণ তাহাতে আমার সন্তোষ বিশেষ উৎপন্ন হয়। শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপ্রভুপাদ বর্ণন করিয়াছেন- যে প্রকার শ্রীমুকুন্দদেবের আরাধনার আবশ্যকতা হয়, সেই প্রকার তাঁহার ভক্তগণেরও আরাধনার প্রয়োজন আছে, অন্যথা দুস্তর দোষ হয়। যে সাধকগণ শ্রীগোবিন্দদেবকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণকে অর্চ্চনা করেনা, তাহার শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভাজন নহে, কেবল দাম্ভিক মাত্র হয়। সকল প্রকার আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হে দেবি! শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হইতেও তদীয় ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর হয়। শ্রীগোবিন্দদেবকে অর্চ্চনা করিয়া যে সাধক তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা করেনা সে ভাগবত নহে কেবল দাম্ভিক হয়। হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত তাহারা আমার ভক্ত নহে, যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত হয়

মুক্তিকারণত্বকল্পনম্ যুক্তমিতি ।

অত্রোচ্যতে—যদ্যপি দেশিকাদেরনুগ্রহোঽপীশহেতুকত্বং সম্ভাব্যং তথাপি তস্যাপি তত্র হেতুতা মন্তব্যা । "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু" (ব্র০—সূ০—২/৩/১৬/৪০) ইত্যাদিসূত্রনির্ণয়াৎ। কিঞ্চ স্বভক্তবশ্যেন হরিণা স্বানুগ্রহশক্তিঃ প্রায়েণ তেভ্যো দত্তাস্তি, অতস্তেষামেব

তস্মাদত্র মহদুপাসনায়াঃ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারং প্রতি অন্তরঙ্গসাধনত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—"অত্রেতি" স্পষ্টম্ । অথ সূত্রস্থ "আদি" শব্দস্যব্যাখ্যানমাহঃ—আদীতি । শুশ্রুষোঃ—হে বিপ্রাঃ ! শুশ্রুষোঃ শ্রদ্দধানস্য চ জনস্য পুণ্যতীর্থনিসেবনাৎ মহৎসেবয়া চ বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ" ইত্যন্বয়ঃ । অত্র টীকা চ—শ্রীস্বামিপাদানাম্—ননু সত্যমেব কর্ম্ম নির্ম্মূলনী হরিকথারতিঃ, তথাপি তস্যাং রুচির্নোৎপদ্যতে কিং কুর্ম্মঃ ? তত্রাহ—শুশ্রুষোরিতি । পূণ্যতীর্থনিসেবনাদিভিঃ নিষ্পাপস্য মহৎসেবা স্যাৎ, তয়া চ তদ্ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ; ততঃ শ্রবণেচ্ছা ; ততোরুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ" ইত্যেষা ।

অত্র শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—১১ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎ সেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ ; কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্রভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শন—স্পর্শন—সম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে ; তৎপ্রভাবেন—তদীয়চরণে শ্রদ্ধা ভবতি ; তদীয়স্বাভাবিক—পরস্পরভগবৎ কথায়াং "কিমেতে সঙ্কথয়ন্তি তৎ শৃণোমি' ইতি তদিচ্ছা জায়তে ;

তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হয়। ইতিহাস সমুচ্চয়ে বর্ণিত আছে- অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে পরিসন্তোষ করিতে হইবে, তাহাতেই শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন সুমুখ হইবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। শাণ্ডিল্য স্মৃতিতে বর্ণিত আছে- শ্রীঅচ্যুত সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হইবে কি হইবে না এই প্রকার সংশয় থাকে, কিন্তু তাঁহার ভক্ত পরিচর্য্যরত সাধকগণের সিদ্ধি প্রাপ্তি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেবল শ্রীভগবৎ পাদসেবা দ্বারা সাধকের মন সে প্রকার নির্ম্মল হয় না, যে প্রকার ভক্তগণের চরণ অর্চ্চনার দ্বারা হয়। অতএব এই স্থলে মহদুপাসনার শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতি অন্তরঙ্গ সাধনতা প্রতিপাদন করিতেছেন- অত্রেতি। পূর্ব্বে বর্ণিত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের তত্ত্ব উপদেশ করিয়াও সৎসঙ্গের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তরঙ্গ সাধনতা বোধ করাইতেছেন।

অনন্তর সূত্রস্থ আদি শব্দের ব্যাখ্যান করিতেছেন- আদীতি। আদিশব্দ হইতে শ্রীভগবত্তীর্থ সেবা ও অন্যের নিন্দা পরিত্যাগ গ্রহণ করিতে হইবে। শুশ্রূষোরিতি- হে বিপ্রগণ! সেবাকারী ও শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকজনের পুণ্যতীর্থনিসেবন ও মহৎ সেবার দ্বারা শ্রীবাসুদেব কথায় রুচি হয়। এই অংশের শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা যদি বলেন শ্রীহরিকথারতি সর্ব্বকর্ম্ম নির্ম্মূলকারিণী ইহা সত্য, তথাপি তাহাতে রুচি উৎপন্ন হইতেছেনা, কি করিব? তাহা বলিতেছেন- শুশ্রূষোরিতি। পুণতীর্থ নিসেবনাদি দ্বারা নিষ্পাপ সাধকের মহৎ সেবা হইবে, মহৎ সেবা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রদ্ধা হইবে, তাহা হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছা হইতে রুচি হয় এই অর্থ। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভে- পুণ্যতীর্থ নিসেবন হেতু লব্ধ যে যদৃচ্ছাবশতঃ মহৎসেবা, তাহার দ্বারা শ্রীবাসুদেব কথায় রুচি হয়। কোন প্রকার কার্য্যান্তরেও তীর্থে

তত্র স্বাতন্ত্র্যম্ । তৈরনুগৃহীতে তু জনে সোঽপি তমনু প্রবর্ত্তয়তীতি সর্বাণি বাক্যানি সাম্পদানি স্যুঃ ; বৈষম্যাদ্যপনয়শ্চ ইতি ॥৫১॥

তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়তে ইতি ; তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঝাটিতি কার্য্যকরী' ইতি ভাবঃ" ইতি।

তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যামুক্তরবিভাগে–৬৭ তদ্ধর্ম্মগতিহীনা যে তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ । কলিনা গ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ ॥ মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে" (৭৯) শ্রীভাগবতে–৪/৮/১২ পুণ্যংমধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ" শ্রীদশমে চ–১/২৮ মথুরা ভগবান্ নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" তস্মাৎ শ্রীভগবদ্ধামসেবনমপি শ্রীভগবৎপ্রাপ্তেঃ কারণমিতি ।

অথ তদন্য নিন্দাপরিত্যাগশ্চ কর্ত্তব্যঃ, ইত্যপেক্ষয়ামাহঃ–হরিরেব" ইতি । হরিঃ–স্বপ্রভাবেন সর্বেষাং সর্ববিধপাপবাসনাপি হরণকারী ; যদ্বা–স্বমাধুর্য্যেন স্বপর্য্যন্ত সর্বেষাং প্রাণিনিকায়ানাং মনোহারী শ্রীশ্যামসুন্দরঃ। স এব সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ সর্বেষাং জীবানাম্ সদা আরাধ্যঃ–আরাধনং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ, ইতরে শ্রীগোবিন্দদেবোদিতরে ব্রহ্ম–রুদ্রাদ্যা দেবাঃ কদাচন ন অবজ্ঞেয়াঃ, অনাদর ন কর্ত্তব্যা ইতি ।

অত্র শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীভক্তিসন্দর্ভে–(১০৬) তস্মাত্তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং ক্বচিদ্গুণোঽপি

ভ্রমণকারী মানবের প্রায় তীর্থে ভ্রমণকারী বা নিবাসকারী মহৎগণের দর্শন স্পর্শন সম্ভাষনাদি লক্ষণা সেবা স্বয়ং সম্পন্ন হয়, তাহার প্রভাবে তদীয় চরণে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদের স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎ কথায় 'এই বৈষ্ণবগণ কি সংলাপ করিতেছেন শ্রবণ করি' এই প্রকার তাহা শ্রবণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা শ্রবণ হেতু শ্রীভগবৎ কথায় রুচি জাত হয়, সারার্থ এই মহৎগণ হইতে শ্রুতা শ্রীহরিকথা ঝটিতি কার্য্যকারিণী ইহাই ভাবার্থ। শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত আছে— ভগবদ্ধর্ম্মবিহীন মানবগণও মথুরাবাস ফলে আমাতে পরায়ণ হয়, অপর কলিগ্রস্ত মানবের ও মথুরাবাসে অধিকার আছে। বিশেষ ভাবে মথুরায় আমাকে ধ্যান করিয়া সাধক মোক্ষলাভ করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- মধুবন পরমপুণ্যময় স্থান যেস্থানে শ্রীহরি ভক্তগণকে নিত্যই সান্নিধ্য প্রদান করেন। শ্রীদশমে- মথুরা পরমপ্রিয় ধাম যেস্থানে ভগবান শ্রীহরি নিত্যই সন্নিহিত হন। অতএব শ্রীভগবদ্ধামের সেবনও শ্রীভগববৎপ্রাপ্তি কারণ হয়।

অনন্তর তদন্য নিন্দা পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য' এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- হরীতি। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই আরাধ্য, অন্য ব্রহ্মা রুদ্রদিদেবগণকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না, অর্থাৎ হরি নিজপ্রভাবের দ্বারা সকলের সর্ব্বপ্রকার পাপ বাসনাও হরণকারী, অথবা নিজমাধুর্য্যের দ্বারা স্বপর্য্যন্তসকলের প্রাণিসমূহের মনোহরণকারী শ্রীশ্যামসুন্দর, তিনি সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর, শ্রীশ্যামসুন্দরদেব সকলজীবগণের সর্ব্বদা আরাধ্য, আরাধনা করা কর্ত্তব্য এই অর্থ। ইতরে শ্রীগোবিন্দদেবভিন্ন অন্য ব্রহ্মারুদ্রাদিদেবতাগণকে কদাচ কখনও অবজ্ঞা অনাদর করা উচিত নহে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন- অতএব তদীয়ত্বরূপে রুদ্রাদির উপাসনায় ক্বচিৎ গুণও হয়, অবজ্ঞাদিতে দোষই হয়। শ্রীভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিবে, অন্যত্র নিন্দাকরিবে না, এই প্রকার। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি সর্ব্বদা আরাধ্য হয়েন, অন্যান্য রুদ্রও ব্রহ্মাদিদেবগণের কখনও অবজ্ঞা করিবে না। শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে বর্ণিত আছে- যে মানব কেবল শ্রীগোপালদেবের পূজা করে, কিন্তু

ভবতি । অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ–(১১/৩/২৬) শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি" ইতিবৎ । যথা পাদ্মে–হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ । ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ গৌতমীয়ে চ–গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্ । অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি ॥ অতএব শ্রীভাগবতে–৬/৮/১৭–"হয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ" ইতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মণি তদাগঃ প্রায়শ্চিত্তম্। তত্র চ শিবাবজ্ঞাদৌ মহানেব দোষঃ ; যথা চতুর্থে নন্দীশ্বর শাপঃ–৪/২/২৪ সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্" ইতি ; ইদমপি যৎকিঞ্চিদেব ;–শ্রীশিবস্য মহাভাগবতেত্বেন দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ। "হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য তয়াকৃতম্" (৪/১১/৩৩) ইতি স্বায়ম্ভুবোক্তরীত্যা ননুং তৎ সখ্যমনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্‌ভক্তিস্বভাবকৃত–সর্ববিষয়ক-বিনয়-পুনঃ পুনর্ভক্ত্যভিলাসাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং ভগবদ্‌ভক্তিবর প্রার্থনমিতি চতুর্থাভিপ্রায়ঃ । অতত্রবোক্তং–(কৌর্ম্মে) যো মাং সমর্চ্চয়ন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ । বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্" ইতি । তস্মাৎ সর্ববিধনিন্দপরিত্যাগশ্চ বৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যঃ ।

অত্র কেচিদাচার্য্যাঃ শ্রীভগবৎকৃপৈব মোক্ষৈকহেতুকা ইতি বদন্তি–তন্নিরাকর্ত্তুং তন্মতমুত্থাপয়ন্তি–"অত্রাহুঃ" ইতি । "দেশিক" ইতি প্রকটার্থম্ । তথাচ–শ্রীদেশিকানুগ্রহলাভপূর্ব্বক–মহৎপ্রসঙ্গলাভস্যাপি শ্রীভগবৎকৃপাজন্যত্বাৎ তদেব মোক্ষকারণ মিত্যাহ শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাসু–(১০/১০) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

অন্যদেবতার নিন্দা করে, তাহার পরকালের ধর্ম্ম হওয়া দূরের কথা, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- ভগবান হয়শীর্ষা আমাকে পথে দেবহেলনা অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করুন। এই প্রকার শ্রীনারায়ণকবচে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীশিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ হয়, যেমন শ্রীচতুর্থে- যাহারা শর্ব্ব শ্রীশঙ্করকে অবমাননা করে তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হয়। ইহাও সামান্য বচন, বিশেষ শ্রীশিব মহাভাগবত হওয়া হেতু তাঁহার নিন্দায় দোষ অবশ্যই স্বয়ং হইবে। হে বৎস! তুমি গিরিশের ভ্রাতা ধনদ কুবেরের অবহেলা করিয়াছ' এই স্বায়ম্ভবমনুর বাক্যানুসারে নিশ্চয় শিবের সখা স্মরণ করিয়াই কুবের হইতেও শ্রীধ্রুব ভগবদ্ভক্তি স্বভাব কৃত সর্ব্ববিষয়ক বিনয় ও পুনঃ পুনঃ ভক্তি অভিলাষা যুক্ত হইয়া শ্রীভগবদ্ভক্তি মাত্রই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ইহাই চতুর্থ স্কন্ধের অভিপ্রায়। অতএব কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে- যে আমাকে নিজ ভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে নিত্যই অর্চ্চনা করে কিন্তু মহাদেব শিবকে নিন্দা করে সে নিশ্চয় নরকে গমন করে। সুতরাং বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রকার নিন্দাত্যাগকরা একান্ত কর্ত্তব্য।

এইস্থলে কোন কোন আচার্য্যগণ শ্রীভগবৎ কৃপাই মোক্ষ হেতু বলেন, তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মত উত্থাপন করিয়াছেন- অত্রেতি। তাঁহারা বলেন- দেশিক কৃপা ও সৎ প্রসঙ্গ ঈশ্বরের কৃপায় লাভ হয় সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহই মোক্ষের কারণ হউক! অর্থাৎ দেশিক শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ লাভ পূর্ব্বক মহৎ প্রসঙ্গ লাভেরও শ্রীভগবৎ কৃপাজন্যত্ব বিধায় তাহাই মোক্ষের কারণ হয় তাহা শ্রীভগবান শ্রীগীতায় বলিয়াছেন- আমাতে সতত সংযুক্ত হইয়া সতত প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারি সাধকগণকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি তাহারা যেন আমাকে লাভ করে।

ননু–সৎ প্রসঙ্গলাভস্য শুভাদৃষ্ট এব কারণম্ ; তথাহি শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে–২২৩/৭৬ ভাগ্যোদয়েন বহুজন্ম-সমর্জ্জিতেন সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষো যদা বৈ । অজ্ঞানহেতুকৃতমোহমদান্ধকার–নাশং বিধায় হি তদোদয়তে বিবেকঃ ॥ ইতি চেৎ ন ; শুভাদৃষ্টং তু ন সৎপ্রসঙ্গহেতুঃ । কুতঃ ? তত্রাহঃ–"তস্যাপীতি" তস্যাপি শুভাদৃষ্টস্যাপি জন্যত্বে শ্রীভগবদ্ধেতুকত্বাৎ । কিং বহুনা সর্বা এব প্রবৃত্তিরীশহেতুকা ইতি প্রতিপাদয়ন্তি–"সর্বা" ইতি ; স্পষ্টম্ । এতদাশঙ্কায়াঃ সমাধানমাহঃ–তত্রোচ্যতে" ইতি । "যদ্যপি" ইতি ভাষ্যন্তু–অতিরোহিতার্থম্ ।

তস্মাৎ শ্রীদেশিকানুগ্রহবৎ শ্রীভাগবদানুগ্রহস্যাপি মোক্ষকারণমিতি সঙ্গতি প্রকারঃ । তথাহি শ্রীভগবান্–৯/৪/৬৩

অহং ভক্তাপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ! ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ইতি ।
তস্মাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদবৎ শ্রীভাগবত প্রসাদস্যাপি সাধকস্য পরমাবশ্যকমিত্যর্থঃ॥
যেষাং কৃপালবেনাত্র মুকোঽপ্যাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
চরণাব্জমহং তেষাং বন্দে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥৫১॥

শঙ্কা— যদি বলেন- সৎ প্রসঙ্গলাভের শুভাদৃষ্টই কারণ হয়, এই বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে- বহুজন্ম সমর্জিত ভাগ্যের উদয় হইলে যে কালে মানব সৎসঙ্গ লাভ করে সেইকালে অজ্ঞান হেতুকৃত মোহ মহান্ধাকার বিনাশ করিয়া বিবেক উদয় হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন- শুভেতি। শুভাদৃষ্ট তৎ সাধুপ্রসঙ্গের হেতু নহে, কেন? তাহারাও তদ্ধেতু; অর্থাৎ শুভাদৃষ্টও শ্রীভগবৎ কৃপাহেতু জাত হয়। অধিক কথার প্রয়োজন নাই সকল বস্তুর শ্রীভগবানই কারণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন- সর্ব্বেতি। সকলপ্রকার প্রবৃত্তি শ্রীভগবান কর্ত্তৃকই হয় তাহা পূর্ব্বে "পরাৎত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব দেশিকানুগ্রহের মুক্তি কারণ কল্পনা করা অযুক্ত, যুক্তি সঙ্গত নহে। সমাধান এই আশঙ্কার সমাধান বলিতেছেন- অত্রেতি। এই স্থলে বক্তব্য এই যে— যদ্যপি শ্রীগুরুদেব প্রভৃতির অনুগ্রহও শ্রীভগবানের কৃপাদ্বারাই হয়, তথাপি তাহার সাধুকৃপার হেতুতা মানিতে হইবে, কারণ' 'কৃত প্রযত্নাপেক্ষ' এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে নিজভক্তিবশ্য শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিজের অনুগ্রহ শক্তি প্রায় করিয়া স্বভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং অনুগ্রহ বিষয়ে ভক্তগণেরই স্বতন্ত্রতা বুঝিতে হইবে, ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত সাধকজনে শ্রীভগবান পশ্চাৎ কৃপাপ্রবর্ত্তন করেন, অতএব সকল বাক্য সার্থক হইয়াছে, এবং শ্রীভগবানের বিষমতাদোষ ও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃ শ্রীদেশিকানুগ্রহবৎ শ্রীভক্তগণের অনুগ্রহও মোক্ষের কারণ হয়, ইহাই সঙ্গতি প্রকার। শ্রীভগবান বলিয়াছেন- হে দ্বিজ! আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তপরাধীন, সাধুভক্ত কর্ত্তৃক গ্রস্ত হৃদয় আমি ভক্তজনপ্রিয় হই। অতএব শ্রীগুরুপ্রসাদের সমান শ্রীভাগবতগণের প্রসাদও সাধকের পরম আবশ্যক ইহাই অর্থ। যাঁহাদের কৃপালব মাত্রে মুক্ বোবা মানুষও শ্রুতি শাস্ত্র পাঠ করে, আমি নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের চরণকমল বন্দনা করি তঁহারা করুণা করুন।।৫১।।

এই প্রকার অনুবন্ধাদ্যধিকরণ চতুর্বিংশসম্পূর্ণ।।২৪।।

২৫॥ "প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাধিকরণম্"—

"যথা ক্রতুঃ" (ছা০—৩/১৪/১) ইত্যাদিশ্রুতৌ সংশয়ঃ । ইদং ব্রহ্মোপাসনং দেশিকাদ্যুপাত্তি সহিতং স্বতারতম্যাৎ ফলতারতম্য হেতু র্ভবেৎ ? নবেতি । "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু০—৩/১/৩) ইত্যাদৌ বিশেষাশ্রবণাৎ ন তদ্ধেতু র্ভবেৎ ।

ইতি অনুবন্ধাদ্যধিকরণং চতুর্বিংশতিকং সম্পূর্ণম্ ॥২৪॥

২৫॥ "প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণম্"

উপাসনং যথা পুংষাং তথৈবেশ্বরদর্শনম্ ।
"যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে" ইতি শ্রীমুখবাক্যতঃ ॥

অথ শ্রীগুরুপ্রসাদলব্ধা সৎসঙ্গামৃতসেকবর্দ্ধিতা শ্রীভক্তিঃ সাধকানাং সংসারদুঃখমোচিকা ইতি প্রতিপাদিতা; ভক্ত্যাশ্রিত্য সিদ্ধানাং ফল তারতম্যমস্তি ? ন বা" ইতি নিরূপণার্থং প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ এতদধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"যথাক্রতুঃ" ইতি । যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃপ্রেত্য ভবতি" ইতি । অস্মিন্ লোকে সাধনাবস্থায়াং পুরুষো যথা ক্রতুঃ ভবতি যাদৃশমুপাসনং করোতি তথা ইতঃ অস্মাৎস্থানাৎ প্রেত্য শ্রীভগবল্লোকংগত্বা সাধনানুরূপং পার্ষদদেহং প্রাপ্নোতি" ইতি । তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫/৬১ যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" শ্রীগীতাষু চ—৪/৪১ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ তস্মাৎ সাধকসাধনানুসারং ফলমপি দদাতি

২৫।। প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাধিকরণ

অনন্তর প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমাকে যে সাধক যে প্রকার আরাধনা করে' এই শ্রীমুখবাক্য হইতে সাধকগণের যে প্রকার উপাসনা সেই প্রকার ঈশ্বর দর্শন হয়। অথ শ্রীগুরু প্রসাদ প্রাপ্তা সৎসঙ্গামৃত সেচনদ্বারা বর্দ্ধিতা শ্রীভক্তিদেবী সাধকগণের সংসার দুঃখ মেচনকারিণী, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের ফলতারতম্য আছে? অথবা নাই? ইহানিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণের আরম্ভ, ইহা অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়— অনন্তর এই অধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- যথেতি। যে প্রকার উপাসক এইলোকে সাধক হয়, এই লোক হইতে গমন করিয়া তাহাই হয়' অর্থাৎ এইলোকে সাধনাবস্থায় পুরুষসাধক যথাক্রতুঃ যেপ্রকার উপাসনা করে, তথা সেই প্রকার এইস্থান হইতে প্রেত্য শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিয়া সাধনানুরূপ পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে- যেমন যেমন সাধকের শ্রদ্ধা সিদ্ধিও সেই প্রকারই হয়। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- আমাকে যে সাধক যে ভাবে আরাধনা করে আমি ও তাহাকে সেই প্রকার ফল প্রদান করি। অতএব সাধকের সাধনানুসারেই শ্রীভগবান ফল প্রদান করেন, এই প্রকার বিষয়বাক্য।

শ্রীভগবান্" ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ— ইত্যাদিবিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—"ইদমিতি" অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ—শ্রীগোবিন্দদেবস্যারাধনং শ্রীগুরূপদেশাতঃ মহদুপাসনাবর্দ্ধিতভক্ত্যা ভবতি ; তদুপাসনঞ্চ সাধকভাবতারতম্যেন ভগবৎপ্রাপ্তিতারতম্যং ভবতি ? কিম্বা তত্র ভগবল্লোকে কিমপি তারতম্যং নাস্তি ? সর্ববিধ সাধনৈঃ সমান শ্রীভগবদ্ধামলাভো ভবতি, ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

*পূর্বপক্ষ ঃ—*অত্র স্বতারতম্যাৎ শ্রীভগবদুপাসনাফল তারতম্যং সম্ভবেৎ ন বা ইতি । সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—নিরঞ্জনঃ" ইতি । নিরঞ্জনঃ—সর্ববিধদ্বৈতভাবশূন্যঃ পরমং—নিরতিশয়ং সাম্যং ঐক্যং উপৈতি ; সাধকঃ পরিত্যক্তসর্ববিধদ্বৈতভাবনিরতিশয়ং সাম্যং প্রাপ্নোতি ইতি নাস্তি স্বতারতম্যাৎ ফলতারতম্যমিতি । কুতঃ—বিশেষাশ্রবণাৎ ; তত্র কিমপি ফলভেদং নাস্তীতি ।

অত্র লৌকিক দৃষ্টান্তেন স্পষ্টমাহঃ—"ন হি" ইতি । দৃষ্টান্তং স্পষ্টম্ ; তথাচ—যথা নগরস্য কিমপি ভেদং নাস্তি কিন্তু তৎ প্রাপকানাং মার্গানামেব তারতম্যং ; তদ্বদ্ ফলে তারতম্যং নাস্তি কিন্তু তদুপায়েষু এব তৎ । তথাহি শ্রীভাগবতে—৭/১/২৫

তস্মাদ্ বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা ।

সংশয়— ইত্যাদি বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- ইদমিতি। এই ব্রহ্মোপাসনা দেশিকাদি উপাসনা সহিত স্বতারতম্য বশতঃ ফল তারতম্যহেতু হইবে? অথবা হইবে না? অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা শ্রীগুরুদেবের উপদেশ হইতে মহদুপাসনা দ্বারা বর্দ্ধিত ভক্তিরদ্বারা হয়, সেই উপাসনা সাধকগণের ভাবের তারতম্য হেতু শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির তারতম্য হয়? অথবা শ্রীভগবল্লোকে কোন প্রকার তারতম্য নাই? সকল প্রকার সাধনের দ্বারা সমান ভাবে শ্রীভগবদ্ধাম লাভ হয়? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এইস্থলে নিজের ভাব তারতম্য হেতু শ্রীভগবদুপাসনার ফলতারতম্য সম্ভব হইবে? অথবা না? এই সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- নিরঞ্জনেতি। সাধক নিরঞ্জন হইয়া পরমসাম্য লাভ করে, অর্থাৎ নিরঞ্জন সর্ব্ব প্রকার দ্বৈত ভাবশূন্য পরমং নিরতিশয় সাম্য একত্ব প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি প্রমাণে বিশেষ অশ্রবণ হেতু তাহার কারণ হয় না, সাধক পরিত্যক্ত সর্ব্ববিধ দ্বৈত ভাবনা হইয়া নিরতিশয় সাম্য একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্বতারতম্য হেতু ফল তারতম্য হয় না, কেন? কোন প্রকার বিশেষ শ্রবণ না হওয়া হেতু শ্রীভগবদ্ধামে কোন রূপ ফলভেদ নাই। এইস্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন- নহীতি। যেমন নানাবিধ পথে উপেয় নগর প্রাপ্তকারি মানবগণের বিবিধতা হইলেও নগরের বিবিধতা বলিতে সমর্থ হইবে না, অর্থাৎ যেমন নগরের কোন প্রকার ভেদ নাই, কিন্তু নগর প্রাপক মার্গ সকলেরই তারতম্য হয়, সেই প্রকার ফলে তারতম্য নাই, কিন্তু তাহার উপায় সকলেই তারতম্য হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- অতএব বৈরানুবন্ধও নির্ব্বৈর ভয় স্নেহ কামদ্বারা মনোবিশেষ করা হউক কোন প্রকার পৃথক ফল দেখা যায় না, সুতরাং ফলে তারতম্য নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

ন হি নানাবিধবর্ত্মভিরুপেয়ং নগরং তদুপেতৃভির্বৈবিধ্যেন দৃষ্টমিতি শক্যং বক্তুমিত্যেবং প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ওঁ॥৩/৩/২৫/৫২॥

"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" (বৃ০–৪/৪/২১) ইতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে । তত্রৈকা শাব্দী।

স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্‌॥ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্‌।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইত্যেবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্‌ শ্রীবাদরায়ণঃ–"প্রজ্ঞান্তর" ইতি । প্রজ্ঞান্তর–পৃথক্ত্ববৎ–প্রজ্ঞা–উপাসনা, উপাসনা পৃথক্ত্ববৎ, যথা উপাসনা তদ্‌বৎ, তথা ব্রহ্মদৃষ্টিরপি–তথৈব ভবতি ; এবং কুতঃ ? তদুক্তম্‌–শ্রুতিষু তথা বর্ণিতত্বাদিত্যর্থঃ । বিজ্ঞায়" ইতি ; অত্র প্রজ্ঞায়া দ্বৈবিধ্যং–বিজ্ঞানং উপাসনঞ্চ, বিজ্ঞানেন শ্রীভগবৎ যাথাত্ম্য জ্ঞানং জায়তে ; উপাসনেন চ সাক্ষাৎকারমিতিভেদঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্‌ । তথাচ–শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিভাববতাং উপাসনা তারতম্যেন শ্রীভগবৎ-সেবালাভ তারতম্যপি ভবতীতি । তথাহি–স্মৃতৌ–যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" শ্রীগীতাষু চ–৭/২১-২৩ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি । তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে । লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্‌ভবত্যল্পমেধসাম্‌ । দেবান্‌ দেবযজ্ঞো যান্তি মদ্‌ভক্তা যান্তি মামপি ॥

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান্‌ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- প্রজ্ঞেতি। প্রজ্ঞান্তর উপাসনা পৃথক্ত্ববৎ পৃথক হওয়া হেতু দৃষ্টি ব্রহ্মদৃষ্টিও সেই প্রকার হয় তাহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রজ্ঞেতি প্রজ্ঞা উপাসনা, উপাসনা পৃথক হওয়া হেতু, যেমন উপাসনা সেই প্রকার ব্রহ্মদৃষ্টিও হয়, এই প্রকার কেন? তদুক্তম্‌- শ্রুতি সকলে সেই প্রকারই বর্ণন করিয়াছেন এই সূত্রার্থ। বিজ্ঞায় জানিয়া প্রজ্ঞা উপাসনা করিবে, এইস্থলে দুইটি প্রজ্ঞা দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রথমটি শাব্দী, দ্বিতীয়টি উপাসনা, তাহার পৃথক্ত্ব ভেদ, সেই প্রকার তাঁহার উপাসকগণের ভগবৎ দৃষ্টি হয়, বিজ্ঞায় এইস্থলে প্রজ্ঞা দুইপ্রকার বিজ্ঞানও উপাসনা, বিজ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানের যথা যথ মাহাত্ম্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উপাসনার দ্বারা সাক্ষাৎকার হয় এই প্রকার ভেদে। তদুক্তমিতি- যথাক্রতুঃ 'ইত্যাদিবাক্যে ভগবৎ প্রাপ্তির তারতম্য কথিত হইয়াছে এই অর্থ। তথাচ- উপাসনানুযায়ি ভগবানের দর্শন হয় তদনন্তর বিমুক্তি হয়। অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত সাধকগণের উপাসনা তারতম্য হেতু শ্রীভগবানের সেবালাভের তারতম্য হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে- যে সাধকের যে প্রকার ভাবনা তাহার সিদ্ধিও সেই প্রকার হয়। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে যে সাধক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যে বিগ্রহ অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই বিগ্রহে আমি তাহার শ্রদ্ধাপোষণ করি, সাধক সেই শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করে, আমা কর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল সেইবিগ্রহ আরাধনা করিয়া নিজ মনোগত লাভ করে, কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি মানবগণের ফল

অন্যাতূপাসনা । তস্যাঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ ।

তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি । "তদুক্তমিতি" "যথা ক্রতুঃ" (ছা০–৩/১৪/১) ইত্যাদৌ তত্তারতম্যমুক্তমিত্যর্থঃ ।

তথাচোপাসনানুযায়ি ভগবদ্দর্শনং ততোবিমুক্তিরিতি । সাম্যং পারম্যং তু নৈরঞ্জন্যাংশেন বোধ্যম্॥৫২॥

স্যাদেতৎ । ন চ বিদ্যয়া বিনা দৃষ্টিঃ, নাপি দৃষ্টিং বিনা বিমুক্তিরিত্যুক্তম্ । তদুভয়মযুক্তং, ভগবৎপ্রাকট্যাবসরে বিদ্যাশূন্যৈরপি তদ্ দৃষ্টের্লাভাৎ ; দৃষ্টিমদ্ভিরপি

তস্মাৎ স্বয়মেব ফলতারতম্যমুক্ত্বা মৎসমীপমাগতস্য পরমফললাভো ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্নাহ–শ্রীভগবান্ পার্থসারথিঃ–৮/১৫ মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ । নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ তথা "যথা ক্রতুঃ" ইত্যনেনাপি ফলতারতম্যং সিদ্ধির্ভবেৎ ।

তথাহি–রাজসূয়–অশ্বমেব–দর্শপৌর্ণমাস–কারিরী–পুত্রেষ্টি যাগাদীনাং যাগসামান্যেঽপি ফলতারতম্যং ভবেৎ, এবমত্রাপি" বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ । ননু এবং স্বীকৃতে "নিরঞ্জনঃ পরমম্" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ কা গতি ? তত্রাহুঃ–"সাম্য–পারম্যম্" ইতি । অত্র জীব-পরয়োঃ সাম্য পারম্যং নৈরঞ্জন্যাংশেন নিবৃত্ত সমস্ত প্রাপঞ্চিকধর্ম্মেন সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকেন চ বোদ্ধব্যমিতি ; বস্তুতঃ তয়োঃ সর্বদৈব সেব্য-সেবকাদিভেদস্য বর্ত্তমানত্বাদিত্যর্থঃ ॥৫২॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধানমাহুঃ–"স্যাদেতৎ" ইতি । উপাসনা তারতম্যেন ভবতু ফল তারতম্যম্, তত্রেয়মস্মাকং শঙ্কা–ন চ বিদ্যায়া বিনা দৃষ্টিঃ, তত্ত্বজ্ঞানং, তথা শ্রীভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানমৃতে ন

অন্তবান নাশবান হয়, দেবযাজকগণ দেব লোকে গমন করে, আমার ভক্তগণ আমার লোকে গমন করে। অতএব স্বয়ং ফলতারতম্য নিরূপণ করিয়া মৎসমীপে সমাগত ভক্তের পরম ফললাভ হয় তাহা প্রতিপাদন করিয়া ভগবান শ্রীপার্থসারথি বলিতেছেন- হে অর্জ্জুন! পরমসংসিদ্ধিগত মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে লাভ করিয়া অনিত্য দুঃখালয় প্রাপ্ত হয় না। এবং 'যথাক্রতুঃ' এই বাক্যের দ্বারাও ফলতারতম্য হয়, সেই প্রকার উপাসনাতেও বুঝিতে হইবে ইহাই অর্থ। যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে 'নিরঞ্জন পরমম্' এই বিশেষ শ্রুতি বাক্যের কি গতি হইবে? তাহা বলিতেছেন- সাম্যেতি। সাম্য পারম্য কিন্তু নৈরঞ্জন্যাংশের দ্বারা বুঝিতে হইবে। এইস্থলে জীব ও পরব্রহ্মের সাম্য পারম্য নৈরঞ্জন্যাংশে নিবৃত্তসমস্ত প্রাপঞ্চিক ধর্ম্ম সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা অভেদ বুঝিতে হইবে, বস্তুতঃ তাহাদের সর্ব্বদাই সেব্য সেবক ভেদ বর্ত্তমান আছে।।৫২।।

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন- স্যাদিতি। উপাসনা তারতম্যের দ্বারা ফলতারতম্য হউক, কিন্তু এইস্থলে আমাদের আশঙ্কা এই- বিদ্যা বিনা দৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞান হয় না, এবং দৃষ্টিবিনা শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানবিনা বিমুক্তি হয় না ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বসিদ্ধান্ত সিদ্ধ। এই উভয়

বিমুক্তে রলাভাদিতি চেত্তত্রাহ–

বিমুক্তিঃ" ইতি সর্বসিদ্ধান্ত সিদ্ধম্ । তদুভয়মযুক্তং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ । কুতেঃ ন সম্ভবেদিত্যপেক্ষয়ামাহঃ– ভগবদিতি । তথাচ–যদা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবোঽবতরতি তদা ব্রহ্মবিদ্যাবিহীনানাং কর্ষকাদীনামপি ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবতি, তথাপি ন তেষাং বিমুক্তিঃ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১/১০/৩৪–কুরু জাঙ্গল পাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্ । ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্ । আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্‌বিভুঃ ॥ তত্র তত্র হ এতস্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ ॥ শ্রীদশমে চ–১০/৮৬/২০ আনর্ত্তধন্বকুরু জাঙ্গল কঙ্কমৎস্য পাঞ্চাল কুন্তি মধু কেকয় কোশালার্ণাঃ । অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদার হাস-স্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ ! পপুর্দৃশিভির্নার্য্যঃ ॥

এবং তদবসরে বিদ্যাবতাং সুদর্শন-নৃগ-মুচুকুন্দাদীনাং ভগবৎসাক্ষাৎকারেঽপি ন বিমুক্তিঃ–তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৩৪–একদা দেবযাত্রায়াং শ্রীরামকৃষ্ণমাদায় নন্দাদয়োগোপাঃ অম্বিকাবনং গত্বা সরস্বতী তীর্থে স্নানং চক্রুঃ ;তত্র সাম্বিকপশুপতিমর্চ্চয়িত্বা রাত্রিনিবাসংকৃতবন্তঃ, তদা রাত্রৌ কশ্চিৎসর্পঃ সমাগত্য শ্রীনন্দপাদংজগ্রাহ, শ্রীভগবৎপাদস্পর্শেন ত্যক্তসর্পরূপঃ সদ্যো দিব্যরূপং গৃহীত্বা শ্রীভগবন্তং তুষ্টাব, স্তুত্বা চ দিবমগমৎ, ন তু মুক্তিং প্রাপঃ ; ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবাদ্য চ । সুদর্শনো দিবংযাতঃ

সিদ্ধান্ত অযুক্ত সম্ভব হইবে না এই অর্থ। কেন সম্ভব হইবে না? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- ভগবদিতি। শ্রীভগবানের প্রাকট্য অবসরে বিদ্যাশূন্য মানবগণেরও তাঁহার দর্শন লাভ হওয়া, এবং দৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত সাধকগণের মুক্তি লাভ হয় না তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ যে কালে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব অবতীর্ণ হয়েন সেই কালে ব্রহ্মবিদ্যা বিহীন কৃষকগণেরও ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়, তথাপি তাহাদের মুক্তি হয় নাই। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— কুরুদেশ জাঙ্গল পাঞ্চাল শূরসেন যামুন ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র মৎস্যদেশ সারস্বত এবং মরুধন্বা প্রভৃতিদেশ গমন করিয়া বিভু শ্রীকৃষ্ণের বাহন ঈষৎ শান্ত হইল, সেই সেই দেশের মানবগণ নানা প্রকার উপহারে শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিলেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- আনর্ত্ত ধন্ব কুরুজাঙ্গল কঙ্ক মৎস্য পাঞ্চাল কুন্তি মধু কেকয় কোশল দশার্নদেশবাসি নরনারীগণও অন্যান্য সকলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ সরোজের উদার হাসও সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি হে নৃপ! নয়নের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। এবং প্রকটাবসরে বিদ্যাবান শাস্ত্র জ্ঞান যুক্ত মানবগণের সুদর্শন নৃগ মুচুকুন্দ প্রভৃতির ভগবৎসাক্ষাৎকারেও তাহাদের বিমুক্তি হয় নাই। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- এক সময় দেবযাত্রা কালে শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া নন্দাদিগোপগণ অম্বিকাবনে গমন করিয়া সরস্বতী তীর্থে স্নান করিলেন, তথায় অম্বিকার সহিত পশুপতি শ্রীশঙ্করকে অর্চ্চনা করিয়া রাত্রি বাস করিলেন, তখন রাত্রিকালে কোন এক সর্প আসিয়া শ্রীনন্দমহারাজের চরণগ্রহণ করিল, শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শের দ্বারা সর্পরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্য দিব্যধররূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। সুদর্শন সর্প দিব্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক দশার্হ শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা ও আদেশ গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন। রাজা নৃগ সম্বন্ধে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- নৃগ এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া, নিজের মুকুটাগ্রের দ্বারা

॥ওঁ॥ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ওঁ॥৩/৩/২৫/৫৩॥

"অপিঃ" অবধারণে। সামান্যাৎ সাধারণ্যেন যোপলব্ধির্দৃষ্টিস্তয়া ন মোচকত্বম্। যথা মৃত্যুমাত্রস্য তন্নাস্তি। তর্হি কিংসামান্যদৃষ্টেঃ ফলম্? তত্রাহ–লোকাপত্তিরিতি।

কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥ ইতি।

নৃগঃ–শ্রীদশমে–১০/৬৪/২৮ অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ! যান্তং দেব গতিং প্রভো!। ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা! অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥ মুচুকুন্দঃ–শ্রীদশমে–১০/৫১/৬৩-৬৪, ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ। সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রয়ঃ ॥ জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ। ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মানুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥ ইতি। তস্মাৎ বিদ্যারহিতানাং বিদ্যাবতাং চ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারোঽপি ন বিমুক্তিরিতি।

ইতি শঙ্কা ভবতি চেৎ; তত্রোত্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ন সামান্যাৎ" ইতি। সামান্যাৎ-শ্রীভগবতঃ সামান্যজ্ঞানেন যোপলব্ধিঃ তয়া মুক্তির্নভবতি; যথা মৃত্যুবৎ; মরণমাত্রস্য ন বিমুক্তিঃ; তদ্বৎ; তর্হি তেষাং কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ–লোকাপত্তিঃ হি; তেষাং স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি র্ভবতি।

অথ সূত্রস্থ "অপি" শব্দস্যাবধারণমর্থম্। সামান্যাৎ" ইতি–ভাষ্যং সুগমম্। তথাচ–যে

শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক দিব্য বিমানে আরোহণ করিলেন, তাহা সকলেই দেখিলেন। মুচুকুন্দরাজা সম্বন্ধে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- হে রাজন্! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মৃগয়ার দ্বারা অনেক জন্তু বধ করিয়া পাপ করিয়াছ, আমাকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা দ্বারা সেই পাপ নাশ কর, পরজন্মে সর্ব্বভূত প্রিয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব বিদ্যারহিত ও বিদ্যাযুক্ত মানবের শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারেও মুক্তি নাই।

যদি আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কা হয়, তদুত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন- নেতি। সামান্যাৎ শ্রীভগবানের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা যে উপলব্ধি তাহার দ্বারা মুক্তি হয় না, যেমন মৃত্যুবৎ-মরণ মাত্রেই যে প্রকার বিমুক্তি হয় না, সেই প্রকার, তাহা হইলে তাহাদের ফল কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- লোকেতি। তাহাদের স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়। সূত্রস্থ অপি শব্দের অবধারণ অর্থ। সামান্যাৎ সাধারণ রাজপুত্রজ্ঞানে যে শ্রীভগবানের উপলব্ধি তাহার দ্বারা মুক্তি হয় না, যেমন মানবের মৃত্যুমাত্রেই মুক্তি হয় না, তবে সামান্য বুদ্ধির ফল কি? তাহা বলিতেছেন- লোকাপত্তিঃ, যেমন সামান্যদৃষ্টি যুক্ত সুদর্শন বিদ্যাধরের এবং রাজানৃগের লোকাপত্তি স্বর্গপ্রাপ্তি ফল হইয়াছিল। যদি বলেন তাহাই—স্বর্গপ্রাপ্তিই মুক্তি? তদুত্তরে বলিতেছেন- নহীতি। স্বর্গগমনই মুক্তি নহে, লোকাপত্তিই মুক্তি নহে এই অর্থ। অর্থাৎ যে প্রকার শ্রীভগবৎ প্রকটাবসরে বিদ্যাযুক্ত ও বিদ্যারহিত তাঁহার দর্শন কারিগণ,শ্রীভগবানকে সামান্য এই দ্বারকার রাজা শ্রীবসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ' এইভাবে দর্শন কারিগণের মুক্তি হয় না, অপর শ্রীভগবানের দর্শন মহিমায় তাহাদের সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্মমৃত্যুও হয় না, কিন্তু দর্শন মাহাত্ম্যে তাহারা স্বর্গাদিলোকবাসী হয়, যেমন সুদশন বিদ্যাধর প্রভৃতির হইয়াছিল। যদি বলেন— স্বর্গপ্রাপ্তিই মুতি স্বীকার করিব? তাহা করিতে পারিবেন না, কারণ সেই

যথা সুদর্শনস্য বিদ্যাধরস্য লব্ধসামান্যদৃষ্টেঃ ; যথা চ নৃগস্য রাজ্ঞো লোকাপত্তিঃ ফলমুক্তম্ । ননু সৈব মুক্তিরিতি চেত্তত্রাহ "ন হি" ইতি ।

ন খলু লোকাপত্তিঃ সা ইত্যর্থঃ । স্মৃতিশ্চ "সামান্যদর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাৎ"

শ্রীভগবৎপ্রকটাবসরে বিদ্যাযুক্তা-বিদ্যারহিতা বা তদ্দর্শনকারিণঃ তেষাং শ্রীভগবৎসামান্যদর্শিনাং "অয়ং দ্বারকাধীশঃ শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণঃ" ইতি মাত্র দর্শিনাং ন বিমুক্তিঃ ; কিঞ্চ শ্রীভগবদ্দর্শনমাহাত্ম্যেন তেষাং সাধারণমনুষ্যবৎজন্মমৃত্যুরপি ন ভবতি ; তথা দর্শন মহিম্না স্বর্গাদিলোকভাজো ভবন্তি । যথা সুদর্শনাদীনামিতি । ন চ লোকাপত্তিরেব মুক্তিরিতি বাচ্যম্, লোকস্যাক্ষয়িষ্ণুত্ব শ্রবণাৎ । তথাহি শ্রীভাগবতে– ৯/৪/৫৩ স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে । ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি ॥

অথ সামান্যদৃষ্টিবতামসামান্যদৃষ্টিবতাঞ্চ নারায়ণ তন্ত্রবাক্যেন ভেদমাহঃ–স্মৃতিশ্চেতি । সামান্যদর্শনাৎ– "অসামান্যবলবীর্য্যাদিযুক্ত মহারাজঃ" ইতি জ্ঞানাৎ দর্শনাকারিনাং লোকাঃ–স্বর্গাদিলোকগমনং ভবতি । কিন্তু মুক্তিঃ যোগ্যাত্মদর্শনাৎ ভবতি ; লিঙ্গশরীরপর্য্যন্তবিধ্বংসপূর্বক স্বভাবানুসারেণ পার্ষদতনুলাভস্তু শ্রীগোবিন্দযাথাত্ম্যজ্ঞানেন ভবতীতি ভাবঃ ।

অথ এতদধিকরণস্য সারর্থমাহঃ–"অয়ং ভাবঃ" ইতি । আবৃতবিষয়া–যোগমায়াকঞ্চুকাবৃতো শ্রীগোবিন্দদেবঃ" ইতি ; তথাহি শ্রীগীতাসু–৭/২৫ নাহং প্রকাশ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ । শ্রীভাগবতে–

লোকের ক্ষয়িষ্ণুত্ব শ্রবণ করা হেতু। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- ব্রহ্মা বলিলেন দ্বিপরার্দ্ধ নামক কালে ভগবানের ক্রীড়াবসানকালে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমার এই স্থান সংদগ্ধকারি কালাত্মার ভ্রূভঙ্গমাত্রেই তিরোভূত হয়, সুতরাং স্বর্গাদি লোক ক্ষয়িষ্ণু। অনন্তর সামান্য দৃষ্টি ও অসামান্য দৃষ্টিযুক্ত মানবগণের নারায়ণতন্ত্রবাক্যে ভেদ বলিতেছেন-স্মৃতীতি। স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে- সামান্যদর্শনাৎ- শ্রীভগবানের প্রতি আসামান্য বলবীর্য্যাদি যুক্ত মহারাজা এই জ্ঞানে দর্শনকারি নরগণের 'লোকাঃ' স্বর্গাদিলোকে গমন হয়, কিন্তু মুক্তি? যোগ্যাত্মদর্শন হেতু হয়, লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত বিধ্বংস পূর্ব্বক স্বভাবানুসারে পার্ষদদেহলাভ কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবের যাথাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারাই হয় ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর এই অধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন- অয়মিতি। এই প্রকরণের ভাবার্থ এই যে- দৃষ্টি দুই প্রকার, আবৃত বিষয় ও অনাবৃত বিষয়া, তন্মধ্যে আদ্যা আবৃত বিষয়া দৃষ্টি পুণ্যের উদ্রেক হেতু জাত হয়, তাহার প্রভাবে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আবৃত বিষয়া, যোগমায়াকঞ্চুকাবৃত শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- আমি যোগমায়াবৃত হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হই না, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- আপনি মায়া যবনিকার দ্বারা আচ্ছন্ন আছেন, অধোক্ষজ অব্যয় আপনাকে আমি অজ্ঞ কি প্রকারে জানিব। যেমন নাট্যধারী নটকে মূঢ় দৃষ্টিব্যক্তি দেখিতে পায় না। শ্রীদশমে যোগমায়া কর্ত্তৃক নিজপ্রকাশকগুণ সমাচ্ছন্ন মহিমাযুক্ত ব্রহ্মকে নমস্কার। পুনঃ যিনি কাল ঈশ্বর তিনি যোগমায়া যবনিকাদ্বারা সমাচ্ছন্ন হন। সেই যোগমায়া সমাবৃত শ্রীগোবিন্দদেব বিষয় যে দৃষ্টির সেই দৃষ্টির বিষয় যে শ্রীগোবিন্দদেব।

(নারায়ণতন্ত্রে) ইতি ।

অয়ংভাবঃ–দৃষ্টিঃখলু দ্বেধা । আবৃতবিষয়া ; অনাবৃত বিষয়াচেতি । তত্রাদ্যা পুণ্যোদ্রেকেণ জায়মানা, তৎ প্রভাবেন স্বর্গাদি লোকান্ প্রাপয়তি ।

অন্তিমা তু ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতি পরমপ্রেষ্ঠত্ব–চিৎসুখবিগ্রহতয়া জায়মানা বিমোচয়তীতি সর্বং সঙ্গতিমৎ ।

যত্তু–হতি কালিকং তদ্বীক্ষণং মোচকং বদন্তি ; তত্রাপি তচ্চক্রাদিস্পর্শ মহিম্না লিঙ্গপর্য্যন্ত বিনাশাৎ ।

ততঃ প্রিয়ত্বাদিনা তদ্দৃষ্টেঃ সেতি বোধ্যম্ । ইতরথা বহবাক্যব্যাকোপাপত্তিঃ॥৫৩॥

১/৮/১৯ মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ । ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ –শ্রীদশমে–১০/১০/৩৩ আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" তত্রৈব–১০/৮৪/২৩ মায়াযবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্" স যোগমায়াবৃতশ্রীগোবিন্দদেবো বিষয়ো যস্যাঃ সা দৃষ্টিঃ, তদ্বিষয়া ইত্যর্থঃ । অনাবৃতবিষয়া" ইতি–সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহঃ স বিষয়ো যস্যা সা দৃষ্টিঃ তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৪৬/৩২–যস্মিন্জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবিশ্য মনোবিশুদ্ধম্ । নির্হৃত্য কর্ম্মশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ॥ তত্রৈব–১০/৮৬/৪৯ এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ ভবানক্ষিগোচরঃ" তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতি মোক্ষো ভবতীতি শ্রুতিরাহ–শ্বে০-১/১১ জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যুপ্রাহাণিঃ।

অন্তিমা অনাবৃত বিষয়া- ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা লিঙ্গভঙ্গ হইলে পরে পরমপ্রেষ্ঠত্ব চিৎসুখ বিগ্রহরূপে জাত দৃষ্টি বিমোচন করে, এই প্রকার সকল সঙ্গতি হয়। অর্থাৎ অনাবৃত বিষয়া- সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিষয় যে দৃষ্টি তাহার বিষয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত- আছে- মানব প্রাণবিয়োগকালে অবিশুদ্ধমন ক্ষণকালের নিমিত্ত যাঁহাতে সমাবেশ যুক্ত করিয়া আশু সত্ত্বর কর্ম্মবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যবর্ণ ব্রহ্মময় হইয়া পরাগতি লাভ করে। পুনঃ হে শ্রীকৃষ্ণ! এই পর্য্যন্তই মানবরে ক্লেশ থাকে যে পর্য্যন্ত আপনি নয়ন গোচর না হন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা লিঙ্গভঙ্গ হইলে পরে মোক্ষলাভ হয় ইহা শ্রুতি বলিতেছেন- ক্রীড়াশীলদেবকে জানিয়া সকল প্রকার পাশহানি হয়, ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যু প্রহাণি হয়, শ্রীভগবদভিধান হেতু লিঙ্গদেহ ভেদ হইলে পরে বিশ্ব ঐশ্বর্য্য পূর্ণকেবল আত্মকাম হয়।

অনন্তর শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন- যত্ত্বিতি। অপর কেহ যে মৃত্যুকালে শ্রীভগবদ্দর্শন সংসার মোচন হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ প্রাণ বিয়োগকালে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার মুক্তিদায়ক মনে করেন, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- বিজয়কুটুম্ব- অর্জ্জুনের রথের সারথি বেত্রধারী ও হয় রশ্মিধারী পরমমনোহর দর্শনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মুমুর্ষ আমার ভীষ্মের রতি হউক, যাঁহাকে দর্শন করিয়া যুদ্ধ স্থলে মৃত যোদ্ধাগণ স্বরূপ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনঃ অনেকে প্রলম্বাসুর ধেনুকাসুর দর্দুর বকাসুর কেশী অরিষ্টাসুরও চণুরাদিমল্লগণ ইভ কুবলয়াপীড়, কংস কালযবন কুজ ভৌমাসুর পৌণ্ড্রকবাসুদেব, অন্যান্য শাল্ব দ্বিবিধ বানর বল্বলদানব দন্তবক্র সপ্তোক্ষ নগ্নজিতের সাতটিবৃষভ, শাম্বরাসুর বিদুরথরুক্মী প্রভৃতি, অপর কম্বোজ মৎস্য কুরু

তস্যাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহ ভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্ত কামঃ ॥

অথ শঙ্কান্তরমুত্থাপয়ন্তি—"যত্তু" ইতি । স্পষ্টম্ । কেচিৎ প্রাণবিয়োগকালে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারং মুক্তিদায়কমিতি বদন্তি । তথাহি ভাগবতে—১/৯/৪৯ বিজয়রথকুটুম্ব আততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে। ভগবতি রতিরস্তু মে মুমুর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্যহতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ইহ ভারতযুদ্ধে ; স্বরূপং—সমানরূপমিত্যর্থঃ। তত্রৈব চ—২/৭/৩৪-৩৫ যে চ প্রলম্ব-খর-দর্দুর-কেশ্যরিষ্ট মল্লেভ—কংস-যবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ । অন্যে চ শাল্ব-কপি-বল্বল দন্তবক্র-সপ্তোক্ষ শম্বর বিদূরথরুক্মিমুখ্যঃ ॥

যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজ মৎস্য কুরু কৈকেয়সৃঞ্জয়াদ্যাঃ । যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থ-ভীম-ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ এবং শ্রীকৃষ্ণেন নিহতা বিদ্বিষোঽপি তং নিরীক্ষ্য মুক্তিং লব্ধা" ইতি বিদ্যাহীনানামপি শ্রীভগবৎপ্রাকট্যবসরে—তদানীন্তনানাং তদ্দর্শনাদ্‌বিমুক্তিরভূৎ ইতি প্রতিপাদিতম্ ; তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে ? ইতি শঙ্কাপ্রকারম্ । অথ সমাধানমাহঃ—তত্রাপি" ইতি । স্পষ্টম্।

সঙ্গতি ঃ—অথ এতদধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ—"ততঃ" ইতি। প্রিয়ত্বাদিনা ভাবেন ভক্ত্যারাধিতে সতি বিমুক্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ । ইদমত্রতত্ত্বম্—শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপান্তরেণ নিহতানাং দৈত্যানাং ন মোক্ষঃ, কিন্তু প্রাকৃত সুখসমৃদ্ধিরুত্তর জন্মনি বৃদ্ধির্ভবেৎ ; শ্রীকৃষ্ণেন নিহতানাং দৈত্যানান্তু সুদর্শনচক্রাদিস্পর্শমহিম্না বিদ্যোদয়াদিতি দুর্ল্লভস্য মোক্ষস্য ঝটিত্যেব প্রাপ্তিরিতি, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে এব মোক্ষস্য প্রাকট্যাৎ, ন তু রূপান্তরেষু ইতি ন কাচিৎ শঙ্কা ইতি ।

তথা চাত্র সমাধানং শ্রীমৎপরমাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—শ্রীকৃষ্ণপ্রকরণে—১/৮০, ৮৩, কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ । কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যৎ এবকার দ্বয়েন সঃ ॥ মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্॥ তস্মাদ্‌বিদ্যৈব বিমুক্তিরিতিসিদ্ধম্॥

যো ভক্তো যেন ভাবেন ভগবন্তমুপাসতে।
তথৈব তস্য লাভঃ স্যাদিত্যধিকরণস্থিতিঃ॥৫৩॥

ইতি প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাধিকরণং পঞ্চবিংশতিকং সম্পূর্ণম্ ॥২৫॥

কেকয়সৃঞ্জয়দেশবাসিরাজগণ, এবং অন্যান্য যুদ্ধস্থলে ধনুকধারণ যোদ্ধাগণকে শ্রীবলরাম অর্জ্জুন ভীমপ্রভৃতির নামগ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া তাঁহার ধামে গমন করিবেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত শত্রুগণও তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এই প্রকার বিদ্যাহীন তদানীন্তন রাক্ষসাদি সকলের শ্রীভগবৎ প্রাকট্যাবসরে তাঁহার দর্শন হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহাই শঙ্কার বীজ। সমাধান- এই শঙ্কার সমাধান করিতে করিতেছেন- তত্রাপীতি। হতিকালেও মৃত্যুকালেও শ্রীভগবানের চক্রাদি স্পর্শ মহিমায় লিঙ্গ পর্য্যন্ত বিনাশহেতু তাহাদের মুক্তি হয়।

সঙ্গতি— অনন্তর প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তত ইতি। অতএব প্রিয়ত্বাদি দ্বারা শ্রীভগবৎ দৃষ্টি হইতে মুক্তি হয় ইহা বুঝিতে হইবে, ইতরথা বহুবাক্য ব্যাকোপাপত্তি হইবে। অর্থাৎ প্রিয়ত্বাদি ভাবের দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিলে পরে বিমুক্তি হইবে এই অর্থ।

এইস্থলের সারতত্ত্ব এই যে— শ্রীগোবিন্দদেবের রূপান্তরের দ্বারা নিহত দৈত্যগণের মোক্ষ হয় না,

২৬॥ "তাদ্‌বিধ্যধিকরণম্"—

বিদ্যয়া দর্শনাৎ বিমুক্তিরিত্যেতৎ দৃঢ়য়িতুমারম্ভঃ । মুণ্ডকে কাঠকে চ শ্রূয়তে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ (মু০—৩/২/৩, কঠ০—১/২/২০) ইতি ।

২৬॥ "তাদ্‌বিধ্যাধিকরণম্"

ভক্তিবলং হি জীবানাং তেন বিজয়তে হরিঃ ।
সাধনৌর্ঘৈর্নগোবিন্দো লভ্যতে তেন বর্জিতঃ ॥

পূর্বং প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাধিকরণে সাধকস্যারাধনানুরূপং ফলং ভবতীতি প্রতিপাদিতম্ ; তত্র বিদ্যয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাকারো ভবতীতি নিরূপিতম্ । অত্র বিদ্যয়া বরণমেব শ্রীভগবৎসাক্ষাকারে কারণম্ ? অথবা জ্ঞানবৈরাগ্যাঞ্চিতয়া ভক্ত্যারাধনেন তদিতি নিরূপণার্থং তাদ্‌বিদ্যাধিকরণম্ অরভ্যতে ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ তাদ্‌বিধ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—বিদ্যয়া' ইতি স্পষ্টম্ । নায়মাত্মা ইতি । অয়মাত্মা—মুক্তকুলৈরুপাস্য—শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রবচনেন—ভক্তি হীনেন বেদাদ্যধ্যয়নেন ন লভ্যঃ ; ন মেধয়া-ভক্তিবিহীনেন কুশাগ্রীয়া বুদ্ধ্যাপি ন লভ্যঃ, ন বহুধা শ্রুতেন—অনেকব্যাখ্যাতৃপ্রমুখতঃ ভক্তিবিহীনেন শাস্ত্রশ্রবণেন ন চ লভ্যঃ ; তর্হি কথং লভ্যঃ ? তত্রাহ—যম্" ইতি । এষ শ্রীগোবিন্দদেবঃ যংসাধকং

কিন্তু পরজন্মে প্রাকৃত সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণের কিন্তু সুদর্শন চক্রাদির স্পর্শ মহিমায় বিদ্যার উদয়হেতু অতিশয় দুর্ল্লভ মোক্ষের ঝটিতি প্রাপ্তি হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই মোক্ষ দাতৃত্বগুণ প্রকট হয়, অন্যস্বরূপে নহে, সুতরাং কোন প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। এই বিষয়ে শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুপাদের সমাধান এই প্রকার আরও শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষকারি অসুরগণের শ্রীকৃষ্ণকে না প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোথা হইতেও মুক্তি হয় না, তাহা এবকারদ্বয়ে বলিয়াছেন। আমার শত্রুগণ যাবৎকালপর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয় না, তাবৎ পর্য্যন্ত অধমযোনি প্রাপ্ত হয় ইহাই স্পষ্ট হইতেছে। অতএব বিদ্যার দ্বারাই বিমুক্তি হয়। যে ভক্ত যেভাবে শ্রীভগবানকে আরাধনা করে তাহার লাভও সেই প্রকার হয়, ইহাই এই অধিকরণের নির্ণয়।।৫৩।।

এইপ্রকার প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণ পঞ্চবিংশ সমাপ্ত।।২৫।।

২৬।। তাদ্‌বিধ্যধিকরণ

অনন্তর তাদ্বিধ্যধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। জীবগণের ভক্তি বলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার দ্বারাই শ্রীহরিকে জয় করিতে পারা যয়, ভক্তি বল বর্জিত সাধনসমূহের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব লাভ হয় না। পূর্ব্বে প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্বাধিকরণে সাধকের আরাধনানুরূপ ফল হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যার দ্বারা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারও হয় নিরূপণ করিয়াছেন, এইস্থলে বিদ্যারদ্বারা বরণই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে কারণ হয়? অথবা জ্ঞান বৈরাগ্যঞ্চিত ভক্তির দ্বারা আরাধনা পূর্ব্বক তাহা হয়? ইহা নিরূপণের নিমিত্ত

তত্র সংশয়ঃ। ভগবৎকৃতাদ্ বরণাদেব তৎ সাক্ষাৎকারঃ ? উত বিত্তি-বিরক্তিযুক্ত তদ্ ভক্তিহেতুকাদেব তস্মাদিতি । শব্দস্বারস্যাৎ কেবলাদেব তদ্ বরণাৎ সঃ, ইতি প্রাপ্তে–

বৃণুতে ; তদ্‌ভক্তিপরিতুষ্টঃ আত্মীয়ত্বেন স্বীকরোতি, তেন লভ্যঃ তেন সাধকেন তং শ্রীগোবিন্দদেবং লভ্য ইত্যর্থঃ । তথা এষ আত্মা শ্রীগোবিন্দদেবঃ তস্য সাধকস্য হৃদি স্বাং স্বকীয়াং তনুং অনন্তমাধুর্য্য পরিশোভিত শ্রীবিগ্রহং বিবৃণুতে স্বরূপতো গুণতশ্চ প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ । তথাচ–ভক্তিপরিশুদ্ধসাধকস্য হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বয়মেব প্রকাশতে" ইত্যর্থঃ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; ভগবৎকৃতাদিতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–শ্রীগোবিন্দদেব কৃতেন বরণেন সাধকস্য তৎ সাক্ষাৎ কারো ভবেৎ ? অথবা–জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেণ ভক্তিসাধনেন স্বপ্রিয়রূপ বরণেন ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবেদিতি সংশয়কারিণামাশয়ঃ" ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–শব্দঃ' ইতি । শব্দস্বারস্যাৎ শ্রুতিবাক্যযুক্তি বলাৎ কেবলাদেব বরণাৎ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারঃ' ইতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–৪/২৯/২৬ যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ" ইতি । তস্মাৎ শ্রীভগৎকর্ত্তৃক বরণাদেব সাধকস্য তৎসাক্ষাৎকারঃ' ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

তদ্বিধ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অনন্তর তাদ্বিধ্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- বিদ্যয়েতি। বিদ্যার দ্বারা বিমুক্তি হয়, তাহা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। কাঠকে ও মুণ্ডকে বর্ণিত আছে- এই আত্মা প্রবচনের দ্বারা লভ্য নহে, মেধা বহুশ্রুতের দ্বারাও নহে, যাহাকে বরণ করে তাহার দ্বারা লভ্য হয়, তাহারই নিমিত্ত নিজ বিগ্রহ বিবৃণুতে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এই আত্মা মুক্তগণ কর্ত্তৃক উপাস্য শ্রীগোবিন্দদেব প্রবচন- ভক্তি বিহীনবেদাধ্যয়নের দ্বারা লভ্য নহেন, নমেধয়া ভক্তিহীন কুশাগ্রীয়া বুদ্ধির দ্বারাও পাওয়া যায় না, ন বহুধা অনেকব্যাখ্যাকার প্রমুখ হইতে ভক্তিহীন শাস্ত্রাদি শ্রবণের দ্বারাও শ্রীগোবিন্দদেবকে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে লভ্য? তাহা বলিতেছেন- যমিতি। এই শ্রীগোবিন্দদেব যে সাধককে বরণ তাহার ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া নিজ আত্মীয় রূপে স্বীকার করেন, তাহার কর্ত্তৃক লভ্য, সেই সাধক কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সেইসাধকের হৃদয়ে স্বকীয় তনু অনন্তমাধুর্য্য পরিশোভিত শ্রীবিগ্রহ বিবৃণুতে স্বরূপ ও গুণতঃ প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ভক্তি পরিশুদ্ধসাধকের হৃদয়ে ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন এই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে- ভগবদিতি, সাধকের শ্রীভগবান কৃত বরণ হইতেই তাহার সাক্ষাৎকার হয়? উত বিত্তি বৈরাগ্যযুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তি হেতুক বরণ দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়? অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবকৃত বরণের দ্বারা ভক্তের তাঁহার সাক্ষাৎকার হইবে? অথবা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি সাধনের দ্বারা স্বপ্রিয়রূপ বরণের দ্বারা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়? ইহাই সংশয়কারিগণের অভিপ্রায়, এই প্রকার সংশয় বাক্য।

॥ওঁ॥পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ॥ওঁ॥৩/৩/২৬/৫৪॥

শব্দস্য বরণৈকলভ্যত্ববোধকস্য তস্য বাক্যস্য তাদ্বিধ্যং ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরত্বং পরেণ তদব্যবধিনা বাক্যেন, "চ" শব্দাৎ বাক্যান্তরেণ চ গম্যতে ; অতো বরণাদেব তৎ সাক্ষাৎকার ইতি তস্য নার্থঃ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি–"পরেণ" ইতি । শ্রুতি বর্ণিতস্য শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক বরণৈক লভ্যত্বস্য বা বাক্যস্য পরেণ বাক্যেন, "চ" শব্দাৎ বাক্যান্তরেণ সহাভেদাৎ তাদ্‌বিধ্যাৎ–ভক্তিসাধনপূর্বক স্বপ্রিয়ত্বেন বরণেন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্য ভূয়স্ত্বাৎ তদেব অনুবন্ধঃ–শাস্ত্রেণ নির্বন্ধং কৃতমিতি । শব্দস্য–"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি বরণৈকলভ্যত্ব বোধকস্য তস্য বাক্যস্য তাদ্‌বিধ্যং ভবতি ; তাদ্‌বিধ্যং–ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরতা বিধা যস্য তৎ, তদ্বিধং, তস্য ভাবঃ তাদ্‌বিধ্যমিত্যর্থঃ। ভক্তিলভ্যত্ব বোধন পরত্বং ভবতি ; কুতঃ ? পরেণ তদব্যবধিনা বাক্যেন" ইতি । তস্য–পূর্ববাক্যস্য তথাত্বং ভক্তিলভ্যবোধন পরত্বং পরবাক্যৈক বাক্যতয়া নিশ্চিতমিত্যর্থঃ । অথ এতদধিকরণস্য ফলিতার্থমাহঃ–এতদুক্তং ভবতীতি ।

পূর্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবনা করিতেছেন— শব্দেতি। শব্দস্বারস্য অভিপ্রায় হেতু কেবল শ্রীভগবৎকৃত বরণ দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ শব্দের অভিপ্রায় হেতু শ্রুতি বাক্যযুক্তি সামর্থ্যবশতঃ কেবল মাত্র বরণের দ্বারাই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- আত্মভাবিত শ্রীভগবান যখন যাহাকে অনুগ্রহ করেন, অতএব শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক স্মরণই সাধকের তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণ করিতেছেন- পরেণেতি। পরবাক্যের সহিত তাদ্বিধ্য হওয়াহেতু ভূয়ঃ তাহাই অনুবন্ধ হয়। অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র বর্ণিত শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক বরণৈক লভ্যত্ব বাক্যের পরেণ পরের বাক্যের সহিত, 'চ' শব্দ হইতে অন্যান্য বাক্যের সহিত অভেদ হেতু তাদ্‌বিধ্যাৎ ভক্তি সাধন পূর্ব্বক স্বপ্রিয়রূপে বরণের দ্বারা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের ভূয়স্ত্ব হেতু তাহাই অনুবন্ধ, শাস্ত্রে তাহা অনুবন্ধ করিয়াছে এই অর্থ। শব্দের- ভগবান্ যাহাকে বরণ করেন তাহার কর্ত্তৃক লভ্য হয়' এই বাক্যে বরণৈক লাভ্য বোধক বাক্যের তাদ্বিধ্য হয়, তাদ্বিধ্য-ভক্তি লভ্যত্ববোধন পরতা বিধা প্রকার যাহার সে তদ্বিধ, তাহার ভাব তাদ্বিধ্য ইহাই অর্থ। ভক্তি লভ্যত্ব বোধন পরত্ব হয়, কেন? পরেণেতি। পর তাহার অব্যবহিত বাক্যের সহিত, সেই পূর্ব্ববাক্যে তথাত্ব ভক্তিলভ্যবোধন পরতা পশ্চাতের বাক্যের সহিত একবাক্যত্বরূপে নিশ্চয় হেতু ইহাই সূত্রার্থ। শব্দস্য- একমাত্র বরণের দ্বারা লভ্যত্ববোধক সেই বাক্যের তাদ্বিধ্য ভক্তিলভ্যত্ব বোধন পারত্ব পরেণ তাহার অব্যবধি বাক্যের সহিত, 'চ' শব্দের দ্বারা অন্যান্য বাক্যের সহিত একবাক্যতা বোধ করায়। অতএব কেবল বরণের দ্বারাই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় ইহা এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ নহে। অনন্তর এই অধিকরণের ফলিতার্থ বলিতেছেন-

এতদুক্তং ভবতি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ । এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তবিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ (মু০–৩/২/৪) ইতি পরবাক্যং মুণ্ডকেঽস্তি ।

ইহ "এতৈরুপায়ৈঃ" ইতি বলাপ্রমাদাদিসাধনক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ । বলং খলু ভক্তিরেব তাদৃক্ "বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ।" (ভা০–৯/৪/৬৬) "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া" (গী০–৮/২২) ইতি বাক্যৈকার্থ্যাৎ ।

যদুক্তং–পরেণ চ শব্দস্য তাদ্‌বিধ্যম্" ইতি তদ্‌দর্শয়তি–"নায়মাত্মা" ইতি । অয়মাত্মা–সর্বসাধকৈকলভ্যঃ, শ্রীগোবিন্দদেবঃ বলহীনেন ; বলং ভক্তিঃ তদ্ধীনেন জনেন ন লভ্যঃ, কিন্তু ভক্তিবলযুক্তেন একান্ত সাধকেন স লভ্য ইত্যর্থঃ । তথা ন প্রমাদাৎ, অজিতেন্দ্রিয়েন ন লভ্যঃ ; কিন্তু অপ্রমাদেন জিতেন্দ্রিয়ত্বেন গুণেন লভ্যঃ । ন বা অলিঙ্গাৎ তপসো লভ্যঃ ; শাস্ত্রীয়বিধান বিবর্জ্জিতেন তপসাপি ন লভ্যঃ ; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিচিহ্নিতেন তপসা লভ্যঃ, ইত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীগীতাসু–১৬/২৩-২৪

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ তস্মাৎ "এতৈরুপায়ৈঃ"

এতদিতি। এইস্থলে বক্তব্য এই যে- পূর্ব্বকথিত পরের সহিত শব্দের তাদ্বিধ্য হেতু' তাহা দেখাইতেছেন নায়মিতি। এই আত্মা বলহীন দ্বারা লভ্য নহে, এবং প্রমাদ ও অলিঙ্গ তপস্যার দ্বারা লভ্য নহে, এই উপায়ের দ্বারা যে বিদ্বান প্রযত্নকরে তাহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে, এই বাক্য মুণ্ডকে পরে আছে। এইস্থলে এই উপায় সমূহের দ্বারা' এই প্রকার বল অপ্রমাদি সাধকনক্রমনির্দ্দিষ্ট হইল, বল শ্রীভগবদ্বশিকারিণী তাদৃশী ভক্তিই হয়। অর্থাৎ এই আত্মা সকল সাধকগণের একমাত্র লভ্য শ্রীগোবিন্দদেব বলহীন, বল ভক্তি, ভক্তি বলহীন মানবের দ্বারা লভ্য নহে, কিন্তু ভক্তিবল যুক্ত একান্ত সাধকের দ্বারা তিনি লভ্য, তথা ন প্রমাদাৎ অজিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক লভ্য নহে, কিন্তু অপ্রমাদ জিতেন্দ্রিয়গুণের দ্বারা লভ্য, এবং অলিঙ্গ তপসঃ শাস্ত্রীয় বিধান বিবর্জিত তপস্যার দ্বারাও লাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি চিহ্নিত তপস্যার দ্বারাই লভ্য এই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে মানব শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছামত ব্যবহার করে সে মানব সিদ্ধি সুখও পরা গতিলাভ করিতে পারে না, অতএব কার্য্যও অকার্য্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, সুতরাং শাস্ত্র কথিত বিধান জানিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। অতএব এই উপায় সমূহ দ্বারা' ভক্তিবল পূর্ব্বক তপস্যা ইন্দ্রিয় জয়াদি উপায় সাধন সমূহের দ্বারা যে বিদ্বান শাস্ত্রোক্ত আচারবান্ যততে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই আত্মা বিশতে- সেই সাধকের শ্রীগোবিন্দদেব লাভ হয় এই অর্থ।

"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ । নাশান্তোমানসো বাপি প্রাজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ (কঠ০–১/২/২৪) ইতি পরবাক্যং কাঠকে ।

ইহ সদাচারনিরতো জিতেন্দ্রিয়ো হরিং ধ্যায়ংস্তমনুভবতীতি ক্রমেণ সাধনান্যভিহিতানি। তথাচ পরবাক্যৈকার্থ্যাৎ পূর্বত্রভক্তিহেতুকমেব বরণমবসীয়তে ।

কিঞ্চ বরণেনৈব লভ্য ইতি পূর্ববাক্যার্থঃ । তত্র প্রেষ্ঠ এব বরণীয়ো বাচ্যো ;

ভক্তিবলপূর্বকং তপ-ইন্দ্রিয়জয়াদিভিরুপায়ৈ সাধনৈঃ যো বিদ্বান্ শাস্ত্রোক্ত আচারবান্ যততে তল্লাভার্থং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব এষ আত্মা বিশতে, তস্য সাধকস্য শ্রীগোবিন্দদেবো মিলতীত্যর্থঃ ।

অথাত্মা বিশেষয়তি–ব্রহ্মধাম–ব্রহ্ম–বৃহদ্‌গুণকঃ, ধাম–সর্বাশ্রয়ঃ ; সর্বাশ্রয়-পরমবৃহত্তম ঐশ্বর্য্যাদিবিমণ্ডিত–সাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদিগুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেবো মিলতি তস্য ভক্তস্য ইত্যর্থঃ । শেষং স্পষ্টম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্ত্যৈকলভ্যত্বং শ্রীভাগবতপদ্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"বশে" ইতি। ভক্ত্যাঃ–মদেকান্তিন এব মাং বশে স্বাধীনে কুর্বন্তি ; তথাচ–সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকং মাং ভক্ত্যা ভক্তাঃ মদেকোপাসকাঃ বশীকুর্বন্তি ; তত্র দৃষ্টান্তমাহ–সৎ স্ত্রিয়ঃ–সৎ পতিং যথা ইতি । তথাহি–শ্রীগীতাসু–১৭/৫৫ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি ।

অথ শ্রীগীতাবাক্যপ্রমাণেন তদেব দ্রঢ়য়ন্তি–পুরুষঃ" ইতি । হে পার্থ ! পরঃ–পরমশ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ–পুরিশয়াদ্ বা পূর্ণত্বাদ্ বা পুরুষঃ, অনন্যয়া–প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা উপাসনয়া লভ্যঃ, ন তু অন্যৈঃ সাধনৈঃ। ইতি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যৈকার্থ্যাদিতি । অথ কঠোপনিষৎ বাক্যেণাপি তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি–"নাবিরতো" ইতি । দুশ্চরিতাৎ–কাম ক্রোধাদিদোষাৎ অবিরতঃ নিবৃত্তিরহিতো দুরাচারী পুরুষঃ এনং পরমকরুণাময়ং শ্রীগোবিন্দদেবং ন প্রাপ্নুয়াৎ ; নাশান্তঃ–তথা যো দুরাচারী বহিরিন্দ্রিয়জয়রহিতঃ অবিজিতবহিরিন্দ্রিয়ঃ সোঽপি নাপ্নুয়াৎ ; অসমাহিতঃ–অকৃতভক্তিযোগসমাধি সোঽপি ন প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। অসান্তমানসঃ–

অনন্তর আত্মা বিশেষিত করিতেছেন- ব্রহ্মধাম,, ব্রহ্ম বৃহৎগুণযুক্ত, ধাম সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাশ্রয় পরমবৃহত্তম ঐশ্বর্য্যাদিবিমণ্ডিত মাধুর্য্যভক্তবাৎসল্যাদিগুণ গণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেব সেই সাধকের লাভ হয় এই অর্থ।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত্যৈকলভ্যত্ব শ্রীভাগবত পদ্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন- বশ ইতি। ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করে, যেমন সৎস্ত্রী সৎ পতিকে, ভক্ত আমার একান্ত ভক্তগণ আমাকে বশে নিজ অধীনে করে, অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক আমাকে ভক্তির দ্বারা ভক্ত মদেকোপাসকগণ বশীভূত করে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- সতীসাধ্বীপতিব্রতা রমণী যে প্রকার সচ্চরিত্রবান পতিকে নিজ বশীভূত করে সেই প্রকার জানিবে। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— আমি যে প্রকার মহিমাদিযুক্ত হই তাহা ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বতঃ জানা যায়। অনন্তর শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের তাহা দৃঢ় করিতেছেন- পুরুষেতি। হে পার্থ! পরঃ পরমশ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরীশয়ন অথবা পূর্ণতা হেতু পুরুষ, অনন্যয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তিরদ্বারা যে উপাসনা তাহাতে লভ্য, অন্য কোন সাধনের দ্বারা নহে, এই বাক্যই একার্থক হয়, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বাক্যের অর্থ

নাপ্রেষ্ঠঃ। প্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্বস্মিন্ ভক্তিমত এব ; না ভক্তস্যেতি।

যদুক্তং স্বয়মেব—(গী০—৭/১৭) "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥" ইতি।

অজিতান্তরিন্দ্রিয়শ্চ নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ।

ননু—কঃ প্রাপ্নোতি ? তত্রাহ—প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ; তথাচ—সদাচারবান্ শমদমাদ্যুপেতো ভক্তিধ্যাননিষ্ঠঃ সাধকঃ প্রেম্না তং প্রাপ্নুয়াদিতি ভাবঃ। শেষং স্পষ্টম্। অথ ভক্তা এব ভগবদ্‌প্রেষ্ঠাঃ, তথা তে এব শ্রীভগবন্তং পরমপ্রেষ্ঠতমরূপেণ বরণংকুর্বন্তি" ইতি প্রতিপাপয়িতুং শ্রীভগবদ্‌বাক্যমাহঃ—তেষাং" ইতি। তেষামার্ত্তাদীনাং মধ্যে জ্ঞানীএব বিশিষ্যতে, যতো নিত্যযুক্তঃ ; সদা মদেকনিষ্ঠঃ ; তথা একভক্তিশ্চ—একস্মিন্ ময্যেব অনন্যা-অব্যভিচারিণী ভক্তি র্যস্য সঃ ; তস্মাৎ আর্ত্তাদীনাং মধ্যে স এব শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কিন্তু আর্ত্তাদেস্তু যাবৎ কামিতাপ্রাপ্তিমদ্‌যোগঃ, জ্ঞানী তু নিত্যযুক্ত এব। তস্মাদহং নিত্যযুক্তস্য জ্ঞানিনঃ হি অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ মম তথৈব অত্যর্থং প্রিয়ঃ। তথাচ—শ্রীভগবান্ একনিষ্ঠং ভক্তং প্রিয়ত্বেন বৃণোতি ; ভক্তোঽপি শ্রীভগবন্তং পরপ্রেষ্ঠত্বেন বৃণোতীত্যর্থঃ। অত্র ভক্তকৃতে বরণে স্বামিত্ব সৌহার্দ্দ্যকারুণ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণকং শ্রীভগবৎস্বরূপং হেতুঃ।

ভগবৎকৃতে বরণে তু তদেকান্ত ভক্তিরেব কারণমিতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—৯/৪৬৮ সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ তস্মাৎ ন কেবল বরণমাত্রেণ বিমুক্তিরিতি। তথৈব কৈবল্যোপনিষদি চ প্রতিপাদিতমিতি দর্শয়ন্তি—"শ্রদ্ধা ভক্তিঃ" ইতি।

সমান হয়। অতঃ পর কঠোপনিষৎ বাক্যের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন- নাবীতি। দুশ্চরিত হইতে অবিরত অশান্ত অসমাহিত অশান্তমনা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু প্রজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, ইহা পরবাক্যে কাঠকে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ দুশ্চরিতাৎ কামক্রোধাদিদোষ হইতে অবিরত নিবৃত্তি রহিত দুরাচারী পুরুষ এই পরমকরুণাময় শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হয় না, নাশান্তঃ তথা যে দুরাচারী বহিরিন্দ্রিয় জয় রহিত অবিজিত বহিরিন্দ্রিয় সেও পায় না, অসমাহিতঃ ভক্তি যোগসমাধি না করিয়া লাভ করিতে পারে না, অশান্ত মানসঃ অন্তরিন্দ্রিয় রহিত ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয় না ইহাই অর্থ। যদি বলেন কে লাভ করে? তাহা বলিতেছেন- প্রজ্ঞেতি। প্রজ্ঞানের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সদাচার যুক্ত সমদমাদ্যুপেত ভক্তিধ্যাননিষ্ঠ সাধক প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করে, এই অর্থ। এইস্থলে সদাচার নিরত জিতেন্দ্রিয় সাধক শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে অনুভব করে এই সাধন সকল ক্রমে কথিত হইল। সুতরাং পরবাক্যের সহিত একার্থ হওয়া হেতু পূর্ব্ববাক্যে ভক্তি হেতুক বরণই অবশিষ্ট থাকে, অপর বরণের দ্বারাই লভ্য ইহা পূর্ব্ববাক্যের অর্থ। সেই স্থলে প্রেষ্ঠ প্রিয়তমই বরণ করিবার যোগ্য, অপ্রিয় নহে। প্রেষ্ঠতাও বা প্রিয়তম নিজে ভক্তিযুক্ত হয়, অভক্তের নহে। অথ ভক্তগণই শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠতম, এবং তাঁহারাই শ্রীভগবানকে প্রেষ্টতমরূপে বরণ করেন, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবদ্বাক্য বলিতেছেন- তেষামিতি। তাহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানির বিশেষ আছে, জ্ঞানী অতিশয়প্রিয়, আমিও সেই জ্ঞানির প্রিয়। অর্থাৎ সেই আর্ত্তাদি

"শ্রদ্ধাভক্তিঃ" (কৈব০–২) ইত্যাদিবাক্যান্তরেণ চৈতদেবম্। ইতরথা তদ্ ব্যাকুপ্যেৎ। বৈষম্যাদি চ ভগবতীতি।

ননু–বৃতেনৈব লভ্য, ইতি নির্বন্ধঃ কুতঃ ? তত্রাহ–ভূয়স্ত্বাদিতি । "তু" অবধারণে। তৎ সাক্ষাৎকারং প্রতি বরণস্যাতিবহুত্বাৎ ইত্যর্থঃ । বরণাব্যবধানেন স যদ্ভবতীতি ।

অয়মত্র ক্রমঃ–প্রথমতস্তাবৎ সতাং প্রসঙ্গঃ সেবা চ । তয়া স্ব–পরাত্মস্বরূপ সম্বন্ধবোধঃ । ততস্তদিতর বৈতৃষ্ণ্যপূর্বিকা তদ্ ভক্তিঃ । তয়া প্রেষ্ঠত্বেন বরণম্ । ততস্তৎ সাক্ষাৎকৃতিরিতি ॥৫৪॥

"শ্রদ্ধা ভক্তি সাধনযোগাদবেহি" ইতি বাক্যশেষঃ । এবমেব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ–৬/২৩ "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইতি । ইতরথা–ভক্তিলভ্যতামস্বীকৃত্য বরণৈকলভ্যত্বস্বীকারে সতি–পূর্বোক্তবাকং ব্যাকুপ্যেদিত্যর্থঃ। তথা নির্দ্দোষ পুর্ণগুণবিগ্রহ–আত্মতন্ত্রে ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে বৈষম্যাদিদোষাপত্তেশ্চ তস্মাৎ ভক্ত্যৈকবরণমিতি ।

চতুর্ব্বিধ ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানী বিশেষ ভক্ত হয়, যেহেতু নিত্যযুক্ত মদেকনিষ্ঠ, এবং একভক্তি একমাত্র আমাতেই অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি যাহার সে এক ভক্তি, সুতরাং আর্ত্তাদি ভক্তের মধ্যে সেই জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ। কিন্তু আর্ত্তাদিভক্ত যাবৎকাল পর্য্যন্ত কামনাপ্রাপ্তি না করে তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার সহিত যুক্ত থাকে, জ্ঞানী ভক্ত কিন্তু আমাতে নিত্যই যুক্ত থাকে, অতএব আমি নিত্যযুক্ত জ্ঞানির অতিশয় প্রিয় হই, এবং সেই জ্ঞানীও আমার সেই প্রকার অতিশয় প্রিয় হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবান এক নিষ্ঠ ভক্তকে প্রিয়রূপে বরণ করেন, ভক্তও শ্রীভগবানকে পরম প্রিয়রূপে বরণ করেন এই অর্থ। এইস্থলে ভক্তকর্ত্তৃক বরণে স্বামিত্ব সৌহার্দ্য কারুণ্য সৌন্দর্য্যাদিগুণযুক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপই হেতু, শ্রীভগবান কর্ত্তৃক বরণে তাঁহার একান্ত ভক্তিই কারণ হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- সাধুবৃন্দ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমি বিনা অন্য তাহারা জানে না, আমিও সাধুবিনা অন্য জানি না। অতএব কেবলমাত্র বরণের দ্বারাই হয় না।

কৈবল্যোপনিষদেও তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন- শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা ও ভক্তিরদ্বারাই জানা যায়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তিধ্যানযোগের দ্বারা শ্রীভগবানকে জানিবে। এই প্রকার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও বর্ণনা করিয়াছেন- যে সাধকের দেবে উপাস্যে পরাভক্তি আছে। অন্যথা ভক্তিলভ্যত্ব স্বীকার না করিলে, একমাত্র বরণের দ্বারা স্বীকার করিলে পরে পূর্ব্বোক্তবাক্য সকল ব্যাকোপিত হইবে এই অর্থ। ইত্যাদি বাক্যান্তরেও তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন, অন্যথা বাক্যগণ দুষ্টদোষ যুক্ত হইবে। অপর শ্রীভগবানে নির্দোষ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্র ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবে বৈষম্যাদিদোষাপত্তি হইবে। অতএব ভক্তির দ্বারাই বরণ করা হয়।

অনন্তর শঙ্কা করিতেছেন- নন্বিতি। যদি বলেন- বরণের দ্বারাই শ্রীভগবান লাভ হয়, এই নির্ব্বন্ধ বা নিয়ম কি প্রকারে জানা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন- ভূয়েতি। ভূয়ঃ বহু প্রমাণ হেতু, সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ

অথ শঙ্ক্যন্তে–"ননু" ইতি ; শেষং প্রকটার্থম্ । অথ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে ক্রমমাহঃ–"অয়মত্র-ক্রমঃ" ইতি । সুগমম্ । তথাহি–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/৪/১৫-১৬

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাশক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ইতি । অত্র কারিকাঃ–
শ্রীমদ্ভাগবতে শাস্ত্রে দেবর্ষিনারদো যথা ।
পরাশর সুতং প্রতি প্রাহ স্বজন্ম কর্ম্ম চ ॥
চাতুর্ম্মাস্যনিবাসিনাং ভাগবতদ্বিজন্মনাম্ ।
আদৌ সেবা ততস্তেষাং করুণা তুলদর্শিনাম্ ॥
তেষাং সেবা প্রসাদেন চিত্তশুদ্ধির্ভবেন্মম ।
ততো ভাগবতে ধর্ম্মে রুচিঃ প্রজায়তে মম ॥
বৈষ্ণবানাং সভামধ্যে কৃষ্ণকথা মনোহরা ।
শ্রবণাৎ প্রিয়-গোবিন্দে গাঢ়রুচিরভূন্মম ॥ তদা হি দিব্যসৌন্দর্য্য-কারুণ্যাদিগুণালয়ে । অব্যভিচারিণীমতিরভবৎ শ্যামসুন্দরে ॥ আনুকূল্যময়ী ভক্তির্নামসঙ্কীর্ত্তনাত্মিকা । প্রাপ্তা তেষাং প্রসাদেন কৃতার্থোঽহমথাধুনা ॥ তস্মাৎ প্রেষ্ঠতমত্বেন বরণেন হি সর্বথা । লভতে চ হরিং সাধুরিতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ অতো ভক্ত্যা বরেণন সাক্ষাৎকারঃ ॥৫৪॥

ইতি তাদ্‌বিধ্যাধিকরণং ষড়্‌বিংশতিতম্ সম্পূর্ণম্ ॥২৬॥

অবধান করা। শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতি বরণের অতি বাহুল্য হেতু স নির্ব্বন্ধ হয় এই অর্থ, কারণ বরণের অবব্যহিত পরেই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার। শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে ক্রম বলিতেছেন- অয়মিতি। এইস্থলে ক্রম পরিপাটি এই প্রকার প্রথমতঃ সাধুগণের প্রসঙ্গ, পরে তাঁহাদের সেবা, সেই সেবার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বোধ হয়, অনন্তর শ্রীভগবৎভিন্ন অন্য বস্তুতে বিতৃষ্ণা পূর্ব্বক তাহারপ্রতি ভক্তি, সেই ভক্তির দ্বারা প্রেষ্ঠরূপে বরণকরা, তাহার পর সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে- প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, অনন্তর ভজনক্রিয়া, অনন্তর অনর্থ নিবৃত্তি হয়, তৎ পশ্চাৎ শ্রীভগবানে বা ভাগবত ধর্ম্মে নিষ্ঠা, পরে রুচি হয়, অনন্তর আসক্তি, পরে ভাব হয়, তদন্তর প্রেমোদয় হয়, সাধকগণের প্রেমপ্রাদুর্ভাবে ইহাই ক্রম বা পরিপাটী। এইস্থলে কারিকা সকল এই প্রকার- শ্রীভাগবতমহাপুরাণে যে প্রকার দেবর্ষিনারদ পরাশরনন্দন শ্রীব্যাসদেবের প্রতি নিজজন্ম ও কর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন- চাতুর্ম্মাস্যনিবাসি পরমভাগবত ব্রাহ্মণগণের প্রথমতঃ সেবা, পরে সেই সমদর্শি ঋষিগণের আমার প্রতি করুণা, তাঁহাদের সেবা প্রভাবে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল, অনন্তর ভাগবত ধর্ম্মেররুচি প্রকাশ পায়, অতঃপর সেই বৈষ্ণবগণের সভামধ্যে মনোহর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ হেতু পরমপ্রিয় শ্রীগোবিন্দদেবে আমার গাঢ়রুচি হয়, সেই সময় দিব্যসৌন্দর্য্যকারুণ্যাদিগুণালয় শ্রীশ্যামসুন্দরে অব্যভিচারিণীমতি হয়, পশ্চাৎ সেই মহাত্মাগণের কৃপায়

২৭॥ "শরীরেভাবাধিকরণম্"—

দাস্য সখ্যাদিভাবাঃ প্রারম্ভাদেব পরমে ব্যোম্নি হরিমুপাসতে, তত্রৈব তংদ্রক্ষ্যন্তীতি মতম্ । অথ কেচিৎ শান্তভাবাঃ, তমাদৌ জাঠরাদাবুপাসত ইতি দর্শ্যতে।

২৭॥ "শরীরেভাবাধিকরণম্"

দাসাদীনাং যথোপাস্যং গোলোকে ভগবান্ স্বয়ম্ ।
তথৈব শান্তভাবানাং জাঠরোসনা ভবেৎ ॥

অথ পূর্বাধিকরণে ভক্ত্যা বরণকরণেন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবতীতি প্রতিপাদিতম্ । অত্র শান্তভক্তানাং পরব্রহ্মোপাসনা প্রকারং দর্শয়িতুং "শরীরে ভাবাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ । অথ শরীরে ভাবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমরতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি—"দাস্য সখ্যাদিভাবাঃ" ইতি ; প্রকটার্থম্।

বিষয় ঃ—অথ শরীরে ভাবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ—তথাহি-শ্রীস্বামিপাদাঃ—(ভা০ টী০—১০/৮৭/১৮) "উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে" "হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণাদয়ো ; "ব্রহ্মা হৈবৈতা তত ঊর্দ্ধং ত্বেবোদসর্পৎ শিরোঽশ্রয়ত" ইতি । ছান্দোগ্যোপনিষদি—৮/১/১ "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" । শ্রীভাগবতে—২/২/৮ কেচিৎ স্বদেহাপ্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশ মাত্রং পুরুষং বসন্তম্ । চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ শ্রীদশমে—১০/৮৭/১৮ "উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ" ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

শ্রীকৃষ্ণানুকূল্যময়ী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম, হে পারাশর্য্য! অধুনা আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অতএব শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রেষ্ঠতমরূপে বরণের দ্বারাই সাধু শ্রীহরিকে সর্ব্বথা লাভ করে ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়। অতঃ ভক্তি পূর্ব্বক বরণ করিলেই শ্রীগোবিন্দদেবের সাক্ষাৎকার হয়।।৫৪।।

এই প্রকার তাদ্বিধ্যাধিকরণ ষড়্বিংশসম্পূর্ণ।।২৬।।

২৭।। শরীরে ভাবাধিকরণ

অনন্তর শরীরেভাবাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দাসাদিভক্তগণের স্বয়ং ভগবান যে প্রকার গোলোকে উপাস্য হন, সেই প্রকার শান্তভাবযুক্তসাধকগণের জাঠরে উপাসনা হয়। অথ পূর্ব্ব অধিকরণে ভক্তি পূর্ব্বক বরণের দ্বারা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইস্থলে শান্তভক্তগণের পরব্রহ্মোপাসনা প্রকার দেখাইবার নিমিত্ত শরীরে ভাবাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গ তি। অনন্তর শরীরে ভাবাধিকরণে বিষয়বাক্য অবতারণ করিবার নিমিত্ত পীঠিকারচনা করিতেছেন- দাস্যেতি। দাস্য সখ্যাদি ভাবযুক্ত ভক্তগণ উপাসনার প্রারম্ভ হইতেই পরব্যোমে শ্রীহরিকে উপাসনা করে, এবং ঐ পরব্যোমেই তাহাকে দর্শন করে, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত। অপর কেহ শান্তভাবযুক্ত ভক্তগণ প্রথমে শ্রীহরিকে জাঠরাদিতে উপাসনা করে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন।

বিষয়— অনন্তর শরীরে ভাবাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এইপ্রকার- শ্রীস্বামিপাদবলেন-

তত্র জাঠরাদিবাক্যানি বিষয়ঃ । জাঠরাদৌ হরিরুপাস্যঃ ? নবেতি ? সংশয়ঃ । প্রাকৃতে তস্মিন্নসত্ত্বাৎ নোপাস্যাঃ ; কিন্তু অপ্রাকৃতে পরমে ব্যোম্ন্যেব নিত্যং সত্ত্বাৎ তত্রৈবোপাস্য ইতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/২৭/৫৫॥

একে কেচিচ্ছাখিনঃ শরীরে দেহে জাঠরে হৃদি ব্রহ্মরন্ধ্রেচেত্যর্থঃ । আত্মনো বিষ্ণোরুপাসনা কার্য্যেতি মন্যন্তে । কুতঃ ? ভাবাৎ ।

সংশয় ঃ–এবং বিষয়বাক্যে ভবতিসংশয়ঃ ; শান্তিভাববিভাবিতৈঃ সাধকৈর্জঠরাদৌ শ্রীহরিরুপাস্যঃ ? নোপাস্যো বা ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–অত্র সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–প্রাকৃতে" ইতি ; প্রকটার্থম্ । তথাচ–শ্রীভগবতঃ সর্বথা প্রাকৃতগন্ধস্পর্শবিরহাৎ পাঞ্চভৌতিকশরীরাভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে তস্যোপাসনমসম্ভবমেব, কিন্তু দিব্যাচিন্ত্যচিন্ময়-গোকুলাদি বৈকুণ্ঠেষু তস্যোপাসনমুচিতমিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীগীতাসু–৯/৪ "ন চাহং তেষু-অবস্থিতঃ" ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"এক আত্মনঃ" ইতি । একে কেচিচ্ছাখাধ্যায়িনঃ সাধকাঃ শরীরে–শরীরস্থ হৃদয়াকাশে, ব্রহ্মরন্ধ্রে চ আত্মনঃ পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবস্য তত্র ভাবাৎ ; তত্রৈব চ তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । একে" ইতি ; প্রকাটার্থম্ । ননু এবং কুতঃ ? জঠরাদৌ সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুরুপাসনং কুতঃ ? তত্রাহঃ–ভাবাদিতি । তথাচ–শ্রীভগবতোঽচিন্তশক্তিমহিম্না

শার্করাক্ষগণ উদরে ব্রহ্ম উপাসনা করেন, অরুণাদিঋষিগণ হৃদয়ে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, ব্রহ্ম এই মানবদেহের উর্দ্ধে মস্তকে আশ্রয় করেন' ইতি, ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে- এই যে ব্রহ্মপুরে হৃদয়ে শতদল পদ্ম সেই দহরে পদ্মে যে আকাশ তাহার অভ্যন্তরে যে ব্রহ্ম আছেন তাহাকে অন্বেষণ করিবে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- কোন যোগিজন নিজদেহের হৃদয়ের অবকাশে পদ্মচক্রশঙ্খ গদাধারি চতুর্ভূজ পুরুষ প্রাদেশমাত্র পরিমাণ নিবাস করেন, তাঁহাকে যোগ ধারণায় স্মরণ করেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে উদরালম্বন মণিপুরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করে। ইত্যাদি বিষয়বাক্য।

সংশয়— এইপ্রকার বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- জাঠরেতি। জাঠরাদিতে শ্রীহরিকে উপাসনা করা উচিত? অথবা নহে? অর্থাৎ শান্তি ভাববিভাবিত সাধকগণ কর্তৃক জঠরাদিস্থানে শ্রীহরির উপাসনাকরা কর্ত্তব্য? অথবা নহে? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- প্রাকৃত ইতি। প্রাকৃত বস্তুতে ব্রহ্মের অসত্ত্ব হেতু উপাসনা করা উচিত নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত পরব্যোমাদিধামে শ্রীভগবানের নিত্য বিদ্যমানতা হেতু সেই স্থানের তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শ্রীভগবান প্রাকৃতগন্ধস্পর্শ রহিত বিধায়

তত্রাপি তস্য সত্ত্বাদিত্যর্থঃ । "অক্কেচেন্মধুবিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ" ইতি ন্যায়াৎ (সাং সূ০–অনি০ বৃত্তি০–১/১) (মী০–সূ০–শ০–ভা০–১/২/১/৪) প্রসাদিতস্তু দাৎস্যেত্যেব ক্রমেণ নিজপদমিতি তদভিপ্রায়ঃ । স্মৃতিশ্চৈবমাহ–(ভা০–১০/৮৭/১৮)

হৃদয়াকাশাদৌ সর্বত্র পরমপবিত্রস্থানে ভাবাত্তত্র তমুপাসিতব্যম্ ; ন চ এবং সতি শ্রীভগবতো মালিন্যাদিস্পর্শদোষঃ ; ইতি বাচ্যম্, অচিন্ত্যশক্তিময়স্য তস্য তদন্তঃস্থস্যাপি তদসম্পর্কাৎ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–১/১১/৩৮ এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ । ন যুজ্যতে" ইতি। এবং সর্বত্র তস্যাবস্থানংন্তু–শ্রীভাগবতে–২/৯/৩২ অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্ । পশ্চাদাহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ তস্মাত্তস্য সর্বত্রাবস্থানাৎ জঠরাদৌ উপাস্যমিতি। অত্রার্থে ন্যায়মুদাহরন্তি–"অক্কে" ইতি । অক্কে-গৃহকোণে চেৎ–যদি মধু বিন্দেত লভেত, তদা কিমর্থন পর্বতং-অতিদুর্গমং গিরিগহবরাদিকং তদন্বেষণার্থং ব্রজেৎ গচ্ছেদিতি ; তথাচ–স্বল্পপ্রযত্নসাধ্যে কর্ম্মণি বহুল প্রয়াসং ন করণীয়মিতি ন্যায়ার্থঃ ।

ননু–এবং প্রাকৃতজাঠরাদৌ শ্রীভগবন্তমুপাসীনানাং ন বিশুদ্ধ ভগবৎপদপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তত্রোত্তরমাহঃ–প্রসাদিতস্তু" ইতি । তৎ সাধনপ্রসাদিত শ্রীভগবান্ তং সাধকং ক্রমেণ নিজপদং দাৎস্যত্যেব

পাঞ্চভৌতিক শরীরাভ্যন্তরে হৃদয়কাশে তাঁহার উপাসনা করা অতীব অসম্ভব, কিন্তু দিব্য অচিন্ত্য চিন্ময় গোকুলাদিবৈকুন্ঠে তাঁহার উপাসনা করা উচিত। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- প্রাকৃত বস্তুতে আমি অবস্থান করি না' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন- এক ইতি। কোন এক শাখাধ্যায়িগণ আত্মার শরীরে ভাব স্বীকার করেন, অর্থাৎ একে কোন একবেদ শাখা অধ্যয়নকারি ব্রাহ্মণগণ বা সাধকগণ শরীরে শরীরস্থ হৃদয়াকাশে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মনঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের তথায় ভাবাৎ বিদ্যমান তা হেতু সেই স্থানেই তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য ইহা স্বীকার করেন। কোন কোন বেদশাখাধ্যায়ি সাধকগণ শরীরে দেহে জঠরাগ্নিতে হৃদয়ে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মাশ্রীবিষ্ণুর উপাসনা কর্ত্তব্য ইহা মনে করেন। কেন? ভাবহেতু, জঠরাদিতেও তাঁহার বিদ্যমানতা হেতু ইহাই অর্থ। অর্থাৎ যদি বলেন- ইহা কেন? জঠরাদিতে কি প্রকারে সর্ব্বত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন- ভাবাদিতি। জাঠরাদিতেও তিনি বিদ্যমান আছেন। তথা চ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমা দ্বারা হৃদয়কাশাদি সর্ব্বস্থানে পরম পবিত্রদেশে বিদ্যমানতা হেতু তথায় তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে শ্রীভগবানের মালিন্যাদিদোষ স্পর্শ হয়? তাহা বলিতে পারেন না, কারণ অচিন্ত্যশক্তি মত্ত্বাহেতু তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করিলেও প্রাকৃত শরীরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- ঐশ্বর্য্যশালি শ্রীভগবানের ইহাই ঈশান প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়াও প্রাকৃতগুণ সমূহে সংযুক্ত হয়েন না এই অর্থ। শ্রীভগবান যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন তাহা শ্রীভাগবত প্রতিপাদন

"উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্। তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৫৫॥

ইতি ভাবঃ। অত্র শ্রীমদ্ ভাগবতবাক্যপ্রমাণেন এতদেব দ্রঢ়য়ন্তি—উদরমিতি। অথ প্রথমং ক্রমসোপান-রীত্যা অন্নময়াদিপঞ্চপুরুষবর্ণনময় পূর্বোক্ত শ্রুতিসাম্যাৎ লব্ধাবসরাঃ ক্রমমুক্তি বর্ত্ম প্রদর্শিকা যোগোপদেষ্ট্রঃ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তংস্তবন্তি--উদরমিতি। হে অনন্ত ! যে কূর্পদৃশঃ ঋষিবর্ত্মসু উদরং উপাসসে ; যে কূর্পদৃশঃ শর্করাক্ষাঃ মুনয়ঃ তে উদরং-উদরস্থং ব্রহ্মোপাসতে ; হৃদয়াপেক্ষয়া উদরস্য স্থৌল্যাৎ স্থূলধিয়স্তে কথিতাঃ।

যদ্বা কূর্পদৃশঃ সূক্ষ্মধিয়ঃ হৃদয়স্থং সুক্ষ্মমেব ব্রহ্ম অবলোক্য তৎপ্রবেশায় প্রথমং স্থূলমেবোদরং ধ্যায়ন্তি ইত্যর্থঃ। আরুণয়ঃ—পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়স্থং দহরং দহরব্রহ্ম উপাসতে ; ততঃ উদগাৎ তব ধাম শিরঃ পরমংযৎসমেত্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে ন পতন্তি ; তস্মাদুপাসনা দ্বয়াৎ উদগাৎ উদসর্পৎ—প্রসর্পৎ তৎ শিরোবর্ত্তিনং ত্বামুপাসতে' ইতি। তথাচ—হৃদয়াৎ তু সুষুম্না যত্রোদগাৎ তৎ এব শিরঃ, পরমংধাম, সুষুম্নাখ্য-ত্বদুপলব্ধিস্থানাশ্রয়ত্বাৎ শিরস্তদ্ধাম ইত্যর্থঃ ; ততঃ শিরঃস্থব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তি—ত্বদুপাসনানন্তরং পরমং প্রপঞ্চাস্পৃষ্টম্ শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠধাম উপাসতে, যৎ সমেত্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামং গত্বা পুনরিহ কৃতান্তমুখে সংসারানলে ন পতন্তি তস্মাৎ পুনর্নাবর্ত্তন্তে' ইত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীগীতাসু—১৫/৬ যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ তস্মাৎ শান্তিভাববিভাবিতানাং শান্তভক্তানাং আদৌ জাঠরাদৌ শ্রীহরিরুপাস্যঃ" ইতি ॥৫৫॥

"ইতি শরীরে ভাবাধিকরণং সপ্তবিংশতিতমং সম্পূর্ণম্ ॥২৭॥

করেন- সৃষ্টির অগ্রে আমি একমাত্র ছিলাম, অন্যকোন সৎঅসৎ বস্তু নাই, পশ্চাতেও আমি, যাহা দেখা যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি হই। অতএব শ্রীভগবানের সর্ব্বত্রই অবস্থান হেতু জঠরাদিতেও তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে ন্যায় উদাহরণ প্রদান করিতেছেন - অক্ক ইতি। অক্কে গৃহকোনে চেৎ যদি মধু লভ্য হয়, তবে কি কারণে পর্ব্বত অতিদুর্গম গিরিগহ্বরাদিতে মধু অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিবে? অর্থাৎ স্বল্পপ্রযত্নসাধ্যকার্য্যে বহু প্রযত্ন করা উচিত নহে ইহাই ন্যায়ার্থ। যদি বলেন এইরূপ প্রাকৃত জঠরাদিতে শ্রীভগবানকে উপাসনাকারি ভক্তগণের বিশুদ্ধ ভগবৎপদপ্রাপ্তি হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন- প্রসাদেতি। শ্রীভগবান উপাসনার দ্বারা প্রসন্ন হইলে ক্রমে নিজ বৈকুণ্ঠাদিপদ স্থান অবশ্যই প্রদান করিবেন, ইহাই এই ন্যায়ের অভিপ্রায়। অর্থাৎ সাধন প্রসাদিত শ্রীভগবান সেই সাধককে নিজপদসেবা প্রদান করেন ইহাই ভাবার্থ।

এইস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য প্রমাণের দ্বারা ইহাই দৃঢ় করিতেছেন- উদরমিতি। যাহারা শার্করাক্ষ স্থূলদৃষ্টি যুক্ত মুনিগণ ঋষিসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া উদরে উপাসনা করে। আরুণিগণ পরিসর পদ্ধতি শ্রীভগবৎসান্নিধ্য প্রাপক দহর হৃদয়কে উপাসনা করে, তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আপনাকে শিরঃ মস্তকে উপাসনা করে, অনন্তর আপনার পরমধাম প্রাপ্ত হয়, যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এই কৃতান্ত মুখে পতিত হয়

২৮॥ "ব্যতিরেকাধিকরণম্"–

"যথাক্রতুঃ" (ছা০–৩/১৪/১) ইত্যাদিষু মাধুর্য্যগুণকং ঐশ্বর্য্যগুণকঞ্চোপাসনমুক্তম্। তাদৃক্ সৎ প্রসঙ্গানুযায়ীশসঙ্কল্পাত্তত্র তত্রৈব জীবানাং প্রবৃত্তিঃ ; তেন তেন প্রাপ্তিশ্চ

২৮॥ "ব্যতিরেকাধিকরণম্"

ধ্যায়ন্তি যেন রূপেণ ভক্তা যদ্‌গুণমণ্ডিতম্ ।
তেন রূপেণ গোবিন্দো ভক্তেষ্বাবির্ভবেৎ সদা ॥

পূর্বাধিকরণাদৌ শ্রীভগবতো দাসাদ্যুপাসনাৎ শান্তোপাসনমন্যৎ ; তথাচ–দাসাদ্যুপাসনায়াং বিচিত্রকর্ম্মকত্বাৎ সতরঙ্গমহাসমুদ্র ইব শ্রীভগবান্ । শান্তোপাসনায়ান্তু বিচিত্রকর্ম্মবিরহাৎ নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিব শ্রীভগবান্ ।

এতদুভয়ং ন যুক্তিসহং ; কুতঃ ? উপাসস্য সর্বত্র সর্বাবিধভেদবিহরাৎ ; সদৈকরস্যাচ্চ ? ইতি চেৎ–ন উপাসনা ভেদেন তথৈবাবির্ভাবাদিতি প্রতিপাদনার্থং ব্যতিরেকাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ–অথ ব্যতিরেকাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–যথেতি । ক্রতুঃ–উপাসকপুরুষঃ যথা শ্রীভগবন্তমুপাসতে তথা তদ্‌ভাবানুরূপমেব তং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । শেষং প্রকটার্থম্ । তথাচ–শ্রীগুরুপ্রসাদ-

---

না। অর্থাৎ প্রথমে ক্রমোপাসনারীতি অবলম্বন করিয়া অন্নময়াদি পঞ্চপুরুষ বর্ণনময় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যসাম্যহেতু অবসর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমমুক্তিমার্গ প্রদর্শিকা যেগোপদেশকারিণী শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে স্তব করিতেছেন- উদরমিতি। হে অনন্ত! যে কূর্পদৃষ্টিযুক্তগণ ঋষিসম্প্রদায়মার্গে উদরকে উপাসনা করে, যাঁহারা কূর্পদৃশ শার্করাক্ষমুনিগণ তাঁহারা উদরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, হৃদয় অপেক্ষা উদরের স্থূলতাবিধায় তাঁহারা স্থূল বুদ্ধি কথিত হয়েন। অথবা কূর্পদশঃ সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত হৃদয়স্থ সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া তাহাতে প্রবেশের নিমিত্ত প্রথমে স্থূল উদরে ব্রহ্মের ধ্যান করেন এই অর্থ। আরুণিগণ পরিসর পদ্ধতি হৃদয়ে দহরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ আরুণি প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীভগবৎ সন্নিধি প্রাপক পরিসর পদ্ধতি হৃদয় তাহাতে স্থিত দহর ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আপনার ধাম শিরঃ পরম শ্রেষ্ঠ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কৃতান্তমুখে পতিত হন না, অর্থাৎ সেই উপাসনা দ্বয় হইতে উদ্গাৎ উত্থিত হইয়া শিরোবর্ত্তি আপনাকে উপাসনা করেন, হৃদয় হইতে সুষুম্না, সেই সুষুম্না যে স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহা আপনার শিরঃ, পরম ধাম, সুষুম্না নাড়ী আপনার উপলব্ধি স্থানের আশ্রয় হেতু শিরঃ মস্তক আপনার ধাম এই অর্থ। ততঃ শিরস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বর্ত্তি আপনার উপাসনা স্থান ইহতে অপর পরম ব্রহ্মরন্ধ্রে উপাসনার অনন্তর প্রপঞ্চাস্পৃষ্ট শ্রীমৎবৈকুণ্ঠ ধামের উপাসনা করেন, যৎসমেত্য- যে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়া পুনরায় এই কৃতান্ত মুখে সংসারানলে পতিত হয় না, শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না এই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে স্থানে গমন করিয়া সাধকগণ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে না তাহাই আমার পরমধাম। অতএব শান্তিভাব বিভাবিত শান্তভক্তগণের প্রথমে জাঠরাদিতে শ্রীহরির উপাসনা কর্ত্তব্য।।৫৫।।

এই প্রকার শরীরে ভাবাধিকরণসপ্তবিংশতি সমাপ্ত।।২৭।।

তত্তদ্‌গুণ স্বরূপেতি "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" (ব্র০–সূ০–৩/৩/১২/২৯) "গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ" (৩/৩/১২/৩০) ইত্যাদিভ্যাং দর্শিতম্ । ইহ সংশয়ঃ । যেনোপাসনেন যদ্‌গুণকং স্বরূপং ধ্যাতং তদ্‌গুণকমেব তৎ প্রাপ্তম্? উতাস্তি ধ্যাতগুণাদ্ গুণাতিরেকেতি? উভয়ত্রাপি ধ্যানে ধ্যেয়ৈক্যাৎ ; গুণোপসংহারন্যায়াচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে–

দীক্ষাদিলাভানন্তরং সৎসঙ্গলব্ধ-বিশুদ্ধহৃদয় একান্তিভক্তঃ যেন ভাবেন-দাস-সখ্যাদিভাবেন শ্রীভগবন্তমুপাসতে তস্য তেন রূপেণ প্রাপ্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–যেনোপাসনেন" ইতি । সুগমম্ । তথাচ–যেন দাসাদিউপাসনেন যদ্‌গুণবৃন্দালঙ্কৃতং শ্রীভগবৎস্বরূপং ভক্তো ধ্যায়তি, স তথৈব রূপেণ প্রপ্নোতি ; অথবা ধ্যানাতিরিক্ত স্বরূপমপি প্রাপ্নোতীতি, সংশয়বাক্যম্ ।

২৮।। ব্যতিরেকাধিকরণ

অনন্তর ব্যতিরেকাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভক্তগণ যে শ্রীভগবৎস্বরূপে যে গুণমণ্ডিত ধ্যান করেন, শ্রীগোবিন্দদেব সেইরূপেই ভক্তগণের মধ্যে সদা আবির্ভূত হয়েন। পূর্ব্ব অধিকরণে শ্রীভগবানের দাসাদি উপাসনা হইতে শান্ত ভাবের উপাসন পৃথক, অর্থাৎ দাস্যাদি ভাবের উপাসনায় বিচিত্রকর্ম্মক হেতু তরঙ্গ যুক্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় শ্রীভগবান অনুভব হন, শান্তভাবে উপাসনায় বিচিত্রকর্ম্ম বিরহহেতু নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর ন্যায় শ্রীভগবান প্রতীতি হন। এই উভয় বিধ যুক্তি সহ নহে, কারণ? উপাস্যের সর্ব্বত্র সকল ভাবের উপাসনায় সর্ব্ববিধ ভেদবিরহ হেতু, এবং সর্ব্বদা একরস হেতু, যদি এইপ্রকার আশঙ্কা করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন না তাহা নহে, উপাসনা ভেদ হেতু সেই ভাবেই প্রকাশ হয়েন' ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ব্যতিরেকাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অনন্তর ব্যতিরেকাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- যথেতি। যথা ক্রতুঃ উপাসক পুরুষ যথা যেভাবে শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন তথা সেই ভাবানুরূপেই তাঁহাকে লাভ করেন এই অর্থ। যথা ক্রতু ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যসকলে মাধুর্য্যগুণকও ঐশ্বর্য্যগুণক ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার সৎ প্রসঙ্গানুযায়ি সাধক ঈশ্বরের সঙ্কল্পহেতু সেই সেই ভাবে জীবগণের প্রবৃত্তি হয়, সেই সেই ভাবের অনুরূপ গুণস্বরূপ যুক্ত সেই সেই ভাবে প্রাপ্তি হয়, ছন্দত উভয় প্রকার ভক্তির দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হয় তাহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। এই প্রকার স্বীকার করিলেই গতির শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির অর্থবত্ত্ব হয়, অন্যথা বিরোধ হইবে। এই সূত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীগুরু প্রসাদদীক্ষাদিপ্রাপ্তির পরে সৎসঙ্গলব্ধ বিশুদ্ধ হৃদয় একান্তিভক্ত যে ভাবে দাস্য সখ্যাদিভাবে শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন, তাঁহার সেই সেইরূপেই প্রাপ্তি হয় ইহাই অর্থ। ইহাই বিষয় বাক্য।

॥ওঁ॥ব্যতিরেকস্তদ্‌ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৮/৫৬॥

"তু" শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। নাস্তি গুণাতিরেকঃ। কুতঃ ? তদ্‌ভাবেতি। তদ্‌ভাবস্য ধ্যানানুযায়ি গুণকত্বস্য তদ্ধর্ম্মস্য ভাবিত্বাৎ। প্রাপ্তাবুদ্দেশ্যত্বাদিত্যর্থঃ।

উপলব্ধিবৎ জ্ঞানবৎ। যথা জ্ঞাত্বা ধ্যাতং তথৈব প্রাপ্তাবুদিয়াৎ। যদ্যপি তদ্ বিদুষাং স্বোপাস্যেতরগুণাধারকত্বধীরস্তি ; তথাপি তেষাং তদিতরেষাং প্রাপ্তাবনুদয়ো ধ্যানাভাবাৎ। ইত্থঞ্চ "যথা ক্রতুঃ" (ছা০–৩/১৪/১) শ্রুত্যব্যাকোপঃ ॥৫৬॥

পূর্বপক্ষ ঃ–অত্র সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–উভয়ত্রাপি' ইতি। মাধুর্য্যগুণকোপাসনে চ ধ্যানে ধেয়স্য উপাস্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য একত্বাৎ, তথা স্বোপাস্যে সর্বগুণোপসংহারনিয়মাচ্চ ধ্যাতগুণাতিরেকগুণগণালঙ্কৃত শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি র্ভবতি ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইহ পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–"ব্যতিরেকস্তদ্" ইতি। ন ব্যতিরেকঃ ; শ্রীভগবদুপসনায়াং সাধকো যেন ভাবেন যদ্রূপং ধ্যায়তি তদ্রূপগুণবৃন্দমণ্ডনং শ্রীগোবিন্দদেবং সাক্ষাৎকরোতি ন গুণাতিরেক ইতি। এবং কুতঃ ? তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ ; তদ্‌ভাবস্য–সাধকধ্যানানুযায়িগুণকত্বস্য শ্রীভগবদ্‌গুণকত্বস্য ভাবিত্বাৎ ;

অত্র দৃষ্টান্তমাহ–উপলব্ধিবৎ ; উপলব্ধির্জ্ঞানম্, তদ্‌বদিতি ; সাধকো যথা সৎসঙ্গাদিতো জ্ঞাত্বা

সংশয়— ইহ সংশয়, এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে— যেনেতি। যে প্রকার উপাসনার দ্বারা যে প্রকার গুণযুক্ত স্বরূপকে ধ্যান করা হয়, সেইগুণযুক্ত শ্রীভগবান প্রাপ্ত হন? অথবা যে গুণধ্যান করা হয় তাহা হইতে কোন অতিরিক্ত আছে? অর্থাৎ যে দাসাদি উপাসনার দ্বারা যে গুণবৃন্দালঙ্কৃত শ্রীভগবৎ স্বরূপকে ভক্ত ধ্যান করেন, সেই ভক্ত সেইরূপেই প্রাপ্ত হন? অথবা ধ্যানাতিরিক্ত স্বরূপও প্রাপ্ত হয়? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ— এই সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন— উভয়েতি। উভয় উপাসনায় ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর একত্বহেতু, এবং গুণোপসংহার ন্যায় হেতু ধ্যাতগুণ হইতে গুণাতিরেকবিদ্যমান আছে। অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণোপাসনে ও ঐশ্বর্য্যগুণোপাসনে ধ্যানে ধ্যেয় উপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবের একত্ব হেতু, তথা স্বোপাস্যে সকলগুণের উপসংহার করা নিয়ম বশতঃ ধ্যাত গুণাতিরেক যেগুণ সকল ধ্যান করা হয় তাহা হইতে অতিরিক্ত গুণগণালঙ্কৃত শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- ব্যতিরেকেতি। ব্যতিরেক হয় না, কেন? তদ্ভাবভাবিত্ব হেতু, যেমন উপলব্ধি, অর্থাৎ ন ব্যতিরেক শ্রীভগবানের উপাসনায় সাধক যে ভাবে যে রূপ ধ্যান করেন সেই প্রকার গুণবৃন্দমণ্ডন শ্রীগোবিন্দদেবকে সাক্ষাৎকার করেন, কিন্তু গুণাতিরেক অন্যপ্রকারগুণ যুক্ত নহে, এই প্রকার কেন? তদ্ভাবভাবিত্ব হেতু,

তাদৃশেন তৎসঙ্কল্পেনৈব তত্র তথৈব প্রবৃত্তিঃ । তেন তেন তথা তথা প্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন সূত্রমাহ–

॥ওঁ॥অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখসু হি প্রতিবেদম্ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৮/৫৭॥

তত্তদৃত্বিগ নিয়তকর্ত্তব্যেষু অগ্ন্যাধানাদিষু যজ্ঞাঙ্গেষু যজমানেন সর্ব ঋত্বিজোঽববদ্ধাঃ । অববন্ধনং নাম বরণমেব । "অধ্বর্য্যুংত্বাংবৃণে" "হোতারং ত্বাং বৃণে, উদগাতারং ত্বাং বৃণে" ইত্যাদিরূপম্ ।

তস্মাদেব হেতোঃ সর্বকর্ম্মনিপুণানামপি তেষামেত্রাধিকারো ন তু সর্বত্রেতি নিয়মঃ । তথাভূতাশ্চ তে সর্বাসু শাখাসু বিহিতানি অঙ্গানি কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি।

উপাসনং ধ্যানঞ্চ করোতি তথৈব তস্য মোক্ষেঽপি সাক্ষাদ্‌ভবতীত্যর্থঃ । "নাস্তি" ইতি ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/৯/১১ ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংষাম্ । যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ইতি । তস্মাদনেন প্রকারেণ "যথা ক্রতুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিরপি সঙ্গতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥৫৬॥

অথ দৃষ্টান্তেন সুখবোধায় সূত্রমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–তাদৃশেন" ইতি । স্পষ্টম্ । তাদৃশেন–শ্রীগুরুপ্রসাদতঃপ্রাপ্তভগবন্মন্ত্র-ভাগবতধর্ম্মাচরণেন তথা সৎপ্রসঙ্গেনলব্ধভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান–দাসাদিভাবেনান্যতমেন উপাসকেন শ্রীভগবৎসঙ্কল্পদ্বারৈব মাধুর্য্যোপাসনায়াং ঐশ্বর্য্যোপাসনায়াঞ্চ প্রবৃত্তিঃ, তথা তেন তেন–

তদ্ভাবসাধকের ধ্যানানুযায়িগুণকত্ব শ্রীভগবদ্‌গুণকত্বের ভাবিত্ব অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- উপেতি। উপলব্ধি জ্ঞান, জ্ঞানের সমান, সাধক যে ভাবে সৎসঙ্গাদি হইতে শ্রীভগবানকে জানিয়া উপাসনা ও ধ্যান করেন সেই প্রকারেই সেই ভক্তের মোক্ষেও সাক্ষাৎকার হয় ইহাই সূত্রার্থ। তু শব্দের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শঙ্কা ছেদন করিতেছেন। উপাসনায় গুণাতিরেক গুণের আধিক্য নাই, কেন? তদ্ভাবহেতু, তদ্ভাবের ধ্যানুযায়িগুণ যুক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপের ও তাঁহার ধর্ম্মের ভাবিত্ব, প্রাপ্তৌ মোক্ষদশায় তাঁহার সেই প্রকারই উদ্দেশ্য সাক্ষাৎকার হেতু ইহাই অর্থ। উপলব্ধিবৎ জ্ঞানবৎ, যে প্রকার জানিয়া ধ্যান করিবে সেই প্রকারই মোক্ষদশায় লাভ করিবে। যদিও সেই বিদ্বান সাধকগণের নিজউপাস্যে অন্যান্যসকল প্রকার গুণবৃন্দের আধারকত্ব বুদ্ধিবিদ্যমান আছে, তথাপি সেই সাধকগণের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সময়ে ধ্যানাতিরিক্ত গুণবৃন্দের উদয় হয় না, কারণ? তাহাদের ধ্যানাভাব হেতু। এই ভাবেই 'যথা ক্রতু শ্রুতিবাক্যও সঙ্গত হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— হে নাথ! আপনার ভক্তি পথ কেবল গুণাদি শ্রবণের দ্বারাই জানা যায়, আপনি সাধকের ভক্তি যোগ পরিশুদ্ধ হৃদয়ে নিবাস করেন, হে উরুগায়! আপনার ভতগণ যে যে দাস্যাদিভাবে চিন্তা করে সেই ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই বিগ্রহ প্রকশ করেন। সুতরাং এই প্রকারেই যথাক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সঙ্গতি হইবে এই অর্থ।।৫৬।।

"হি" যতঃ প্রতিবেদমঙ্গানি নিয়মিতানি ; ঋচা হোত্রং ; যজুষা অধ্বর্য্যবং ; সাম্না ঔদ্গাত্রম্, অথর্বণা ব্রহ্মত্বমিতি ।

অত্র যজমানেচ্ছৈব যথা ঋত্বিজাং কর্ম্মবিশেষে দক্ষিণা ভেদে চ প্রবর্ত্তিকা ; তথা জীবানাং তত্তদুপাসনে তত্তৎস্বরূপে চ তাদৃশী ঈশেচ্ছৈবেতি ॥৫৭॥

মাধুর্য্যভাবানুগতেন, ঐশ্বর্য্যভাবানুগতেন সাধকেন যথা যথা ধ্যায়তি তথা তথা প্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ।

অত্র দৃষ্টান্তেন বোধয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণঃ—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইতি । অঙ্গেতি। যথা সর্বকর্ম্মনিপুণানাং ব্রাহ্মণানাং যজমানকর্ত্তৃক একস্মিন্নেব কর্ম্মণি একমেব ব্রাহ্মণস্য বরণং সম্ভবতি, ন তু শাখাসু—সর্বেষু কার্য্যেষু ; এবং কুতঃ ? প্রতিবেদম্, প্রতিবেদমঙ্গানি নিয়মিতানি ভবন্তি, ন তু অনিয়মিতানি ; তথা সৎপ্রসঙ্গিনামপি সাধকানাং শ্রীভগবদিচ্ছৈব তদুপাসনে প্রবৃত্তিকারিণী ইত্যর্থঃ । ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্। তস্মাৎ যেনোপাসনেন সাধকো ভগবতো যদ্‌গুণকং স্বরূপং ধ্যায়তি

অনন্তর দৃষ্টান্তের দ্বারা সুখবোধের নিমিত্ত সূত্র অবতরণ করিবার হেতু পীঠিকা রচনা করিতেছেন- তাদৃশেন ইত্যাদি। তাদৃশসঙ্কল্পের দ্বারাই শ্রীভগবদ্ভজনে সেই প্রকার প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রকার উপাসনার দ্বারা স্ব স্ব ভাব অনুসারে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে সূত্র বলিতেছেন। অর্থাৎ তাদৃশেন শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা হইতে শ্রীভগবানের মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভাগবত ধর্ম্মাচরণের দ্বারা এবং সৎপ্রসঙ্গলব্ধ শ্রীভগবানের তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ব্বক দাসাদি ভাব মধ্যে যে কোন একটি ভাবের দ্বারা উপাসকের শ্রীভগবানের সঙ্কল্পদ্বারাই মাধুর্য্যোপাসনায় এবং ঐশ্বর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্তি হয়। এবং সেই সেই মাধুর্য্যভাবগত তথা ঐশ্বর্য্যভাবানুগত সাধক যে প্রকার ধ্যান করেন সেই প্রকারেই প্রাপ্তি করেন। এই বিষয়টি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অঙ্গেতি। অঙ্গ কর্ম্মের ঋত্বিক বরণ সকল শাখায় হয় না, কারণ তাহা প্রতিনিয়ত কার্য্য হয়। অর্থাৎ যেমন সর্ব্বকর্ম্ম নিপুন ব্রাহ্মণগণের যজমান কর্ত্তৃক একটিমাত্র কর্ম্মে একটিমাত্র ব্রাহ্মণের বরণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু সকলশাখা কথিত সকল কার্য্যে হয় না, এই প্রকার কেন? প্রতিবেদম্- প্রত্যেক বেদে কর্ম্মের অঙ্গসকল নিয়ত থাকে, অনিয়ত নহে, সেই প্রকার সৎপ্রসঙ্গি সাধকগণেরও শ্রীভগবানের ইচ্ছাই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তিকারিনী হয় এই অর্থ। সেই সেই কর্ম্মে সেই সেই ঋত্বিককে অগ্ন্যাধানাদি নিয়তকর্ত্তব্যে যজ্ঞাঙ্গ সকলে যজমান কর্ত্তৃক সকল মন্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মজ্ঞ ঋত্বিকগণকে বরণ করা হয়, অববন্ধন বরণ করা। অধ্বর্য্যুকর্ম্মে আপনাকে বরণ করি, হবন কার্য্যে আপনাকে বরণ করি, উদগাতৃ কর্ম্মে আপনাকে বরণ করি, ইত্যাদি প্রকার জানিতে হইবে। অতএব সর্ব্বকর্ম্ম নিপুন ব্রাহ্মণগণেরও একটি যাগের অঙ্গেই অধিকার হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে ইহাই নিয়ম, অর্থাৎ সেই ঋত্বিকগণ সর্ব্বকর্ম্মেনিপুণ হইলেও তাহারা সকল শাখা বিহিত কর্ম্মাঙ্গসকল করিতে সমর্থ হইবে না। হি যে হেতু প্রত্যেক বেদেই অঙ্গসকলকে নিয়মিত করিয়াছে, যেমন- ঋঙ্ মন্ত্রের দ্বারা হোতা, যজুর্মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্য্যু, সামমন্ত্রের দ্বারা উদ্‌গাতা, অথর্ব্বমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মা বরণ করা হয়, এই স্থলে যজমানের ইচ্ছাই যেমন ঋত্বিকগণের কর্ম্মবিশেষে ও দক্ষিণাভেদের প্রবর্ত্তিকা হয়, সেই প্রকার দাস্যাদি উপাসনা বিষয়ে ও সেই

অথোদ্ধবাদীনাং বিমিশ্রভাবদর্শনাদসন্তোষাৎ নিদর্শনান্তরমাহ–

॥ওঁ॥ মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/২৮/৫৮॥

তত্তদ্‌বিষয়কভক্তিপ্রবর্ত্তনায় তাদৃশস্তৎ সঙ্কল্পো মন্ত্রবৎ । যথা এক এব মন্ত্রো বহুষু কর্ম্মসু বিনিযুজ্যতে ; কশ্চিদ্ দ্বয়োঃ ; কশ্চিত্তু একস্মিন্নেবেতি তথৈব বিধানাৎ । আদিশব্দাৎ কাল কর্ম্মগ্রহঃ ।

তদ্‌গুণকস্বরূপমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥৫৭॥

ননু–যে খলু বিমিশ্রভাবাঃ তেষাং কথং শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি রিত্যপেক্ষয়ামাহঃ–"অথ" ইতি । উদ্ধবাদীনাং বিমিশ্রভাবঃ–দাস্য-সখ্যাদিবিমিশ্রভাবদর্শনাৎ তেষাং কেন রূপেণ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির্ভবতি, ইতি শঙ্কা ।

তথাচ–যো যেন ভাবেন যদ্‌গুণকং শ্রীভগবন্তমুপাসতে স তথৈব প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ । যঃ খলু বহুভির্ভাবৈঃ তমুপাসতে সঃ কিং প্রাপ্নোতি, তথাত্বে চ উদ্ধবাদীনাং কা গতিরিতি অসন্তোষকারণমিত্যর্থঃ। অথোদ্ধবাদীনাং মিশ্রভাবত্বম্–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–৩/৪/৮৩ "রুদ্রতার্ক্ষ্যোদ্ধবাদীনাং প্রীতিঃ সখ্যেন মিশ্রিতাঃ" ইতি ।

অথাসন্তোস প্রকারমপাকর্ত্তুং নিদর্শনান্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–মন্ত্রাদিবৎ' ইতি । বা অথবা মন্ত্রাদিবৎ ; যথা এক এব মন্ত্রো বহুষু কার্য্যেষু বিনিযুজ্যতে তথৈব একৈব সাধকো বহুষু ভাবেষু শ্রীভগবন্তমুপাসতে ; তস্মাদ্ বিরোধাভাব ইতি । সূত্রস্থ "আদি" শব্দাৎ কালকর্ম্মাদের্গ্রহণম্ । তস্মান্নাত্রাসন্তোষকারণমিতি । শেষং স্ফুটার্থম্ । মন্ত্রাদিঃ–প্রণবঃ, তথাচ–ওঁ "ইত্যুপাদায় সর্বেষাং

সেই উপাসনায় সেই প্রকার শ্রীভগবানের ইচ্ছাই প্রবর্ত্তিকা হয়। অতএব দাসাদি যে উপাসনার দ্বারা সাধক শ্রীভগবানের যে গুণ পরিপূর্ণ স্বরূপের ধ্যান করেন, সেই গুণ পরিপূর্ণ স্বরূপকেই প্রাপ্ত করেন ইহাই অর্থ।।৫৭।।

শঙ্কা— যে সকল সাধকগণ বিমিশ্রভাবযুক্ত তাহাদের কি প্রকার শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- অথেতি। অথ অনন্তর উদ্ধবাদি ভক্তগণের বিমিশ্র ভাব দেখা যায় সুতরাং তাহা অসন্তোষ হেতু অন্যপ্রকারে নিদর্শন বলিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীউদ্ধবাদিভক্তগণের বিমিশ্রভাব দাস্যসখ্যাদি বিমিশ্রভাব দর্শনহেতু তাঁহাদের কিরূপে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হইবে? ইহাই শঙ্কা, তথাচ— যে ভক্ত যে ভাবে যেপ্রকার গুণগণপূর্ণ শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন, সেই ভক্ত সেই স্বরূপকেই প্রাপ্ত করেন ইহাই নিয়ম। কিন্তু যে ভক্ত বহুভাবে শ্রীভগবানকে উপাসনা করে। সেই ভক্ত কি প্রকার শ্রীভগবানকে লাভ করে, তাহা হইলে শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের কিগতি হইবে? ইহাই অসন্তোষের কারণ। শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের মিশ্রভাবে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণনা করিতেছেন- রুদ্র তার্ক্ষ্য উদ্ধবাদি ভক্তগণের প্রীতি সখ্য ভাব মিশ্রিত হয়। অথ অসন্তোষ প্রকার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিদর্শনান্তর বলিতেছেন- মন্ত্রেতি। অথবা মন্ত্রের সমান কোন বিরোধ নাই, যেমন একটি মন্ত্র বহুকার্য্যে বিনিযোগ করা হয়, সেই প্রকার একটি সাধক

যথা একৈব কালঃ কৃচিৎ কুসুমপত্রাদেঃ ; কৃচিন্নিষ্পত্রস্য চ, কৃচিৎ বাল্যস্য, কৃচিত্তারুণ্যস্য চ হেতুঃ স্যাদেবং বাবিরোধঃ ।

তথাচ যদ্‌গুণকং যৎস্বরূপমুপাস্যতে তদ্‌গুণকমেব মোক্ষে স্ফুরতীতি চিন্তিতগুণাৎ গুণান্তরাতিরেকো নেতি সিদ্ধম্ ॥৫৮॥

মন্ত্রণামুচ্চারণাৎ, স যথা এক এব নিখিলেষু মন্ত্রেষু সম্বদ্ধ্যতে ; তথা একএব শ্রীভগবদুদ্দেশাৎ তৎসঙ্কল্পঃ তত্তৎ প্রবৃত্তিকৃদিতি ।

অথ কালঃ ইতি প্রকটার্থম্ । কর্ম্মদৃষ্টান্তস্তু এবং ব্যাখ্যেয়ঃ—যথা কাম্যেন কর্ম্মণা এব নিত্যকর্ম্মনির্বাহঃ ; তত্র কাম্যার্থ সাধনে প্রত্যবায়প্রহাণে চ একমেব কর্ম্ম উপযুজ্যতে, যথা সন্ধ্যোপাসনম্" । তথা শ্রীউদ্ধবাদীনাং বিচিত্রভাবস্তু কালভেদেন কদাপি মাধুর্য্যসেবা, কদাপি ঐশ্বর্য্যসেবা চ সিদ্ধির্ভবতি । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—৪/৮/৮৯ মিথো বৈরাবপি দ্বৌ যৌ ভাবৌ ধর্ম্মসুতাদিষু । কালাদিভেদাৎ প্রাকট্যং তৌ বিন্দন্তৌ ন দুষ্যতঃ ॥ অথ শ্রীউদ্ধবস্য কালভেদে শ্রীমৎপ্রভুবরস্য সেবা ; তথাহি শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে—১/৫/১২০—যস্তিষ্ঠন্ ভোজন ক্রীড়া কৌতুকাবসরে হরেঃ । মহাপ্রসাদমুচ্ছিষ্টং লভতে নিত্যমেকলঃ ॥ পাদারবিন্দদ্বন্দ্বং যঃ প্রভোঃ সম্বাহয়ন্ মুদা । ততো নিদ্রাসুখাবিষ্টঃ শেতে স্বাঙ্কে নিধায় তৎ ॥ রহঃ ক্রীড়ায়াঞ্চকৃচিদপি স সঙ্গে ভগবতঃ প্রয়াত্যত্রামাত্যঃ পরিষদি মহামন্ত্রমণিভিঃ । বিচিত্রৈর্নর্ম্মোত্থৈরপি হরিকৃতশ্লাঘনভরৈর্ম্মনোজ্ঞৈঃ সর্বান্নঃ সুখয়তি বরান্ প্রাপয়তি চ ॥

সঙ্গতি *ঃ*—তথাচ ব্যতিরেকাধিকরণস্য সঙ্গতি—প্রকারমাহুঃ—"তথাচ" ইতি । স্পষ্টম্ । তস্মাৎ লব্ধসৎপ্রসঙ্গ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ী সাধকো যদ্‌গুণকং যৎস্বরূপমুপাসতে তদ্‌গুণকমেব মোক্ষে স্ফুরতীতি অধিকরণার্থঃ ॥

জয়তি শ্রীল গোবিন্দো রসামৃত-মহোদধিঃ ।
সর্বত্র সর্বভক্তেষু আবির্ভবতি সর্বদা ॥৫৮॥

ইতি ব্যতিরেকাধিকরণং অষ্টাবিংশতিতমং সম্পূর্ণম্" ॥২৮॥

বহু ভাব যুক্ত হইয়া শ্রীভগবান উপাসনা করেন, সুতরাং কোন প্রকার বিরোধ নাই।

সেই সেই অর্থাৎ দাস্যাদি বিষয়ক ভক্তি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সেই প্রকার সঙ্কল্প মন্ত্রবৎ জানিতে হইবে। যেমন একটিমাত্র মন্ত্র অনেক প্রকার কার্য্যে বিনিযোগ হয়, কোন স্থলে দুইটি কর্ম্মে কোন স্থলে একটি কর্ম্মেই প্রয়োগ হয়, কারণ সেই মন্ত্রের ঐপ্রকারই বিধান করা হইয়াছে। সেই প্রকার একজনমাত্র ভক্ত দাস্যসখ্যাদি ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীভগবদুপাসনা করিবেন, তাহাই বিধান করা হইয়াছে। সূত্রস্থ আদি শব্দের দ্বারা কাল ও কর্ম্মাদির গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ নাই। মন্ত্রাদি প্রণব, অর্থাৎ ওঁ এই প্রণব গ্রহণ করিয়া সকল মন্ত্রের উচ্চারণ করা হেতু, সেই প্রণব যেমন এক হইয়াও নিখিলমন্ত্রে সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই প্রকার একটিমাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশে সঙ্কল্প সেই সেই ভাবের প্রবৃত্তিকারী। অনন্তর কালের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- যথেতি। যেমন একটি কাল কখনও কুসুম নব পত্রাদির

২৯॥ "ভূমজ্যাধিকরণম্"—

অথৈতদ্বিচার্য্যতে । "একোঽপি সন্ বহধা যোঽবভাতি" (গো০–তা০–পু০–২৩) ইতি । "একং সন্তং বহধাদৃশ্যমানম্" ইতি । "অথ কস্মাদুচ্যতে পরংব্রহ্ম" (অথর্বশি০–৪) ইত্যাদি চ শ্রূয়তে ।

২৯॥ "ভূমজ্যাধিকরণম্"

অথ পূর্বস্মিন্ ব্যতিরেকাধিকরণে শ্রীভগবদুপাসনায়াং একান্তিভিঃ স্বাভীষ্টা এব গুণা ধ্যেয়া, ইতি প্রতিপাদিতাঃ । কিন্তু শ্রীভগবতো বহূণাং গুণানাং ধ্যানমুচিতং ন বা ইতি নিরূপণার্থং ভূমজ্যাধিকরণারম্ভঃ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

কারণ হয়, কখনও নিষ্পত্রাদির কারণ হয়, এবং কখনও বাল্যসময়ের কখনও তারুণ্যাদির হেতু হয়, সেই প্রকার একভক্ত কখনও দাস্য কখনও সখ্যাদি ভাবের হেতু হয়। কর্ম্ম দৃষ্টান্ত এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে— যেমন কাম্য কর্ম্মের দ্বারাই নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ, তথায় কাম্যার্থ সাধনের নিমিত্ত এবং প্রত্যবায় বিনাশের নিমিত্ত একটি কর্ম্ম বিনিযোগ করা হয়, যেমন সন্ধ্যা উপাসনা। সেই প্রকার শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের বিচিত্র ভাব কালভেদে হয়, কোন কালে মাধুর্য্যসেবা কদাপি ঐশ্বর্য্যসেবা সিদ্ধি হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে- ধর্ম্মপুত্র শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি ভক্তে দাস্য ও সখ্য ভাবদ্বয় পরস্পর বৈরী হইলেও কালাদিভেদে প্রাকট্য হেতু তাহা দোষের হয় না, কিন্তু সুখকরই হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে কালভেদে শ্রীউদ্ধবের শ্রীমৎ প্রভুবরের সেবা- শ্রীউদ্ধব শ্রীমহাপ্রভুর ভোজন ক্রীড়া কৌতুকের সময়ও নিকটে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং একাকী নিত্য শ্রীপ্রভুর উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া থাকেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দযুগল সম্বাহন করিতে করিতে আনন্দ সহকারে কখনও নিদ্রাবিষ্ট হইলেও প্রভুর শ্রীচরণ যুগল নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। অপর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রহঃক্রীড়ায় কখন কদাচিৎ শ্রীউদ্ধব শ্রীপ্রভুর সহিত গমন করেন, তিনি সুধর্ম্মা রাজসভায় মন্ত্রিগণের মধ্যে মহামন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল মনোহর পরিহাস ব্যঞ্জক বাক্যসমূহ প্রশংসা করেন শ্রীউদ্ধব সেই সকল বাক্য সমূহ দ্বারা আমাদিগকে সুখী করেন, এবং আশীর্ব্বাদ সকল প্রাপ্ত করান।

সঙ্গতি— অনন্তর ব্যতিরেকাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। তথাচ সাধক সাধনাবস্থায় যেগুণ যুক্ত যেস্বরূপ উপাসনা করেন সেইগুণ যুক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপই মোক্ষদশায় স্ফূর্ত্তি লাভ হয়, সুতরাং সাধক যে গুণবৃন্দচিন্তা করেন তদতিরিক্ত গুণযুক্ত শ্রীভগবৎ স্বরূপ লাভ করেন না ইহাই সিদ্ধ হইল। অতএব প্রাপ্ত সৎপ্রসঙ্গ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ী সাধক যে গুণ পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎস্বরূপের উপাসনা করেন সে প্রকার শ্রীভগবৎস্বরূপই মোক্ষকালে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই অধিকরণার্থ। রসামৃত মহোদধি শ্রীলগোবিন্দদেবের জয় হউক, যিনি সর্ব্বত্র সকল প্রকার ভাবভাবিত ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রকটিত হইয়া থাকেন।।৫৮।।

এইপ্রকার ব্যতিরেকাধিকরণ অষ্টাবিংশতি সম্পূর্ণ ।।২৮।।

অত্র বৈদূর্য্যাদিবদ্ভগবতি মিথো বিলক্ষণানি বহূনি রূপাণি সন্তি। তৈর্বিশিষ্টোঽসাবেকোঽপি বহুরভিধীয়তে ; এবং গুণোঽপি প্রকার বাহুল্যাৎ তত্ত্বমবসেয়ম্।

ইহ সংশয়ঃ । স্বরূপগতং গুণগতঞ্চ বহুত্বং শ্রূয়মানং সর্বস্মিন্নুপাসনে চিন্ত্যম্ ? ন বেতি ? । আনন্দাদেরেব সর্বত্রাপেক্ষণাৎ বহুত্বস্যৈকস্মিন্ বিরোধাচ্চ নেতি প্রাপ্তে–

বিষয় ঃ–অথ ভূমজ্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথ এতদ্বিচার্য্যতে" ইতি । বিষয়বাক্যন্তু অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–বৈধুর্য্যমণিরিব শ্রীভগবাননন্তগুণগণালঙ্কৃতঃ, তথানন্তস্বরূপবান্ ইতি । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; স্বরূপগতমিতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–সর্বেষু উপাসনেষু অসৌ শ্রীভগবান্ বহুরূপো গুণো ধ্যেয়ো ন বা ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–আনন্দাদেরেব" ইতি । যথা পরব্রহ্মোপাসনায়াং

২৯।। ভূমজ্যাধিকরণ

অনন্তর ভূমজ্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্যতিরেকাধিকরণে শ্রীভগবানের উপাসনা বিষয়ে একান্তি ভক্তগণকর্ত্তৃক স্বাভীষ্টগুণ সকলই ধ্যেয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীভগবানের বহুগুণবৃন্দের ধ্যান করা উচিত অথবা অনুচিত ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ভূমজ্যাধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অতঃপর ভূমজ্যাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- অথেতি। অনন্তর এই বিষয়টি বিচার করিতেছেন, যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। অপর যিনি একাকী অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে বহুরূপে দর্শন প্রদান করেন। কি হেতু তাঁহাকে পরং ব্রহ্ম বলা হয়? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করা যায়। শ্রীভগবানে বৈদুর্য্যমণির ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ অনেক প্রকার রূপ আছে, ঐ রূপ সকল বিশিষ্ট শ্রীভগবান এক হইয়াও বহুরূপে প্রতীতি হয়েন, এই প্রকার গুণসকলের প্রকার বাহুল্য হেতু অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকররূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ বৈদূর্য্যমণিরন্যায় শ্রীভগবান অনন্তকল্যাণগুণগণালঙ্কৃত এবং দিব্যানন্তরূপবান হয়েন, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্য সংশয় হইতেছে- স্বরূপমিতি। শ্রীভগবৎ স্বরূপে স্বরূপগত বহুত্ব এবং গুণগত বহুত্ব শ্রবণ করা যায়, সুতরাং সকল উপাসনায় সকলগুণাদি চিন্তা করা উচিত? অথবা নহে? অর্থাৎ দাসাদিসকল উপাসনায় শ্রীভগবান বহুরূপ বহুগুণ যুক্ত ধ্যান করিবে? কিম্বা করিবে না? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্ব্বেপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন-আনন্দেতি। আনন্দাদিগুণবৃন্দের সর্ব্বত্র সাপেক্ষ হেতু, একত্ব উপাসনায় বহুত্বস্য বিরোধ হেতু চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ যেমন পরব্রহ্মোপাসনায় আনন্দ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরাদি গুণবৃন্দের সর্ব্বত্র সকল উপাসনায় ধ্যান করিতে হয়,

॥ওঁ॥ ভূম্নঃ ক্রতুবৎজ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥ওঁ॥৩/৩/২৯/৫৯॥

ভূম্নো বহুভাবস্য যস্মাৎ সর্বেষু গুণেষু জ্যায়স্ত্বং ক্রতুবৎ সর্বত্র সহভাবাদতঃ সর্বত্রাসৌ চিন্ত্যঃ । যথা ক্রতোর্জ্যোতিষ্টোমস্য দীক্ষাদ্যবভৃথান্তেষু অনুবৃত্তের্জ্যায়স্ত্বম্ ; তথা সর্বত্র স্বরূপধর্ম্মাদিষু অনুবৃত্তের্ভূম্নঃ । তৎ প্রমাণমাহ–তথাহীতি ।

"নাল্পেসুখমস্তি ভূমৈব সুখম্" (ছা০–৭/২৩/১) ইতি । শ্রুতিরানন্দাদের্ভূমা অবিনাভাবং দর্শয়ন্তী, তস্যানুচিন্তনং সর্বত্রানুজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ । যেন বিনা কর্ম্মনিত্যত্বং ন সিদ্ধ্যেৎ ॥৫৯॥

আনন্দ-সর্বজ্ঞ-সর্বেশ্বরত্বাদিগুণানাং সর্বত্র সর্বেষুপাসনেষু ধ্যেয়ঃ ; তথা বহুত্বং ন ধ্যেয়মিতি ; বহুত্বস্য একভাববিশিষ্টোপাসনায়াং ন ধ্যেয়ঃ ; কুতঃ ? বিরোধাৎ ; একস্মিনুপাসনে বহূণাং স্বরূপপানাং গুণানাঞ্চ বিরোধাৎ ন চিন্ত্যমিতি ভাবঃ ; ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ভূম্নঃ" ইতি। ভূম্নঃ–বহুভাবস্য জ্যায়স্ত্বং শ্রেষ্ঠত্বং, তস্মাৎ সর্বত্রোপাসনায়াং ভূমত্বেব ধ্যেয়ঃ ; অত্র দৃষ্টান্তমাহ–ক্রতুবদিতি। যথা জ্যোতিষ্টোমস্য দীক্ষামারভ্য অবভৃথান্তেরনুবর্ত্তনং, তথাত্রাপি । অত্র প্রমাণমাহঃ–তথাহি দর্শয়তীতি। তথাহি শ্রুতিপ্রমাণং দর্শয়তি–ছান্দোগ্যে–৭/২৩/১ "ভূমৈব সুখং নাল্পেসুখমস্তীতি" তস্মাদনন্তগুণবত্ত্বেন রূপেণোপাসিতব্যমিতি। ভূম্নো বহুভাবস্য" ইতি ভাষ্যন্তু স্ফুটার্থম্ । তথা চ যেন ভূম্না বিনা শ্রীভগবতো কর্ম্মণাং নিত্যত্বং ন সিদ্ধেৎ ; তস্মাৎ অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরস্বরূপত্বেন শ্রীভগবন্তমুপাসিতব্যমিত্যর্থঃ ॥

অনন্তগুণবারিধির্ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ ।
দাস্য সখ্যাদিভাবেষু হ্যুপাস্যং তদ্‌ভাবেচ্ছুভিঃ ॥৫৯॥
ইতি ভূমজ্যাধিকরণং উনত্রিংশত্তমং সম্পূর্ণম্ ॥২৯॥

সেই প্রকার বহুত্বগুণের ধ্যান করিতে নাই, কারণ একভাব বিশিষ্টোপাসনায় বহুত্বগুণের ধ্যান করিতে নাই, কেন? বিরোধ হেতু, একটি শ্রীভগবৎ স্বরূপের উপাসনায় অনেক স্বরূপের এবং অনেকগুণের বিরোধ হেতু চিন্তা করা উচিত নহে, ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- ভূম্নেতি। ভূমার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রতুর সমান বুঝিতে হইবে, তাহা দেখাইতেছেন, অর্থাৎ ভূমা বহুভাবের জ্যায়স্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে হইবে, সুতরাং দাসাদি সকল প্রকার উপাসনায় ভূমাস্বরূপেই ধ্যান করিবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- ক্রতুবদিতি। যেমন অগ্নিষ্টোম যাগের দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া অবভৃথস্নান পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করিতে হয়, সেইরূপ এইস্থলেও বুঝিতে হইবে, দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- তথাহীতি। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন- ভূমাতেই সুখ আছে, অল্পে সুখ নাই, অতএব অনন্তগুণ যুক্ত স্বরূপেই শ্রীভগবানকে উপাসনা করিতে হইবে ইহাই সূত্রার্থ। যে হেতু ভূমা বহুভাবের সকলগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা হয়

৩০॥ "নানাবিধোপাসনাধিকরণম্"–

অথ তেষু বহুষু রূপেষু উপাসনমেকবিধম্ ? বিবিধং বেতি সন্দেহে । উপাস্যস্বরূপাভেদাদেকবিধমিতি প্রাপ্তে–

৩০॥ "নানাবিধোপাসনাধিকরণম্"

কৃষ্ণ-নৃসিংহরামাণাং ধামমন্ত্রমুপাসনম্ ।
নানা শব্দাদিভেদাদ্ধি নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥

অথ পূর্বং বহুবিধানাং শ্রীভগবৎস্বরূপাণাং উপাসনং প্রতিপাদিতম্ । তত্র তেষাং শ্রীভগবৎস্বরূপাণামুপাসনমেকবিধম্ ; অথবা অনেক বিধমিতি নিরূপণার্থং নানাবিধোপাসনাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ এতদধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ–তথাহি–শ্রীগোপালপূর্বতাপন্যম্–পূ০-৬১ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং রসেৎ তং ধ্যায়েৎ তং যজেৎ ইতি" শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/২৪-২৬ উবাচ পরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী । কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি ॥ বল্লভায় প্রিয়া বহ্নেরয়ং তে দাস্যতি প্রিয়ম্ । তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ॥

সুতরাং এই বহুভাব ক্রতুবৎ সর্ব্বত্র সহাবস্থান হেতু সর্ব্বত্র চিন্তা করা উচিত। যেমন ক্রতু অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যাগের দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া অবভৃথস্নান পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করা হেতু শ্রেষ্ঠ করিয়া নিরূপণ করা হয়, সেই প্রকার সর্ব্বত্র স্বরূপধর্ম্মাদি বিষয়ে ভূমার অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন- তথাহীতি। অল্পে সুখ নাই ভূমাই সুখ হয়, এই শ্রুতি আনন্দাদিগুণের ভূমা হইতে অবিনাভাব দর্শন করাইতেছেন, এই বাক্য ভূমাগুণের চিন্তন সর্ব্বত্রই অনুজ্ঞাপন করিতেছেন ইহাই অর্থ। যাহা বিনা কর্ম্মের নিত্যতাসিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ যে ভূমাগুণ বিনা শ্রীভগবানের জন্মাদি কর্ম্মের নিত্যতা সিদ্ধ হইবে না। অতএব অনন্তকল্যাণগুণ রত্নাকর স্বরূপেই শ্রীভগবানকে উপাসনা করিতে হইবে এই অর্থ। ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর অনন্তকল্যাণ গুণরত্ন নিলয় হয়েন, সুতরাং দাস্যাদি ভাবলিপ্সু সাধকগণ দাস্য সখ্যাদিভাবে উপাসনা করিবেন।। ৫৯।।

এই প্রকার ভূমজ্যাধিকরণ উনত্রিংশৎ সমাপ্ত।।২৯।।

৩০।। নানা বিধোপাসনাধিকরণ

অনন্তর নানাবিধোপাসনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃসিংহ রামচন্দ্র প্রভৃতির ধাম মন্ত্র উপাসনা অনেক শব্দাদি ভেদ হেতু নানা প্রকার বিধির দ্বারা আরাধনা করা হয়। পূর্ব্বে বহুপ্রকার শ্রীভগবৎ স্বরূপের উপাসনা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই উপাসনায় শ্রীভগবৎ স্বরূপের উপাসনা এক প্রকার? অথবা অনেক প্রকার তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত নানা বিধোপাসনাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অথ তেপে স সুচিরং প্রিণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্ । শ্বেতদ্বীপ-পতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎ পরম্॥ প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্যুপাসিতম্ । সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে ॥ ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে । সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপংসনাতনম্ ॥ শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে । বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্ ॥ ইতি । শ্রীনৃসিংহদেবস্য–তথাহি শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপন্যাম্–২/৩ "তস্য" হ বা "উগ্রং" প্রথমং স্থানং জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি ; "বীরং" দ্বিতীয়ং স্থানং ; "মহাবিষ্ণুং" তৃতীয়ং স্থানম্ ; "জ্বলন্তং" চতুর্থং স্থানম্ ; "সর্বতো মুখং" পঞ্চমং স্থানম্ ; "নৃসিংহং" ষষ্ঠং স্থানম্ ; "ভীষণং" সপ্তমং স্থানং ; "ভদ্রং" অষ্টমং স্থানং ; "মৃত্যুমৃত্যুং" নবমং স্থানম্ ; "নমাপি" দশমং স্থানম্ ; "অহং" একাদশস্থানং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি, একাদশ পদা বা অনুষ্টুবাভবতি" ইতি ।

শ্রীভাগবতে–৫৯৮//৭-৮ "হরিবর্ষে চাপি ভগবান্নরহরিরূপেণাস্তে ; তদ্রূপগ্রহণ-নিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে। তদ্ দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণ শীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোঽব্যবধানানন্যভক্তি যোগেন সহ তদ্‌র্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদং চোদাহরতি । ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব ব্রজনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্‌রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা । অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠা ওঁ ক্ষ্রৌম্ । ইতি । তথাচ শ্রীরামচন্দ্রস্য–

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে–১/৮৫, (৫০ পৃ০) ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু মহাঘৌঘনিবারণঃ । মন্ত্ররাজ

বিষয়— অনন্তর এই অধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ, শ্রীগোপালতাপনী পূর্ব্ববিভাগে বর্ণিত আছে- অতঃ শ্রীকৃষ্ণই পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা তাঁহারা নামই জপ করিবে তাঁহাকেই ধ্যান করিবে তাঁহারই যাজনা করিবে। শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত আছে- প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দিব্যবাণী বলিলেন হে ব্রহ্মণ্! কামবীজের পর কৃষ্ণায় গোবিন্দশব্দের পরে ঙে বিভক্তি পরে গোপীজন বল্লভায় তৎপরে বহ্নিপ্রিয়া এই মন্ত্র তোমার প্রিয় প্রদান করিবে, এই মন্ত্রের দ্বারা তপস্যা কর, তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মা বহুকালপর্য্যন্ত অব্যয় শ্রীগোবিন্দ শ্বেতদ্বীপপতি গোলোকস্থ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, যাঁহাকে গুণবতী পরমরূপসী প্রকৃতি শ্রীরাধা উপাসনা করেন। যিনি চিন্তামণিময় ভূমিতে সহস্রদলযুক্ত কোটিকিঞ্জল্কবিস্তৃত কর্ণিকাররূপ মহাসনে বিরাজিত আছেন, যিনি চিদানন্দ জ্যোতিরূপসনাতন হয়েন, ও মুখাম্বুজে শব্দ ব্রহ্মময় বেণু বাদন করিতেছেন, নিজ নিজ অংশ সহিত বিলাসিনী ব্রজদেবীগণ স্তব করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা শ্রীনৃসিংহতাপনিতে বর্ণিত আছে তাঁহার উগ্রং প্রথমস্থান জানিবে, যে জানে সে অমৃতত্বলাভ করেন, বীরং দ্বিতীয়স্থান মহাবিষ্ণু তৃতীয়স্থান, জ্বলন্তং চতুর্থস্থান, সর্ব্বতোমুখং পঞ্চমস্থান, নৃসিংহং ষষ্ঠস্থান, ভীষণং সপ্তমস্থান, ভদ্রং অষ্টমস্থান, মৃত্যুমৃত্যুং নবমস্থান, নমামি দশমস্থান, অহং একাদশস্থান জানিবে, যে সাধক এই প্রকার জানেন তিনি অমৃতত্ব গমন করেন, একাদশ পাদের দ্বারা অনুষ্টুভ্ মন্ত্ররাজ হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে হরিবর্ষে ভগবান্ শ্রীনরহরিরূপে বিদ্যমান আছেন, শ্রীনরহরি হইবার কারণ পরে বর্ণিত হইবে, শ্রীভগবানের পরম প্রিয়মূর্ত্তি শ্রীনরহরিরূপকে মহাপুরুষগুণ ভাজন মহাভাগবত দৈত্যদানবকুল পবিত্রকারী শীল চরিত শ্রীপ্রহ্লাদ ব্যবধানরহিত ভক্তিযোগের দ্বারা হরিবর্ষনিবাসি

ইতি প্রোক্তঃ সর্বেষামুত্তমোত্তমঃ ॥ "ওঁ নমো রামায়" ইতি । শ্রীরামপূর্বতাপন্যাম্–৪/১-২ জীববাচী নমো নাম চাত্মারামেতিগীয়তে । তদাত্মিকা যা চতুর্থী তথা মায়েতি গীয়তে ॥ মন্ত্রোঽয়ং বাচকো রামো বাচ্যঃ স্যাদ্‌যোগ এতয়োঃ । ফলপ্রদশ্চ সর্বেষাং সাধকানাং ন সংশয়ঃ ॥ ইতি । ইতি বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ ।

সংশয় **ঃ**—এবং বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি–অথ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–তেষু শ্রীকৃষ্ণনৃসিংহরামাদিষু রূপেষু সাধকানাং উপসনং একবিধম্ ? অথবা বিবিধমিতি । কিমেকেনৈব মন্ত্রেণ তেষামুপাসনং সেৎস্যতি ? অথবা পৃথঙ্‌মন্ত্রেণ ; ইতি সন্দেহ প্রকারম্ ।

পূর্বপক্ষ **ঃ**–ইতি সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষমুত্থাপয়ন্তি–"উপাস্য" ইতি স্ফুটার্থম্ । তথাচ–এক এব পরমোপাস্য-শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বভক্তপরিরক্ষণায়, লীলারসাস্বাদনায় চ অনেকরূপমাবিষ্কৃতং, তস্মাৎ স্বরূপাভেদাৎ তেষামুপাসনমেকবিধমেব । তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে-২৩, একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহধা যো বিভাতি । তং পীঠস্থং যেঽনু যজন্তি ধীরাঃ তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ শ্রুত্যন্তরে চ–"একং সন্তং বহধা দৃশ্যমানম্" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ–১/২/৩ "একানেক স্বরূপায়" ইতি । তস্মাৎ স্বরূপৈক্যাৎ উপাসনমপি একবিধমিতি-পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

পুরুষগণের সহিত উপাসনা করেন ও এইমন্ত্র পাঠ করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— কিম্পুরুষবর্ষে আদিপুরুষ ভগবান লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রবিদ্যমান আছেন, তথায় শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ সন্নিকর্ষনিরত পরমভাগবত শ্রীহনুমান কিম্পুরুষবাসি পুরুষগণের সহিত ভক্তিভাবে অবিরত উপাসনা করেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বর্ণিত আছে- ষড়ক্ষর শ্রীরামমন্ত্র মহাপাপরাশি নিবারণ করেন, ইহা সকলের উত্তম মন্ত্ররাজ কথিত হয়, 'ওঁ নমো রামায়'। শ্রীরামতাপনীতে বর্ণিত আছে- নমঃ শব্দ জীববাচী, রাম শব্দ আত্মারাম বাচক তদাত্মিকা চতুর্থী ঙে শব্দ, এবং মায়াবীজ যোগ করিবে। এই মন্ত্রের বাচ্যবাচকের যোগই শ্রীরামমন্ত্র, তাহা সাধকগণের সর্ব্বফলপ্রদ ইহাতে সংশয় নাই। এই প্রকার বিষয় বাক্য সংগ্রহ।

সংশয়— এই প্রকার বিষয় বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন— অথেতি। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের সেই বহু প্রকার রূপের উপাসনা এক প্রকার? অথবা অনেক প্রকার? অর্থাৎ সেই শ্রীরাম নৃসিংহ কৃষ্ণাদিরূপের বিষয়ে সাধকগণের উপাসনা একবিধ? অথবা বিবিধ? একটি মন্ত্রের দ্বারাই তাঁহাদের উপাসনা সিদ্ধ হয়? অথবা পৃথক মন্ত্রের দ্বারা, ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এইরূপ সন্দেহ জাত হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন— উপাস্যেতি। উপাস্যস্বরূপের অভেদ হেতু এক প্রকার উপাসনা হয়। অর্থাৎ একমাত্র পরমোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেব নিজভক্তজন পরিরক্ষণের নিমিত্ত, লীলারসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত অনেকরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, সুতরাং স্বরূপের অভেদ হেতু তাঁহাদের উপাসনা এক প্রকারই হয়। এই বিষয়ে শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত আছে— একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সকলের বশীকারক, সর্ব্বগত ও স্তবনীয়, তিনি এক হইয়া ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন,

॥ওঁ॥ নানা শব্দাদি ভেদাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩০/৬০॥

তেষু রূপেষু নানা এবোপাসনং, প্রতিরূপং পৃথক্ তদিত্যর্থঃ। কুতঃ ? শব্দেতি। তত্তদ্ বাচকানাং নৃসিংহাদিশব্দানাং মন্ত্রাণামাকার কর্ম্মণাঞ্চ বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ (ভা০–১১/৫/২০)

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"নানা" ইতি। নানা ইতি–যদ্যপি এক এব পরমোপাস্যঃ–স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দদেবঃ, তথাপি তস্য নানাস্বরূপৈরাবির্ভাবাৎ, তত্তদবতারাণাং নানাত্বাৎ, উপাসনাপি নানা ইতি। এবং কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ। তত্তদ্‌বাচকানাং শ্রীরাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণাদীনাং, মন্ত্রাণামাকারাদীনাঞ্চ বৈলক্ষণ্যাৎ তেষামারাধনমপি নানা ইত্যর্থঃ। তেষু" ইতি ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম। তেষাং বৈলক্ষণ্যং তু উক্তমেব।

অথ নানাবিধোপাসনায়াং শ্রীমদ্‌ভাগবতবাক্য প্রমাণমাহঃ–স্মৃতিশ্চ" ইতি। কৃতং-সত্যং ত্রেতা দ্বাপরং কলিঃ ইত্যেষু চর্তুষু যুগেষু কেশবঃ নানা বর্ণ অভিধা আকারো নানা বিধিনা এব জনৈঃ ইজ্যতে, আরাধ্যতে" ইত্যন্বয়ঃ। তত্র সত্যযুগমধিকৃত্যোপাসনা–ভা০–১১/৫/২১-২৩, কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ। ঈশ্বরঃ

যে ধীর সাধকগণ তাঁহাকে যোগপীঠস্থ যজনা করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখলাভ হয়, অন্যের নহে। অন্য শ্রুতিতে বর্ণিত আছে— যিনি এক হইয়াও বহুধা দেখা যান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে- এক ও অনেক স্বরূপকে নমস্কার করি। অতএব স্বরূপের একত্বহেতু উপাসনাও একবিধ হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন- নানেতি। শব্দাদির ভেদ হেতু উপাসনা নানা প্রকার হয়, অর্থাৎ যদি ও একমাত্র পরমোপাস্য স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব, তথাপি তাঁহার নানা স্বরূপে আবির্ভাব হেতু সেই অবতারগণের নানাত্ব বিধায় উপাসনাও নানা প্রকার হইবে। এই প্রকার কেন? শব্দাদি ভেদ হেতু, অর্থাৎ সেই সেই স্বরূপের বাচক শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মন্ত্র ও আকারাদির বিলক্ষণতা হেতু তাঁহাদের আরাধনাও নানা প্রকার জানিতে হইবে। সেই শ্রীভগবৎরূপ সকলে নানা প্রকার উপাসনা, প্রতিরূপের পৃথক উপাসনা জানা যায় এই অর্থ। কেন? শব্দহেতু, সেই রূপের বাচক শ্রীনৃসিংহাদি শব্দের মন্ত্রের আকারের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হেতু আরাধনাও বৈলক্ষণ্য হয় এই অর্থ। অনন্তর নানা বিধ উপাসনা বিষয়ে শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণ বলিতেছেন- স্মৃতীতি। স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে— কৃত সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ে শ্রীকেশব নানা বর্ণ অভিধা নাম আকার হয়েন ও নানা প্রকার বিধির দ্বারা জনগণ আরাধনা করেন। তন্মধ্যে সত্যযুগীয় উপাসনা- সত্যযুগে শুক্ল ভগবান চতুর্ভুজ জটধারী বাকলাম্বর কৃষ্ণাজিন উপবীত অক্ষমালা দণ্ডকমণ্ডলু শোভিত, সেইকালে শান্ত নির্ব্বৈর সুহৃৎ সমবুদ্ধি মানবগণ শমদম ও তপস্যা দ্বারা দেবতাকে

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ । নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥" ইতি । তস্মাদ্ ভিন্না পূজেতি ॥৬০॥

পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ইতি । ত্রেতাযুগমধিকৃত্য-তত্রৈব—১১/৫/২৪-২৬ ত্রেতায়াং রক্তোবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহস্ত্রিমেখলঃ । হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্ । যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥ ইতি । অথ দ্বাপরযুগমধিকৃত্য-তত্রৈব—১১/৫/২৭-৩০ দ্বাপরে ভগবঞ্শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ । শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্ । যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ! ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ । প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে । বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ইতি । এবং কলিযুগমধিকৃত্য—১১/৫/৩১-৩২ ইতি দ্বাপর উর্বিশ ! স্তবন্তি জগদীশ্বরম্ । নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ । যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি । নানাত্বমিদং যুগমধিকৃত্য বোদ্ধব্যম্ । ইদানীং কলিযুগেতু শ্রীগোবিন্দরাম নরহরীনামুপাসনা আকৃতি-ধাম-মন্ত্রাদীনামেব নানাত্বং ন তু—মাল্য-চন্দন-নৈবেদ্য তুলসী প্রভৃতীনামুপচারাণামিত্যর্থঃ ।

সঙ্গতি :—অথাধিকরণসঙ্গতি প্রকারমাহঃ—তস্মাদিতি । তস্মাৎ নাম মন্ত্র-আকার-কর্ম্মণাং বৈলক্ষণ্যাৎ সর্বেষাং শ্রীভগবৎস্বরূপাণাং ভিন্না পূজা ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ভগবান্নরসিংহস্তু মহালক্ষ্মী সুশোভিতঃ । রামকোশলনাথশ্চ সীতালিঙ্গিতবিগ্রহঃ ॥ বৃন্দারণ্যমহারত্ন-রাধাবক্ষবিভূষণঃ । কৃষ্ণো নানাত্বমেতেষাং মন্ত্র-স্মরণ-কর্ম্মণাম্ ॥৬০॥

ইতি নানাবিধোপাসনাধিকরণং ত্রিংশত্তমং সম্পূর্ণম্ ॥৩০॥

যজনা করিবেন, হংসসুপর্ণ বৈকুণ্ঠধর্ম্ম যোগেশ্বর অমল ঈশ্বর পুরুষ অব্যক্ত পরমাত্মা ইত্যাদি গান করেন। ত্রেতাযুগের উপাসনা- শ্রীভগবান ত্রেতাযুগে রক্ত বর্ণ হয়েন, চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখলাধারী হিরণ্যকেশ ত্রয্যাত্মা শ্রুক্ স্রবাদি ধারণ কর্ত্তা সেই সময় ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বদেবময় দেব শ্রীহরিকে বেদবিদ্যার দ্বারা যজনা করিবেন, বিষ্ণু যজ্ঞ পৃশ্নি গর্ভ সর্ব্বদেব উরুক্রম বৃষাকপি জয়ন্ত উরুগায় ইত্যাদি গান করিবেন। দ্বাপর যুগের উপাসনা- দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যাম হইবেন পীতবসন নিজের অস্ত্র শ্রীবৎসাদি লক্ষণে লক্ষিত হইবেন, সেইকালে মহারাজ লক্ষণ শ্যামপুরুষকে মর্ত্ত্যবাসি পরমার্থ জিজ্ঞাসু মানবগণ বেদও তন্ত্রের দ্বারা যজনা করিবেন। শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার, শ্রীসঙ্কর্ষণকে নমস্কার, শ্রীপ্রদুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ শ্রীভগবানকে নমস্কার, নারায়ণ ঋষি পুরুষ মহাত্মা বিশেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মা আপনাকে নমস্কার করি।

অথ কলিযুগের উপাসনা- হে রাজন্! এই প্রকার দ্বাপর যুগে শ্রীজগদীশ্বরকে স্তব করেন, সেই প্রকার কলিযুগেও নানা প্রকার তন্ত্র বিধানের দ্বারা উপাসনা শ্রবণ কর যিনি কৃষ্ণবর্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ শোভিত তাঁহাকে সুমেধা মানববৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন বহুল যজ্ঞের দ্বারা যজনা করিবেন। এইভাবে নানাপ্রকার উপাসনা যুগ ভেদ অধিকার করিয়া জানিতে হইবে। ইদানীং কলিযুগে কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেব

৩১॥ *"বিকল্পাধিকরণম্"–*

নৃসিংহাদি পুরুষোত্তমরূপোপাসনানি বিভিন্নবিধানীত্যুক্তম্ । অথ তানি তদুপাসকৈঃ সমচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ানি ? বিকল্প্য বা ? ইতি বীক্ষায়াম্ । নিয়মে হেত্বভাবাৎ সমুচ্চিত্যেতি প্রাপ্তে–

৩১॥ *"বিকল্পাধিকরণম্"*

পূর্বস্মিন্ নানাবিধোপাসনাধিকরণে–শ্রীকৃষ্ণাদীনাং উপাসনানাং নানাত্বে সিদ্ধে তেষাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা ইতি নিরূপণার্থং বিকল্পাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ বিকল্পধিকরণস্য বিষয়স্তাবৎ–নানাবিধোপাসনাধিকরণস্য বিষয়বাক্য এব ; তত্রাধিকরণে শ্রীনৃসিংহাদীনাং পুরুষোত্তমানাং উপাসনানি ভিন্নবিধানি ইতি প্রতিপাদিতম্ ; ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; অথ তানি" ইতি । তত্তদুপাসকৈঃ–শ্রীনরসিংহ–রাম-গোবিন্দদেবাদীনামুপাসকৈঃ তানি বিবিধানি উপাসনানি সমুচ্চিত্য–অনুষ্ঠেয়ানি ; সর্বেষাং ভগবৎস্বরূপাণাং সমারাধনমেকত্রৈব কর্ত্তব্যম্ ? বিকল্প বা ? পৃথক্ পৃথক্ রূপেণারাধনা কর্ত্তব্যা ইতি, এবং সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–ইতি বীক্ষায়াং পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"নিয়মে" ইতি । নিয়মে হেত্বভাবাৎ–যা কাচিৎ একা এবোপাসনা যাবদায়ুরনুষ্ঠেয়া" ইতি নিয়ামকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ । তস্মাৎ নিয়মাভাবাৎ সমুচ্চিত্য এব

শ্রীরাম শ্রীনরহরি প্রভৃতির উপাসনা আকৃতি ধাম মন্ত্রাদিরই নানা হয়, কিন্তু মাল্য চন্দন নৈবেদ্যও তুলসী প্রভৃতি উপচার সমূহের নহে ইহাই অর্থ।

সঙ্গতি— অনন্তর অধিকরণ সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তস্মাদিতি। অতএব নাম মন্ত্র আকার ও কর্ম্মসকলের বৈলক্ষণ্য হেতু সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপের পূজাবিভিন্ন প্রকারের জানিতে হইবে ইহাই ভাষ্যের অর্থ। ভগবান শ্রীনরসিংহদেব মহালক্ষ্মীর সহিত শোভা পাইতেছেন, কোশলনাথ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতালিঙ্গিত বিগ্রহ, এবং বৃন্দারণ্য মহারত্ন রাধাবক্ষোবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, এই সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপের মন্ত্র স্মরণ ও কর্ম্মের নানা হওয়ায় তাঁহাদের উপাসনাও নানা প্রকার হয়।।৬০।।

এই প্রকার নানা বিধোপাসনাধিকরণ ত্রিংশৎ সমাপ্ত।।৩০।।

৩১।। বিকল্পাধিকরণ

অনন্তর বিকল্পাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে নানা বিধোপাসনাধিকরণে শ্রীকৃষ্ণাদি বিগ্রহের উপাসনার নানাত্ব সিদ্ধ হইলে পরে সমুচ্চয় অথবা বিকল্প হয় ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বিকল্পাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অথ বিকল্পাধিকরণের বিষয় বাক্য নানাবিধোপাসনাধিকরণের বিষয়বাক্যই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে অধিকরণে শ্রীনৃসিংহাদি পুরুষোত্তমবৃন্দের উপাসনা ভিন্ন প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই

॥ওঁ॥ বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/৩১/৬১॥

তেষামনুষ্ঠানে বিকল্প এব। যাদৃক্ সৎপ্রসঙ্গানুযায়ি ভগবৎসঙ্কল্পাদুপাসনামুপলভ্যতে তদেবানুষ্ঠেয়ং ন তু অন্যদিত্যর্থঃ। কুতঃ ? অবিশিষ্টেতি।

তেষা সর্বেষামবিশিষ্টং সমান মেব মোক্ষ সাক্ষাৎকারলক্ষণং ফলমুক্তম্। একেনৈব তস্মিন্ সিদ্ধে কিমন্যেনেত্যর্থঃ।

তানি সর্বাণি উপাসনানি অনুষ্ঠেয়ানি ইতি পূর্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্র মবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বিকল্পঃ" ইত্যাদিঃ। তেষাং শ্রীভগবদ্স্বরূপানাং উপাসনানুষ্ঠানে বিকল্প এব ; তত্তৎ ভগবৎস্বরূপাণাং তন্নিষ্ঠসাধকৈঃ পৃথগেব সমারাধনং করণীয়ম্ ; ন তু সমুচিত্য ; এবং কুতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ ; তেষাং সর্বেষামুপাসনে সমানমেব শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণ মোক্ষস্য নিরূপণত্বাদিত্যর্থঃ।

"তেষামনুষ্ঠানে" ইতি ভাষ্যং স্ফুটার্থম্। তথাচ–সৎপ্রসঙ্গলব্ধভক্ত্যা সমাশ্রিত শ্রীগুরুচরণারবিন্দ–প্রাপ্ত শ্রীভগবদুপাসনামন্ত্রকঃ ; শ্রীভগবতো যং শ্রীনৃসিংহাদিস্বরূপমুপাসতে, তদেকস্বরূপোপাসনেন

বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- অথেতি। অথ শ্রীনৃসিংহাদি পুরুষোত্তম স্বরূপবৃন্দের নানা প্রকার উপাসনা বলিয়াছেন, অনন্তর সেই উপাসনা সকল সেই সেই উপাসকগণ সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করিবেন? অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠান করিবেন? অর্থাৎ শ্রীনরসিংহ শ্রীরাম ও শ্রীগোবিন্দদেবাদির উপাসকবৃন্দ সেই বিবিধ উপাসনা সমুচিত্য অনুষ্ঠান করিবেন, সকল শ্রীভগবৎ স্বরূপে সমারাধনা একত্র কর্ত্তব্য? অথবা বিকল্প্য, পৃথক পৃথকরূপে আরাধনা কর্ত্তব্য? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার বীক্ষা সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- নিয়ম ইতি। নিয়মবিষয়ে হেতুর অভাববশতঃ সমুচ্চিত্যই করা উচিত, অর্থাৎ যে কোন একটি ভগবৎ স্বরূপের উপাসনা যাবৎকাল পরমায়ু অনুষ্ঠান করিবে' এই প্রকার নিয়মের অভাব হেতু এই অর্থ। অতএব নিয়মের অভাব হেতু সমুচ্চিত্য সকল উপাসনাই অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- বিকল্পেতি। বিকল্প উপাসনা করিবেন, অবিশিষ্ট ফলহেতু, অর্থাৎ সেই শ্রীভগবৎ স্বরূপগণের উপাসনানুষ্ঠান বিষয়ে বিকল্পই হইবে, শ্রীরামাদি ভগবৎস্বরূপের তন্নিষ্ঠসাধকগণ কর্ত্তৃক পৃথক ভাবেই সমারাধনা করা উচিত, কিন্তু সমুচিত্য নহে, কেন? অবিশিষ্ট ফল হেতু, তাঁহাদের উপাসনায় সমান ভাবে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লক্ষণ মোক্ষের নিরূপণ করা হেতু এই অর্থ। সেই সাধন সকলের অনুষ্ঠানে বিকল্প হয়, যে প্রকার সৎ প্রসঙ্গানুযায়ি শ্রীভগবৎ সঙ্কল্পাহেতু উপাসনা লাভ হয় তাহাই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু অন্য প্রকার নহে ইহাই অর্থ। এই প্রকার কেন? অবিশিষ্ট সমান মোক্ষ-সাক্ষাৎকার লক্ষণ ফল কথিত

যদ্যপি "তদ্‌বিদুষাম্" ইত্যাদিকং তু ন বিস্মর্ত্তব্যং তথাপ্যেকান্তি শ্রৈষ্ঠ্যদার্ঢ্যায় পৌনরুক্তং ন দোষায় ॥৬১॥

তৎসেবালক্ষণপরংমোক্ষংপ্রাপ্নোতি ইতি ; তস্মাৎ সর্বেষামুপাসনং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ।

তথাচ–শ্রীনৃসিংহদেবোপাসনায়াং মোক্ষফলম্–শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং পূর্ববিভাগে–১/৬ "সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম তমেব বিদ্বানমৃতং ইহ ভবতি, তস্মাদিদং সাঙ্গং সামজানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি" ইতি । শ্রীরামচন্দ্রোপাসনায়াং মোক্ষফলম্–শ্রীরামতাপন্যাং পূর্ববিভাগে–২/১০ তদ্ ভক্তা যে লব্ধকামাংশ্চ ভুক্ত্বা তথা পদং পরমং যান্তি তে চ । ইমা ঋচঃ সর্বকামার্থদাশ্চ যে তে পঠন্ত্যমলা যান্তি মোক্ষম্ ॥ ইতি ।

শ্রীগোবিন্দদেবোপাসনায়াং মোক্ষফলম্–তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাম্–পূর্ববিভাগে–৯১ চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ" ইতি । উত্তরবিভাগে চ–৯১ ধ্যায়েন্ মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি। স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানং চ দদামি বৈ ॥ ইতি । অত্র পুনরুক্তদোষানিরাকুর্বন্নাহঃ–"যদ্যপি" ইতি স্পষ্টম্ । তস্মাৎ শ্রীনৃসিংহাদীনামেকৈকশোপাসনেন তদ্‌ভক্তানাং জন্ম মৃত্যুসংসারদুঃখং বিনাশ্য তৎ সেবানন্দরূপো মোক্ষো ভবতীতি বিকল্প এবোপাসনং করণীয়মিতি ভাবঃ ॥

নৃসিংহ-রাম-গোবিন্দ-স্বরূপাণামুপাসনে । সাধকানাং ভবেন্মুক্তিরিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥৬১॥

ইতি বিকল্পাধিকরণং একত্রিংশত্তমম্ সম্পূর্ণম্ ॥৩১॥

হইয়াছে। একটি উপাসনার দ্বারা মোক্ষফল সিদ্ধ হইলে অন্যের প্রয়োজন কি এই অর্থ। অর্থাৎ সৎ প্রসঙ্গ লব্ধ ভক্তির দ্বারা শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ী শ্রীভগবদুপাসনামন্ত্র প্রাপ্ত সাধক শ্রীভগবানের যে শ্রীনৃসিংহাদি স্বরূপ উপাসনা করেন, সেই একটি মাত্র স্বরূপের উপাসনা দ্বারা তাঁহার সেবালক্ষণ পরং মোক্ষ প্রাপ্ত করেন, সুতরাং সকলের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনায় মোক্ষ ফল শ্রীনৃসিংহতাপনীতে বর্ণিত আছে— সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানিয়া অমৃত হয়, তাহা হইতেই সাঙ্গসামবেদ হইয়াছে জানিবে, যে এই প্রকার জানে সে অমৃতত্ব গমন করে। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায় মোক্ষ ফল শ্রীরামতাপনীতে বর্ণিত আছে— যাঁহারা শ্রীরাম চন্দ্রের ভক্ত তাঁহারা সকল প্রকার কামনালাভ করত ভোগ পূর্ব্বক পরংপদ গমন করেন, এই ঋঙ্‌মন্ত্র সকল সর্ব্বকাম প্রদায়ক যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহার অমল মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। শ্রীগোবিন্দদেবোপাসনায় মোক্ষ শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত আছে— আমার প্রিয় ভক্ত আমাকে ধ্যান করিয়া মোক্ষধামে গমন করে, সে মুক্ত হয়, তাঁহাকে আমার আত্মাপর্য্যন্তদানকারি।

এইস্থলে পুনরুক্তদোষ নিবারণ করিয়া বলিতেছেন- যদ্যপীতি। যদিও তদ্ বিদুষাম্ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, তথাপি একান্তিগণের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুনরুক্ত দোষাবহ নহে, অতএব শ্রীনৃসিংহাদি একটি স্বরূপের উপাসনার দ্বারা তাঁহার ভক্তের জন্ম মৃত্যু সংসার দুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেবানন্দরূপ মোক্ষ লাভ হয়, সুতরাং বিকল্প ভাবেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য ইহাই ভাবার্থ। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগোবিন্দদেব প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের উপাসনায় সাধকগণের মুক্তি হয় ইহা শাস্ত্রার্থ নির্ণিত সিদ্ধান্ত।।৬১।।

এই প্রকার বিকল্পাধিকরণ একত্রিংশৎ সমাপ্ত।। ৩১।।

৩২॥ *"কাম্যাধিকরণম্"*—

মোক্ষফলকানি নৃসিংহাদ্যুপাসনানি তত্তদেকান্তিনাং নিত্যানীত্যুক্তম্ । অথ কীর্ত্তি লোকজয় সম্পত্যাদিফলা ব্রহ্মোপাস্তয়ো বৃহদারণ্যকাদৌ পঠ্যন্তে ।

তাসাং বিকল্পঃ ? সমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াম্–ব্রহ্মোপাস্তিত্বাবিশেষাৎ পূর্ববদ্‌বিকল্পেতি প্রাপ্তে–

৩২॥ *"কাম্যাধিকরণম্"*

ধন পুত্রাদিকামানাং পুরণার্থং কমাশ্রয়েৎ ।
কস্য হ্যারাধনং কৃত্বা পুমান্ সর্বমবাপ্যতে ॥

পূর্বস্মিন্ বিকল্পাধিকরণে শ্রীনৃসিংহদেবাদ্যুপাসনানাং বিকল্পঃ উক্তঃ ; তদ্বৎ সকামোপাসনানামপি বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বা ইতি নিরূপণার্থং কাম্যাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় :– অথ কাম্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"মোক্ষফলকানি" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–সর্বেষাং ভগবৎস্বরূপাণাং শ্রীরামনৃসিংহদেবাদীনামুপাসনে সমানংএব মোক্ষফলং ভবতীতি। অথ সকান ভক্তানাং কীর্ত্তি–লোকজয়-সম্পত্ত্যাদিকামানাং সাধনং কীদৃশামিতি ? তত্রাহঃ–

৩২। কাম্যাধিকরণ

অনন্তর কাম্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ধন পুত্রাদিকামনা সকলের পরিপূরণার্থ কাহার আশ্রয় করিবে? কাহার আরাধনা করিয়া মানব সকল কামনা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বিকল্পাধিকরণে শ্রীনৃসিংহদেবাদির উপাসনার বিকল্প কথিত হইয়াছে। সেই প্রকার সকামোপাসনারও বিকল্প অথবা সমুচ্চয় তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত কাম্যাধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়— অথ কাম্যাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারনা করিতেছেন- মোক্ষেতি। মোক্ষ ফল প্রদ শ্রীনৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপের উপাসনা সেই সেই স্বরূপের একান্তি ভক্তগণের নিত্য হয় তাহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সকল ভগবৎস্বরূপ শ্রীরামনৃসিংহাদির উপাসনায় সমান মোক্ষ ফল লাভ হয়। অনন্তর সকাম ভক্তগণের কীর্ত্তি লোকজয় সম্পত্তি প্রভৃতি কামিগণের সাধন কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন- অতঃপর কীর্ত্তি লোকজয় সম্পত্তি আদি ফলপ্রদা ব্রহ্মোপাসনা বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে দেখা যায়, কেনোপনিষদে বর্ণিত আছে— যে সাধক ইহা জানেন তিনি সকলপাপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বর্গলোকে জয়ী হইয়া অবস্থান করেন। তৈত্তিরীয়ে বর্ণিত আছে— সেই এই ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছে, এই বিদ্যা যিনি জানেন তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন, অন্নবান ও অন্নাদ হয়েন, মহান হয়েন, প্রজা পশু ব্রহ্মবর্চস্ব মহান ও কীর্ত্তি যুক্ত হয়েন। পুনঃ তাঁহার সকললোকে কামচার হয়, পুনঃ যে সাধক এই আত্মাকে জানিয়া গমন করেন তিনি সত্যকাম হইয়া সকললোকে কামচারী হয়েন। পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, তিনি

অথেতি ।

অথ কেনোপনিষদি–৪/৯ যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি । তৈত্তিরীয়োপনিষদি–৩/৬/২ "সৈষা ভার্গবী বারুণীবিদ্যা, পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা, য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি ; অন্নবানন্নাদো ভবতি ; মহান্ ভবতি, প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন, মহান্ কীর্ত্ত্যা। ছান্দোগ্যোপনিষদি–৭/২৫/২ "তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ছান্দোগ্যে চ–৮/১/৬ অথ য ইহাত্মান মনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" তত্রৈব–৮/৭/১ "স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদি–৫/১১/১ পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ" তত্রৈব ৫/৪/১ য যো হৈতং মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাঁল্লোকান্ । তত্রৈব–৬/৪/২৮ "পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপ ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বিদো ব্রহ্মণস্য পুত্রো জায়তে ইতি । কৌষীতক্যুপনিষদি চ–৪/২০ এবৈবং বিদ্বান্ সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ । শ্রীগীতাসু–৭/২২ লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ । শ্রীভাগবতে–২/৩/১০ অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ এবং সর্বত্র শাস্ত্রাদৌ দৃশ্যতে । ইতি বিষয় বাক্যম্ ।

সংশয় :–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, তাসামুপাসনানাং বিকল্পঃ ? সমুচ্চয়ো বা, একেনোপাসনেন সকামভক্তানাং কামনা সিদ্ধির্ভবতি ? অথবা সকলৈরুপাসনৈরিতি সংশয়বাক্যম্।

সকললোকও সকল কামনা প্রাপ্ত করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে- যে সাধক এই প্রকার জানেন তিনি লোক জয় করেন। পুনঃ যে জন এই মহদ্ যক্ষ প্রথমজাত সত্য ব্রহ্মকে জানেন তিনি সকল লোক জয় করেন। পুনঃ এই প্রকার জানেন তিনি এই পরমাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া শ্রী যশঃ ব্রহ্মবর্চ্চস্বযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের পুত্র হয়েন। কৌষীতকী উপনিষদে— এই প্রকার জানিয়া বিদ্বান সকল প্রাণির শ্রেষ্ঠতা, স্বারাজ্য, আধিপত্য লাভ করেন। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— আমাকর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল সেই দেবতা হইতে লাভ করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— কামনা রহিত, সকল প্রকার কামনা যুক্ত, মোক্ষকামী উদারবুদ্ধি সাধক তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে যজনা করেন। এই প্রকার সকল শাস্ত্রেই দেখা যায়, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- সেই উপাসনা সকলের বিকল্প? অথবা সমুচ্চয়? একটি উপাসনার দ্বারা সকাম ভক্তগণের কামনা সিদ্ধি হয়? অথবা সকল উপাসনার দ্বারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্বপক্ষ— এই প্রকার সন্দেহ হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন— ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মোপাসনা অবিশেষ হওয়া হেতু পূর্বের ন্যায় বিকল্প বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কীর্ত্তি লোকজয় সম্পত্তি প্রভৃতি ফল লাভের নিমিত্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসনার বিশেষের অভাবহেতু পূর্ব্ববৎ বিকল্প হউক, যেমন পূর্ব্বে

॥ওঁ॥ কাম্যাস্তু যথা কামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্বহেত্বভাবাৎ ॥ওঁ॥৩/৩/৩২/৬২॥

কাম্যাঃ তৎ সাক্ষাকারানপেক্ষাঃ কীর্ত্ত্যাদি তদন্যফলাঃ ; তা যথাকামং সকামৈস্তদুপাসকৈঃ সমুচ্চীয়েরন্ ন বা । কুতঃ পূর্বেতি । ফলভেদাদিত্যর্থঃ । সতি তত্তৎ

পূর্বপক্ষ ঃ–ইতি সন্দেহে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–ব্রহ্মেতি ; কীর্ত্তি–লোকজয়-সম্পত্ত্যাদি ফললাভার্থং সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনায়া বিশেষাভাবাৎ পূর্ববৎ বিকল্পোঽস্তু, যথা পূর্বং একস্যৈবোপাসনায়াং মোক্ষফলং সিদ্ধিরভূৎ ; তথা অত্রাপি একয়া এব উপাসনায়া সর্বাঃ কামনাঃ সেৎস্যন্তি ইতি । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমাবির্ভাবয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"কাম্যাস্তু" ইতি। কাম্যাঃ–শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষাঃ কীর্ত্ত্যাদিফল প্রদাঃ সকামোপাসনাঃ, তাঃ কাম্যাঃ তু যথাকামং সমুচ্চীয়েযরন্ ; সকামসাধকৈঃ স্বেচ্ছানুরূপং সমুচ্চীয়েরন্ নবা সমুচ্চীয়েরন্ । এবং কুতঃ ? পূর্বহেত্বভাবাৎ। অবিশিষ্টফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ । ফলভেদাদ্ বা । কাম্যাঃ–ইতি ভাষ্যাংশং প্রকটার্থম্ । অথ সূত্রকার–ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণস্য মতমাহঃ–ইদমিতি । তথাচ–যদি কশ্চিন্মুমুক্ষুঃ ফলান্তরকামো ভবেৎ তথাপি তৎ কামপূর্ত্তয়ে তং শ্রীগোবিন্দদেবমেবোপাসিতব্যম্ ; ন তু দেবতান্তরম্ । নহি পতিব্রতা রমণী স্বপত্যুর্মার্দ্দমনুভূয়

একটিমাত্র উপাসনায় মোক্ষ ফল সিদ্ধি হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও একটিমাত্র উপাসনার দ্বারা সকল প্রকার কামনা সিদ্ধি হইবে, ইহাই পূর্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের আবির্ভাব করিতেছেন— কাম্যেতি। কাম্যকর্ম সকল যথেচ্ছ ভাবে সমুচ্চয় করিবে, কারণ পূর্ব্বহেতুর অভাববশতঃ, অর্থাৎ কাম্য শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা না করিয়া কীর্ত্তি প্রভৃতি ফলপ্রদ সকামোপাসনা, সেই কাম্য উপাসনা সকল যথা কাম সমুচ্চয় করিবে, সকাম ভক্ত স্বেচ্ছানুরূপ সমুচ্চয় করিতে পারেন, অথবা নাও পারেন। এইরূপ কেন? পূর্ব্বহেতুর অভাব বশতঃ, অবিশিষ্টফলের অভাবহেতু, অথবা ফল ভেদ হেতু জানিতে হইবে। কাম্যা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার অপেক্ষারহিত কীর্ত্তি প্রভৃতি তাঁহা হইতে অন্য ফল সকল, তাহা সকাম উপাসক যথা কাম ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয় করিবেন, অথবা নাও করিতে পারেন। কেন? পূর্ব্ব, অর্থাৎ ফলভেদ হওয়া হেতু, যদি সেই সেই ফললাভের কামনা থাকে তাহা হইলে সকল প্রকার উপাসনা করিতে হইবে। যদি কামনা না থাকে তাহা হইলে কদাচিৎ সকল উপাসনা করিবে না ইহাই অর্থ। অনন্তর সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণেরমত বলিতেছেন— ইদমিতি। এইস্থলে ইহাই বক্তব্য- যদি মুমুক্ষু সাধক কোন ফলান্তরের ইচ্ছা করে তবে সেই সাধক তাহাকে কামনা প্রদান কারী শ্রীহরিকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্য দেবতা নহে। অর্থাৎ যদি কোন মোক্ষকামী ফলান্তরের কামনা করে তথাপি ঐ কামনা পূর্ত্তির নিমিত্ত

ফলকামে সর্বাস্তাঃ কার্য্যাঃ । অসতি তু তস্মিন্ কদাচিদপি নেত্যর্থঃ ।

ইদমত্রাকূতম্—যদি মুমুক্ষুরপি কশ্চিৎ ফলান্তরমিচ্ছেৎ তর্হি স তস্মৈ তৎপ্রদং হরিমেবোপাসীত ন দেবতান্তরম্ ।

"অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ (ভা০—২/৩/১০) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ । এতেন দশার্ণাদ্যুপাস্তয়োঽপি ব্যাখ্যাতাঃ । পূর্বানুমানন্তু সোপাধিকং বোধ্যম্ ॥৬২॥

স্বকামতাপ শান্তয়ে জারমুপগচ্ছেৎ ইতি ভাবঃ ।

অথ শ্রীভগবতঃ সর্বকাম প্রদত্বং শ্রীভাগবত পদ্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—অকামঃ" ইতি অকামঃ—একান্তভক্তঃ শ্রীভগবৎসুখৈককামঃ, সর্বকামঃ—কীর্ত্ত্যাদিসর্বকামঃ, মোক্ষকামঃ—মুক্তিকামঃ, যদ্বা—শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারকামঃ এতেষু য উদারধী র্ভবতি স এব পরং পুরুষং শ্রীগোবিন্দদেবং তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ভজতি ইতি । শ্রীগোবিন্দদেবস্যোপাসনেনৈব সর্বং সিদ্ধির্ভবতীতি ভাবঃ ।

অথ শ্রীগোবিন্দদেবোপাসনেনৈব সর্বসিদ্ধির্ভবতীতি তত্রাদৌ পত্নীকামঃ : তথাহি শ্রীভাগবতে—৩/২১/৭, ১৫, ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ । সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ তথা স চাহং পরিবেষ্টু কামঃ সমানশীলাং গৃহকামধেনুম্ । ইতি । অথ সর্বোৎকৃষ্টস্থানকামঃ— শ্রীভাগবতে—

শ্রীগোবিন্দদেবকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্যদেবতার অর্চ্চনা করিবে না। যেমন কোন পতিব্রতা রমণী নিজ পতির মৃদুতা অনুভব করিয়া নিজ কামতাপ শান্তির নিমিত্ত পরপুরুষের নিকটে গমন করে না। অনন্তর শ্রীভগবানের সর্ব্বকাম প্রদত্ব শ্রীভাগবত পদ্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন— অকামেতি। অকাম একান্তভক্ত শ্রীভগবৎ সুখৈককাম, সর্ব্বকাম- কীর্ত্ত্যাদি সর্ব্বকামী, মোক্ষকাম- মুক্তিকামী, অথবা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারকামী, এই সকলেরমধ্যে যে উদার বুদ্ধি হয় সেই পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে তীব্র ভক্তি যোগের দ্বারা ভজনা করে। শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনাই সকল সিদ্ধি লাভ হয় ইহাই ভাবার্থ। ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ আছে। শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনার দ্বারাই সর্ব্বকামনা সিদ্ধি হয়, তন্মধ্যে পত্নীকামনা- অনন্তর মহর্ষিকর্দম ভক্তিপূর্ব্বক সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগের দ্বারা প্রপন্নবর প্রদাতা শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়াছিলে, শ্রীভগবানকে বলিলেন- আমার শীলস্বভাব যুক্ত গৃহমেধ ধেনু রমণী আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কামনা- আমি ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার সাধন মার্গ আমাকে উপদেশ করুন, শ্রীনারদ কহিলেন— বৎস! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ নিজের পরম কল্যাণ কামনা করে তাহা লাভের একমাত্র উপায় শ্রীহরির পাদসেবন করা। লোকজয়কামী- হে ভগবন্! আমাকে নারায়ণাত্মক কবচ উপদেশ করুন, পরে- বিশ্বরূপ হইতে শতক্রতু ইন্দ্র এই বিদ্যালাভ করিয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীভগবদারাধনার দ্বার লোক

৪/৮/৩৭-৪৯ পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্ম মে" (ধ্রুবঃ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ। একমেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ (শ্রীনারদঃ) অথ লোকজয় কামঃ, শ্রীভা০–৫/৮/২ ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্। তত্রৈবান্তে চ–৬/৮/৪২ এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জিত্য মৃধেঽসুরান্ ॥ অত্র শ্রীভগবদারাধনেন লোকজয়-লক্ষ্মীলাভ-শত্রুপরাজয়শ্চ ভবেদিতি দর্শিতম্।

সুপুত্রকামশ্চ–শ্রীভা০–৮/১৬/২০-২১ পুত্রশোকাতুরাং অদিতিং প্রতি শ্রীকশ্যপবাক্যম্–

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
সর্বভূতস্তহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥
স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥ ইতি। আদিপদাৎ–
যথা কল্পদ্রুমাৎ সর্বং প্রাপ্যতে মনসেপ্সিতম্।
তথা সংপ্রাপ্স্যতে বিষ্ণোরপি স্ম দুর্ল্লভং মুনে! ॥
রত্নপর্বতমারুহ্য যথা রত্নং ন রোচতে।
সত্ত্বানুরূপমাদত্তে তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্ ॥ ইতি।

ননু–পঞ্চপদাদন্যে বহবো মন্ত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণাস্যাসন্, শ্রীকৃষ্ণস্য-তন্মন্ত্রস্য বা সর্বপ্রদত্বে তন্মন্ত্রাণাং

জয়, লক্ষ্মীলাভ, শত্রু পরাজয়াদি হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শিত হইল। সুপুত্রকামী, পুত্রশোকাতুরা আদিতির প্রতি শ্রীকশ্যপ বলিলেন- হে দেবি! পরমপুরুষ ভগবান জনার্দন সর্ব্বান্তর্যামী জগদ্গুরু শ্রীবাসুদেবের উপাসনা কর, দীনজন বৎসল শ্রীহরি তোমার কামনাপূর্ণ করিবেন, কারণ আমার মনে হয় শ্রীভগবানের ভক্তিই একমাত্র অমোঘ বস্তু। আদিপদের দ্বারা- হে মুনে! মানব যেমন কল্পবৃক্ষ হইতে মনোবাঞ্ছিত সকল বস্তুলাভ করে, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু হইতে অতিদুর্লভ বস্তু ও প্রাপ্ত হয়, অপর রত্ন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মানবের যেমন রত্ন রুচির বিষয় হয় না, কিন্তু নিজ স্বভাব অনুরূপেই গ্রহণ করে সেই প্রকার মানব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বভাব অনুসারেই বস্তু সকলগ্রহণ করে।

শঙ্কা— যদি বলেন— পঞ্চপদ ভিন্ন অনেক মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যমান আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁহার মন্ত্রের সর্ব্বপ্রদত্ব সিদ্ধ হইলে সেই মন্ত্রসকলের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- এতেনেতি। এই পঞ্চপদ মন্ত্র ব্যাখ্যানের দ্বারা দশাক্ষরমন্ত্রাদির উপাসনাও ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ সকাম ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার দ্বারা সকল কামনা পূর্ত্তি বর্ণনের দ্বারা দশার্ণাদিমন্ত্রের উপাসনাও ব্যাখ্যা করা হইল। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দশাক্ষর মন্ত্র আছে— আমার ভুজদ্বয় 'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্র, এই প্রকার অনেক শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র আছে। শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত আছে— এই পঞ্চপদ ভিন্ন শ্রীগোবিন্দদেবের অন্য মন্ত্র সকল মানবগণের দশার্ণাদি মন্ত্র আছে, তাহা ঐশ্বর্য্যকামী ইন্দ্রাদিদেবগণ উপাসনা

কাগতিরিতি চেৎ ? তত্রাহঃ–"এতেন" ইতি । এতেন–সকামভক্তানাং শ্রীকৃষ্ণোপাসনদ্বারা সর্বকমানাপূর্ত্তিবর্ণনেন দশার্ণাদিমন্ত্রাণামুপাসনোঽপি ব্যাখ্যাতঃ । তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীকৃষ্ণকবচে–দশাক্ষরঃ ।

গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্ । এবমন্যেঽপি বহবঃ মন্ত্রাঃ তত্র সন্তীতি । তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে–২৮ এতস্মাদন্যে পঞ্চপাদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবানাং দশার্ণাদ্যাঃ তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যতে ভূতিকামৈর্যথাবৎ" ইতি । টীকা চ শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাম্–তস্যৈব মন্ত্রস্য সর্বমন্ত্রবীজত্বমাহ–এতস্মাদিতি । মানবানাং–নানাবাসনজীবানাং কৃতেঽভূবন্ । সনকাদিষু প্রাদুর্ভূতাঃ ; ভূতিকামৈরিত্যন্বয়ঃ । তত্র সংক্রন্দনাদ্যৈ র্ভূতিকামৈঃ, সনকাদ্যৈর্মুক্তিকামৈঃ, শ্রীনারদাদ্যৈ র্ভক্তিকামৈরিতি মন্ত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্" ।

ননু–"কাম্যোপাস্তয়ো বিকল্পেনানুষ্ঠেয়া উপাস্তিত্বাৎ পূর্বোক্তোপাস্তিবৎ" ইতি পূর্বানুমানস্য কাগতিরিত্যপেক্ষায়ামাহঃ–পূর্বানুমামিতি । তথাচ–পূর্বানুমানে মোক্ষ–সাক্ষাৎকারহেতুত্বমুপাধিরিতি । "সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ" বিকল্পেনানুষ্ঠেয়ঃ উপাস্তিত্বাৎ পূর্বেবাপাস্তিবৎ" ইতি যত্র যত্র বিকল্পোপাস্তিরস্তি তত্র তত্র মোক্ষ তৎসাক্ষাৎকারফলমস্তি ইতি সাধ্যব্যাপকঃ । কিন্তু যত্র যত্র (উপাস্তিত্বমস্তি) সকামোপাস্তিরস্তি তত্র তত্র মোক্ষ–

ভগবৎসাক্ষাৎকারফলং নাস্তি ইতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিরিতি ।
তস্মাৎ সকামোপাসনানাং যথাকামমাচরেদিতি ॥৬২॥
ইতি কাম্যাধিকরণং দ্বাত্রিংশত্তমম্ সম্পূর্ণম্ ॥৩২॥

করেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর টীকা- শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রে বীজ তাহা বলিতেছেন- এতেনেতি। নানা বাসনা যুক্ত জীবগণের জন্য নানা প্রকার মন্ত্র হইয়াছে, সনকাদি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রাদিদেবগণ ঐশ্বর্য্যকামনা করিয়া, সনকাদি মুক্তিকামনা করিয়া, শ্রীনারদাদি ভক্তিকামনা করিয়া জপ বা উপাসনা করিয়াছিলেন, কামনা অনুসারে মন্ত্র উপাসনা করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। যদি বলেন- 'কাম্য উপাসনা সকল বিকল্পভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা উপাসনা, পূর্ব্বের উপাসনার সমান' এই প্রকার পূর্ব্বানুমানের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- পূর্ব্বেতি। পূর্ব্বানুমান কিন্তু সোপাধিক জানিতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বানুমানে মোক্ষ-সাক্ষাৎকারহেতুই উপাধি। যেস্থলে সাধ্যের ব্যাপক হয় ও সাধনের অব্যাপক হয় তাহাকে উপাধি বলে। বিকল্পের দ্বারা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা উপাসনা, পূর্ব্বোপাসনার সমান, অর্থাৎ যে যে স্থলে বিকল্পোপাসনা আছে সেই সেই স্থলে মোক্ষ শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার ফলও আছে, ইহা সাধ্যব্যাপক। কিন্তু যে যে স্থলে সকামোপাসনা আছে সেই সেই স্থলে মোক্ষ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ ফল নাই, ইহাই সাধনের অব্যাপক রূপ উপাধি, সুতরাং সকামোপাসনা সকলের যথেচ্ছ আচরণ করিতে হইবে ইহাই অর্থ।।৬২।।

এই প্রকার কাম্যাধিকরণ দ্বাত্রিংশৎ সম্পূর্ণ।।৩২।।

৩৩॥ "আশ্রয়ভাবাধিকরণম্"–

এবমঙ্গিগুণধ্যানমভিধায়, ইদানীমঙ্গগুণানভিধাতুমুপক্রমতে । শ্রীগোপালোপনিষদি পূর্বতাপন্যবসানে "তমেকং গোবিন্দ" (গো০–তা০–পূ০–৪৬)

ইত্যরভ্য "স মরুদ্গণোঽপ্যহং পরময়াস্তুত্যা তোষয়ামি" (গো০–তা০–পূ০–

৩৩॥ "আশ্রয়ভাবাধিকরণম্"

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে ।
নমঃ কমলনেত্রায় নমস্তে কমলাঙ্ঘ্রয়ে ॥

অথ এতাবৎ পর্য্যন্তং ভগবদুপসনায়াং শ্রীভগবতো গুণানামুপসংহার্য্যত্বমুক্তম্ ; ইদানীং তস্য শ্রীঅঙ্গো গুণোপসংহার্য্যত্বং প্রতিপাদনায় আশ্রয়ভাবাধিকারণরম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ আশ্রয়ভাবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"এবমিতি । শ্রীগোপালতাপীন" ইতি ; স্ফুটম্ । তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দমিতি । সমরুদ্গণং–একান্তভক্তদেবগণসহিতং ; প্রাকৃতানাং তত্র প্রবেশাসম্ভবাৎ । পরময়া–পরমোৎকর্ষপ্রতিপাদিকয়া স্তুত্যা

৩৩। আশ্রয়ভাবাধিকরণ

অনন্তর আশ্রয়ভাবাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীকমলনাভকে নমস্কার করি, কমলমালাধারিকে নমস্কার করি, কমলনেত্রকে নমস্কার করি, কমল চরণকে নমস্কার করি। এইভাবে এতাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের উপাসনায় শ্রীভগবানের গুণবৃন্দের উপসংহার্যত্ব নিরূপণ করিলেন। ইদানীং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ গুণের উপসংহার্যত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত আশ্রয় ভাবাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অথ আশ্রয় ভাবাধিকরণের বিষয়বাক্য অবতরণ করিবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন- এবমিতি। এই প্রকার অঙ্গিগত গুণবৃন্দের ধ্যান নিরূপণ করিয়া ইদানীং অঙ্গগত গুণবৃন্দের ধ্যান নির্ণয় করিবার উপক্রম করিতেছেন। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে পূর্ব্বতাপনীর অবসানে বর্ণিত আছে— সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব, ইহা আরম্ভ করিয়া মরুদ্গণের সহিত তাঁহাকে আমি পরম স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করিব, মরুদ্গণ একান্তভক্তদেবগণ সহিত, প্রাকৃত মরুদ্গণের তথায় প্রবেশকরা অসম্ভব, পরময়া— পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদক স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করিব। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া' ওঁ বিশ্বরূপকে নমস্কার করি' ইত্যাদি দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীহরির স্তব করিয়া তাঁহার মুখনেত্রাদি অঙ্গসকলে মন্দস্মিত কৃপাবীক্ষণাদিগুণবৃন্দ উপদেশ করিয়াছেন। এইস্থলে প্রসন্নবদন উক্তির দ্বারা মুখে মন্দসুস্মিত, নেত্রদ্বয়ে কৃপাবলোকন বুঝাইতেছে। এইরূপ অন্যান্য শিখিপিঞ্ছাবতংসাদি -বর্হাপীড়াভিরামকে নমস্কার, বংশীবিভূষিতাস্যত্ব 'বেণুবাদনশীলকে নমঃ, নৃত্যপাণ্ডিত্যত্ব- নৃতশালিকে নমঃ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— যিনি প্রসাদাভিমুখ,

৪৬) ইতি প্রতিজ্ঞায় "ওঁ নমো বিশ্বরূপায়" (গো০–তা০–পূ০–৪৭) ইত্যাদিভিঃ পদ্যৈর্বিধিহরিং স্তবন্ তন্মুখ নেত্রাদিষূ অঙ্গেষু মন্দস্মিত কৃপাবীক্ষণাদীন্‌গুণান্ নিরদিক্ষৎ। ইহ সংশয়ঃ। মন্দস্মিতাদয়ো মুখাদ্যঙ্গ গুণাঃ পৃথক্ চিন্ত্যা ? নবেতি । অঙ্গিগুণধ্যানেনৈব পুমর্থসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদ্ ধ্যানেন ফলানতিরেকাচ্চ ন তে ধ্যেয়া ভবন্তীতি প্রাপ্তে–

তোষয়ামি সন্তুষ্টং করোমি ।

অত্র প্রসন্নবদনত্বোক্ত্যা মুখে মন্দস্মিতং নেত্রয়োঃ কৃপাবলোকশ্চ দ্যোততে । এবমন্যে চ– শিখিপিঞ্ছাবতংসিত্বম্–"বরাহপীড়াভিরামায়" (৫০) বংশীবিভূষিতাস্যত্বম্–"বেণুবাদনশীলায়" (৫৩) নৃত্যপাণ্ডিত্যত্বম্–"নৃত্যশলিনে" (৫২) তথাহি শ্রীভাগবতে–৪/৮/৪৫–প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎপ্রসন্ন বদনেক্ষণম্। সুনাসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরম্ ॥ তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্ । প্রণতাশ্রয়ণংনৃম্নং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুরবলয়ান্বিতম্ । কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয় বাসসম্ ॥ কাঞ্চীকলাপর্য্যন্তং লসৎকাঞ্চন নূপুরম্ । দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ (৪৯) ইতি । এবং অঙ্গেষু গুণান্ ব্রহ্মা–নারদশ্চ অবর্ণয়ৎ, ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; মন্দস্মিতাদয়ঃ" ইতি । শ্রীভাগবতে বর্ণিতা মন্দস্মিতাদয়ঃ মুখাদ্যঙ্গগুণাঃ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণেভ্যঃ পৃথক্‌চিন্তাঃ কর্ত্তব্যাঃ ? অথবা তেভ্যঃ পৃথক্‌চিন্তা ন কর্ত্তব্যাঃ ? অঙ্গগুণানমঙ্গিগুণান্তর্ভবাৎ" ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

বদন প্রসন্ন, প্রসন্নদৃষ্টি, সুন্দর নাসিকা, সুন্দর ভ্রূযুগল, সুচারুকপোলদ্বয়, সুরগণেরও সুন্দর, তরুণ, রমণীয়াঙ্গ শোভা, ঔষ্ঠ অধর নয়ন অরুণবর্ণ, প্রণতগণের আশ্রয়, সর্ব্বসুখকর, শরণ্য, করুণার্ণব, কিরীট কুণ্ডল কেয়ূর বলয়ধারী, কৌস্তুভকণ্ঠাভরণ, পীত কৌশেয়বসন, কাঞ্চীকলাপশোভী, কাঞ্চন নূপুরধারী পরমদর্শনীয়তম, শান্ত মন ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীগোবিন্দদেব। এই প্রকার শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীনারদ অঙ্গসকলে গুণবৃন্দ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- মন্দেতি। মন্দ স্মিতাদি মুখ প্রভৃতি অঙ্গগতগুণবৃন্দ পৃথকভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য? অথবা নহে? অর্থাৎ শ্রীভাগবতে বর্ণিত মন্দস্মিত প্রভৃতি মুখাদিঅঙ্গগতগুণবৃন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণসকল হইতে পৃথকভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য? অথবা তাহা হইতে পৃথকরূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে? কারণ অঙ্গগতগুণ অঙ্গিগতগুণের অন্তর্ভাব হেতু। ইহা সংশয়।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন— অঙ্গীতি। অঙ্গিগুণ ধ্যানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হেতু পৃথকভাবে গুণের ধ্যানে কোন ফল হয় না, সুতরাং অঙ্গগুণের ধ্যান হয় না। অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞ্য সার্ব্বৈশ্বর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত অঙ্গীগুণ ধ্যানের দ্বারাই ভক্তের পরম পুমর্থরূপ তৎসেবা সাক্ষাৎকারাদিসিদ্ধি হেতু, পৃথক অঙ্গগত গুণবৃন্দের ধ্যানের দ্বারা তাহা হইতে অতিরিক্ত ফললাভের

॥ওঁ॥ অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩৩/৬৩॥

অঙ্গেষু মুখাদিষু যথাশ্রয়ং ভাবশ্চিন্তনং কার্য্যম্ । যদঙ্গং যস্যগুণস্যাশ্রয়স্তত্র তস্য চিন্তনং বিধেয়মিত্যর্থঃ । মুখে-মন্দস্মিতং প্রিয়ভাষণঞ্চ ; নেত্রয়োঃ কৃপাবীক্ষণঞ্চেত্যেবমাদি ॥৬৩॥

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়েজাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–"অঙ্গিগুণধ্যানেন" ইতি, স্ফুটার্থম্ । তথাচ–সার্বজ্ঞ্য–সার্বৈশ্বর্য্য–ভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্তাঙ্গি গুণ ধ্যানেনৈব ভক্তস্য পরমপুমর্থরূপ তৎসেবা সাক্ষাৎকারাদিসিদ্ধেঃ তৎ পৃথক্ অঙ্গগতগুণানাং ধ্যানেন তদতিরিক্তফললাভাভাবাৎ তে গুণা ন ধ্যেয়া ভবন্তীতি পূর্বপক্ষ বাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে–সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অঙ্গেষু" ইতি । অঙ্গেষু–শ্রীগোবিন্দদেবস্য মুখ–নয়নাদ্যবয়বেষু যথাশ্রয়ং মন্দস্মিত–কৃপাবীক্ষণাদিকং, ভাবঃ–চিন্তনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। ভাষ্যন্তু স্ফুটার্থম্। মন্দস্মিতং–শ্রীভাগবতে–৩/২৮/৩২ হাসং হরেরবনতাখিললোক তীব্রশোকাশ্রুসাগরবিশেষণমত্যুদারম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে–৯৯ অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি। অযন্ত্রিতোদ্বান্ত সুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব ! স্মিতানি" প্রিয়ভাষণম্–শ্রীরসামৃতে–২/১/৭১ কৃতব্যলীকেঽপি ন কুণ্ডলীন্দ্র ! ত্বয়া বিধেয়া ময়ি দোষদৃষ্টিঃ । প্রবাস্যমানোঽস্মি সুরার্চ্চিতানাং পরং হিতায়াদ্য গবাং কুলস্য॥ কৃপাবীক্ষণম্–শ্রীভাগবতে–৩/২৮/৩১ তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-তাপত্রয়োপসমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ॥ ইতি । তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অঙ্গগুণাঃ স্মিতাদয়োঽপি রসিকভক্তৈ র্ধেয়্যা ইতি ভাবঃ ॥৬৩॥

অভাব বশতঃ ঐ গুণবৃন্দ ধ্যানের যোগ্য নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন- অঙ্গে ত্বিতি। অঙ্গসকলে যথাশ্রয় মন্দস্মিতাদিভাব চিন্তনীয়। অর্থাৎ অঙ্গে শ্রীগোবিন্দদেবের মুখনয়নাদি অবয়বে, যথাশ্রয়-মন্দস্মিত কৃপাবীক্ষণাদি, ভাব চিন্তা করিতে হইবে, এই অর্থ। অঙ্গে মুখাদিতে যথাশ্রয় মন্দস্মিতাদি ভাব চিন্তা করিতে হইবে। যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয় সেইস্থানে সেইগুণের চিন্তাকরা বিধেয় এই অর্থ। মুখে মন্দস্মিত ও প্রিয়ভাষণ, নেত্রদ্বয়ে কৃপাবীক্ষণাদি জানিতে হইবে। মন্দস্মিত- শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- শ্রীহরির হাসি অখিল প্রণতজনের তীব্র শোকাশ্রু সাগর বিশোষণে পরম দক্ষ, ও অতিশয় উদার। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বর্ণিত আছে— হে শ্যামল! তোমার অতীব সুশীতল মন্দস্মিত জয়যুক্ত হউক, যাহা অখণ্ডনির্ব্বাণ রসপ্রবাহ দ্বারা অশেষ রসান্তরকে বিখণ্ডিত করিয়াছে, এবং যাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক সুধার্ণব উদ্গীরণ করিতেছে। প্রিয় ভাষণ শ্রীরসামৃতে বর্ণিত আছে— হে কুণ্ডলীন্দ্র! তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলেও তুমি আমাতে দোষ দৃষ্টি করিও না, কারণ দেবগণেরও পূজিত গোবৎস সকলের হিতের নিমিত্তই তুমি বিবাসিত হইলে। কৃপাবীক্ষণ

॥ওঁ॥ শিষ্টেশ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩৩/৬৪॥

স্তত্যন্তে "অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি তথা যূয়ং পঞ্চপদং জপন্তঃ কৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথঃ" (গো০–তা০–পূ০–৫৯) ইতি বিধিনাঙ্গগুণ ধ্যানোপদেশাচ্চ স স স্তত্র তত্রচিন্ত্যেত্যর্থঃ ॥৬৪॥

ননু–"যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" (ছ০–১/৬/৭) ইত্যত্র কৃপাবলোকমাত্রমুক্তং নান্যৎ কিঞ্চিদিতিচেত্তত্রাহ–

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্যাঙ্গগতস্মিতাদিগুণানাং ধ্যানবিষয়ে শিষ্টাচারদর্শয়িতুং সূত্রমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"শিষ্টেশ্চ" ইতি । শিষ্টেঃ–অনুশাসনাৎ চ ; শ্রীগোপালোপনিষদি শ্রীব্রহ্মণা স্বশিষ্যান্ মুনীন্ প্রতি তথৈবোপদেশাদিত্যর্থঃ । স্তত্যন্তে–ইতি ; তথাচ–"ওঁ নমো বিশ্বরূপায়" ইত্যাদিনা, "মাং সমুদ্ধর মাধব !" ইত্যন্তেন স্তুতিরুক্তা, অথানন্তরং এতাং স্তুতিং কৃত্বা এবং নয়ন বদনাদিসৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত মহিমাতিশয়ং বর্ণয়িত্বা আরাধয়য়ামি । হে মুনয় ! তথা যূয়মপি পঞ্চপদং শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং জপন্তঃ, স্তুতিসহিতং হৃদিস্থংকৃত্বা কৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ তৎসেবাবিষ্টচিত্তবৃত্তিং কুর্বন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথঃ ; তথাচ–তন্মন্ত্র-স্তুতিজপধ্যানমাত্রেণ সংসারদুঃখংতীর্ত্বা তৎ সেবালক্ষণ মোক্ষং প্রাপ্স্যথঃ ইতি । শেষং প্রকটার্থম্ ॥৬৪॥

অথ অঙ্গগতগুণানাং চিন্তনে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–ননু" ইতি । অত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যেন শ্রীভগবতঃ প্রফুল্লকমলপলাশমিব অক্ষিণী বর্ণনেন কৃপাবলোকনমাত্রমেব ব্যঞ্জিতং ; নান্যৎ স্মিত-কটাক্ষাদি ইতি । তস্মাত্তে ন ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ । ইতি শঙ্কানিরাকরণার্থং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–সমাহারাৎ"

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— শ্রীভগবানের নয়ন দ্বয়ের অধিক কৃপাপূর্ণ অবলোকন ঘোর তাপত্রয় উপশমনের নিমিত্তই হয়। অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গের গুণবৃন্দ মন্দস্মিতাদিও রসিক ভক্তগণধ্যান করিবেন।।৬৩।।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গগত স্মিতাদিগুণবৃন্দের ধ্যান বিষয়ে শিষ্টাচার দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রবলিতেছেন- শিষ্টেশ্চেতি। অনুশাসন হইতেও অর্থাৎ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিজ শিষ্য মুনিগণের প্রতি সেই প্রকারই উপদেশ করিয়াছেন। স্তবের অন্তে ব্রহ্মা বলিলেন- আমি যেমন স্তুতির দ্বারা আরাধনা করিতেছি, সেই প্রকার তোমরাও পঞ্চপদ জপ ও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করত সংসার তরিয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা ওঁ নমোবিশ্বরূপায়' আরম্ভ করিয়া— মাং সমুদ্ধর মাধব! এই প্রকার স্তুতি করিয়া মুনিগণকে বলিলেন- হে পুত্রগণ! আমি যে প্রকার স্তব করিয়া নয়ন বদনাদি সৌন্দর্য্য মণ্ডিত মহিমাতিশয় বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি, হে মুনিগণ! সেই প্রকার তোমারও পঞ্চপদ শ্রীমদষ্টদশাক্ষর মন্ত্র জপ পূর্ব্বক স্তুতি সহিত হৃদয়স্থ করত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তাঁহার সেবাবিষ্টচিত্তবৃত্তি

॥ওঁ॥ সমাহারাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩৩/৬৫॥

তৃতীয়সূত্রাৎ "ন" (৩/৩/৩৩/৬৭) ইত্যাকৃষ্য সূত্রদ্বয়ে সম্বন্ধনীয়ম্। তেনান্যেষাং সংগ্রহান্নকিঞ্চিদূনমিত্যর্থঃ ॥৬৫॥

তত্র তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনং কার্য্যমিত্যেতদাক্ষিপতি–

॥ওঁ॥ গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৬৩/৬৬॥

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ" (গী০–১৩/১৪) ইত্যাদাবঙ্গেষু গুণ সাধারণ্যশ্রবণাৎ তত্র

ইতি। তেন প্রস্ফুটিত কমলদলমিবাক্ষিণী ইতি বর্ণনেন অন্যেষাং সর্বেষাং অঙ্গগতগুণানাং সমাহারাৎ সংগ্রহাৎ ন ঊনং মন্তব্যমিত্যর্থঃ। ন "সমাহারাৎ" ইতি সূত্রম্। তেনেতি–তেন কৃপাবলোকনেন–অন্যেষাং প্রিয়ভাষণাদীনামুপলক্ষণাৎ "যথা কপ্যাসম্" ইতি বাক্যেঽপি কিঞ্চিদূনং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। কৃপাবলোকনেন মন্দস্মিতমপি প্রতীয়তে ॥৬৫॥

অথাশঙ্কা ঃ–"অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ" (৩/৩/৩৩/৬৩) "শিষ্টেশ্চ" (৩/৩/৩৩/৬৪) "সমাহারাৎ" (৩/৩/৩৩/৬৫) ইতি ত্রিসূত্র্যা শ্রীগোবিন্দদেবস্য মুখাদিষু এব মন্দাস্মিতাদীনাং প্রতিনিয়তং ধ্যানযুক্তমিতি ন সম্ভবেৎ কুতঃ ? তত্রাহঃ–তত্রেতি স্পষ্টম্। অথাক্ষেপ প্রকারং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–গুণসাধারণ্য" ইতি। শ্রীভগবতঃ সর্বেষামঙ্গানাং গুণসাধারণ্য শ্রবণাৎ তথৈব শ্রুতেঃ, শ্রুতিপ্রতিপাদনাচ্চ ইত্যর্থঃ। অত্রাপি পরসূত্রাৎ "ন" কারোঽনুবর্ত্তনীয়ঃ। ন" গুণসাধারণ্য শ্রুতেশ্চ" ইতি সূত্রম্। অথ

করিয়া সংসারসাগর পার হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র স্তুতি জপ ধ্যান মাত্রেই সংসার দুঃখপার হইয়া তাঁহার সেবালক্ষণমোক্ষলাভ করিবে। এই প্রকার ব্রহ্ম নিজ শিষ্য মুনিগণের প্রতি বিধিপূর্ব্বক অঙ্গগুণের ধ্যানের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই সেই স্মিতাদি বদনাদিতে চিন্তা করা কর্ত্তব্য এই অর্থ।।৬৪।।

অনন্তর অঙ্গগত গুণবৃন্দের চিন্তা বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন-নন্বিতি। শঙ্কা— যেমন সূর্য্য প্রকাশিত পুণ্ডরীকের সমান নয়ন যুগল' এইস্থলে কৃপাবলোকন মাত্রই কথিত হইয়াছে, অন্যকোন গুণের বর্ণনা করা হয় না, অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রফুল্লকমল পলাশের সমান নয়নযুগল বর্ণন হেতু কৃপাবলোকন মাত্রই ব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু স্মিত কটাক্ষাদি নহে, সুতরাং তাহা ধ্যান করিতে হইবে না এই অর্থ। সমাধান, এই শঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সমেতি। সমাহার হেতু, অর্থাৎ প্রস্ফুটিত কমল দলের ন্যায় লোচনদ্বয় বর্ণনের দ্বারা অন্যান্য সকল অঙ্গগত গুণবৃন্দের সমাহার সংগ্রহ হেতু কোন ঊন শঙ্কা নাই এই অর্থ। তৃতীয় সূত্র হইতে ন কার আকর্ষণ করিয়া দুইটি সূত্রে সম্বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং সূর্য্যপ্রকাশিত প্রফুল্ল কমলদলসদৃশ লোচন বর্ণনের দ্বারা অন্যান্য শোভারও সংগ্রহ করিতে হইবে, সুতরাং কোন প্রকার ঊনতা নাই। অর্থাৎ তেন— কৃপাবলোকনের দ্বারা অন্যান্য প্রিয়ভাষণাদির উপলক্ষণ করা হইয়াছে, সুতরাং যথা কপ্যাসংবাক্যেও কোন

তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনমিতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তিপান্তি কলয়ন্তি তথা জগন্তি" (ব্র০–সং–৫/৩২) ইত্যাদিকা স্মৃতিরপি সর্বত্র সর্বগুণযোগং বক্তীতি "চ" শব্দাৎ ॥৬৬॥

গুণসাধারণ্যপ্রকারমাহঃ–সর্বতঃ" ইতি । তৎ তস্য ব্রহ্মণঃ পাণিপাদম্" সর্বেষ্বঙ্গেষু করচরণাদে ধ্যানং কর্ত্তব্যং ; ন তু মুখে এব মন্দস্মিতাদেশ্চিতনং কার্য্যম্ ; সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকো সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ইতি । এবমেব শ্বেতাশ্বতরেঽপ্যাস্তি । (৩/১৬) তস্মাৎ তত্র তত্র মুখাদিষু তস্য তস্য মন্দস্মিতাদিগুণস্য চিন্তনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

অথ শ্রীব্রহ্মসংহিতাবাক্য প্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি–"অঙ্গানি" ইতি । আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য ; গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি বাক্য শেষঃ । যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য অঙ্গানি সকলইন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি, পশ্যান্তি–হস্তোঽপি দ্রষ্টুং শক্নোতি ; পান্তি–চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি ; তথা অন্যদপ্যঙ্গমন্যৎ সর্বংকলয়িতুং গৃহ্নাতুং প্রভবতি ; চিরং জগন্তি– তত্তদঙ্গং যথাস্বংব্যবহরতীতি । তং সর্বেন্দ্রিয়ৈঃ সর্বকার্য্যকর্ত্তারং শ্রীগোবিন্দদেবমহং ভজামীত্যর্থঃ । সূত্রস্থ "চ" শব্দাৎ সর্বত্র কর-চরণ-নয়নাদৌ সর্বগুণযোগং প্রতিপাদয়তি। তস্মাৎ মুখাদিষু এব মন্দস্মিতাদীনামনুচিন্তনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥৬৬॥

প্রকার ন্যূনতা মনে করা উচিত নহে এই অর্থ। অতএব কৃপালোকনের দ্বারা মন্দস্মিতাদিও প্রতীতি হয়।।৬৫।।

শঙ্কা— অঙ্গসকলে যথাশ্রয় ভাবনা করিবে, অনুশাসন হেতু, সমাহার সংগ্রহ করিতে হইবে, এই তিনটি সূত্রের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের বদনাদিতে মন্দস্মিতাদির প্রতিনিয়ত ধ্যান কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, কেন? তাহা বলিতেছেন- তত্রেতি। সেই সেই স্থানে তাহা তাহা অর্থাৎ মুখনয়নাদিতে স্মিত কৃপাবলোকনাদি চিন্তন করিবে, তাহা আক্ষেপ করিতেছেন। ভগবান শ্রীবাদরায়ণ আক্ষেপ প্রকার সূত্র করিতেছেন- গুণেতি। গুণসকলকে সাধারণ ভাবে শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সকল অঙ্গের গুণ সাধারণভাবে শ্রবণ করা হেতু, কারণ শ্রুতি সেই প্রকারেই প্রতিপাদন করিয়াছেন এই অর্থ। এই স্থলেও পরসূত্র হইতে ন কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, 'ন গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ' এই প্রকার সূত্র হইবে। অনন্তর গুণসাধারণ্য প্রকার বলিতেছেন— সর্ব্বত ইতি। ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই করচরণাদি আছে, ইত্যাদি প্রমাণে অঙ্গসকলে গুণ সকলের সাধারণ্য শ্রবণহেতু সেই সেই মুখাদিতে স্মিত কৃপাবলোকনাদিচিন্তন করা সম্ভব নহে ইহাই অর্থ। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের পাণিপাদ সকল অঙ্গেই করচরণাদির ধ্যান করা উচিত নহে। তাঁহার সর্ব্বত্র করচরণ সর্বত্র শির নয়ন বদন, সর্ব্বত্র শ্রবণ সকল আবরণ করিয়া অবস্থান করেন। এই শ্লোক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও আছে। সুতরাং সেই মুখাদিতে সেই মন্দাস্মিতাদির চিন্তন করা সম্ভব নহে। অনন্তর শ্রীব্রহ্মসংহিতাবাক্য প্রমাণের দ্বারা তাহা দৃঢ় করিতেছেন- অঙ্গেতি। যে শ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গসকল সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিমান, এইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন পালন ও গমনাদি করেন, আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহ

নিরস্যতি–

॥ওঁ॥ ন বা তৎ সহভাবাশ্রুতেঃ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩৩/৬৭॥

"বা" ইত্যবধারণে। অঙ্গেষু গুণসাধারণ্যং ন চিন্ত্যং। কুতঃ ? তৎ সহেতি। যস্মিন্নঙ্গে যো গুণঃ পঠিতস্তৎ সহভাবোঽন্যেষাং গুণানাং ন শ্রূয়তে ; অতো ন তচ্চিন্ত্যং ; কিন্তু যথাশ্রয়ংভাবনম্।

এবং শ্রীভগবতঃ সর্বেষ্বঙ্গেষু সর্বধর্মচিন্তারূপাং শঙ্কাং নিরস্যতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ন বা" ইতি। ন তাদৃশী শঙ্কা ন সম্ভবেৎ ; সর্বেষু অঙ্গেষু গুণসাধারণ্যং ন চিন্তনীয়ম্। এবং কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ" ইতি। তথাচ–যস্মিন্ অঙ্গে যো গুণ বদনে মন্দস্মিতং ; লোচনে কৃপাবলেকং ; করাদৌ বরাভয়প্রদং ; পঠিতঃ ; তৎ সহ–মন্দস্মিতগুণেন সহ তস্মিন্ মুখে অন্যেষাং গুণানাং ভাবো ন শ্রূয়তে অতো ন চিন্ত্যম্ কিন্তু যথাস্থানমেব স্মর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–২/১/৪৬ মুখং চন্দ্রাকারং করভনিভমূরুদ্বয়মিদং ভুজৌ স্তম্ভারম্ভৌ সরসিজবরেণ্যংকরযুগম্। কবাটাভং বক্ষঃস্থলমবিরলং শ্রোণিফলম্ পরিক্ষামো মধ্যঃ স্ফুরতি মুরহন্তুর্মুধরিমা॥ তস্মাদ্ যথাস্থানমেব চিন্তনীয়ম্। ননু–তথাত্বে "সর্বতঃ পাণি" ইত্যাদেঃ সর্বত্রসর্বগুণচিন্তনং ইত্যস্য কা

শ্রীগোবিন্দদেবের সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি' ইহা বাক্যশেষ। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গ সকল সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তিযুক্ত, তাঁহার হস্তও দেখিতে সমর্থ, চক্ষুও পালন করিতে পারেন, তথা অন্যান্য অঙ্গ অন্যসকল কার্য্য করিতে পারেন, বা গ্রহণাদি করিতে গমন করিতে পারেন, সকল অঙ্গ সকল প্রকার ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়েন, সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ দ্বারা সর্ব্বকার্য্যকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি, চ শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বগুণের যোগ বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রস্থ 'চ' শব্দ হইতে সর্ব্বত্র করচরণ নয়নাদিতে সর্ব্বগুণ যোগ শ্রবণ মনন পালনাদিরূপ গুণযোগপ্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব মুখাদিতেই মন্দস্মিতাদি গুণের অনুচিন্তন করা সম্ভব নহে এই অর্থ।।৬৬।।

সমাধান— এই প্রকার শ্রীভগবানের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বধর্ম্ম চিন্তনরূপ আশঙ্কা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরসন করিতেছেন- নবেতি। তাহা নহে, তাহাদের সহভাব শ্রবণ করা যায় না, অর্থাৎ 'ন' সেই প্রকার শঙ্কা করা সম্ভব নহে, সকল অঙ্গে গুণসাধারণ্য চিন্তা করা উচিত নহে, এই প্রকার কেন? তাহাদের সহিত ভাব শ্রবণ করা যায় না, তথাচ যে অঙ্গে যেগুণ। বদনে মন্দস্মিত, লোচনে কৃপাবলোকন, করে বরাভয় প্রদ পাঠ করিয়াছেন, তৎসহ মন্দস্মিতগুণের সহিত সেই মুখে অন্য গুণ সকলের ভাব বিদ্যমান তা শ্রবণ করা যায় না, সুতরাং তাহা চিন্তা করিতে নাই, কিন্তু গুণ সকল যথাস্থানেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য এই অর্থ। বা শব্দ অবধারণ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গ সকলে গুণসাধারণ্য চিন্তা করিতে নাই, কেন? তাহার সহিত ইত্যাদি। যে অঙ্গে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই গুণের সহিত অন্যগুণসকলের সহভাব শ্রবণ

"সর্বতঃ পাণি" (গী০–১৩/১৪) ইত্যাদিকং তু সর্বত্র সর্বশক্তিরস্তীত্যেব নিবেদয়দ্ গতার্থম্ ॥৬৭॥

॥ওঁ॥ দর্শনাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৩/৩৩/৬৮॥

মুখাদিষ্বেব মন্দস্মিতাদীনাং বর্ণনং দৃষ্টমতশ্চ তথা ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩/৩॥

গতিরিত্যপেক্ষামাহঃ–"সর্বতঃ" ইত্যাদি । স্পষ্টম্ । তথাচ–অনেন প্রমাণেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বত্র সর্বাঙ্গেষু সর্বশক্তিরস্তি ইতি, ন তু মনুষ্যবৎ তত্তদিন্দ্রিয়াধীনাবৃত্তিরিতি ভাবঃ । তস্মাৎ মুখ নেত্রাদিষু যথাশ্রয়মেব শ্রীগোবিন্দদেবস্য মন্দস্মিত–কৃপেক্ষণাদিগুণবৃন্দং সাধকৈশ্চিন্ত্যমিতি সূত্রভাষ্যার্থঃ ॥৬৭॥

অথ সূত্রান্তরেণাপি এতদেব স্পষ্টয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"দর্শনাচ্চ" ইতি । ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মুখাদিষু এব মন্দস্মিতাদিধর্ম্মাণাং চিন্তনং করণীয়ম্, তত্তু শ্রুতিষু চ দর্শনাৎ নান্যথা চিন্তনীয়মিতি । ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৩/২৮/২৯ ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ

করা যায় না, সুতরাং তাহা চিন্তা করিবে না, কিন্তু যথাশ্রয় ভাবেই ভাবনা করিবে।

এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতে বর্ণিত আছে— দেখ সখি! মুরমর্দন শ্রীকৃষ্ণের কেমন শোভা- চন্দ্রের সমান বদন, ঊরুদ্বয় হস্তীশুণ্ডের ন্যায়, স্তম্ভের সদৃশ ভুজযুগল করযুগল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরসিজের সমান, বক্ষস্থল বিশাল কবাটের সমান, শ্রোণিফলক অবিরল, মধ্যভাগ পরিক্ষামক্ষীণ এইভাবে ব্রজরমণীর মনে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে।

যদি বলেন তাহা হইলে 'সর্ব্বতঃ পানি' ইত্যাদি সর্ব্বত্র সকল গুণের চিন্তন করিবে,' এইবাক্যের কি গতি হইবে? এই আপেক্ষায় বলিতেছেন- সর্ব্বত ইতি। ভগবানের সর্ব্বত্র করচরণাদি বর্ণনা তাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তি বিদ্যমান আছে, শ্রীগীতা তাহাই নিবেদন করিতেছেন, সুতরাং তাহার অর্থই এই প্রকার। অর্থাৎ এই প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বশক্তি আছে, কিন্তু মনুষ্যবৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়াধীনবৃত্তি নহে ইহাই ভাবার্থ। অতএব মুখনেত্রাদিস্থানে যথাশ্রয়ই শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দস্মিত কৃপাবীক্ষণাদিগুণবৃন্দ সাধকগণ চিন্তা করিবেন ইহাই সূত্রও ভাষ্যের অর্থ।।৬৭।।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অন্যসূত্রের দ্বারা তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন- দর্শনাচ্চেতি। দেখাও যায়, অর্থাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের মুখাদিতেই মন্দস্মিতাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, সুতরাং অন্যথা রূপে চিন্তন করিতে নাই। ভাষ্য- মুখাদিস্থানেই মন্দস্মিতাদি ধর্ম্মের বর্ণন দেখা যায়, অতএব সেই ভাবেই চিন্তা করিবে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- নিজ ভৃত্যগণকে অনুকম্পিত

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্ ।
যদ্ বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন বিদ্যোতিতামল কপোলমুদার নাসম্ ॥
যথা বা–৯/২৪/৬৫ যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চমুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ইতি।
তস্মাৎ মুখাদিষু এব মন্দস্মিতাদীনাং চিন্তনীয়মিতি ভাবঃ ॥
স্মিতকর্পুরপুরিতং বদনং নয়নদ্বয়ম্ ।
কটাক্ষপূরিতংরম্যং কৃষ্ণমুখাম্বুজংস্মরেৎ ॥৬৮॥
ইতি আশ্রয়ভাবাধিকরণং ত্রয়ত্রিংশত্তমং সম্পূর্ণম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে
সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয় পাদস্য
শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থস্যকৃতৌ
শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥

করিবার নিমিত্ত প্রকটিত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের বদনারবিন্দ সম্যক প্রকারে চিন্তা করিবে, যাহা মকরকুণ্ডলশোভার দ্বারা সুশোভিত অমলকপোলযুগল এবং সুন্দর নাসিকা। এবং যাঁহার বদন মকর কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল সুশোভিত সুন্দর কপোল বিলাস যুক্ত হাসি, যিনি নিত্যই মহোৎসবস্বরূপ, যাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রজবাসি নরনারীগণতৃপ্ত না হইয়া আনন্দ সহকারে নিমিকে কোপ করিয়াছিলেন। সুতরাং মুখাদিতেই স্মিতাদি ধর্ম্মচিন্তা করিবে ইহাই ভাবার্থ। যাঁহার স্মিত কর্পূর পুরিত বদন, কটাক্ষপূর্ণলোচনদ্বয় সেই অতিরমণীয় শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলকে স্মরণ করি।।৬৮।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্র শ্রীগোবিন্দভাষ্যের
সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের
শ্রীরসিকানন্দভাষ্য ব্যাখ্যার
'শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা'
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।৩।৩।।

* *শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যম্* *

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

শ্রদ্ধাবেশ্মন্যাস্তৃতে সচ্ছামাদ্যৈ, বৈরাগ্যোদ্যদ্‌বিত্তিসিংহাসনাঢ্যে
ধর্ম্মপ্রাকারাঞ্চিতে সর্বদাত্রী, প্রেষ্ঠাবিষ্ণোর্ভাতি বিদ্যেশ্বরীয়ম্ ॥

"অথ তৃতীয়াধ্যায়স্যঃ চতুর্থপাদঃ"

বন্দে বিশ্বম্ভরং দেবং প্রিয়বর্গসুশোভিতম্ ।
লভ্যঞ্চভক্তিযোগৈর্হি নাম সংকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥
সর্বফলপ্রদা ভক্তিঃ সেবা কৃষ্ণস্য চাপি হি ।
কর্ম্মণস্তদধীনতাঃ পাদেঽস্মিন্নুপবর্ণ্যতে ॥

অথ পাদঃ সঙ্গতি ঃ–এবং তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ে পাদে স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সপরিকরং গুণোপসংহারং ব্যাখ্যাতম্ । তত্রৈব "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ" (৩/৩/২৩/৪৮) ইত্যনেন সূত্রেণ বিদ্যাপরপর্য্যায় ভক্ত্যা এব শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি নির্দ্ধারণাৎ, কা সা বিদ্যা ? স্বতন্ত্রা উতঃ পরতন্ত্রা ? কর্ম্মাঙ্গরূপা? অথবা তস্যাঙ্গিরূপা ? ইত্যাদি শঙ্কা সমাধানার্থং চতুর্থঃ পাদারম্ভঃ ; ইতি পাদ সঙ্গতিঃ।

অথ ব্রহ্মবিদ্যা এব শ্রীভগবৎসেবামারভ্য নিখিলকামদাত্রী ইতি তস্যাঃ নিরতিশয়ং প্রভাবং বর্ণয়ন্ সর্বত্র স্বপ্রভাববিস্তারয়ন্ সর্বেশ্বরী তিষ্ঠতীতি তৎ স্মরণরূপং মঙ্গলমাচরয়ন্তি–শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ–

তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদ

অনন্তর তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রিয়পরিকরবর্গ পরিবেষ্টিত শ্রীবিশ্বম্ভরদেবকে বন্দনা করি, যিনি একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের দ্বারাই লভ্য। শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বফল প্রদানকারিণী, এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাও প্রদান করেন, তথা কর্ম্মসকলের তাঁহার অধীনতা এই পাদে বর্ণন করিতেছেন।

অথ পাদ সঙ্গতি- এই প্রকার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের সপরিকর গুণোপসংহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'বিদ্যার দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন' এইসূত্রের দ্বারা বিদ্যা পরপর্য্যায় শ্রীভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি নির্দ্ধারণ হেতু কে সেই বিদ্যা? স্বতন্ত্রা উত পরতন্ত্রা? কর্ম্মের অঙ্গ রূপা? অথবা তাহার অঙ্গীরূপা? ইত্যাদি শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত চতুর্থপাদের আরম্ভ ইহাই পাদ সঙ্গতি।

অথ ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রীভগবৎ সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল কামদাশ্রী, সুতরাং তাঁহার নিরতিশয় প্রভাব বর্ণন পূর্ব্বক, সর্ব্বত্র নিজপ্রভাব বিস্তার করিয়া অবস্থান করেন, অতঃ তাঁহার স্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন- শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদ— শ্রদ্ধেতি। এই শ্রীবিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়া সর্ব্বদাত্রী বিদ্যা ঈশ্বরী শ্রদ্ধারূপগৃহে সৎসমাদি আস্তরণে বৈরাগ্য প্রকাশিত জ্ঞান সিংহাসনে ধর্ম্মপ্রাকারে সুশোভিত হইতেছেন। এই

"শ্রদ্ধা" ইতি। ইয়ং বিষ্ণোঃ প্রেষ্ঠা সর্বদাত্রী বিদ্যা ঈশ্বরী শ্রদ্ধাবেশ্মনি সৎশমাদ্যৈঃ আস্তৃতে বৈরাগ্যোদ্‌বিত্তি সিংহাসনাঢ্যে ধর্ম্মপ্রাকারাঞ্চিতে ভাতি" ইত্যন্বয়ঃ। ইয়ং অনুভবগোচরতয়া প্রত্যক্ষায়মানা বিষ্ণোঃ সর্বভক্তহৃদয়ব্যাপি–শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রেষ্ঠা–অতিপ্রিয়তমা হলাদিনীসার সমবেত সম্বিৎরূপত্বাৎ" ভাতি–সর্বেশ্বরীতয়া দেদীপ্যতে। কীদৃশী সা ? সর্বদাত্রী–পত্নী পুত্রাদ্যারভ্য–পরমপুরুষার্থরূপ–শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ–বরিবষ্যানন্দপ্রদাত্রী ; তথাহি শ্রীভাগবতে–২/৩/৯ অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ঈশ্বরী চ–তস্য সর্বেশ্বরস্য পট্টমহিষী–সর্বানর্থনিরসনক্ষমা ; তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/১/২৬ কৃতানুযাত্রা–বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেবপন্নগীম্ ॥

ননু–এবং পট্টমহিষী কুত্র বিরাজতে ? তত্রাহঃ–শ্রদ্ধাবেশ্মনি ; শ্রীগুরু-বেদান্তবাক্যার্থদৃঢ়বিশ্বাস এব শ্রদ্ধা, তদেব বেশ্ম প্রাসাদরূপং রাজমন্দিরং তস্মিন্ বিরাজতে" ইত্যর্থঃ। তথা সৎশমাদ্যৈরাস্তৃতে–সদ্ভিঃ সমদমাদিভিরাস্তারণৈরাবরণৈরাস্তৃতে, তৈরাবরিতে ইত্যর্থঃ। ননু–পট্টমহিষ্যাঃ সিংহাসনং কং ? তত্রাহঃ–বৈরাগ্যোদ্যদ্‌বিত্তিসিংহাসনাঢ্যে–বৈরাগ্যং–শ্রীভগবদিতরবৈতৃষ্ণ্যং তেন উদ্যতী যা বিত্তিঃ শাস্ত্রসম্বিৎ তদেব সিংহাসনং তেন আঢ্যে বিশিষ্টে,

ননু–প্রাকারমন্তরা কথমস্যারাজমন্দিরত্বং ? তত্রাহঃ–ধর্ম্ম ইতি। বর্ণাশ্রমবিহিতং যৎ বিদ্যোপযোগি নিষ্কামং কর্ম্ম স এব প্রাকার–প্রাচীরঃ তেন অঞ্চিতে শোভিতে'ইত্যর্থঃ। এতাদৃশে পরমমনোহরে রাজমন্দিরে শ্রীভগবৎপট্টমহিষী শ্রীভক্তিমহারাজ্ঞী বিরাজতে। তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/১/৩৪ হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্‌ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥ ইতি।

সর্ব্বজন অনুভবগোচররূপে প্রত্যক্ষায়মানা শ্রীবিষ্ণুর সকল ভক্তগণের হৃদয় ব্যাপি শ্রীগোবিন্দদেবের, প্রেষ্ঠা-অতিপ্রিয়তমা, কারণ তিনি হ্লাদিনী শক্তির সারসমবেত সম্বিৎ সারস্বরূপা, ভাতি- সর্ব্বেশ্বরীরূপে দেদীপ্যমান ইহতেছেন। তিনি কি প্রকার? সর্ব্বদাত্রী, পুত্র পত্নী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরম পুরুষার্থরূপ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ বরিবষ্যানন্দদাত্রী, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- কামনারহিত, সর্ব্বকামনা যুক্ত মোক্ষকামী, উদারবুদ্ধিযুক্ত তীব্র ভক্তি যোগেরদ্বারা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যজনা করেন, তিনি ঈশ্বরী-সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের পট্টমহিষী, সকল অনর্থ নিরসন করিতে সমর্থা, শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে—দাবানল যেমন সর্পীগণকে শীঘ্রই নির্দগ্ধ করে সেই প্রকার উত্যুৎকষ্ঠা শ্রীহরি ভক্তি নিজ পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগামিনী নিখিল বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে নিঃশেষ রূপে বিধ্বংশ করেন। যদি বলেন- এই প্রকার পট্টমহিষী কোথায় অবস্থান করেন? তাহা বলিতেছেন- শ্রদ্ধেতি, শ্রীগুরু ও বেদান্ত বাক্যার্থে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা, তাহাই বেশ্ম প্রাসাদরূপ রাজমন্দির তিনি সেই রাজ মন্দিরে অবস্থান করেন এই অর্থ। এবং সৎশমাদি আস্তৃতে, সৎ সুন্দর শমদমাদি আবরণের দ্বারা আবৃত, যদি বলেন পট্টমহিষীর সিংহাসন কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—বৈরাগ্যেতি। বৈরাগ্য শ্রীভগবদিতর বিতৃষ্ণা তাহা দ্বারা উদ্যতী যে বিত্তি শাস্ত্রসম্বিৎ বা জ্ঞান তাহাই সিংহাসন সেই সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। যদি বলেন প্রাকার বিনা কি প্রকারে রাজমন্দির হইবে? তাহা বলিতেছেন- ধর্ম্মেতি। বর্ণাশ্রমবিহিত যে বিদ্যোপযোগি নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাই প্রাকার বা প্রাচীর তাহা দ্বারা

১॥ "পুরুষার্থাধিকরণম্"——

পূর্বস্মিন্ পাদে ধ্যানোপাসনাদি শব্দবাচ্যা ব্রহ্মবিষয়া সপরিকরা বিদ্যা দর্শিতা। অথাস্মিন্ পাদে তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং ; কর্ম্মণ স্তদঙ্গত্বং ; তদধিকৃতানাং ত্রৈবিধ্যং চেত্যেবমাদয়োঽর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে।

তত্র ক্রতুভেদাৎ বিদ্যার্থিনস্ত্রেধা সম্ভবন্তি। কেচিৎ লোকবৈচিত্রী দিদৃক্ষবো বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পরিনিষ্ঠয়াচরন্তঃ সনিষ্ঠা উচ্যন্তে।

১॥ "পুরুষার্থাধিকরণম্"

জয়তি শ্রীমহাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
বিদ্যাস্বরূপিণী ভক্তির্ভগবৎপট্টমহিষী ॥

অথ দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকঃ ষোড়শাধিকরণাত্মকশ্চতুর্থপাদোঽয়ং ব্যাখ্যাতুং আরভ্য পূর্বপাদার্থং স্মারয়ন্তি–পূর্বস্মিন্" ইতি। স্পষ্টম্। অত্র সাধনাধ্যায়ে বিদ্যারূপস্য সাধনোত্তমস্য, স্বাতন্ত্র্যাদিগুণকীর্ত্তনাদধ্যায়ঃ সঙ্গতিঃ। অথাস্য পাদস্য বর্ণনীয়বিষয়মাহঃ–"অথ" ইতি। শেষং অতিরোহিতার্থম্।

শোভিত, এই প্রকার পরম মনোহর রাজ মন্দিরে শ্রীভগবৎপট্টমহিষী শ্রীভক্তি মহারাণী বিরাজিত আছেন। শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে— সকল প্রকারমুক্তি সিদ্ধি ও অদ্ভুত ভুক্তিগণ সেই শ্রীহরিভক্তি মহাদেবীর চেটিকা দাসীর সমান অনুগত হইয়া গমন করেন।

১। পুরুষার্থাধিকরণ

অনন্তর পুরুষার্থাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী শ্রীভগবৎপট্টমহিষী বিদ্যাস্বরূপিনী শ্রীমতী ভক্তি মহারাণীর জয় হউক। অতঃপর বাহান্নটিসূত্র ও ষোড়শটি অধিকরণাত্মক এই চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাদের অর্থ স্মরণ করাইতেছেন- পূর্ব্বস্মিন্ ইতি। পূর্ব্বপাদে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম বিষয়া সপরিকরাবিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রকার সাধনাধ্যায়ে বিদ্যারূপ সাধনোত্তমের স্বাতন্ত্র্যাদি গুণকীর্ত্তন হেতু অধ্যায় সঙ্গক্তি। অনন্তর এই চতুর্থপাদে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মের তাঁহার অঙ্গত্ব, বিদ্যাধিকারীর ত্রিবিধিত্ব, এই প্রকার বহু অর্থ প্রকাশ করিবেন। তন্মধ্যে উপাসনা ভেদ হেতু বিদ্যার্থী তিন প্রকার ভেদ হয়, কেহ লোক বৈচিত্রী দর্শনকামী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসকল পরিনিষ্ঠার সহিত আচরণকারিগণ সনিষ্ঠ ভক্ত কথিত হয়েন। অপর কেহ লোক সংগ্রহের ইচ্ছাই বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মসকল আচরণ কারিগণ পরিনিষ্ঠিত ভক্ত আখ্যালাভ করেন। এই উভয়শ্রেণীর ভক্তই আশ্রমী হয়। অপর ভক্তগণ পূর্ব্বজন্ম লব্ধ ধর্ম্মের দ্বারা সত্য তপস্যা জপাদির দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয় নিরপেক্ষ নামে অভিহিত হয়েন। এই নিরপেক্ষ ভক্তগণ নিরাশ্রমী হয়েন। এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত ত্রিবিধ হয়েন তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

কেচিত্তু লোকসংজিঘৃক্ষয়া এব তানাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ । তে চৈতে চোভয়ে সাশ্রমাঃ । পরে তু প্রাগ্ ভবীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ সত্য তপোজপাদিভিশ্চ বিশুদ্ধা নিরপেক্ষাঃ । তত্র তে নিরাশ্রমাঃ । ইত্যেবং ত্রৈবিধ্যং ব্যক্তং ভাবি ।

তত্রাদৌ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমুচ্যতে । "তরতি শোকমাত্মাবিৎ" (ছা০–৭/১/৩) "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ০–২/১/২) "ত্রতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাতা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" (কঠ০–২/১/১৬) ইতি কাঠকে চ । ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি শ্রুয়ন্তে ।

বিষয় ঃ–অথ পুরুষার্থাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"তত্রাদৌ" ইতি । তরতি–আত্মাবিৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া শোকং জন্মমৃত্যুরূপ–সংসারশোকং তরতি ; তদ্‌রহিতো ভবতীত্যর্থঃ । ব্রহ্মবিদিতি–ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া পরং পরং মোক্ষপদং, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণরূপং মোক্ষপদং বা আপ্নোতি । শ্বেতাশ্বতরে চ–৬/১৩ "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" তত্রৈব–৬/১৫ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এতদ্ধ্যেবাক্ষরং–এতদ্ধি এব প্রণবাত্মকং পরং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যয়া বিদিত্বা, যো যদিচ্ছতি যঃ সাধকঃ যৎ ভোগং মোক্ষং বা ইচ্ছতি, তস্য তৎ সিদ্ধির্ভবতি ; অত্র ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্বং লভ্যমিত্যবগতম্ । এবং ব্রহ্মবিদ্যয়া ভোগ মোক্ষং সেৎস্যতীতি ; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; বিদ্যা–ব্রহ্মবিদ্যা, ভক্তিরিতি, কিংসাধকানাং মোক্ষস্য এব হেতুঃ ? ব্রহ্মবিদ্যা কিং মোক্ষ এব কেবলং দদাতি, নান্যৎ কিমপি ? অথবা–স্বর্গাদেশ্চ হেতুর্ভবতি? ব্রহ্মবিদ্যয়া সাধকানাং স্ত্রী-পুত্র–স্রক্‌চন্দন–স্বর্গাদি সর্বলাভো ভবতি ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–বিদুষঃ" ইতি । বিদুষঃ–ব্রহ্মবিদ্যয়া পরব্রহ্মানুভবিনঃ সাধকস্য স্রক্‌চন্দন বনিতাসু স্পৃহাভাবাৎ, কেবল মোক্ষস্য এব হেতুঃ, বিদুষামন্যত্র স্পৃহায়াং সত্যাং মোক্ষাভাবাপত্তেঃ । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/২২ ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ

বিষয়— অনন্তর পুরুষার্থাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- তত্রেতি। তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যার স্বতন্ত্রতা বলিতেছেন। আত্মবিৎ শোক হইতে তরিয়া যান, অর্থাৎ আত্মবিৎ সাধক ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা শোক জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার শোক রহিত হয়েন এই অর্থ। ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মবিৎ পরং লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ভক্ত ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পরং পরং মোক্ষপদ শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার লক্ষণ রূপ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন, পুনঃ শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে— ক্রীড়াশীল শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া সাধক সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়েন। পুন তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুর পর পারে সাধক গমন করেন, অন্য কোন পন্থা নাই। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে— এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ এই প্রণবাত্মক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা জানিয়া যে সাধক যাহা ভোগ মোক্ষাদি ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহা সিদ্ধ হয়, এইস্থলে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সকল বস্তু লাভ হয় ইহা অবগত হইল। এই প্রকার

ইহ সংশয়ঃ । বিদ্যা মোক্ষস্যৈবহেতুঃ ? উত স্বর্গাদেশ্চেতি । বিদুষোঽন্যত্রস্পৃহাভাবান্মোক্ষস্যৈবেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ওঁ॥৩/৪/১/১॥

পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে । তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ" তস্মাৎ–স্রগাদীনাং মনাক্‌স্পৃহাত্বে মোক্ষসুখানুভবাভাবাৎ কথং তয়া তেষাং প্রাপ্তিরিতি ? তস্মাৎ বিদ্যা মোক্ষস্যৈব হেতুরিতি, পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে–সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারতি–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–পুরুষার্থঃ" ইতি। স্রক্ চন্দন–বনিতা–স্বর্গাদিঃ সর্বোঽপি পুরুষার্থঃ অতঃ বিদ্যাত এব সিদ্ধিঃ স্যাদিতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? তত্রাহ–শব্দাৎ, শ্রুতি প্রমাণাদিত্যর্থঃ । সর্বোঽপি ইতি–স্রক্ চন্দন–পুত্র-বৃষ্টি-বর্নিতা-স্বর্গ-মোক্ষাদিঃ–সর্বোঽপি পুরুষার্থঃ–পুরুষাণাং কাম্য পদার্থঃ অতঃ–বিদ্যাতঃ–শ্রীকৃষ্ণভক্তিত এব সিদ্ধির্ভবেদিতি । তথাহি মুণ্ডকে–৩/১/১০ যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ । তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতি কামঃ ॥ শ্রীভাগবতে চ–২/৩/১০ অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ কুতঃ এতদবগম্যতে ? তত্রাহঃ–শব্দাৎ, শ্রুতিবচন প্রমাণাদিতি ।

ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ভোগ মোক্ষাদি সকলসিদ্ধি হয়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- বিদ্যেতি। বিদ্যা মোক্ষেরই হেতু? অথবা স্বর্গাদির হেতু? অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তি কি সাধকগণের মোক্ষেরই হেতু, ব্রহ্মবিদ্যা কি কেবল মোক্ষই প্রদান করেন, অন্য কিছু না? অথবা স্বর্গাদিরও হেতু, ব্রহ্ম বিদ্যারদ্বারা সাধকগণের স্ত্রীপুত্র স্রক্ চন্দন স্বর্গাদি সকল লাভ হয় ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- বিদুষ ইতি। বিদ্বানের অন্যত্র স্পৃহার অভাব হেতু মোক্ষের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ বিদুষ- ব্রহ্মবিদ্যারদ্বারা পরব্রহ্মেরর অনুভবকারি সাধকের স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিষয়ে স্পৃহার অভাব হেতু কেবল মোক্ষেরই হেতু, বিদ্বানগণের অন্যত্র স্পৃহা থাকিলে মোক্ষাভাবাপত্তি হইবে। এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে— যে হৃদয়ে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচী অবস্থান করে সেই হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তি সুখের অভ্যুদয় হইবে। সুতরাং স্রগাদি প্রভৃতির সামান্য স্পৃহাও থাকিলে মোক্ষ সুখের অনুভব অভাব হেতু কি প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যারদ্বারা স্রক্ চন্দন বনিতাদির প্রাপ্তি হইবে। অতএব বিদ্যা মোক্ষেরই হেতু হয় ইহাই পূর্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- পুরুষার্থেতি। পুরুষার্থ বিদ্যা হইতেই সিদ্ধি হয় তাহা শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন শ্রুতি প্রমাণ হেতু, অর্থাৎ স্রক্ চন্দন বনিতা স্বর্গাদি সর্ব্ব প্রকার পুরুষার্থ, অতঃ বিদ্যা হইতেই সিদ্ধি হয় তাহা ভগবান

সর্বোঽপি পুরুষার্থোঽতো বিদ্যাত এব স্যাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? শব্দাৎ । উক্তশ্রুতেরিত্যর্থঃ । বিদ্যয়া পরিতুষ্টো হরিঃ স্বভক্তায়াত্মানং দদাতি । কর্দমাদিবৎ ফলান্তরেচ্ছায়াং তু তয়ৈব কর্ম্মপরিকরতয়া তচ্চার্পয়তীতি ॥১॥

তথাচাত্র শ্রুতি বাক্যপ্রমাণানি–

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি–৩/৮ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত–মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদি–৮/১/৬ অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" তত্রৈব–৮/২/১০ "যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুতিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে" পুনস্তত্রৈব–৮/৭/১ "স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি" তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপর–পর্য্যায় ভগবদ্ভক্ত্যা সর্বং প্রাপ্নোতীতি ।

কিঞ্চ বিদ্যয়া ভক্ত্যা পরিতুষ্টো শ্রীহরিঃ স্বভক্তায় আত্মানং দদাতি ; শ্রীভক্তিসন্দর্ভে–৪২৪ তুলসী দল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ । বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ শ্রীভাগবতে–৩/১৬/৬ "চিচন্দ্যাং স্ববাহমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্" শ্রীনবমে চ–অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ !"

শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন, কেন? তাহা বলিতেছেন- শব্দাৎ, শ্রুতি প্রমাণ হইতে এই অর্থ। সকল অর্থাৎ স্রক্ চন্দন পুত্র বৃষ্টি বনিতা স্বর্গ মোক্ষাদি সকল পুরুষার্থ পুরুষগণের কাম্য পদার্থ বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি হইতেই সিদ্ধি বা লাভ হয়। এই মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে— বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তিমান সাধক মনের দ্বারা যে যে প্রভাযুক্ত লোক যে কাম সকল কামনা করে তিনি সেই সেই লোক সেই সকল কামনা জয় প্রাপ্ত করেন, অতএব ঐশ্বর্য্যকামী মানব আত্মজ্ঞানী সাধককে অর্চ্চনা করিবেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— কামনারহিত, সর্ব্বকামী, মোক্ষকামী যদি উদারবুদ্ধি হয়েন, তবে তীব্র ভক্তি যোগের দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে যজনা করেন। ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়? তাহা বলিতেছেন— শব্দাৎ, শ্রুতি বচন প্রমাণ হইতে। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বাক্য প্রমাণ- তমঃ মায়ার পর পারে সূর্য্যের সমান বর্ণ মহাপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি জানি, সাধক তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুর পরপারে গমন করেন, মোক্ষ লাভের অন্যকোন পন্থা নাই। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— যে সাধক এই আত্মাকে জানিয়া গমন করেন তাঁহার সকল কামনা সত্য হয়, লোকসকলে কামাচার ইচ্ছাচারী হয়েন। পুনঃ সাধক যাহা মনে করেন, যে কাম কামনা করেন তাহা সাধকের সঙ্কল্প মাত্রই সমুপস্থিত হয়, তাহার দ্বারা সে পূজিত হয়। পুনঃ সেই সাধক সকল লোক সকল কামনা লাভ করে যে আত্মাকে জানে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাপরাপর্য্যায় শ্রীভগবদ্ভক্তির দ্বারা সাধক সকল লাভ করেন।

অপর বিদ্যা ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্ট শ্রীহরি নিজ ভক্তকে নিজের আত্মাপর্য্যন্ত প্রদান করেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বর্ণিত আছে— শ্রীভক্তবৎসল গোবিন্দদেব একটি মাত্র তুলসী ও চুলুক জলের দ্বারা ভক্তগণকে নিজের আত্মা বিক্রয় করিয়াদেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— আপনাদের প্রতিকূল বৃত্তিযুক্ত

শ্রীএকাদশেঽপি–২/৩১ "যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপনায় দাস্যত্যাত্মনমপ্যজঃ" শ্রীগোপালতাপন্যম্–উ০-৯১ ধ্যায়েন্মমপ্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি । "স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানঞ্চ দদামি বৈ॥ ইতি । ননু যস্য সাধকস্য কামনান্তরমস্তি তেন কিং কর্ত্তব্যম্ ; ইত্যপেক্ষয়ামাহঃ–কর্দ্দমাদিবদিতি । আদিপদাৎ–ধ্রুব-অদিতি-প্রচেতস-দক্ষাদের্গ্রহণম্ । তত্রাদৌ শ্রীকর্দ্দমঃ–শ্রীভাগবতে–৩/২১/৬ প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ । সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥

ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ । সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ এবং শ্রীকর্দ্দমপ্রার্থনা চ–৩/২১/১৫ তথা স চাহং পরিবোঢুকামঃ সমানশীলাং গৃহমেধ ধেনুম্ ॥ শ্রীচতুর্থে–৮/২৩ নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্ দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন ॥ শ্রীচতুর্থে–চ–৮/৪১ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ । একমেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ শ্রীঅষ্টমে–১৬/২০-২১ উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ । সর্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্॥ স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ । অমোঘা ভগবদ্ ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥

এবং প্রচেতাসোপাখ্যানে–৪/৩০/৩-৪ প্রচেতসোঽন্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ । জপযজ্ঞেন

নিজের বাহুকেও ছেনদ করিব। শ্রীনবমে- হে দ্বিজ! আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তপরাধীন হই। শ্রীএকাদশে বর্ণিত আছে— যে ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া অজ জন্ম রহিত শ্রীভগবান শরণাগত জনকে আত্মাও প্রদান করেন। শ্রীগোপাল তাপনীতে বর্ণিত আছে— পঞ্চপদের দ্বারা ধ্যানকারী আমার প্রিয় হয় সে মোক্ষপদে গমন করে, সে মুক্ত হয়, তাহাকে আত্মাও প্রদানকারি। যদি বলেন— যে সাধকের কামনান্তর অন্য বাসনা আছে তিনি কি করিবেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- কর্দ্দমেতি। মহর্ষি কর্দ্দমাদির ন্যায় ফলান্তরের বাসনা থাকিলে কিন্তু বিদ্যার দ্বারাই কর্ম্ম পরিকররূপে তাহা সমর্পণ করেন। আদি পদে শ্রীধ্রুব অদিতি প্রচেতা দক্ষ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীকর্দ্দম— প্রজাসৃষ্টিকর' ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান কর্দম সরস্বতী নদী তীরে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন, অনন্তর শ্রীকর্দম সমাধি ও ক্রিয়াযোগের দ্বারা ভক্তবর প্রদাতা শ্রীহরিকে ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করিলেন, অনন্তর শ্রীকর্দমের প্রার্থনা- হে বরদ! সমান শীল স্বভাবযুক্তা গৃহোপযোগী ধেনু গৃহিনী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচতুর্থে শ্রীনারদ কহিলেন- যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম্ম অর্থকাম ও মোক্ষরূপ শ্রেয় ইচ্ছা করে, তৎ প্রাপ্তির একমাত্র পরম কারণ বা উপায় শ্রীহরির চরণ সেবা। শ্রীঅষ্টমে মহর্ষিকশ্যপ অদিতিকে বলিলেন- হে দেবি! পরমপুরুষ ভগবান জনার্দন সর্বান্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু শ্রীবাসুদেবকে উপাসনা কর, সেই দীনজন কৃপাকারী শ্রীহরি তোমার কামনা সকল পূর্ণ করিবেন, কারণ শ্রীভগবানের ভক্তিই অমোগফলপ্রদা, অন্যনহে, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। প্রচেতা উপাখ্যানে- পিতার আদেশ পালক প্রচেতাগণ জলের ভিতরে জপযজ্ঞের তপস্যা দ্বারা পুরঞ্জন শ্রীহরিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, দশ হাজার বৎসর পরে শান্তরুচির দ্বারা কষ্ট বিনাশ পূর্ব্বক সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। এই প্রকার শ্রীদক্ষ-প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে না' তাহা অবলোকন করিয়া প্রজাপতি দক্ষ বিন্ধ্যা পর্ব্বতের উপত্যকায় গমন করিয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, সেই স্থানে

অত্র জৈমিনিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে–

॥ওঁ॥শেষত্বাৎপুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতিজৈমিনিঃ॥ওঁ॥৩/৪/১/২॥

ইজ্যাস্যবিষ্ণোর্যজমানস্য স্বস্য চ স্বরূপসম্বন্ধৌ বিজ্ঞায় তদুক্তেষু তদারাধনাত্মকেষু কর্ম্মসু জীবঃ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে। তৈরসৌ নিবৃত্তকল্মষোঽদৃষ্টদ্বারা স্বর্গমোক্ষরূপংফলংভজতীতি।

তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ দশবর্ষ সহস্রান্তে পুরুষস্তু সনাতনঃ । তেষামাবিরভূৎ কৃচ্ছ্রং শান্তেন শময়ন্রুচা ॥ তথা দক্ষঃ–৬/৪/২০-২১ তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিম্ । বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য সোঽচরদ্দুষ্করং তপঃ ॥ তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্ । উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাতোষয়দ্ধরিম্॥ এবমেবাহ শ্রীভগবান্–১১/২১/৩২-যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চ যৎ । যোগেন দান ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ তস্মাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তেরেব যোগাদীনাং ফলদান সামর্থ্যাৎ বিদ্যাত এব সর্বঃ পুরুষার্থঃ সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥১॥

পূর্বপক্ষ–এবং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব চরণসাক্ষাৎকারমেব পরমপুরুষার্থং ইতি শ্রৌতসিদ্ধান্তং উক্তো যাগাদি কর্ম্মণা স্বর্গপ্রাপ্তিরেব পরমমোক্ষ ইতি শ্রীজৈমিনিমহর্ষের্মতমাহঃ–"অত্র" ইতি । অত্র বিদ্যয়া এব পরমপুরুষার্থলাভবিষয়ে মহর্ষি শ্রীজৈমিনিঃ স্বমতমুপন্যস্য "বিদ্যাঙ্গিকা বৈদিকী ক্রিয়া এব স্বর্গমোক্ষদাত্রীতি প্রত্যবতিষ্ঠতে–পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়তীত্যর্থঃ ।

সর্ব্বপাপহারী অঘমর্ষণ নামক তীর্থে জলাদি স্পর্শ করত তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন— সাধক যাহা কর্ম্মের দ্বারা লাভ করে, যাহা তপস্যা জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা, যোগও দান ধর্ম্মের দ্বারা লাভ করে, এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ কার্য্যের যাহা যাহা লাভ করে, আমার ভক্ত কেবল মাত্র আমার ভক্তি দ্বারাই ঐ সকল সত্তর লাভ করে, স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্ত করে, কথঞ্চিৎ যদি আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম বাঞ্ছা করে তাহাও লাভ করে। সুতরাং শ্রীভগবদ্ভক্তিরই যোগাদি ফলপ্রদান সামর্থ্য হেতু বিদ্যা হইতেই সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় ইহাই অর্থ।।১।।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব চরণ সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ এইভাবে শ্রৌতসিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া, যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিই পরমমোক্ষ এই প্রকার শ্রীজৈমিনি মহর্ষির মত বলিতেছেন- অত্রেতি। এই স্থলে মহর্ষি জৈমিনি নিজমত বলিতেছেন। অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভ বিষয়ে মহর্ষি শ্রীজৈমিনি নিজমত উত্থাপন করত বিদ্যা যাহার অঙ্গ সেই বৈদিকী ক্রিয়া স্বর্গমোক্ষদাত্রী' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিতেছেন এই অর্থ। অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পূর্ব্বপক্ষ প্রকার সূত্ররূপে বর্ণনা করিতেছেন- শেষত্বাদিতি। মহর্ষি জৈমিনি মনে করেন- শেষত্ব হেতু পুরুষার্থবাদ মাত্র হয়, যে প্রকার অন্যসকলে হয়। অর্থাৎ শেষত্বাৎ ব্রহ্মবিদ্যা যাগাদি কর্ম্মের শেষরূপ হওয়া হেতু অধীন হওয়ার নিমিত্ত তাহা পুরুষার্থ প্রদায়িকা নহে। যদি বলে— ব্রহ্মবিৎ পরমমোক্ষ লাভ করেন' ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে?

বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ । তস্যাং যা ফলশ্রুতিঃ স পুরুষার্থবাদঃ পুরুষসম্বন্ধী অর্থবাদঃ স্যাৎ ।

যথান্যেষু দ্রব্য সংস্কার কর্ম্মষু "যস্যাপর্ণময়ীজূহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি"

অথ পূর্বপক্ষপ্রকারং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"শেষত্বাদিতি" শেষত্বাৎ—ব্রহ্মবিদ্যা যাগাদিকর্ম্মণঃ শেষরূপত্বাৎ—অধীনত্বাৎ, ন সা পুরুষার্থপ্রদায়িকা ; ননু তথাত্বে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ০ ২/১/২) ইত্যাদেঃ কা গতিঃ ? তত্রাহ—পুরুষার্থবাদঃ, পুরুষসম্বন্ধি অর্থবাদমাত্রঃ, মোক্ষ প্রসংশামাত্রবাক্য এব ; যথান্যেষু—যথা দ্রব্যাদিষু ফলশ্রুতিঃ শ্রূয়তে তথাত্রাপি মোক্ষপ্রতিপাদকেবাক্যেঽপীতি মহর্ষিজৈমিনি-র্মন্যতে ইতি ।

অথ তন্মতং বিশদয়ন্তি—ইজ্যাস্য" ইতি ; "তদুক্তেষু" তেন বেদরূপেণ শ্রীবিষ্ণুনা কথিতেষু ; তদারাধনাত্মকেষু অগ্ন্যাদিদেবতারাধনাত্মকেষু কর্ম্মষু জীবঃ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে ; তৈঃ—অগ্ন্যাদিদেবতারাধনাত্মকৈঃ কর্ম্মভিঃ, অসৌ-জীবঃ, শেষং স্পষ্টম্ ; তস্মাৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ" যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি প্রমাণাচ্চ কর্ম্ম এব সর্বার্থঃ সাধকঃ ।

ননু—কর্ম্মণ এব মোক্ষ সাধকত্বে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" "ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি বিদ্যা মহিমাপ্রতিপাদকানাং বাক্যানাং কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহঃ—তস্যামিতি তস্যাং-বিদ্যায়াং যা ফলশ্রুতিঃ শ্রূয়তে, স পুরুষার্থবাদঃ, পুরুষসম্বন্ধী অর্থবাদঃ, সাধক পুরুষ প্রবর্ত্তনার্থং বিদ্যা প্রশংসা মাত্রম্ । তথাচ সাধকো জীবঃ বিদ্যায়া তথাবিধমাহমত্ম্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মোপাসনায়াম্ প্রবর্ত্ততে।

অত্র দৃষ্টান্তমাহঃ—যথেতি যথা অন্যেষু দ্রব্য-সংস্কারকর্ম্মসু অর্থবাদঃ—শ্রূয়তে, তথাত্রাপীত্যর্থঃ তত্রদ্রব্যে অর্থবাদঃ—যস্যেতি" ইতি । যস্য যজমানস্য জুহূঃ পর্ণময়ী পলাশরূপা ভবতি, যস্য কিংশুকপর্ণং হোম

তাহা বলিতেছেন- তাহা পুরুষার্থবাদ, পুরুষসম্বন্ধি অর্থবাদ, মোক্ষ প্রসংশাবাক্য মাত্র হয়, যেমন অন্যসকলে, অর্থাৎ যে প্রকার দ্রব্যাদিতে ফল শ্রুতি শ্রবণকরা যায়, সেই প্রকার বিদ্যাদ্বারা মোক্ষ প্রতিপাদক বাক্যও প্রসংশাবাক্যমাত্র হয়, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

অনন্তর তাঁহার মত বিস্তর পূর্ব্বক বলিতেছেন- ইজ্যস্যেতি। পূজনীয় শ্রীবিষ্ণুর যজমান নিজের স্বরূপ সম্বন্ধ জানিয়া তৎ কথিত তাঁহার আরাধনাত্মকর্ম্মে জীব স্বয়ং প্রবর্ত্তি হয়। অর্থাৎ তদুক্তেষু- সেই বেদস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক কথিত অগ্নি প্রভৃতিদেবতাগণের আরাধনাত্মকে কর্ম্মে জীব কর্ত্তা স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়। সেই কর্ম্মসকলের দ্বারা জীব নিবৃত্ত পাপ হইয়া অদৃষ্ট দ্বারা স্বর্গমোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত করে, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের শেষস্বরূপা, অর্থাৎ অগ্ন্যাদিদেবতাগণের আরাধনারূপে কর্ম্মের এই জীব স্বর্গাদিফল লাভ করে। অতএব বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব হওয়ার নিমিত্ত 'যজ্ঞই বিষ্ণু' ইত্যাদি প্রমাণ হেতু কর্ম্মই সর্ব্বার্থ সাধক। যদি বলেন- কর্ম্মই যদি মোক্ষের সাধক হয় তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন, ইত্যাদি বিদ্যার মহিমা প্রতিপাদক বাক্য সকলের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- তস্যামিতি। সেই বিদ্যাবিষয়ে যে ফল শ্রুতি শ্রবণ করা যায়,

(জৈ০–সূ০–শ০–৪/৩/১) "যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" "যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতদ্ যজ্ঞস্য" (জৈ০–৪/৩/১) ইত্যেবম্বিধা ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ । তদ্বদিতি জৈমিনির্ম্মন্যতে ।

যদুক্তং "দ্রব্যসংস্কার কর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" (জৈ০–সূ০–৪/৩/১) ইতি । যাবজ্জীবং গৃহিধর্ম্মান্ যজ্ঞাদীননুতিষ্ঠতঃ শমদমাদ্যুপেতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে।

সাধনং ভবতি, স যজমানঃ পাপংশ্লোকং অপযশং ন শৃণোতি ; স সর্বথা নিন্দারহিতো ভবতি ইত্যর্থঃ। সংস্কারেঽর্থবাদঃ–যদাঙ্‌ক্তে ইতি ; যজমানো যদঞ্জনং স্বনেত্রে আঙ্‌ক্তে ম্রক্ষয়তি ; তেনাঞ্জনেন ভ্রাতৃব্যস্য শত্রোরেব চক্ষু বৃঙ্‌ক্তে অন্ধয়তি ; স্বনয়নাঞ্জনেন শত্রুনয়নমন্ধো ভবতি । ভ্রাতৃব্যঃ–শত্রুঃ, তথাহি শ্রীহরিনামামৃতে–৭/২৭৮

"ভ্রাত্রীয়ো ভ্রাতৃজে ভ্রাতৃব্যস্তু শত্রৌ চ" কর্ম্মণি চার্থবাদঃ–যৎ প্রযাজ–অনুযাজনামকং অঙ্গং কর্ম্মণি অনুষ্ঠানংকরোতি, তৎ এতৎ প্রধানযাগস্য বর্ম্ম, আবরণরূপমিতি । ইত্যেবংবিধা ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ–তথাহি মীমাংসা পরিভাষায়াম্–৯০ "অর্থবাদানান্তু স্বার্থপরত্বে প্রয়োজনাভাবাদধ্যয়নস্য বিধিবশেন ফলবদর্থজ্ঞানার্থত্বস্যাবশ্যকত্বাদ্ বিধেয়গত প্রাসস্ত্য প্রতিপাদনদ্বারা বিধ্যেকবাক্যতয়া প্রামাণ্যম্" ইতি । স চতুর্বিধঃ–নিন্দা-প্রসংসা-পরকৃতি-পুরাকল্পভেদাৎ । অত্র প্রশংসায়ামর্থবাদঃ । তদ্বদিতি–যথা পর্ণময়ী হবনেন অপযশশ্রবণাভাবং প্রশংসা মাত্রং, তথা রিদ্যয়া পুরুষার্থলাভমপি প্রশংসা মাত্রমেব, ন তু স্বার্থপরত্বম্ ; তস্যাঃ শেষত্বাদিতি জৈমিনির্ম্মন্যতে ।

অত্রার্থে তদ্‌বাক্যমেব প্রমাণমাহঃ–তদুক্তমিতি । তদুক্তং শ্রীজৈমিনিনা পূর্বমীমাংসায়াম্–দ্রব্যেতি। দ্রব্য–সংস্কার কর্ম্মসু যা ফলশ্রুতিঃ শ্রূয়তে সা পরার্থত্বাৎ প্রশংসামাত্রত্বাৎ অর্থবাদঃ স্যাৎ । তস্মান্নৈতে পুরুষার্থাঃ । ইতি সূত্রং ব্যাখ্যাতার্থমেব । যাবজ্জীবমিতি–ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে" ইতি–ছান্দোগ্যোপনিষদি ইতি । "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথা বিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষাণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ

তাহা পুরুষার্থবামাত্র, পুরুষসম্বন্ধী অর্থবাদ, সাধকপুরুষ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত বিদ্যার প্রসংশাবাক্য মাত্র, অর্থাৎ সাধকজীব বিদ্যার সেই প্রকার মহিমা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবর্ত্তিত হইবে। এইস্থলে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- যথেতি। যেমন অন্যান্য দ্রব্য সংস্কার কর্ম্মাদিতে অর্থবাদ শ্রবণ করা যায় সেই প্রকার এইস্থলেও জানিতে হইবে।

তন্মধ্যে দ্রব্যে অর্থবাদ— যস্যেতি। যাহার পর্ণময়ী জুহূ হয় সে পাপ শ্লোক শ্রবণ করেনা, অর্থাৎ যে যজমানের জুহূ পর্ণময়ী পলাশরূপা হয়, যাহার কিংশুকপর্ণ হোমসাধন হয়, সেই যজমান পাপ শ্লোক অপযশ শ্রবণ করে না, সে নিন্দরহিত হয় এই অর্থ। অনন্তর সংস্কারে অর্থবাদ- যদা ঙ্‌ক্তেতি। যাহা অঞ্জিত করে ভ্রাতৃব্যের চক্ষুই বৃত করে, অর্থাৎ যজমান যে অঞ্জন নিজের নেত্রে অঞ্জিত করে সেই অঞ্জনের দ্বারা ভ্রাতৃব্য শত্রুরই চক্ষ অন্ধ করে, নিজের নয়ন অঞ্জনের দ্বারা শত্রুর নয়ন অন্ধ হয়। ভ্রাতৃব্য শত্রু, এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে- ভ্রাতুষ্পুত্রে ভ্রাত্রীয়, শত্রুকে ভ্রাতৃব্য বলে। কর্ম্মে অর্থবাদ- যদিতি। যে

"আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য" (ছ০–৮/১৫/১) ইত্যাদিনা । "ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (ছা০–৮/১৫/৮) ইত্যন্তেন । স্মর্য্যতে চ–(বি০–পু০–৩/৮/৯) "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ । বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥" ইতি । এবমন্যচ্চ । ত্যাগবাক্যন্তু কর্ম্মানর্হপঙ্গ্বন্ধবিষয়মিতি ॥২॥

দেশস্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ, স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি সমগ্রশ্রুতিঃ ।

এবং শ্রুতিপ্রমাণং দর্শয়িত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহঃ–স্মর্য্যতেতি ইতি । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে–বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরং পুমান্ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে, তৎ তোষকারণং অন্যৎ পন্থা ন' ইত্যন্বয়ঃ । টীকা চ–বেদ-পুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবানেব শ্রীবিষ্ণোরারাধনেঽধিকারী ; ন তু বিগীতাচারবান্ ; তস্য নিন্দাশ্রবণাৎ ; তথাহি শ্রীগীতাসু–১৬/২৩ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ তস্মাৎ বেদোক্তবর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম পরিত্যাগেন শ্রীবিষ্ণুব্রতধারণ–শ্রবণ–কীর্ত্তনাদিরূপঃ পন্থাঃ শ্রীবিষ্ণুসন্তোষকারণং ন ভবতীত্যর্থঃ ।

এবং তত্রৈব–৩/৭/২০ ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃৎবিপক্ষে । ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/১০১ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ তস্মাৎ বিদ্যায়াঃ শেষত্বাৎ অর্থবাদ এব।

ননু–"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচার্য্যাং চরন্তি" "তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মনং পশ্যতি" (বৃ০–৪/৪/২২-২৩,) এবং কৈবল্যোপনিষদি–৩ "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইতি ।

প্রযাজ ও অনুযাজ নামক অঙ্গে কর্ম্মে অনুষ্ঠান করা হয় তাহা এই প্রধান যাগের বর্ম্ম আবরণ স্বরূপ হয়। এই প্রকার ফল শ্রুতিকে অর্থবাদ বলা হয়। অর্থবাদ প্রসংশা বাক্য মাত্র হয়। মীমাংসা পরিভাষায় বর্ণিত আছে- অর্থবাদ বাক্য সকলের স্বার্থপরত্বে প্রয়োজনের অভাব হেতু অধ্যয়নের বিধিবশের দ্বারা ফলের সমান অর্থজ্ঞানের আবশ্যকত্বহেতু বিধেয়গত প্রাসস্ত্যস্তুত্যাদি প্রতিপাদন দ্বারা বিধ্যেকবাক্যতা রূপে প্রামাণ্য হয়। সেই অর্থবাদ চতুর্ব্বিধ- নিন্দা প্রশংসা পরকৃতি এবং পুরাকল্প, এইস্থলে প্রশংসায় অর্থবাদ হইয়াছে। সেই প্রকার মহর্ষি জৈমিনি মনে করেন, অর্থাৎ যেমন পর্ণময়ী হবনের দ্বারা অপযশ শ্রবণের অভাব প্রশংসা মাত্র হয়, সেই প্রকার বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থ লাভও প্রশংসা বাক্য মাত্রই হয়, তাহার স্বার্থপরতা নাই, কারণ বিদ্যা শেষরূপা, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনির বাক্যই প্রমাণ, তাহা বলিতেছেন- তদুক্তমিতি। শ্রীজৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন- দ্রব্যেতি। দ্রব্য সংস্কার ও কর্ম্ম বিষয়ে যে ফল শ্রুতি শ্রবণ করা যায় তাহা পরার্থ প্রশংসামাত্র হওয়ার নিমিত্ত অর্থবাদ হইবে। অতঃ এই সকল পুরুষার্থ নহে। যাবজ্জীবন গৃহস্তের ধর্ম্ম যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারি শমদমাদিযুক্ত সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি শ্রবণ করা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত

শ্রীগীতাসু–১৮/৬৬ সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপোভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

শ্রীভাগবতে–১১/৩/৪৬ বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে । নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ইত্যাদিবাক্যানাং কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–ত্যাগবাক্যং তু" ইতি । তথাহি শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে–১/৫৫ "কেচিৎ পঙ্গ্বন্ধবধিরালসা জরাতুরাশ্চানুকৃতবৈরাগ্যাঃ "সুখিনো বয়ম্" রিক্তভাষয়া অজ্ঞান্ প্রতারয়ন্তি, তস্মাদ্ বৈদিকৈঃ শুভকর্ম্মভির্বিষয়োপলম্ভস্তৎ সেবয়া সুখোৎপত্তিঃ ; দুঃখহানিশ্চ" ইতি। তস্মাৎ কর্ম্মাঙ্গমাত্মবিদ্যা ॥২॥

আছে- আচার্য্য গুরু গৃহে বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া যথা বিধানে শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণাদি প্রদানরূপ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক কুটুম্বে আসক্ত হইয়া শুদ্ধদেশে স্বাধ্যায়াদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম সকল আচরণ পূর্ব্বক আত্মাতে ইন্দ্রিয় সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া তীর্থ বিনা অন্যত্র সকল হিংসা না করিয়া অবস্থান করে সেই মানব যাবৎকাল পরমায়ু ধর্ম্মপালন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে পুনরায় ফিরিয়া আসে না, এই প্রকার সমগ্র শ্রুতিবাক্য কথিত হইল। এইভাবে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত করত স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন- স্মর্য্যতেতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে— বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত পুরুষ পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিবে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার কোন পন্থা নাই, টীকা— বেদ পুরাণ আগমাদি কথিত আচার যুক্ত সাধকই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় অধিকারী হয়, কিন্তু নিষিদ্ধাচারী নহে, কারণ তাহার নিন্দা শ্রবণ করা যায়, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছামত ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি সুখ ও পরাগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব বেদোক্ত বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম পরিত্যাগের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুব্রত ধারণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ পন্থা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের কারণ হয় না, এই অর্থ। এই প্রকার অন্যান্য বাক্য ও দেখা যায়, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে— যে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, সুহৃৎ ও বিপক্ষে সমমতি, কোন বস্তু হরণ করে না, কাহাকেও হিংসা করে না, যে শুদ্ধ মানস তাহাকে শ্রীবিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে— শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকী শ্রীহরির ভক্তি উৎপাতের নিমিত্তই হয়, সুতরাং বিদ্যা শেষহেতু অর্থবাদই হয়।

শঙ্কা— যদি বলেন— এই প্রকার পূর্ব্বে বিদ্বানগণ প্রজা কামনা করেন না, প্রজাদ্বারা কি করিব, যাহাদের এই আত্মা এই লোক, তাহারা পুত্র এষণা বিত্ত এষণা লোক এষণ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা আচরণ করে। এবং এই প্রকার জানিয়া বিদ্বান ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করে। কৈবল্যোপনিষদে বর্ণিত আছে— কর্ম্মের দ্বারা নহে, প্রজার দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— হে অর্জ্জুন! তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবে, তাহা দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভকরে, কেবল রুচির নিমিত্ত ফল শ্রুতি বর্ণিত হইয়াছে। ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে?

ইতোঽপি কর্ম্মাঙ্গমাত্মবিদ্যেত্যাহ–

॥ওঁ॥ আচার দর্শনাৎ ॥ওঁ॥৩/৪/১/৩॥

"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" (বৃ০–৩/১/১) "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" (ছা০–৫/১১/৫) ইতি বৃহদারণ্যকাদিষু বিদ্বদ্‌বরিষ্ঠানামপি কর্ম্মাচরণ

অথ প্রকারান্তরেণ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতিপাদয়ন্তি–"ইতোঽপীতি । অত্র শ্রীজৈমিনিমতমুপন্যস্য সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–আচার দর্শনাৎ" ইতি ব্রহ্মবিদাং জনকাদীনাং কর্ম্মষু এব আচারো দৃশ্যতে, তস্মাৎ তেষামাচারেষু কর্ম্মণাং প্রাধান্য দর্শনাৎ ন কেবলবিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ । অথ বৃহদারাণ্যকোপনিষৎ প্রমাণেন তদেব দ্রঢ়য়ন্তি–"জনক" ইতি । বিদেহঃ–বিদেহানাং রাজা জনকঃ বহুদক্ষিণেন অশ্বমেধেন যজ্ঞেন ইজে ; যজয়ামাস ইতি ।

এবং ছান্দোগ্যেঽ পি–অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ কিল আত্মবিত্তমঃ তদ্‌বিজ্ঞানায়োপগতান্ তান্ ঋষীন্ প্রত্যাহ–যক্ষ্যমানঃ" ইতি । হে ভগবন্তঃ ! পূজনীয়াঃ ! যক্ষ্যমাণোঽহস্মিঃ যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তুমিচ্ছামি । এবং ব্রহ্মবিদগ্রেসরাণাং জনকাদীনামপি কর্ম্মনিষ্ঠা স্মৃতিষু দৃশ্যতে–তথাহি শ্রীগীতাসু–৩/২০ "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ–৬/৬/১২ ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।

সমাধান— এই অপেক্ষায় বলিতেছেন— ত্যাগেতি। ত্যাগ বাক্যসকল কর্ম্মের অযোগ্য পঙ্গু ও অন্ধের বিষয়ে জানিবে, এই বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে— কেহ কেহ পঙ্গু অন্ধ বধির অলস জরাতুর মানবগণ বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া 'আমরা সুখী' এই প্রকার রিক্ত ভাষায় অজ্ঞ মানবগণকে প্রতারণা করে, অতএব বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা বিষয় লাভ হয় এবং বিষয় সেবার দ্বারা সুখের উৎপত্তি হয়, এবং দুঃখের বিনাশ হয়। সুতরাং আত্মবিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ হয়।।২।।

অনন্তর প্রকারান্তরে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন- ইতোঽপীতি। ইহা হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব বলিয়াছেন। এইস্থলে শ্রীজৈমিনি মুনির মত উপন্যস্ত করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ- আচারেতি। আচার দেখা যায়, অতএব তাঁহাদের আচরণে কর্ম্মের প্রাধান্য দর্শন হেতু কেবলমাত্র বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থ লাভ হয় না। অনন্তর বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বাক্য প্রমাণের দ্বারা তাহাই দৃঢ় করিতেছেন— জনকেতি। বিদেহদেশের রাজাজনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকরিয়াছিলেন। অর্থাৎ বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— হে ভগবন্ত! আমি যক্ষমান হইব, অর্থাৎ আত্মবিত্তম অশ্বপতি রাজা কেকয় বিজ্ঞানের নিমিত্ত সমাগত ঋষিগণ কে বলিলেন- হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদাদিতে বিদ্বদ্ শ্রেষ্ঠগণের কর্ম্মাচরণ দেখা যায়। অর্থাৎ এই প্রকার ব্রহ্মবিদগ্রেসর শ্রীজনকাদি রাজর্ষিগণের কর্ম্মনিষ্ঠা স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে— রাজা কেশীধ্বজ জ্ঞান আশ্রয় করিয়াও ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুযজ্ঞ অনুষ্ঠান

বীক্ষণাৎ । কেবলয়া বিদ্যয়া পুমর্থাসিদ্ধৌ ক্রিয়াপ্রয়াসস্তেষাং ন স্যাৎ । "অক্কেচেৎ" (জৈ০–সূ০–শ০–১/২/১/৪) ইত্যাদি ন্যায়াচ্চ ॥৩॥

॥ওঁ॥ তচ্ছ্রুতেঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১/৪॥

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছা০–১/১/১০) ইতি ছান্দোগ্যে কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ ॥৪॥

ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া ॥ (কেশীধ্বজঃ) শ্রীভাগবতে–৫/৭/৫ ইজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়াহৃতাগ্নিহোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশুসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা" ইতি । (মহাভাগবতো ভরতঃ) তস্মাৎ কেবলয়া বিদ্যয়া" ইতি স্পষ্টম্ । অত্রার্থে ন্যায়মুদাহরন্তি–অক্কে" ইতি । অর্ক্কপাঠাস্তু শ্রীশবরস্বামিসম্মতঃ ।

তথাহি মীমাংসাদর্শনে–১/২/১/৪ তদ্ যথা পথিজাতে অর্কে মধুমৃৎসৃজ্য তেনৈব পথা মধ্বার্থিনঃ পর্বতং ন গচ্ছেয়ুঃ ; অপি চাহঃ–অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমথং পর্বতং ব্রজেৎ । ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ ॥ ইতি । তস্মাৎ কর্ম্মাঙ্গমাত্মবিদ্যা ইতি ॥৩॥

অথ শ্রুতিবাক্যপ্রমাণেনাপি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মঙ্গত্বং প্রতিপাদয়িতুং শ্রীজৈমিনিমতং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি । তৎ–ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং শ্রুতেঃ, শ্রুতিবাক্যেনাপি তথা শ্রবণাৎ কর্ম্মশেষ এব বিদ্যা ইতি । অত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যেনাপি তদেব প্রমাণয়ন্তি–"যদেব" ইতি ।

যদেব কর্ম্ম বিদ্যয়া যুক্তয়া করোতি, শ্রদ্ধয়া করোতি, উপনিষদা-জ্ঞানসহকৃতেন করোতি, তদেব কর্ম্ম বীর্য্যবত্তরং শীঘ্রফলপ্রদায়কং ভবতীতি । পূর্বপ্রজ্ঞা চ বুদ্ধিশ্চ পূর্বসংস্কারানুরূপৈব ভবতীত্যর্থঃ । অত্র

করিয়াছিলেন, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- মহাভাগবত রাজা ভরত উচ্চাবচ ক্রতুর দ্বারা যজ্ঞক্রতুরূপ শ্রীভগবানকে যজনা করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহৃত অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য পশুসোমের প্রকৃতি বিকৃতির দ্বারা অনুসবন চাতুর্হোত্র বিধির দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতএব কেবল বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থসিদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মবিৎগণের ক্রিয়া প্রয়াশ হইবে না। এই বিষয়ে ন্যায় উদ্ধৃত করিতেছেন- অক্কে যদি মধু প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি ন্যায় হেতু। অর্থাৎ- অর্ক্কপাঠ শ্রীশবরস্বামী সম্মত, মীমাংসাদর্শনে বর্ণিত আছে— পথে উৎপন্ন অর্ক অর্ক বৃক্ষে মধু পরিত্যাগ করিয়া মধুকামী সেই পথেই পর্ব্বতে গমন করে না, অর্কে যদি মধু লাভ হয় তবে কি নিমিত্ত পর্ব্বতে গমন করিবে? যদি অনায়াসে ইষ্টার্থ সিদ্ধি হয় তজ্জন্য কে বিদ্বান যত্ন করিবে। অতএব কর্ম্মাঙ্গই আত্ম বিদ্যা হয়।।৩।।

অনন্তর শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ শ্রীজৈমিনিমতে সূত্র করিতেছেন- তদিতি। তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন, অর্থাৎ তৎ ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব শ্রুতেঃ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শ্রবণ হেতু বিদ্যা কর্ম্মশেষই হয়। ছান্দোগ্যে শ্রুতিবাক্যে তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন। যদেবেতি। যে কর্ম্ম বিদ্যার সহিত করে, শ্রদ্ধা যুক্ত করে, উপনিষদা জ্ঞান সহকৃত করে, সেই

॥ওঁ॥ সমন্বারম্ভণাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১/৫॥

"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ" (বৃ০–৪/৪/২) ইতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলারম্ভে সাহিত্যদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥৫॥

॥ওঁ॥ তদ্বতো বিধানাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১/৬॥

"ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীতে" (তৈ০–ব্র০) ইতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মজ্ঞানবতো ব্রহ্মত্বেন বরণবিধানাৎ। ব্রহ্মজ্ঞানস্য আর্ত্তিজ্যাধিকারসম্পাদকত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গা

বিদ্যয়া ইতি তৃতীয়া শ্রুত্যা বিদ্যায়াঃ তস্যাঃ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ স্বাতন্ত্রেণ মোক্ষজনকত্বং ন ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কর্ম্মশেষত্বং বিদ্যায়াঃ স্থিরম্ ॥৪॥

অথ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবত্বে সূত্রান্তরমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–সমন্বারম্ভণাৎ" ইতি। সমন্বারম্ভণাৎ–মৃতজনেন সহ ফলজনকত্বরূপেণ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সহানুগমনদর্শনাৎ। অত্রার্থে শ্রুতিপ্রমাণমাহঃ–"তমিতি। তং লোকান্তরং গচ্ছন্তং পুরুষং ফলারম্ভকে তে বিদ্যাকর্ম্মণী সমনুগচ্ছতে" ইত্যর্থঃ শেষং স্পষ্টম্। তস্মান্ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়া মোক্ষদত্বমিতি ॥৫॥

অথ ব্রহ্মবিদ্যাবতামপি কর্ম্মবিধানাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিতি শ্রীজৈমিনিমতং পুনঃ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তদ্‌বতঃ" ইতি। ব্রহ্মজ্ঞানবতঃ যাবজ্জীবনং কর্ম্মানুষ্ঠানশ্রবণাৎ বিদ্যা কর্ম্মশেষ এব ইতি। অত্রার্থে শ্রুতিবাক্যমদাহরন্তি–"ব্রহ্মিষ্ঠঃ" ইতি। ব্রহ্মিষ্ঠঃ–অতিশয়েন ব্রহ্মজ্ঞানবান্ ; ব্রহ্মশব্দাদিষ্ঠঃ,

---

কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর শীঘ্রফলদায়ক হয়। এই প্রকার ছান্দোগ্যে বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব শ্রবণ করা যায়। এইস্থলে 'বিদ্যয়া' এই তৃতীয়াবিভক্তি হেতু সেই ব্রহ্ম বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব বিধায় স্বতন্ত্ররূপে মোক্ষ উৎপন্ন করিতে পারে না এই অর্থ। অতএব বিদ্যার কর্ম্মশেষত্বই সুস্থির হইল।।৪।।

অতঃপর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যাভাবত্বে অন্য সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সমিতি। সমন্বারম্ভ হেতু। মৃত জনের সহিত ফলজনকত্বরূপে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহানুগমন দেখা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন- তমিতি। তাহাকে বিদ্যা ও কর্ম্ম সমন্বারম্ভ করে, লোকান্তর গমনকারী পুরুষের সহিত বিদ্যাও কর্ম্ম অনুগমন করে, পূর্ব্বপ্রজ্ঞাও বুদ্ধি পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপই হয়, এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদে বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফলালম্ভ বিষয়ে সাহিত্য সহভাব দেখা যায়, সুতরাং বিদ্যা স্বাধীন ভাবে মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন না ইহাই অর্থ।।৫।।

অনন্তর বিদ্যা যুক্ত ব্রহ্মবিৎ গণেরও কর্ম্মাচরণ বিধান হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ এই প্রকার শ্রীজৈমিরমত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পুনঃ সূত্র করিতেছেন- তদিতি। তদ্ যুক্তগণের বিধান হেতু, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানবানদিগের যাবৎ জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান বিধান হেতু বিদ্যা কর্ম্মশেষই হয়। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন- ব্রহ্মিষ্ঠেতি। ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রহ্মারূপে আপনাকে দর্শপৌর্ণমাসযাগে বরণ করিতেছি,

বিদ্যেত্যর্থঃ ॥৬॥

॥ওঁ॥ নিয়মাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১/৭॥

ঈশাবাস্যোপনিষদি–(২)

"কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথাতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ইতি। আত্মবিদো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠাননিয়মাচ্চ।

মতুপোলুক্ । তথাহি ভগবান্ পাণিনিঃ–৫/৩/৬৫ "বিন্মতোলুক্" শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে–৭/১০-২৩ "আখ্যাতাত্তরাম্" বৃত্তিশ্চ–ইষ্টেয়সূ গুণবচনাদেব তথৈবোদাহৃতম্ ; বিন্মত্বোহর ইতি" ব্রহ্মিষ্ঠঃ যাগাদিকার্য্যে ব্রহ্মা ভবতি ; তস্মাৎ-দর্শপৌর্ণমাসয়োঃ যাগকার্য্যে তং ব্রহ্মা বৃণীতে, ত্বংব্রহ্মাভব" ইত্যর্থঃ । শেষং স্ফুটার্থম্ ।

তথাচ–বিদ্যাপর–পর্য্যায়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য যাগকার্য্যে ব্রহ্মাধিকার সম্পাদকত্বাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ইতি । এবং ছান্দোগ্যোপনিষদি–৮/১৫/১"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষে-ণাভিসমাবৃত্য" ইতি । অত্র গুরোঃ সকাশে সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ কর্ম্মাধিকারং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ। শ্রীভাগবতে চ–৬/৭/৩২ বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্। যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা॥ অত্র ইন্দ্রাদিদেবানাং ব্রহ্মিষ্ঠং বিশ্বরূপং পৌরহিত্যে বরণমিতি বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ইতি ॥৬॥

অথ প্রকারান্তরেণ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"নিয়মাচ্চ" ইতি। আত্মবিদাং যাবজ্জীবনকালং কর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং ইতি নিয়মাৎ চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতিপাদিতমিতি। অত্রার্থে শ্রুতিপ্রমাণমাহঃ–"ঈশাবাস্য" ইতি । ইহ কর্ম্মাণি কুর্বন্ শতং সমা জিজীবিষেৎ, এবং ত্বয়ি নরে কর্ম্ম ন লিপ্যতে, ইতঃ অন্যথা ন অস্তি ।

অথ নিয়মপ্রকারমাহঃ–ইহ মানবশরীরে জীবো নিবসন্ কর্ম্মাণি-দর্শ-পৌর্ণমাসাগ্নিহোত্রাদীন্ কুর্বন্

অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠ অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞানবান, ব্রহ্ম শব্দের উত্তরে ইষ্ঠ প্রত্যয় হইয়াছে, ব্রহ্মিষ্ঠ যাগাদিকার্য্যে ব্রহ্মা হয়েন, সুতরাং দর্শপৌর্ণমাসযাগ কার্য্যে তাহাকে ব্রহ্মারূপে বরণ করে, 'তুমি ব্রহ্মা হও' ইত্যাদি। ব্রহ্মজ্ঞানবানের ব্রহ্মারূপে বিধান হেতু, এবং ব্রহ্মজ্ঞের আর্ত্তিজ্যাধিকারের বিধান হেতু বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ হয় ইহাই অর্থ। তথাচ- বিদ্যাপর পর্য্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের যাগকার্য্যে ব্রহ্মা হইবার অধিকার দেখা যায়, সুতরাং বিদ্যাকর্ম্মের অঙ্গ। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে- আচার্য্য সবিধে বেদ অধ্যয়ন করিয়া যথা বিধানে গুরু দক্ষিণাদি প্রদান করতঃ সমাবর্ত্তন করিবে, এইস্থলে শ্রীগুরুদেবের নিকটে সমস্ত বেদার্থ বিজ্ঞান যুক্ত ব্রহ্ম জ্ঞানির শ্রুতি কর্ম্মাধিকার প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— দেবগণ কহিলেন হে বিশ্বরূপ! আপনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও গুরু সুতরাং আপনাকে পুরোহিত রূপে বরণ করিতেছি, কারণ আপনার তেজে আমরা সত্তর শত্রুগণকে বিজয় করিব। এইস্থলে ইন্দ্রাদিদেবগণের ব্রহ্মিষ্ঠ বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে বরণ করা হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়।।৬।।

এতেন ক্বচিৎ ত্যাজক বাক্য শ্রবণাৎ বিধান-ত্যাগয়োর্বিকল্প ইত্যপাস্তম্ । তস্য পঙ্‌গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বাৎ । "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নি মুদ্‌বাসয়তে" ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যা ত্যাগস্য বিগীতত্বাদিতি॥ (পূর্বপক্ষ)

শতং সমাঃ সম্বৎসরান্ জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ, যদি জীবিতুমিচ্ছেৎ তদা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব জীবেৎ" ইতি নিয়মবিধিঃ । এবং ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে জীবিতকালে সতি অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে ; তেনাশুভকর্ম্মণা ত্বং ন লিপ্যসে' ইত্যর্থঃ । ইতঃ এবং প্রকারাৎ অন্যথা-প্রকারান্তং জীবনধারণ প্রকারং ন অস্তি, এবং কৃতে সতি ধর্ম্মলোপো ন ভবেদিত্যর্থঃ ।

ননু-তথাত্বে-"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি কর্ম্মত্যাজকবাক্যানাং কাগতিরিত্যপেক্ষায়ামাহঃ-"এতেন" ইতি । ন চ কর্ম্মবিধান তত্ত্যাগয়োবিকল্পঃ" ইতি বাচ্যম্ ; যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানেন নিয়মবিধানাৎ তন্নিরাকৃতং বেদ্যম্ । অথ তৈত্তিরীয়কশ্রুতিবাক্যপ্রমাণেনাপি কর্ম্মত্যাগং নিন্দতি-বীরহা" ইতি । যো মানবো দেবানামগ্নিমুদ্‌বাসয়তে স বীরহা ভবতি, তস্য বীরাঃ পুত্রা ম্রিয়ন্তে, স পুত্রঘাতপাপং বিন্দতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ কর্ম্মত্যাগনিন্দশ্রবণাৎ, যাবজ্জীবং তদনুষ্ঠানবিধান নিয়মাচ্চ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ইতি ।

বিদ্যা তু কর্ম্মণোঽঙ্গং হি তেন সর্বমবাপ্যতে ।
তস্য ত্যাগং ন কর্ত্তব্যং যাবজ্জীবতি মানবঃ ॥৭॥

ইতি পুরুষার্থাধিকরণং প্রথমং সম্পূর্ণম্ ॥১॥

অনন্তর প্রকারান্তরে বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- নিয়মেতি। নিয়ম হেতু, অর্থাৎ আত্মবিৎ গণের যাবৎ জীবনকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য' এই নিয়ম হেতু বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ বলিতেছেন- ঈশেতি। ঈশাবাস্যোপনিষদে বর্ণিত আছে— এইজগতে কর্ম্মসকল আচরণ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, এই প্রকার সেই নরে কর্ম্ম লিপ্ত হয় না, ইহা হইতে অন্যথা নাই, অর্থাৎ নিয়ম প্রকার বলিতেছেন- এই মানব শরীরে জীব নিবাস করত-কর্ম্ম দর্শপৌর্ণমাস অগ্নিহোত্রাদি করিয়া শত সম্বৎসরকাল জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে, যদি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর তবে কর্ম্ম সকল করিয়াই বাঁচিয়া থাক, ইহাই নিয়ম বিধি, এই প্রকার তুমি মানবে বর্ত্তমান জীবিতকালে অশুভ কর্ম্মলিপ্ত হইবে না, সেই অশুভ কর্ম্মের দ্বারা তুমি লিপ্ত হইবে না এই অর্থ। এই প্রকার হইতে অন্যথা অন্যভাবে জীবন ধারণের উপায় নাই, এই প্রকার করিলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না, এইভাবে যাবৎ জীবনকাল শ্রুতি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম করিয়াছেন। যদি বলেন— বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বে 'কর্ম্মের দ্বারা প্রজার দ্বারা ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়' ইত্যাদি কর্ম্মত্যাগপর বাক্যসকলের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- এতেনেতি। এই প্রমাণ দ্বারা, কোন শাস্ত্রে কর্ম্মত্যাজক বাক্য হেতু, কোন স্থলে কর্ম্মের বিধান এবং কোনস্থলে ত্যাগ এইরূপ বিকল্পও নিরস্ত হইল, কারণ ত্যাগবাক্য কেবল পঙ্গু ও অন্ধ বিষয়েই জানিতে হইবে, যদি বলেন- কর্ম্মবিধান হেতু কর্ম্মত্যাগের বিকল্প হউক, তাহা বলিতে পারিবেন না, কারণ যাবৎ জীবন কাল কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম

২॥ "অধিকাধিকরণম্"—

ইত্থংবিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ ফলসাধনে স্বাতন্ত্র্যং নেতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

২॥ *"অধিকাধিকরণম্"*

বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণোঽঙ্গত্বং ন ভবেৎ শ্রুতিশাসনাৎ ।
"অধিকঃ" ইতি সূত্রেণ বদতি বাদরায়ণঃ ॥

বিষয়-- অথ অধিকাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ—তথাহি ঈশাবাস্যোপনিষদি—২, কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ । এবং ত্বয়ি নান্যথাতোঽস্তি ন কর্ম্মলিপ্যতে নরে ॥ শ্রীগীতাসু—৩/২০ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" শ্রীদশমে চ—১০/২৪/১৩ কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে । সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, কিমেষা ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মণো শেষভূতা ? অথবা মোক্ষাদি সর্ব্বপ্রদানে স্বতন্ত্রা ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষঃ—এবং বিষয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়তি ইত্থমিতি । ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"শেষত্বাৎ"—ইত্যারভ্য "নিয়মাচ্চ" (৩/৪/১/২—৩/৪/১/৭) ইত্যন্তং শ্রীজৈমিনিমতমধিকৃত্য প্রদর্শিতঃ ; ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

বিধান হেতু তাহা নিরাকৃত হইয়াছে জানিবে, অনন্তর তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি বাক্য প্রমাণের দ্বারা কর্ম্মত্যাগকে নিন্দা করিতেছেন - বীরহেতি। যে মানব দেবগণের অগ্নিকে উদ্বাস ত্যাগ করে সে বীরহা হয়, এই প্রকার তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিবাক্যদ্বারা ত্যাগের বিগীতত্ব শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ বীরহা তাহার বীরপুত্রগণ মরিয়া যায়, সে পুত্র ঘাতের পাপ লাভ করে এই অর্থ। অতএব কর্ম্মত্যাগের নিন্দা শ্রবণ হেতু ও যাবৎ জীবন কাল কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম বিধান করা হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়। বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়, কর্ম্মের দ্বারা সকল বস্তু লাভ হয়, সুতরাং মানব যাবৎ কাল জীবিত থাকিবে কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।।৭।।

এই প্রকার পুরুষার্থাধিকরণ প্রথম সম্পূর্ণ।।১।।

২। অধিকাধিকরণ

উত্তরপক্ষ—অনন্তর অধিকাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রুতি শাস্ত্রের অনুশাসন হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইবে না, তাহা আধিক্য এই সূত্রের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন।

বিষয়— অথ অধিকাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার— ঈশাবাস্যোপনিষদে বর্ণিত আছে— ইহ জগতে কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে, ইহা ইহাতে অন্য পন্থা নাই, সেই মানবে কর্ম্ম লিপ্ত হয় না। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— জনকাদি মহারাজগণ কর্মের দ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- জন্তু জীব কর্মের দ্বারাই জাত হয়, কর্ম্মের দ্বারাই বিলীন হয়, সুখদুঃখ ভয়ও ক্ষেম মানব কর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিষয়বাক্য।

॥ওঁ॥অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবংতদ্দর্শনাৎ ॥ওঁ॥৩/৪/২/৮॥

"তু" শব্দাৎ পূর্বপক্ষো ব্যাবৃত্তঃ। কর্ম্মণঃ সকাশাদধিকা তদুদ্দেশ্যত্বেন তৎ প্রধানভূতা বিদ্যেতি মন্তব্যম্। কুতঃ ? এবং বাদরায়ণস্যোপদেশাৎ। ন চ তদুপদেশো বিনির্ম্মূল ইত্যাহ–তদ্দর্শনাদিতি।

সিদ্ধান্ত :–ইত্থং বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ ফলসাধনে স্বাতন্ত্র্যং ন ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে তন্নিরস্যতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অধিকোপদেশাৎ" ইতি। অধিকঃ ; ইতি–যাগাদিকর্ম্মণঃ সকাশাৎ অধিকা, মোক্ষলাভোদ্দেশ্যত্বেন প্রধানীভূতা বিদ্যা ইতি স্বীকর্ত্তব্যম্ ; এবং কুতঃ ? বাদরায়ণস্য উপদেশাৎ ; এবং শ্রুতিষু অপি তদ্‌দর্শনাৎ, "বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবাদ্ শ্রীবাদরায়ণস্য এবং ব্রহ্মবিদ্যা এব মোক্ষপর্য্যন্ত–সর্বপ্রদায়িকা ইত্যুপদেশাৎ। তথাহি শ্রীভাগবতে–১/৭/৭ যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥ ইতি। অথ সুত্রস্থ "তু" শব্দার্থমাহঃ–"তু" ইতি। অত্র ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্বপ্রদত্বে পূর্বপক্ষো ন কর্ত্তব্যঃ ; ইতি। কর্ম্মণঃ–ইতি প্রকটার্থম্।

এবং শ্রীবাদরায়ণস্য উপদেশঃ সর্বথা মূলহীনো ভবতি, তদ্‌বাক্যস্য মূলত্বেন শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি–তমেতমিতি। তং এতং সর্বেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং ব্রাহ্মণাঃ–লব্ধসৎপ্রসঙ্গ–শ্রীগুরুপ্রসাদাল্লব্ধদীক্ষঃ ব্রাহ্মণঃ, বেদানুবচনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, যজ্ঞেন, অনাশকেনযুক্তিযুক্তাহারেণ, বিবিদিষন্তি, বিশেষরূপেণ জানন্তি; এবং তং পরংব্রহ্ম–শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা মুনিঃ ভবতি, তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তবাৎসল্যাদিমহিমায়াঃ স্মরণশীলো ভবতি ; এবং মননশীলো ভূত্বা প্রব্রাজিনো-পরমবিশুদ্ধচেতসঃ সন্ন্যাসিনঃ লোকং পদং অভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি, পরিত্যক্ত্বা সর্বধর্ম্মান্ সন্ন্যাসাশ্রমং গচ্ছন্তি।

তথাহি শ্রীগীতাসু–১৮/৬৬ সর্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেক শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ শ্রীভাগবতে চ–১১/২০/৯ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎ

সংশয়— এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে- এই ব্রহ্মবিদ্যা কি কর্ম্মের শেষভূতা? অথবা মোক্ষাদি সর্ব্বপ্রদানে সমর্থা হয়? এই প্রকার সংশয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ— এই বিষয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন-ইত্থমিতি। এই প্রকার বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গ ত্ব সিদ্ধ হইলে ফলসাধনে তাহার স্বতন্ত্রতা নাই। ভগবান শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক 'শেষত্বাৎ' নিয়মাচ্চ' এই ছয়টি সূত্রের দ্বারা শ্রীজৈমিনিরমত প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বহেতু ফল সাধনে স্বাধীনতা নাই' এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন- অধিকেতি। শ্রীবাদরায়ণের উপদেশহেতু অধিক, তাহা শ্রুতি শাস্ত্রে ও দেখা যায়। অর্থাৎ যাগাদিকর্ম্মের সকাশ হইতে অধিকা, মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে প্রধানীভূতা বিদ্যা স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রকার কেন? শ্রীবাদরায়ণের উপদেশহেতু, এবং শ্রুতিশাস্ত্রেও তাহা দেখা যায়, বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবান শ্রীবাদরায়ণের এই প্রকার ব্রহ্ম বিদ্যাই মোক্ষপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রদানকারিণী ইহা উপদেশ

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চ এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি ; এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃ০–৪/৪/২২) ইতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাফলানি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ।

জাতায়াঞ্চ তস্যা তানি পুনঃ পরিত্যজ্যন্তে । পরত্র তেষাং নৈরর্থক্যাৎ ; সাধনাৎ ফলং কিল প্রধানম্ ॥৮॥

কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ইতি বৃহদারণ্যকে কর্ম্মাণি বিদ্যাফলকানি–যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানস্য ফলন্তু বিদ্যালাভ এব ; পরত্র ইতি–পরত্র বিদ্যোদয়াদুত্তরস্মিন্ কালে তেষাং কর্ম্মণাং নৈরর্থক্যাৎ, সাধনাৎ কর্ম্মণঃ ফলং বিদ্যা সা কিল মোক্ষসাধনে প্রধানা ইতি । তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ন কর্ম্মণঃ শেষভূতা ইতি ॥৮॥

হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— যে সংহিতা শ্রবণ করিলেই মানবের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়, যাহা শোক মোহ ও ভয় নাশ করে। অনন্তর সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন- ত্বিতি। তু শব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্ত হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বপ্রদত্বে পূর্ব্বপক্ষ করা কর্ত্তব্য নহে। ভাষ্য— কর্ম্মের সকাশ হইতে অধিক, কর্ম্মের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিবারজন্য কর্ম্মের প্রধানভূতা বিদ্যা ইহা মনে করিতে হইবে। কেন? এই প্রকার শ্রীবাদরায়ণের উপদেশ হেতু। শ্রীবাদরায়ণের উপদেশ বিনির্ম্মূল নহে, তাহা বলিতেছেন- তাহা দর্শন হেতু। এই প্রকার শ্রীবাদরায়ণের উপদেশ সর্ব্বথা মূলহীন নয়, সুতরাং তাঁহার বাক্যের মূলত্ব বিষয়ে শ্রুতিবাক্য উদাহরণ প্রদান করিতেছেন- তমিতি। সেই এই পরমেশ্বরকে ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা শ্রদ্ধা যজ্ঞ অনাশক দ্বারা জানেন, জানিয়া মুনি হয়েন, মুনি হইয়া পরং পদ ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন। অর্থাৎ সেই এই সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে ব্রাহ্মণ-লব্ধসৎপ্রসঙ্গ শ্রীগুরু প্রসাদ হইতে প্রাপ্ত দীক্ষা ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচন ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা অনাশক যুক্তিযুক্ত আহারের দ্বারা বিশেষরূপে জানেন, এই প্রকার সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া মুনি হন, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমার স্মরণশীল হয়, এইভাবে মননশীল হইয়া পরমবিশুদ্ধ হৃদয় সন্ন্যাসিগণের লোক পদ কামনা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন, সকল ধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করেন। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— হে পার্থ! তুমি সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে যাবৎকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয়, অথবা যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হয়। এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদে কর্ম্মসকলকে বিদ্যাফলকানি-যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল বিদ্যালাভই বিধান করিয়াছেন। বিদ্যা জাত হইলে পরে তাহার নিরর্থক হেতু, সাধন হইতে ফল প্রধান হয়। অর্থাৎ বিদ্যা উদয় হইলে পরে কর্ম্মাচরণের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং তাহা নিরর্থক, কারণ সাধন কর্ম্ম হইতে ফল বিদ্যা মোক্ষসাধনে প্রধানা হয়, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের শেষভূতা নহেন ইহাই অর্থ।।৮।।

যত্তু বিদ্বদ্ বরিষ্ঠানাং কর্ম্মাচারদর্শনাৎ তৎ শেষো বিদ্যেত্যুক্তং তন্নিরাসায়াহ–

॥ওঁ॥ তুল্যং তু দর্শনাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/২/৯॥

তচ্ছেষত্বসম্ভাবনানিরসায় "তু" শব্দঃ। বিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বেঽপি তুল্যং দর্শনমস্তি। "এতদ্ধস্ম বৈ বিদ্বাংস আহ ঋষয়ঃ কারষেয়াঃ। কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধস্ম বৈ পূর্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহাবাঞ্চক্রিরে" (ঐত০–আর০–

পূর্বং যদ্ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠানাং জনকাদীনাং কর্ম্মাচার মুক্তং তৎ স্মারয়ন্তি–"যত্তু" ইতি। "আচারদর্শনাৎ" (৩/৪/১/৩) ইতি পূর্বপক্ষনিরাসায় সূত্রমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"তুল্যমিতি" ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বসম্ভাবনাপি ন কর্ত্তব্যা ইতি ; কুতঃ ? তস্যাঃ কর্ম্মণোঽঙ্গত্বাভাবে তুল্যং সমানং দর্শনং শ্রুতিবাক্যং অস্তি, তথাচ–ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বেঽপি তুল্যং শ্রুতি প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ। অথ সূত্রস্থ "তু" শব্দেন ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বলিঙ্গস্য প্রাবল্যং প্রতিপাদিতম্। অত্রার্থে বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি–এতদ্ধ" ইতি। শ্রুতিবাক্যমিদং যথাযথং বৃহদারণ্যকোপনিষদি নৈবোপলভ্যতে ; কিন্তু তৈত্তিরীয়ারণ্যকাদৌ কিঞ্চিৎ পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

ব্যাখ্যা চ–তথাচ–কারবেষা বিদ্বাংস ঋষয় আহুঃ বয়ং কিমর্থাঃ অধ্যেষ্যামহে ; বেদাদিশাস্ত্রমধ্যয়নং কুর্ম ; কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে–যাগাদিকর্ম কুর্ম এবং বিচারং কৃত্বা পূর্বেবিদ্বাংসঃ ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহাবাঞ্চক্রিরে। এবং বৈ তে বিদ্বাংসো ব্রহ্মণাঃ তং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা এষণাত্রয়াৎ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যাং সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরন্তি। তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/১৮/২৮ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্‌ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাঁস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ অনৈকান্তিকমিতি–ভবতামনুমানং

পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠ জনকাদি রাজগণের কর্ম্মাচরণের কথা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করাইতেছেন- যত্ত্বিতি। আপনারা (মীমাংসক) যে বিদ্বদ্বরিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞগণের কর্ম্মাচরণ দর্শনহেতু কর্ম্মশেষ বিদ্যা বলিয়াছেন তাহা নিরাস করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, 'আচার দর্শন করা যায়' এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ করিবার ইচ্ছায় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র বলিতেছেন- তুল্যমিতি। তুল্যই হয় দর্শন হেতু, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভাবনাও করা উচিত নহে, কেন? বিদ্যার কর্ম্মের অঙ্গত্বাভাবে তুল্য সমান শ্রুতিবাক্য বিদ্যমান আছে। তথাচ ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মের অনঙ্গরূপে তুল্য শ্রুতি বাক্য প্রমাণ আছে। অথ সূত্রস্থ তু শব্দের অর্থ বলিতেছেন- তদিতি। বিদ্যার তৎ কর্ম্ম শেষত্ব সম্ভাবনা নিরাস করিবার নিমিত্ত তু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ তু শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মানঙ্গত্ব লিঙ্গের প্রাবল্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিদ্যার কর্ম্মের অনঙ্গত্ব বিষয়ে তুল্য দর্শন শ্রুতি প্রমাণ অছে। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্যের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন- এতদ্ধিতি। এই শ্রুতি বাক্যটি বৃহদারণ্যকোপনিষদে যথাযথ ভাবে দেখা যায় না, কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকাদিতে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দেখা যায়। ব্যাখ্যা— কারবেষ বিদ্বান ঋষিগণ বলিয়াছিলেন- আমরা কি নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্ত আমরা যাগাদি কর্ম্ম করিব, এই প্রকার বিচার করিয়া পূর্ব্বে বিদ্বান ব্রহ্মজ্ঞানিগণ

৩/২/৬) "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চবিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি" (বৃ০–৩/৫/১) ইতি তত্রৈব বিদ্যানিষ্ঠানাং কর্ম্মত্যাগদর্শনাৎ অনৈকান্তিকং তল্লিঙ্গমিতি। কর্ম্মাচারদর্শনমপ্যত্র ন বাধকং সত্ত্বশোধনায় লোকসংগ্রহায় চাপেক্ষ্যত্বাৎ ॥৯॥

সব্যভিচারদোষদুষ্টম্ ; তথাহি–বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গং বিদ্বদাশ্রিতত্বাৎ জ্ঞানবৎ" ইতি। অত্র বিদ্যায়াঃ কর্ম্মপূর্বকত্বসাধ্যং নাস্তি ; কিন্তু তস্যাঃ বিদ্বদাশ্রিতত্বহেতোর্বর্ত্তমানত্বাৎ দুষ্টানুমানমিত্যর্থঃ। কর্ম্মাচারদর্শনমিতি–স্ফুটার্থম্। তথাচ–ন চ জনকাদীনাং কর্ম্মাচারদর্শনাৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গমিতি বাচ্যম্ তেষাং দেহাভিমানশূন্যতয়া চোদনাপ্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ। জনকাদীনাং কৃতকর্ম্মণশ্চোদনালক্ষণত্বাভাবেন অকর্ম্মতয়া তদাচারদর্শনস্য বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে দৌর্ব্বল্যাৎ ; ন কর্ম্মাঙ্গা বিদ্যা ইত্যর্থঃ।

ননু–"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধম্" ইত্যস্য কা গতিঃ ? তত্রাহঃ–কর্ম্মণৈব" ইত্যত্র "উপায়েন" ইতি বিশেষ্যং মৃগ্যং ; ততশ্চ কর্ম্মনৈব ইতি "এব" কারেণ তস্যাঃ সিদ্ধেঃ যোগাভাবঃ গম্যতে ; এবঞ্চ কর্ম্মণা বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সম্যগ্ বিদ্যালব্ধা এব সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইতি–অত্র তু তাদৃশেনাপি গৃহিণা যৎ শ্রীভগবদারাধনং তদেব তত্তোষহেতুঃ, ন তু কর্ম্ম ইতি তস্যার্থঃ। এবং "ন চলতি" ইত্যাদিকমপি প্রতিষ্ঠিতগৃহিবিষয়ং বোদ্ধ্যম্। তস্মাৎ বিদ্যা ন কর্ম্মাঙ্গা ॥৯॥

অগ্নিহোত্র হবন করেন নাই, এই প্রকার সেই বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া পুত্র কামনা বিত্তকামনা লোককামনা হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— আমার ভক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা বিরক্ত কিম্বা অনপেক্ষকই হউক নিজের আশ্রমোচিত চিহ্ন এবং আশ্রমসকল পরিত্যাগ করিয়া বিধির অগোচর হইয়া বিচরণ করিবে। এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদেই বিদ্যানিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কর্ম্মত্যাগদর্শন হেতু বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব অনুমান অনৈকান্তিক, আপনাদের অনুমান সব্যভিচারদোষ দুষ্ট হয়, তাহা এই প্রকার- বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, বিদ্বানগণের আশ্রিত হেতু যেমন জ্ঞান, এই অনুমানে বিদ্যার কর্ম্ম পূর্ব্বকত্ব সাধ্য নাই, কিন্তু তাহার বিদ্বদাশ্রিত্ব হেতু বর্ত্তমান থাকার জন্য এই অনুমান দোষযুক্ত। কর্ম্মাচরণ দর্শন ও বাধক নহে, তাহা সত্ত্বশোধন ও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ যদি বলেন— জনকাদি রাজর্ষিগণের কর্ম্মাচরণ দেখা যায় সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়, ইহাই প্রমাণ, এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ জনকাদির দেহাভিমান শূন্য হেতু চোদনা প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। জনকাদি ব্রহ্মবাদি রাজগণের কৃতকর্ম্ম সকলের চোদনা বিধিলক্ষণত্ব অভাব হেতু অকর্ম্ম হয়, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মাচরণ বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে দুর্ব্বল হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে এই অর্থ।

যদি বলেন— জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন' এই বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- কর্ম্মের দ্বারা, এইস্থলে উপায়ের দ্বারা' এই বিশেষ্য অন্বেষণ করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মনৈব এই এব কারের দ্বারা সেই সিদ্ধি কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষসিদ্ধির যোগাভাব বুঝা যায়। সারার্থ—

"তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্র০–সূ০–৩/৪/১/৪) ইতি নিরাসায়াহ–

॥ওঁ॥ অসার্বত্রিকী ॥ওঁ॥ ৩/৪/২/১০॥

"যদেব বিদ্যয়া" ইতি (ছা০–১/১/১০) শ্রুতিরসার্বত্রিকী ন সর্ববিদ্যা বিষয়া ; প্রকৃতোদ্‌গীথবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ । তেন সর্বাসাং বিদ্যানাং ন কর্ম্মাঙ্গতেতি ॥১০॥

"সমন্বারম্ভণাৎ" (ব্র০–সূ০–৩/৪/১/৫) ইতি প্রত্যাহ–

॥ওঁ॥ বিভাগঃ শতবৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/২/১১॥

অথ "তচ্ছ্রুতেঃ" (৩/৪/১/৪) ইত্যনেন যৎ "বিদ্যয়াকরোতি" (ছাঃ–১/১/১০) ইতি "বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্ব শ্রবণাৎ" ইত্যুক্তং ; তৎ পূর্বপক্ষং নিরাকর্ত্তুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অসার্বত্রিকী" ইতি । ছান্দোগ্যোপনিষদি যা "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি শ্রুতিঃ ; সা শ্রুতির্ন সার্বত্রিকী সর্ববিদ্যাবিষয়া; কিন্তু কেবলমুদ্‌গীথবিদ্যাবিষয়মেব ।

ন চাত্র তৃতীয়য়া তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং, মোক্ষ প্রদত্বে চ স্বতন্ত্র্যাভাবত্বামিতি বাচ্যম্ ; তস্যাঃ সর্বপ্রদত্বাভিধানাৎ । তথাহি শ্রীভাগবতে–২/৩/১০ অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ইতি । সারর্থমাহঃ–তেন" ইতি । বিদ্যয়া" ইতি উদ্‌গীথবিদ্যা বিষয়ত্বাৎ সর্বাসাং বিদ্যানাং ন কর্ম্মাঙ্গতা ইত্যর্থঃ ॥১০॥

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া সম্যক্‌ভাবে বিদ্যালাভ করিয়াই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহাই অর্থ। পুনঃ 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' এই স্থলে তাদৃশ গৃহী কর্ত্তৃক যে শ্রীভগবানের আরাধনা তাহাই শ্রীভগবানের সন্তুষ্টির কারণ, কিন্তু কর্ম্ম নহে, ইহাই তাহার অর্থ। এই প্রকার 'ন চলতি' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপরাণীয় বাক্যও প্রতিষ্ঠিত গৃহী বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে।।৯।।

অনন্তর 'তচ্ছ্রুতেঃ' এই সূত্রের দ্বারা যে ' যাহা বিদ্যার দ্বারা করে' ইত্যাদির দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব শ্রবণ করা যায়' যাহা বলিয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ করিতে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- অসার্ব্বেতি। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে, অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে যে- যাহা বিদ্বা দ্বারা করে' এই শ্রুতি আছে তাহা সার্ব্বত্রিকী নহে, সর্ব্ববিদ্যা বিষয়া নহে, কিন্তু কেবল উদ্‌গীথবিদ্যা বিষয়ই হয়। এইস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, এবং মোক্ষ প্রদান বিষয়ে স্বতন্ত্রতা নাই, এইকথা বলিতে পারিবেন না, কারণ বিদ্যার সর্ব্বপ্রদত্ব অভিহিত হইয়াছে, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— অকামী সর্ব্বকামী বা মোক্ষকামী যদি উদার বুদ্ধিযুক্ত হয় তবে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আরাধনা করিবে। ভাষ্য- যাহা বিদ্যার সহিত করে তাহা ফল প্রদান করে' এই শ্রুতি অসার্ব্বত্রিকী, সর্ব্ববিদ্যা বিষয়া নহে, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদ্‌গীথ বিদ্যা বিষয়েই বর্ণন করা হইয়াছে, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে। সারার্থ বলিতেছেন- তেনেতি। এই কারণে সকল বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। তাহা উদ্‌গীথ বিদ্যা বিষয় হেতু।।১০।।

"তং বিদ্যাকর্ম্মাণী" (বৃ০–৪/৪/২) ইত্যত্রবিদ্যা-কর্ম্মকৃতস্যফলারম্ভস্য বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। বিদ্যয়া একং ফলমারভ্যতে ; কর্ম্মণাত্বন্যদিতি ।

তত্র দৃষ্টান্ত ঃ–শতেতি । যথা-ধেনুচ্ছাগবিক্রয়িণং শতমন্বেতি' ইত্যুক্তো ধেন্বা নবতিরূপা দীয়ন্তে ; ছাগেন তু দশ ইতি' শতস্য বিভাগঃ ; তথেহাপি ; উভয়োর্ভিন্ন ফলত্বাৎ ॥১১॥

যদুক্তং "সমন্বারম্ভণাৎ" (৩/৪/১/৫) ইত্যত্র "তং বিদ্যা কর্ম্মনী সমন্বারভেতে" (বৃ০–৪/৪/২) ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গং ইতি ; তৎ নিরাকর্ত্তুমাহ–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বিভাগঃ" ইতি । বিভাগঃ–বিদ্যাফল-কর্ম্মফলয়োঃ বিভাগদর্শনাৎ, বিদ্যায়া মোক্ষলক্ষণং মহৎফলম্ ; কর্ম্মণা তু স্বর্গাদিফলক্ষণমল্পফলমিতি মহদল্পভাবেন বিভাগঃ" ইতি । অত্র দৃষ্টান্তমাহ–শতবৎ" ইতি । "তং বিদ্যা" ইত্যাদিভাষ্যন্ত অতিরোহিতার্থম্ ।

তথাচ–সনিষ্ঠেন অধিকারিনা বিদ্যোপাসনানুষ্ঠিতা বিদ্যোৎপদ্যতে ; বিদ্যাচ ফলমুৎপাদ্যতে ; জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম চ স্বারব্ধফলমুৎপাদ্যতে ; তাভ্যামারব্ধফলং বিভজ্যতে ; তত্র বিদ্যয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ–মোক্ষলক্ষণং মহৎফলমারভ্যতে ; কর্ম্মণা তু স্বর্গাদি দর্শন লক্ষণমল্পফলমুৎপদ্যতে; তস্মান্মহদল্পভাবেন বিভাগত্বাৎ, ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা। যদ্যপি বিদ্যা এব স্বর্গাদিকমপি দদাতি ; তথাপি কর্ম্মণা দ্বারা দত্তে, ইতি বিদ্যাপেক্ষঃ কর্ম্মব্যপাদেশঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২০/৩৩ সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ অতো বিদ্যায়া ন কর্ম্মাঙ্গত্বমিত্যর্থঃ॥১১॥

আপনারা (মীমাংসক) পূর্ব্বে বলিয়াছেন- সমান ভাবে আরম্ভ করে, অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্ম সমান ফল প্রদান করে, অতএব বিদ্যা এবং কর্ম্মের সাহিত্যদর্শন হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়। তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- বিভাগেতি। বিভাগ হয়, শতবৎ জানিবে। অর্থাৎ বিভাগ- বিদ্যাফল ও কর্ম্মফলের বিভাগদর্শন হেতু, বিদ্যার মোক্ষ লক্ষণ মহৎফল, কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি লক্ষণ অল্পফল এই প্রকার মহৎ অল্প ভাবে বিভাগ দেখা যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- শতবদিতি। তং বিদ্যা কর্ম্মনী এই স্থলে বিদ্যাকৃত ও কর্ম্মকৃত ফলারম্ভের বিভাগ দেখা যায়। বিদ্যা দ্বারা একটি ফল আরম্ভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা অন্য ফল হয়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই- শতেতি। ধেনু ও ছাগবিক্রয়কারির শতমুদ্রা লাভ হইলে এই বাক্যে- ধেনুর দ্বারা নবতি মুদ্রা প্রদান করে এবং ছাগের দ্বারা দশমুদ্রা, এই প্রকার বিভাগ দেখা যায়, সেই প্রকার বিদ্যাও কর্ম্মের ফল ভিন্ন দেখা যায়। অর্থাৎ সনিষ্ঠ অধিকারী কর্ত্তৃক বিদ্যা উপাসনার দ্বারা বিদ্যা উৎপাদন করে, বিদ্যা ফল উৎপাদন করে, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম স্বারব্ধ ফল উৎপন্ন করে, উভয়ে আরব্ধ ফল বিভাগ দেখা যায়। তন্মধ্যে বিদ্যা শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষলক্ষণ মহান ফল আরম্ভ করে, কিন্তু কর্ম্ম স্বর্গাদিলক্ষণ অল্পফল উৎপন্ন করে। অতএব মহৎও অল্পভাবে বিভাগ হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে। যদ্যপি বিদ্যা স্বর্গাদি ফল সকল প্রদান করে, তথাপি কর্ম্মের দ্বারা প্রদান করে, ইহা বিদ্যাপেক্ষ কর্ম্মের ব্যপদেশ

"তদ্বতো বিধানাৎ" (ব্র০–সূ০–৩/৪/১/৬) ইতি প্রত্যাচষ্টে–

॥ওঁ॥ অধ্যয়ণমাত্রবতঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/২/১২॥

তত্র বেদাধ্যায়ন মাত্রনিষ্ঠস্য এব ন তু ব্রহ্মজ্ঞস্য ব্রহ্মত্বেনবরণ মতঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং তস্যাঃ প্রত্যুক্তমিত্যর্থঃ । তথাহি–"ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্ম" ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দো বেদার্থকঃ, ন তু

"তদ্ বতো বিধানাৎ" (৩/৪/১/৬) ইত্যত্র যদ্ বিদ্যাবতামপি যাগাদৌ ব্রহ্মত্বেন-বরণাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ; ইতি শঙ্কাসমাধানার্থং প্রত্যাচষ্টে ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন–"অধ্যয়নমাত্রবতঃ" ইতি । যাগাদৌ ব্রহ্মিষ্ঠস্য যদ্ ব্রহ্মত্বেন বরণং তদ্ কেবলস্য ব্রহ্মবেদাধ্যয়নমাত্রবত এব ; ন তু পরব্রহ্মজ্ঞানবত ইতি তদর্থ ইতি ।

তত্র বেদাধ্যনমাত্র" নৈষ্কর্ম্যশ্রবণাৎ" ইত্যন্তং ভাষ্যং সুগমম্ । ননু–বেদস্য শ্রীভগবদ্রূপত্বাৎ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–৬/১/৪০ বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম" ইতি তন্নিষ্ঠয়া কুতো ন বিমুক্তিঃ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–"উপায়োপেয়রূপো হি ভগবান্ নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ গতিনারায়ণঃ" উপেয়তা চেতি তথৈব রূপদ্বয়প্রাকট্যাদিতি ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–৬/১৬/৫১ শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" তথাচ–চিদ্‌রূপাক্ষররাশিত্বেন গ্রহণে বেদেনৈব মুক্তিঃ । অবিকৃতশব্দরাশিত্বেন গ্রহণে তদ্‌বাচ্য-শ্রীভগবদনুভবেনৈব বিমুক্তিরিত্যর্থঃ । নৈষ্কর্ম্যশ্রবণাৎ" ইতি–"বিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদৌ ব্রহ্মিষ্ঠস্য তথা শ্রবণাৎ। অথ ব্রহ্মিষ্ঠশব্দস্য যথার্থমাহুঃ–"ততশ্চাবিকৃতিশব্দরূপম্" ইতি । শেষং স্পষ্টম্ । অথ ব্রহ্মজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাদৌ যোগ্যতা, ন তু জ্ঞানহীনস্য ইতি প্রতিপাদয়িতুং শঙ্কামবতারয়ন্তি–"ননিতি। তথাচ– অক্ষররাশিমাত্রজ্ঞানেন যাগাদৌ জ্ঞানরহিতস্য মানবস্য ন কর্ম্মাদাবধিকারঃ ; তস্মাত্তস্য বেদান্তর্গত– উপনিষদস সম্ভূতাত্ম জ্ঞানস্য বর্জ্জনাভাবত্বেন প্রতিপাদনাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা" ইতি । অস্যোত্তরমাহুঃ–

জানিতে হইবে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারা স্বর্গ মোক্ষ কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছাকরে আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করে। অতএব বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে এই অর্থ।।১১।।

ব্রহ্মবাদিগণের বিধানহেতু 'এইস্থলে যে বিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণগণের যাগাদি কর্ম্মে ব্রহ্মরূপে বরণ হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়, এই আশঙ্কা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন- অধ্যয়নেতি। অধ্যয়নমাত্রকারী ব্রাহ্মণের বরণ হেতু, অর্থাৎ যাগাদিকর্ম্মে ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মরূপে বরণ শ্রবণ করা যায় তাহা কেবলমাত্র ব্রহ্ম বেদাধ্যয়নমাত্রকারিরই হয়, কিন্তু পরব্রহ্ম জ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ নহে ইহাই তাহার অর্থ। কর্ম্মে বেদাধ্যয়ন মাত্রনিষ্ঠব্যক্তিরই, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানির ব্রহ্মরূপে বরণ নহে, অতএব বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রত্যুক্ত হইল এই অর্থ। তথাহি ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রহ্ম' এইস্থলে ব্রহ্ম শব্দ বেদার্থ বাচক, কিন্তু পরতত্ত্বার্থ নহে। তদাত্মকত্বে নৈষ্কর্ম্ম্য শ্রবণহেতু।

যদি বলেন— বেদ শ্রীভগবানের স্বরূপ হয়, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— বেদ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ

পরতত্ত্বার্থকঃ। তদাত্মকে নৈষ্কর্ম্যশ্রবণাৎ ।

ততশ্চাবিকৃতশব্দরূপং বেদং বিজ্ঞায় সর্বদা তদধ্যয়নমাত্রং যঃ করোতি ; ন তেন কিঞ্চিদিচ্ছতি স ব্রহ্মিষ্ঠ উচ্যতে, প্রত্যয়েনেষ্টেন তথার্থবোধনাদিতি। ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মত্বে নানুমতিমত্র কর্ম্মস্তত্যর্থেতি কেচিৎ ।

ননু—অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারো, ন তু জ্ঞানবত ইত্যুক্তমজ্ঞানস্য তদসম্ভবাৎ । অধ্যয়নস্যচার্থবোধপর্য্যন্তত্বাৎ ।

"উচ্যতে" ইতি ।

তথাচ—মধু মধুরম্ "ইতি শব্দমাত্রং অক্ষরমাত্রজ্ঞানেন বা তস্য মাধুর্য্যানুভবং ভবতি ; ন চ এবমস্তি ; অথ অক্ষররাশিমাত্রজ্ঞানেন ন ব্রহ্মষ্ঠি ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—অতএব ইতি । অথ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বাক্যপ্রমাণেন শব্দরূপ বেদমাত্রজ্ঞানবতো ব্রহ্মজ্ঞানাভাবত্বং দর্শয়ন্তি—"যদিতি" । শ্রীসনৎকুমারসমীপং গত্বা দেবর্ষি-নারদঃ তং হোবাচ—"অধীহিভগব !" ইতি । তচ্ছ্রুত্বা শ্রীসনৎকুমারঃ তমাহ—"যদ্‌বেথ তেন মা উপসীদ" যদ্‌বিষয়ংজানাসি তদ্ বিষয়ং বিজ্ঞানার্থং মৎসমীপং মা আগচ্ছ ; যদ্বা যদ্‌বিষয়ং জানাসি তৎ প্রকাশয় ; তত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি । ইতি পৃষ্টেন নারদেন স্বস্যাধ্যয়নবিষয়মুক্ত্বা—"সোঽহংমন্ত্রবিদেবাস্মি, নাত্মবিৎ" (ছা০—৭/১/৩) ইতি নির্দ্দিষ্টিম্ ।

তদধ্যয়নপ্রকারঞ্চেত্থম্—"সহোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং

শ্রীনারায়ণ হয়েন ইহা শ্রবণ করিয়াছি, সুতরাং বেদনিষ্ঠায় বিমুক্তি হইবে না কেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- উপায় উপেয় রূপ শ্রীভগবান .নিবাস শরণ সুহৃৎ গতি শ্রীনারায়ণই হয়েন, এই প্রকার শ্রীভগবানের গতিশব্দ শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে জ্ঞান প্রকাশক বেদরূপে শ্রীনারায়ণের উপায়তা, এবং বেদবাচ্য বিভু চিদ্ বিগ্রহরূপে উপেয়তা এইভাবে দুইটিরূপ প্রটক করেন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়েই আমার শাশ্বত বিগ্রহ হয়। সারার্থ এই- বেদ চিদ্‌রূপ অক্ষররাশি রূপে গ্রহণ করিলে পরে বেদের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। এবং অবিকৃত শব্দরাশি স্বরূপে গ্রহণ বেদবাচ্য শ্রীভগবানের অনুভবের দ্বারা বিমুক্তি হয় এই অর্থ। নৈষ্কর্ম্ম্যেতি- আমরা কি নিমিত্ত অধ্যয়ণ করিব, কি নিমিত্ত যাগাদি করিব' ইত্যাদি প্রমাণে ব্রহ্মিষ্ঠের নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণ করা যায়। অথ ব্রহ্মিষ্ঠ শব্দের যথার্থ অর্থ বলিতেছেন- ততশ্চেতি। এই ভাবে শব্দরূপে অবিকৃত বেদশাস্ত্রকে জানিয়া সর্ব্বদা যে ব্যক্তি তাহার অধ্যয়ন মাত্র করেন কিন্তু কোন কামনা করেন না তাঁহাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলা হয়, কারণ ইষ্ঠ প্রত্যয়ের দ্বারা সেই প্রকারই অর্থ বোধ করাইতেছে। কেহ কেহ বলেন— এইস্থলে যে ব্রহ্মবিৎকে ব্রহ্মরূপে কর্ম্মে অনুমতি বা বরণ দেখা যায় তাহা কর্ম্ম স্তুতির জন্যই হয়। অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান যুক্ত ব্রহ্মিষ্ঠের কর্ম্মে যোগ্যতা সিদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞান হীনের নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শঙ্কার অবতারণ করিতেছেন- নন্বিতি।

শঙ্কা- আমাদের (মীমাংসক) বক্তব্য এই যে- আপনারা (বৈদান্তিক বলিয়াছেন- অধ্যয়নমাত্র জ্ঞানির

তথাচ বেদান্তর্গত উপনিষৎসম্ভূতাত্মজ্ঞানস্যাবর্জ্জনীয়ত্বেন তস্যাঃ পুনস্তদঙ্গত্বমিতি চেৎ—উচ্যতে—নহি শব্দজ্ঞানিনো ব্রহ্মবিত্ত্বং, কিন্তু তদনুভবিন এব।

ন চ মধু মধুরমিতি শাব্দী প্রতীতিমুপেতস্তন্মাধুর্য্যবিদ্ ভবতি । তথা সতি মত্ততাদিতৎকার্য্যোদয়প্রসঙ্গাৎ ; ন চৈবমস্তি । অতএব "যদ্‌বেত্থ তেন মোপসীদ" (ছা০—৭/১/১) ইতি পৃষ্টেন নারদেন ঋগ্ বেদাদি স্বাধীতমুক্ত্বা "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" (ছা০—৭/১/৩) ইতি নির্দ্দিষ্টম্ ।

চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি" সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" অত্র বেদাদিসর্ববিদ্যাজ্ঞানবতো নারদস্য আত্মজ্ঞানাভাবত্বং প্রতিপাদিতম্ । তস্মাৎ বেদান্তর্গত—উপনিষৎ প্রসূতাত্মজ্ঞানস্য ন কর্ম্মঙ্গাত্মমিতি ভাবঃ ।

অথ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে কারণমাহঃ—তথাচেতি । তথাচ—ভক্ত্যা এব শ্রীভগবতঃ পূর্ণত্বমনুভূয়তে। অথ বিদ্যা এব পুরুষার্থহেতুরিতি প্রতিপাদয়িতুং মুণ্ডকবাক্যমাহঃ—বেদান্তাদ্ উপনিষদো হেতো র্যদ্ বিজ্ঞানমুপাসন শব্দতোঽনুভবঃ তেন বেদান্তবিজ্ঞানেন পরমোপাস্য বিষয়ে সুনিশ্চিতোঽর্থো পরব্রহ্মলক্ষণো তৎসাক্ষাৎকারমোক্ষলক্ষণো বা তে পরমভগবদ্‌ভক্তাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ পরমহংস্যাশ্রমসম্বন্ধাৎ তদ্ধর্ম্মাদ্ধেতোঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ পরমনির্মলচিত্তাঃ যতয়ঃ শ্রীভগবৎসেবায়াং প্রযত্নশীলাঃ তে সনিষ্ঠভক্তাঃ কেচিৎ ব্রহ্মলোকে চতুর্ম্মুখধাম্নি সত্যলোকে নিবসন্তি ; অথ পরস্য সত্যলোকপতে র্ব্রহ্মণোঽন্তকালে বিনাশে সতি তেন সহ পরামৃতাৎ তমসঃ পরিমুচ্যন্তি—সর্বতো ভাবেন বিমুচ্যন্তে পরমং ব্যোমবৈকুণ্ঠং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ ।

পরামৃতাৎ—পরং মহদাদিনিখিলতত্ত্বমূলত্বাৎ শ্রেষ্ঠঞ্চ তদমৃতমবিনাশিশ্চেতি পরামৃতং মুলপ্রকৃতি

কর্ম্মে অধিকার আছে, জ্ঞানবানের নাই, কিন্তু অজ্ঞানির তাহা সম্ভব নহে, অপর অধ্যয়ন করিলে অর্থবোধ পর্য্যন্তই লাভ হয়। সারার্থ এই বেদের অন্তর্গত উপনিষৎ জাত আত্মজ্ঞানের অবর্জ্জনীয় হেতু পুনরায় বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ অক্ষররাশি মাত্র জ্ঞানের দ্বারা যাগাদির বিষয়ে জ্ঞান রহিত মানবের কর্ম্মাদিতে অধিকার হয় না। অতএব সেই ব্রহ্মিষ্ঠের বেদান্তর্গত উপনিষৎ সম্ভূত আত্মজ্ঞানের বর্জ্জনের অভাব হেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গই হয়।

সমাধান— এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন- উচ্যত ইতি। শব্দ জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিৎ বলা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মানুভবিগণকেই ব্রহ্মিষ্ঠ বলে। দৃষ্টান্ত যেমন মধু মধুর স্বাদযুক্ত' এই প্রকার শাব্দী প্রতীতি বা জ্ঞান যুক্ত মানব মাধুর্য্যানুভবী হয় না, তাহা হইলে শব্দ জ্ঞানেই মত্ততাদি মধুরকার্য্য দেখা যাইত, কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না, সুতরাং শব্দ বিৎ ব্রহ্মবিৎ নহে। অনন্তর অক্ষররাশিমাত্র জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মিষ্ঠ হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন- অতএবেতি। অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্য প্রমাণের দ্বারা শব্দরূপ বেদমাত্র জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন- যদিতি। যাহা জান সুতরাং আসিও না, অর্থাৎ শ্রীসনৎকুমারের নিকটে গমন

তথাচ–শাব্দজ্ঞানাদন্যৈবোপাসনা ভক্ত্যনুভবপদবাচ্যা বিদ্যা পুরুষার্থহেতুঃ । উক্তঞ্চ মুণ্ডকে–(৩/২/৬) "বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥" ইতি ।

শব্দজ্ঞানন্তু বৈরাগ্যমিব তৎ পরিকরভূতম্ । "তচ্ছ্রদ্দধানামুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুতগৃহীতয়া॥" (ভা০–১/২/১২) ইতি স্মৃতেঃ ।

শব্দিতং তমঃ–তস্মাদিত্যর্থঃ । ননু–তথাত্বে শব্দজ্ঞানস্য কিং প্রয়োজনম্ ? তত্রাহুঃ–শাব্দজ্ঞানং তু বৈরাগ্যমিব বিদ্যা পরিকর ভুতং বিদ্যাঙ্গমিত্যর্থঃ । অথ জ্ঞান বৈরাগ্যয়োঃ বিদ্যাঙ্গত্বং শ্রীভাগবতপদ্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"তদিতি । শ্রদ্ধাধানাঃ মুনয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া শ্রুতগৃহীতয়া ভক্ত্যা আত্মনি তৎ আত্মনং পশ্যন্তি । তদিতি–"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ" (১/২/১১) ইত্যাদি পূর্বকথিতং যৎ জ্ঞানৈকরসমদ্বয়ং পরং তত্ত্বং শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যন্তীত্যর্থঃ । অত্র তৃতীয়য়া তয়োরঙ্গত্বং সুস্পষ্টম্ । অত্র শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ–জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া স্বাত্মজাভ্যাং তাভ্যাং সেবিতয়া" তয়োরাত্মজত্বং শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে পদ্মপুরাণে–অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ । জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জরৌ ॥ ইতি । অথ ভক্তেঃ ক্রিয়াত্বমাশঙ্ক্য পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–"ননু" ইতি ।

ননু–কায়-বাঙ্–মনোব্যাপাররূপা ভক্তিঃ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২/৩৬ কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ । করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারাণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥ এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/১/১১ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্–"অনুশীলনমত্র ক্রিয়াশব্দবদ্ধাতুর্থমাত্রমুচ্যতে ; ধাতুর্থশ্চ দ্বিবিধঃ–প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মকঃ ; কায়বাঙ্মান- সীয়স্তত্তচ্চেষ্টারূপঃ"

করিয়া দেবর্ষিনারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্। আমাকে উপদেশ করুন? তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীসনৎকুমার শ্রীনারদকে বলিলেন- আপনি যে বিষয় অবগত আছেন তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিবেন না, অথবা যে বিষয় জানেন তাহা প্রকাশ করুন, তাহা হইতে ঊর্দ্ধে আমি উপদেশ করিব। এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনারদ নিজের অধ্যয়ন বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন- হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ চতুর্থ, এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ, পিত্র্য শাস্ত্র রাশি দৈব নিধি বাক্যোবাক্য তর্কশাস্ত্র একায়ন দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পবিদ্যা দেবজনবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি, অতএব আমি মন্ত্রবিৎ মাত্র হই, কিন্তু আত্মবিৎ নহি। এইস্থলে বেদাদি সর্ব্ববিদ্যা জ্ঞানযুক্ত শ্রীনারদের আত্মজ্ঞাভাত্ব প্রতিপ্রাদন করিয়াছে, অতএব বেদের অন্তর্গত উপনিষৎ প্রসূত আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না ইহাই ভাবার্থ।

অননতর শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারে কারণ বলিতেছেন- তথাচেতি। সারার্থ- শব্দ জ্ঞান হইতে পৃথক্ ভূতা উপাসনা ভক্তি শ্রীভগবদনুভব পদ বাচ্যা বিদ্যাই সাধকগণের পরম পুরুষার্থ হেতু, সুতরাং ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের পূর্ণতা অনুভব হয়। বিদ্যাই পরমপুরুষার্থহেতু তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত মুণ্ডকবাক্য

ননু–কায় বাঙ্‌মনোব্যাপাররূপা ভক্তিঃ ; তত্র মানসস্য ধ্যানস্যানুভবত্বং ভবেৎ ; কায় বাক্ ব্যাপাররূপস্যার্চ্চন জপাদেঃ তত্ত্বং কথামিতি চেদুচ্যতে– "হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎ সাররূপা ভক্তিঃ ।"

"সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" (গো০–তা০–উ০–৯৯) ইতি শ্রুতেঃ। ইতরথা ভগবদ্ বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ ।

ইতি । তত্র মনোব্যাপাররূপস্য শ্রীভগবদ্ধ্যানস্য অনুভবত্বং সিদ্ধম্ ; ধ্যানঞ্চ স্মৃতিরেব ; তথাত্বে-ভক্তের্দোষমাপদ্যতে ; তথাহি–সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ । স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ" ইতি । তৎ কথং ধ্যানস্যানুভবত্বমিতি ? তথাচ–মানসব্যাপারত্বাৎ ধ্যানস্যানুভবত্বং সম্ভবতু নাম ; কিন্তু কায় বাগ্ ব্যাপারস্য অর্চ্চনাদেঃ কথং তত্ত্বং-অনুভবরূপত্বম্ ? ইতি শঙ্কাবীজম্ ।

এবং শঙ্কায়াঃ সাধনমাহুঃ–"উচ্যতে" ইতি । হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিদ্‌রূপা ভক্তিঃ ; অত্রার্থে শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ–"সচ্চিদানন্দ" ইতি । সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপো যো ভক্তিযোগঃ তত্র বিজ্ঞানানন্দঘনঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্তিষ্ঠতি । ইতরথা–তস্যাঃ তাদৃশত্বাভাবে অসৌ ভক্তিঃ শ্রীভগবদ্‌বশীকারহেতুর্ন স্যাৎ । ইদমত্রতত্ত্বম্–অনন্তশক্তিমহাপারাবারস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শক্তিবর্গেষু শক্তিত্রয়ং প্রধানম্ । তচ্চ স্বরূপশক্তি–তটস্থশক্তি–মায়াশক্তিরূপম্ । তত্রাদৌ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী–সন্ধিনী–সম্বিদ্‌রূপা, তথাহি সিদ্ধান্তরত্নে–১/৪৩ "তত্র সন্ধিনী সম্বিৎ আহ্লাদিন্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ । তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্বদেশ-কাল দ্রব্যব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী । সম্বিদাত্মাপি যয়া হলাদতে হলদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি" ইতি । তথাচ–হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসাররূপা ভক্তিঃ ।

বলিতেছেন- উক্তঞ্চেতি। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে- যে সকল যতিগণ বেদান্ত বিজ্ঞানে সুনিশ্চিত অর্থযুক্ত সন্ন্যাসযোগ হেতু শুদ্ধসত্ত্ব তাহারা সকলে পরান্তকালে পরামৃত হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। অর্থাৎ বেদান্ত উপনিষৎ জাত যে বিজ্ঞান উপাসনা, শব্দার্থ জ্ঞান হইতে যে অনুভব সেই বেদান্ত বিজ্ঞানের দ্বারা পরমোপাস্য বিষয়ে সুনিশ্চিতার্থ, অথবা পরব্রহ্মলক্ষণ তাহার সাক্ষাৎকার মোক্ষ লক্ষণ, সেই পরম ভগবদ্ভক্তগণ সন্ন্যাস যোগ- পারমহংস্যাশ্রম সম্বন্ধ হেতু অথবা সেই ধর্ম্মাচরণ হেতু শুদ্ধসত্ত্ব পরমনির্ম্মল চিত্ত যতিগণ শ্রীভগবৎ সেবায় প্রযত্নশীল সেই সনিষ্ঠ ভক্তগণ কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে চতুর্ম্মুখধাম সত্যলোকে নিবাস করেন। অনন্তর পর সত্যলোক পতি ব্রহ্মার অন্তকালে বিনাশ হইলে ব্রহ্মার সহিত পরামৃত তমঃ হইতে পরিমুক্ত সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়া পরব্যোম বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করেন এই অর্থ। পরামৃত পরং মহদাদি নিখিলতত্ত্বমূল ও শ্রেষ্ঠ যে অমৃত অবিনাশি তাহা পরামৃত মূলপ্রকৃতি শব্দ বাচ্য তমঃ তাহা হইতে এই অর্থ। যদি বলেন- তাহা হইলে শাব্দ জ্ঞানে প্রয়োজন কি? তাহা বলিতেছেন- শাব্দ জ্ঞান কিন্তু বৈরাগ্যের সমান বিদ্যা পরিকর স্বরূপ বিদ্যার অঙ্গ হয় এই অর্থ। অনন্তর জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিদ্যাঙ্গত্ব শ্রীভাগবত পদ্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন- তদিতি। শ্রদ্ধাযুক্ত মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্ত শ্রুতগৃহীত ভক্তির দ্বারা আত্মাতে সেই আত্মাকে দর্শন করেন, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তত্ত্ববিৎগণ যাহাকে তত্ত্ব

তথাভূতায়াস্তস্যাঃ ভক্তকায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারকত্বং চিৎসুখমূর্ত্তেঃ কুণ্ডলাদিপ্রতীকত্ববদসেয়ম্ ।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্র০–সূ০–২/১/৮/২৭) ইতি ন্যায়েনালৌকেঽচিন্ত্যেঽর্থে তর্কস্তু নিরাকৃতঃ ॥১২॥

ননু–তথারূপা ভক্তিঃ শ্রীভগবতি সমাবায়সম্বন্ধেন বর্ত্ততে, তৎ কথং ইদানীন্তনেষু ভক্তেষু প্রবর্ত্ততে? ইত্যাপেক্ষয়ামাহঃ–তথা ভূতায়াঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–অনুভবরূপা এব ভক্তিঃ অনুভবিতৃকরণবৃত্তিতাদাত্ম্যেন শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণাদিরূপেণাভ্যুদেতি । চিৎ সুখমূর্ত্তের্নখর-চিকুরাদ্যঙ্গবৎ" ইতি শ্রুতিবলাদেব স্বীক্রিয়তে তস্যা অচিন্ত্যবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীমদাচার্য্যদেব চরণাঃ–শ্রীভক্তি রঃ টী–১/৩/১ অস্যা–অপ্রাকৃতত্বং তাদৃশ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ হ্লাদিনীসাররূপত্বঞ্চ, মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ ; শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ" ইতি ।

অত্র তর্কোঽনুপাদেয় ইতি প্রতিপাদয়ন্তি–শ্রুতেরিতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ । তথাহি শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে–১/৫৪ এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্য ইদানীন্তনেষ্বপিতদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীবৎ প্রচরয়তি ; অতস্তদ্ভক্তকৃপয়ৈবলভ্যা" ইতি শ্রীভাগবতাদিসম্বাদঃ" ইতি । কিঞ্চ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/১/২৩৪ অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ । সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ তস্মাদ্ ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি অধ্যয়নমাত্রবান্ ; ন ব্রহ্মজ্ঞানবান্ ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥১২॥

বলেন' ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত যে জ্ঞানৈক রস অদ্বয় পরমতত্ত্ব তাহা, জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্ত ভক্তির দ্বারা মুনিগণ আত্মনি স্বহৃদয়ে আত্মানং অদ্বয় তত্ত্বলক্ষণ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করেন। এইস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তা সেই নিজ পুত্রদ্বয়ের দ্বারা সেবিতা। তাঁহারা ভক্তির পুত্র, ইহা শ্রীভাগবত মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে- আমি ভক্তিনামে বিখ্যাত, জ্ঞান ও বৈরাগ্য আমার তনয় হয়, কলির দোষে জর্জ্জরিত হইয়াছে।

শঙ্কা—অনন্তর ভক্তির ক্রিয়াত্ব আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন- নন্বিতি। যদি বলেন- কায় বাক্ মনোব্যাপার রূপা ভক্তি, তন্মধ্যে মানসধ্যানের অনুভবত্ব হইবে, সুতরাং কায় বাক্য ব্যাপাররূপ অর্চ্চন ও জপাদির তত্ত্বং অনুভবত্ব কি প্রকারে হইবে? অর্থাৎ কায়বাক্যও মনের ব্যাপার রূপা ভক্তি, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— কায়ের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মনঃ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি আত্মার দ্বারা তথা অনুসৃত পূর্ব্বসংস্কার হেতু যাহা যাহা কার্য্য করিবে, সেই সকল কর্ম্ম পরম পুরুষ শ্রীনারায়ণকে সমর্পণ করিবে। এই প্রকার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে- অন্য অভিলাসিতা শূন্য' এই শ্লোকের শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদের টীকা- এইশ্লোকে যে অনুশীলন শব্দ আছে তাহা ক্রিয়া শব্দের ন্যায় ধাত্বর্থমাত্র কথিত হইয়াছে, ধাত্বর্থ দুই প্রকার প্রথম প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মক, দ্বিতীয় কায়বাক ও মানসী চেষ্টারূপ, তন্মধ্যে মানসব্যাপাররূপ শ্রীভগবদ্ধ্যানের অনুভবত্ব সিদ্ধ হইতেছে, অপর ধ্যান স্মৃতি মাত্র হয়, তাহা স্বীকার করিলে ভক্তির দোষ আপতিত হয়। তাহা এই প্রকার— সংস্কারজন্য জ্ঞানকে স্মৃতি বলে, স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলে,

সুতরাং ধ্যান কি প্রকারে অনুভব হইবে? সারার্থ এই যে মানস ব্যাপার হওয়া হেতু ধ্যান কোন প্রকারে অনুভব হইতে পারে, কিন্তু শরীর ও বাক্যের ব্যাপার রূপ আর্চ্চনাদির অনুভবরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ইহাই এই আশঙ্কার বীজ জানিতে হইবে।

সমাধান— এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন- উচ্যত ইতি। তাহা বলিতেছি- হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিৎরূপা ভক্তি হয়, এই বিষয়ে শ্রীশ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন- সচ্চিদেতি। সচ্চিদানন্দৈকর যে ভক্তিযোগে অবস্থান করেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ একরসস্বরূপে যে ভক্তিযোগ তাহাতে বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীগোবিন্দদেব অবস্থান করেন, অন্যথা ভক্তি তাদৃশ না হইলে এই ভক্তি শ্রীভগবদ্ বশীবারিণী হইবে না। এইস্থলে সারাংশ এই যে— অনন্ত মহাশক্তি পারাবার স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের শক্তি সমুহের মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান, তাহা স্বরূপশক্তি তটস্থা শক্তি ও মায়াশক্তি, তন্মধ্যে প্রথমে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎরূপা। শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে— তাহা সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর যথোত্তর ভাবে উৎকৃষ্ট জানিতে হইবে। তন্মধ্যে শ্রীভগবান সদাত্মা হইয়াও যে শক্তির দ্বারা সত্তা ধারণ করেন ও প্রদান করেন, তাহা সর্ব্বদেশ কাল এবং দ্রব্য সকলে ব্যাপ্তি হেতু সন্ধিনী শক্তি। শ্রীভগবান সম্বিদাত্মা হইয়াও যে শক্তির দ্বারা সকল জানেন ও সকলকে জানান তাহা সম্বিৎ শক্তি। শ্রীভগবান হ্লাদাত্মা হইয়াও যে শক্তির দ্বারা আহ্লাদিত হন এবং অন্যকে আহ্লাদিত করেন তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। সুতরাং হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিৎসার রূপা শ্রীভক্তিদেবী। যদি বলেন— সেই প্রকার ভক্তি শ্রীভগবানে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং কি প্রকার ইদানীন্তন ভক্তগণে প্রবর্ত্তিত হয়েন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন -তথেতি। তথাভূতা ভক্তি ভক্তগণের কায়াদি শরীরাদি বৃত্তির তাদাত্ম্য সহিত আবির্ভূত হইয়া ক্রিয়া কারক হয়েন, তাহা চিৎসুখ মূর্ত্তি শ্রীভগবানের কেশাদির ন্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনুভবরূপা ভক্তি অনুভবকারী সাধকের কায়াদি করণবৃত্তি তাদাত্ম্য হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিররূপে উভ্যুদয় করেন। যেমন চিৎসুখমূর্ত্তির নখকেশাদি অঙ্গবৎ, ইহা শ্রুতি প্রমাণ বলেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শ্রীভক্তিদেবী অচিন্ত্য বস্তু হওয়া হেতু এই অর্থ। এই বিষয়ে প্রভুপাদ শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন- এই শ্রীভক্তিদেবী যে অপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ হ্লাদিনী সাররূপা, তাহা মোক্ষ সুখের ও তিরস্কার করা হেতু, এবং শ্রীভগবানেরও প্রকাশকও আনন্দকর হওয়া হেতু।

এই বিষয়ে তর্ক অত্যন্ত অনুপাদেয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন- শ্রুতেরিতি। শ্রুতিরিতি। শ্রুতির শব্দই মূল হওয়ার জন্য' এইন্যায় দ্বারা অলৌকিক অচিন্ত্য অর্থে তর্ক নিরাকৃত করাহইয়াছে। শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে- এই শ্রীভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণ হইলে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন শ্রীভগবদ্ভক্তগণেও মন্দাকিনী ধারার ন্যায় প্রবাহি হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার ভক্তকৃপামাত্রেই তাহা লাভ হয়, ইহাই শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র সম্বাদ হয়। অপর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে— অতএব চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা গ্রহণ করা যায় না, সেবোন্মুখ সাধকের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। অতএব ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থে অধ্যয়ন মাত্রযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী নহে ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ।।১২।।

"নিয়মাচ্চ"–(ব্র০–সূ০–৩/৪/১/৭) ইতি প্রত্যাহ–

॥ওঁ॥ নাবিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/২/১৩॥

যাবজ্জীবংবিদুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং তয়া শ্রুত্যা নিয়ন্তুমশক্যম্ । কুতঃ ? অবিশেষাৎ। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"

ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যপেক্ষয়া তস্যাঃ প্রামাণ্যে বিশেষাভাবাৎ । আশ্রমভেদেন তু শ্রুতিদ্বয়ং ব্যবতিষ্ঠতে ॥১৩॥

"নিয়মাচ্চ" (৩/৪/১/৭) ইতি সূত্রেণ যৎ–আত্মবিদো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানাং নিয়মিতম্ ; তথাচাত্র শ্রুতিঃ–ঈ০–২ "কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইতি । এবং পূর্বপক্ষং প্রতি উত্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–নাবিশেষাৎ" ইতি । কুর্ম্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইতি শ্রুতিবাক্যেন বিদুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়ন্তুং ন শক্যতে ; কুতঃ ? অবিশেষাৎ–বিশেষাভাবাদিত্যর্থঃ । যাবজ্জীবমিতি ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্। "ন কর্ম্মণা" ইতি । কর্ম্মণা"–শ্রৌত-স্মার্ত্তেন, প্রজয়া–পুত্রাদিনা, ধনেন–দৈবেন, মানুষ্যেণ চ বিত্তেন ; ত্যাগেন–কর্ম্মাদিসর্বপরিত্যাগেন ; অমৃতত্বং শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরমমোক্ষং ন প্রাপতে, ন লভ্যতে।

তদা কেন প্রাপ্যতে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ–ত্যাগেন" ইতি । ত্যাগেন–সন্ন্যাসেন–সর্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণৈকশরণমাত্রেণ ; একে, পরমভাগবতাঃ অমৃতত্বামানশুঃ, প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ "কুর্বন্নেবেহ" ইতীশাবাস্যোপনিষদ্‌বাক্যস্য প্রামাণ্যে অধিক্যবিরহাদিত্যর্থঃ । আশ্রমভেদেন" ইতি–গৃহিবিদুষাং যাগাদিকর্ম্মাচারঃ সার্বদিকঃ ; সন্ন্যাসিনাং, শ্রীগোবিন্দদেবৈকমাত্র শরণার্থিনাং পরমভাগবতানাং যাগাদিকর্ম্মচারশ্চ হেয়ঃ, তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২০/৯ তাবৎ কর্ম্মাণি কুবর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা । মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা

পূর্ব্বে যে 'নিয়মহেতু' এইসূত্রের দ্বারা আত্মবিদের যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম করিয়াছেন, শ্রুতি বলিয়াছেন- কর্ম্ম করিয়াই শতবৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের প্রতি ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উত্তর বলিতেছেন- নেতি। অবিশেষ হেতু, অর্থাৎ 'কর্ম্মকরিয়া জীবিত থাকিবে' এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিদ্বান্‌গণের কর্ম্মানুষ্ঠান নিয়মিত করিতে সমর্থ হইবে না, কেন? অবিশেষ বিশেষের অভাব হেতু এই অর্থ। এই শ্রুতির দ্বারা বিদ্বানের যাবৎ জীবনকাল কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ইহা নিয়মিত করিতে পারিবেন না, কেন? অবিশেষ হেতু। নেতি- কর্ম্মের দ্বারা-শ্রৌত স্মার্ত্তাদিকর্ম্মের দ্বারা, প্রজয়া-পুত্রাদি, ধনেন দৈব মানুষ্যাদির বিত্তের দ্বারা, ত্যাগেন কর্ম্মাদির সর্ব্বপরিত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার লক্ষণ পরমমোক্ষ পায় না, লাভ করিতে পারে না, কি প্রকারে লাভ হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- ত্যাগেনেতি, ত্যাগসন্ন্যাস, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণৈক শরণমাত্রেই একে পরমভাগবতগণ অমৃতত্বলাভ করিয়াছেন। এই প্রকার তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিবাক্য অপেক্ষা ঈশাবাস্যশ্রুতি বাক্যের প্রামাণ্য বিষয়ে বিশেষাভাব দেখা যায়, অতএব কর্ম্ম করিয়া' এই ঈশাবাস্যোপনিষৎবাক্যের প্রামাণ্যে আধিক্য বিরহ বিদ্যমান আছে এই অর্থ। কিন্তু আশ্রম ভেদেই এই উভয়শ্রুতি ব্যবস্থাপ্রদান করেন, অর্থাৎ গৃহিবিদ্বানগণের যাগাদি কর্ম্মের আচরণ

এবং চোদ্যং পরিহৃত্য তদ্ বাক্যার্থমাহ–

॥ওঁ॥ স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥ওঁ॥৩/৪/২/১৪॥

"বা" ইত্যবধারণে। বিদ্যাস্তুত্যর্থমিয়ং যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিঃ। "ঈশাবাস্যম্" (ঈ০–১) ইতি তৎ প্রকরণাৎ।

ঈদৃশী খলু বিদ্যা যন্মহিম্না সর্বদা কুর্বন্নপি কর্ম্ম ন তেন বিদ্বান্ বিলিপ্যতে ইতি সা

যাবন্ন জয়তে ॥ তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ন কর্ম্মাঙ্গা ॥১৩॥

এবমিতি–অধিকাধিকরণেন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বরূপং পূর্বপক্ষং পরিহৃত্য" "কুর্বন্নেবেহ" ইতি শ্রুতিবাক্যস্যার্থমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"স্তুতয়ে" ইতি। "বা" ইত্যবধারণে ; যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং বিদ্যা স্তুতয়ে, বিদ্যাস্তুতিনিমিত্তযাবজ্জীবনংকর্ম্মানুষ্ঠানমনুমতিরিত্যর্থঃ। "বিদ্যা" ইতি ভাষ্যাংশমতিরোহিতার্থম্। তথাচ–"কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইতি বাক্যেন যাবজ্জীবং কর্ম্মনুষ্ঠানানুমতিঃ ; সা চ বিদ্যা প্রশংসার্থমেব ; কুতঃ ? যৎ পূর্ব্বং "ঈশা বাস্যং জগৎ" ইতি প্রতিপাদিতম্ ; তৎপ্রতিপাদেন, সর্বং পরমোপাস্য–শ্রীগোবিন্দদেবব্যাপকত্বেন পরিজ্ঞানেন বা সাধকস্য সমাপ্তসর্বকর্ম্মাদির্ভবতি ; তদা স যদ্‌ভোজনাদিকং কিমপি করোতি তৎ সর্বং তস্মৈ নিবেদনং কৃত্বা এব করোতি ; ন তু অদত্ত্বা। তথাহি শ্রীগীতাসু–৯/

সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসী শ্রীগোবিন্দদেবৈকমাত্র শরণাগত পরম ভাগবতগণের যাগাদি কর্ম্মাচরণ ত্যাগকরাই কর্ত্তব্য, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— সাধক তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে যাবৎকাল কর্ম্মে নির্ব্বেদ না আসে, অথবা আমার লীলাকথাদিতে শ্রদ্ধা জাত না হয়। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত।।১৩।।

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ পরিহার করিয়া সেই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ অধিকাধিকরণের দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমাধান পূর্ব্বক 'কুর্ব্বন্নেবেহ' এইশ্রুতি বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—

ভগবান শ্রীবাদরায়ণ— স্তুতয় ইতি। স্তুতির নিমিত্ত অনুমতি হয়। অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিদ্যা স্তুতি, ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এই অর্থ। সূত্রস্থ বা শব্দ অবধারণের নিমিত্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যাস্তুতির নিমিত্তই এই যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি জানিতে হইবে, কারণ 'ঈশাবাস্যং' এই প্রকরণ হেতু, অর্থাৎ যাবৎকাল জীবিত থাকিবে তাবৎকাল কর্ম্মাচরণ করিবে' এইশ্রুতিবাক্যের দ্বারা যাবজ্জীবিত কাল কর্ম্মানুষ্ঠান অনুমতি হয়, সেই অনুমতি ব্রহ্মবিদ্যা প্রশংসার নিমিত্তই জানিতে হইবে। কেন? যেহেতু পূর্ব্বে ঈশাবাস্যং জগৎ' এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রতিপাদনের দ্বারা পরিদৃশ্যমান সকল পরমোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেব ব্যাপকরূপে অবস্থান করিতেছেন' এই জ্ঞানের দ্বারা সাধকের সর্ব্ব কর্ম্মাদি সমাপ্ত হয়, সেই কালে সাধক যে ভোজনাদি কোনরূপ কার্য্য করেন তৎসমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করিয়াই করেন, কিন্তু নিবেদন না করিয়া করেন না। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর্ম্ম করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা হবন করিবে, যাহা দান করিবে, যাহা তপস্যা করিবে তৎ সমস্তই আমাকে সমর্পণ করিয়াই করিবে। অতএব সেই প্রকার বিদ্বানের সর্ব্বদা

স্তূয়তে । "এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি" (ঈ০–২) ইতি বাক্য শেষোঽপি তথাহ । তথাচ কর্ম্মাঙ্গা বিদ্যেতি নিরস্তম্ ॥১৪॥

---

২৭ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ । যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ তস্মাত্তাদৃশ–বিদ্যাবতঃ সর্বদা কর্ম্মাচরণেনাপি ন তেন কর্ম্মণা তস্য বন্ধ ইত্যর্থঃ । "ঈদৃশী" ইতি স্ফুটার্থম্ ।

সঙ্গতি :–অথ অধিকাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ–"তথাচ" ইতি । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/২৬৪ সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাম্" তথাচ–বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গা ইতি নিরস্তং বেদিতব্যম্ সর্বকাম প্রদা বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা । তস্মান্ন কর্ম্মণোঽঙ্গা সা ইত্যধিকরণস্থিতিঃ ॥১৪॥

ইতি অধিকাধিককরণম্ দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥২॥

কর্ম্মাচরণ করিলেও সেই কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন হয় না এই অর্থ। ভাষ্য— ব্রহ্মবিদ্যা এই প্রকার যাঁহার মহিমায় সাধক সর্ব্বদাকর্ম্ম করিয়াও সেই কর্ম্মের দ্বারা বিদ্বান্ লিপ্ত বদ্ধ হয়েন না, সুতরাং এই বিদ্যারই স্তব করিতেছেন। এবমিতি- এই প্রকার কর্ম্মাচরণ করিয়া জীবিত থাকিলে তোমাতে কর্ম্মলোপ হইবে না, এই বাক্যাশেষেও বিদ্যারই প্রশংসা করিয়াছেন।

সঙ্গতি— অনন্তর অধিকাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। এই সকল সূত্র স্মৃতি শ্রুতি ও ভাষ্যদ্বারা বিদ্যা শ্রীভক্তি কর্ম্মের অঙ্গ এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইল। এই বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে- কর্ম্মসকল শ্রীভক্তি সাধনের অঙ্গ নহে, ইহা ভক্তিবিজ্ঞানী সাধকগণের সিদ্ধান্ত তথাচ- ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তি কর্ম্মের অঙ্গ এই শঙ্কা নিরস্ত হইল। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীমতী ভক্তি মহারাণী সর্ব্ব কামপ্রদা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হয়েন, সুতরাং তিনি কর্ম্মের অঙ্গ নহেন, ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত স্থিতি।।১৪।।

এই প্রকার অধিকাধিকরণ দ্বিতীয় সম্পূর্ণ।।২।।

৩॥ "কামকারাধিকরণম্"—

এবং বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যমভিধায়—ইদানীং মহিমাতিশয়াদপি তদুচ্যতে। "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে ন কনীয়ান্" (বৃ০—৪/৪/২৩) ইতি বাজসনেয়কে শ্রূয়তে। তত্র বিদ্যাবিশিষ্টানাং যথেষ্টাচারঃ স্যাৎ নবেতি সংশয়ে। যথেষ্টাচারে বিহিতত্যাগেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ, ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

৩॥ "কামকারাধিকরণম্"

যে তু গোবিন্দদেবস্য চরণৈকান্ত—সেবকাঃ।
স্বধর্ম্মাচরণং তেষাং কাম কারেণ সর্বথা ॥

অধিকরণসঙ্গতিঃ—পূর্বস্মিন্নধিকরণে কর্ম্মনিরপেক্ষা এবং সর্বফলপ্রদা ভক্তিরিতি প্রতিপাদিতা ; তন্ন সুসঙ্গতম্ ; কুতঃ ? বিদ্যাবদ্ভিঃ কর্ম্মসু ত্যক্তেষু তত্ত্যাগজনিতৈঃ প্রত্যবায়ৈঃ বিদ্যাবিম্লানি প্রসঙ্গাৎ। পুনঃ তৎ প্রত্যবায়প্রহাণায় কর্ম্মাণামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ ; তস্মাৎ কর্ম্মসমুচিতা এব বিদ্যা মোক্ষফলপ্রদা" ইতি; শঙ্কাসমাধনার্থঃ কামকারাধিকারণারম্ভঃ। ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ কামকারাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"এবমিতি"। "এষঃ" ইতি—এষ ব্রাহ্মণস্য—পরব্রহ্মোপাসনানিরতস্য উত্তমভাগবতস্য নিত্যো মহিমা ; নিত্যোঽবাধিতঃ মহিমা, যস্মাৎ কর্ম্মণা—তদনুষ্ঠানজনিতফলেন ন বর্দ্ধতে—শুভলক্ষণকৃতেন বৃদ্ধিলক্ষণাং বিক্রিয়াং ন প্রাপ্নোতি ; ন কনীয়ান্—অশুভেন পাপাকেন কর্ম্মণা নো কর্ম্মীয়ান্ নরকাদিপ্রাপ্তিরূপাশুভলক্ষণাং বিক্রিয়াং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথাচ—পরব্রহ্মে—শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকস্য মহিমা অসাম্যাতিশয়প্রভাবঃ যৎ কর্ম্মাচারেণাপি তৎকৃতগুণদোষেণ

৩।। কামকারাধিকরণ

অনন্তর কামকারাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে সকল শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণে একান্ত সেবক তাঁহাদের স্বধর্ম্মাচরণ সর্ব্বথা কামকারেণ হয়। অথ অধিকরণ সঙ্গতি— পূর্ব্বে অধিকাধিকরণে কর্ম্মনিরপেক্ষা এবং সর্ব্বফলপ্রদা শ্রীভক্তি ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত নহে, কেন? বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মসকল ত্যাগ করিলে কর্ম্মত্যাগ জনিত প্রত্যবায়ের দ্বারা বিদ্যা বিম্লান হইবে, পুনঃ সেই প্রত্যবায় বিনাশ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মসকলের অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মসমুচিতা বিদ্যাই মোক্ষ ফলপ্রদা হয়, এই শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত কামকারাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অথ কামাকারাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- এবমিতি। এই প্রকার বিদ্যার স্বতন্ত্রতা বর্ণনা করিয়া ইদানীং বিদ্যার মহিমাতিশয় হেতু তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে- ব্রাহ্মণের এই মহিমা তিনি কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি ও কনিষ্ঠ হয়েন না, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণের পরব্রহ্মোপসনা নিরত উত্তমভাগবতের নিত্য অবাধিত মহিমা, যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ

॥ওঁ॥ কাম কারেণ চৈকে ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩১৫॥

কাম কারেণ লোকানুগ্রহফলেন স্বেচ্ছাপূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠানেন জায়মানয়োর্গুণদোষয়োঃ সম্বন্ধো ব্রহ্মবিদি ন স্যাদিত্যেত দর্থিকাং–

"এষ নিত্যো মহিমা" (বৃ০–৪/৪/২৩) ইত্যাদি শ্রুতিমেকে শাখিনো যৎ পঠন্তি ; অতঃ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শাৎ স স্যাদিতি । ব্রাহ্মণো ব্রহ্মানুভবী ।

অত্র বিহিতে কর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতেন গুণসম্বন্ধস্ত্যক্তে চ তস্মিন্ ন দোষসম্বন্ধোঽপি । পুষ্করপত্রে বারিবিন্দোরিব তত্র কর্ম্মণোঽশ্লেষাৎ প্রদীপ্তবহ্নৌ তৃণমুষ্টেরিব দোষস্য ভস্মীভাবাচ্চ। অতঃ পুরুপ্রভাবা সেতি ॥১৫॥

ন বধ্যতে । বাজসনেয়কে–বৃহদারণ্যকোপনিষদি" ইতি বিষয়বাক্যম্

সংশয় :–অথ বিষয়বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ–"অত্রেতি" তত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌বাক্যে সংশয়ো ভবতীত্যর্থঃ । বিদ্যাবিশিষ্টানাং পরমভাগোবতোত্তমানাং যথেষ্টাচারঃ কাম্যকর্ম্মাদীনামাচারঃ স্যাৎ ? অথবা তেষাং যথেষ্টাচারো ন স্যাদিতি ? এবং সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"যথেষ্টাচারে" ইতি । ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্টানাং যথেষ্টাচারে–কামাদি–বিহিত কর্ম্মত্যাগেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ যথেষ্টাচারো ন স্যাদিত্যর্থঃ । তথাহি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ–৪/৬/২৯ বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি । শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে" তস্মাদ্ বিদুষাং যথেষ্টাচারো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"কাম" ইতি। একে শাখিনঃ কাম কারেণ–লোকানুগ্রহফলকেন স্বেচ্ছাপূর্বককর্ম্মানুষ্ঠানেন বর্ত্তন্তে ; যতঃ তেন জায়মানয়োঃ গুণদোষয়োঃ তেষাং সম্বন্ধো ন স্যাদিত্যর্থঃ । "কাম–কারেণ" ইতি স্ফুটম্ । এষঃ" ইতি–ব্রাহ্মণস্য–

কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ফলের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না, শুভ লক্ষণ কৃত বৃদ্ধিলক্ষণ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না। ন কনীয়ান্ -অশুভ পাপ যুক্ত কর্ম্মের দ্বারা কনীয়ান্ নরকাদি প্রপ্তিরূপ অশুভ লক্ষণ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না এই অর্থ। তথা চ- পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকের মহিমা অসামাতিশয় প্রভাব যাহা কর্ম্মাচরণের দ্বারাও কর্ম্মকৃত গুণদোষে বদ্ধ হয় না। বাজসনেয়কে -বৃহদারণ্যকোপনিষদে। এই প্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে-তত্রেতি। তত্র বৃহদারণ্যকোপনিষৎবাক্যে সংশয় হইতেছে এই অর্থ। বিদ্যাবিশিষ্টগণের যথেষ্টাচরণ হইবে? অথবা হইবে না। অর্থাৎ বিদ্যাবিশিষ্ট পরম ভাগবতোত্তম বৈষ্ণবগণের কাম্যকর্ম্মাদির আচরণ কর্ত্তব্য? অথবা তাঁহাদের যথেষ্টাচার হইবে না? এইরূপ সংশয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ— এবং সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- যথেষ্টেতি। যথাষ্টাচারে

পরব্রহ্মানুভবিনঃ সাধকোত্তমস্য এষ মহিমা যৎ যথেষ্টাচারোঽপি প্রত্যবায়স্পর্শরহিতস্যাদিত্যর্থঃ। পুষ্করপত্রে" ইতি–কমলপত্র ইত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীগীতাসু–৫/১০ "লিপ্যেত ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৪/১৪/৩ "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপাং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি। প্রদীপ্তবহ্নৌ ইতি–তথাহি শ্রীগীতাসু–৪/৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ করুতেঽর্জ্জুন !। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৫/২৪/৩ তদ্ যথৈষীকা তূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি। শ্রীভাগবতে চ–১১/১৪/১৯ যাথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ অতঃ পুরুপ্রভাবা সা বিদ্যা ; যৎ প্রভাবেণ বিদুষঃ কাম কারেণাপি প্রত্যবায়ো ন সম্ভবেদিতি ॥১৫॥

বিহিতকর্ম্ম ত্যাগহেতু প্রত্যবায় সম্ভব হেতু যথেষ্টাচার হইবে না, ব্রহ্মবিদ্যা বিশিষ্ট ভাগবতগণের যথেষ্টাচারে- কাম্যাদিবিহিত কর্ম্মত্যাগের দ্বারা প্রত্যবায় সম্ভব হেতু তাঁহাদের যথেষ্টাচার হইবে না এই অর্থ। এই বিষয়ে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিতে বর্ণিত আছে— যিনি অদ্বৈত তত্ত্ব জানিয়াছেন তাঁহার যদি যথেষ্টাচরণ হয়, তাহা হইলে শুন কক্কুর এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের অশুচি ভক্ষণে কি ভেদ আছে। অতএব বিদ্বানগণের যথেষ্টাচরণ সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- কামেতি। একে কামকারের দ্বারা অবস্থান করেন, অর্থাৎ একশাখাধ্যায়ী বহ্মিষ্ঠগণ কামকারে লোকানুগ্রহ ফলক স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা অবস্থান করেন, যেহেতু সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন গুণ ও দোষের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কামকারেন লোকানুগ্রহ ফলের দ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু জায়মান গুণ ও দোষের সম্বন্ধ ব্রহ্মবিদের হইবে না, এই বাক্যের সমানার্থক বাক্য বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, এই নিত্যমহিমা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরব্রহ্মানুভবিসাধকোত্তম বৈষ্ণবের এই মহিমা, যাহা যথেষ্টাচারেও প্রত্যবায় স্পর্শদোষ রহিত হইবেন এই অর্থ। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য একশাখাধ্যায়ি ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন, অতএব কামাচারেও প্রত্যবায়দোষ স্পর্শরহিত হেতু সেই যথেষ্টাচরণ হইবে।

ব্রাহ্ম পরব্রহ্মানুভবী, এইস্থলে বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা গুণ সম্বন্ধপরিত্যক্ত হইলে পরে সেই ব্রহ্মিষ্ঠে দোষসম্বন্ধ হয় না। যেমন পুষ্কর কমল পত্রে বারিবিন্দু, সেই প্রকার পরব্রহ্মানুভবী ব্রাহ্মণে কর্ম্মের অশ্লেষ হেতু, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে তৃণমুষ্টির সমান দোষ ভস্ম হয়, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা মহাপ্রভাব সম্পন্না। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— ব্রহ্মার্পিত কর্ম্মকারী জলের মধ্যে কমল পত্রের ন্যায় পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না। ছান্দোগ্যো বর্ণিত আছে— যেমন পুষ্কর পলাশ পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, এই প্রকার ব্রহ্মবিৎ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না। প্রদীপ্ত বহ্নি- শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— হে অর্জ্জুন! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নিও কর্ম্মসমূহকে ভস্মসাৎ করে। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— যে প্রকার ঈষীকতূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করিলে ভস্ম হয়, তথা ব্রহ্মিষ্ঠের সকল পাপ ভস্ম হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— হে উদ্ধব! সুন্দরভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎকরে, সেই প্রকার

এতমর্থং স্ফুটয়তি–

॥ওঁ॥ উপমর্দ্দঞ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/১৬॥

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" (মু০–২/২/৮) ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ (গী০–৪/৩৭) ইতি স্মৃতেশ্চ। বিদ্যয়া সর্বকর্ম্মবিনাশং দর্শয়তি ; তস্মাচ্চ তথা।

অত্র সামিভুক্তস্য প্রারব্ধস্যাপি তয়া বিনাশে জাতে তদুত্তর কালিক বিহিতত্যাগো

অথাধিদৈবিকাদিত্রিবিধ দুঃখনিদানস্য সুকর্ম্মদুষ্কর্ম্মরূপস্য কর্ম্মণো বিদ্যয়া এব বিধ্বংস "ইতি এতমর্থং স্ফুটয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"উপমর্দ্দমিতি। বিদ্যয়া সর্বেষাং কর্ম্মণাং উপমর্দ্দং–বিধ্বংসো ভবতীতি স্মৃতি–শ্রুতি প্রমাণং দর্শয়তি। তত্রাদৌ শ্রুতিপ্রমাণমাহঃ–"ভিদ্যতে" ইতি। তস্মিন্–স্বেতরসর্বনিয়ামকে মুক্তোপসৃপ্যে সর্ববেদান্ত প্রসিদ্ধে শ্রীগোবিন্দদেবে, পরাবরে–পরং কারণাত্মকং, অবরং–কার্য্যাত্মকং, তস্মাদপি সর্বশ্রেষ্ঠে ; দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে সতি জীবানাং হৃদয়গ্রন্থিঃ–অনাদ্যবিদ্যা ভিদ্যতে, অনাদ্যবিদ্যানিবন্ধাত্মকো দেহদেহিকভাবো ভিদ্যতে ; সর্বসংশয়াঃ স্বয়মেব ছিদ্যন্তে, নাশো ভবতীতি। তথা চ অস্য সাধকস্য কর্ম্মাণি–সঞ্চিত–ক্রিয়মাণ প্রারব্ধাখ্যানি সর্বাণি ক্ষীয়ন্তে তেষাং কর্ম্মণাং ফল জনন শক্তিনাশমাপদ্যতে। তস্মাৎ বিদ্যাবিশিষ্টানাং বিদুষাং ন কর্ম্মসম্বন্ধ ইতি।

এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহঃ–"যথা" ইতি। হে অর্জ্জুন ! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি

মদ্বিষয়াভক্তি পাপরাশি ভস্মীভূত করে। সুতরাং মহাপ্রভাব যুক্তা সেই বিদ্যা, যাহার প্রভাবে ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের কামকারেও প্রত্যাবায়ের সম্ভাবনা নাই এই অর্থ।।১৫।।

অনন্তর অধিদৈবিকাদি ত্রিবিধদুঃখনিদান সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্মরূপ কর্ম্মের বিদ্যার দ্বারাই বিধ্বংস হয়' এই অর্থই স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- উপমর্দ্দেতি। উপমর্দ্দ হয়, ব্রহ্ম বিদ্যার দ্বারা সকল প্রকার কর্মের উপমর্দ্দ বিধ্বংস হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দেখাইতেছেন, তন্মধ্যে প্রথমে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন- ভিদ্যত ইতি। হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। অর্থাৎ এই স্বেতরসর্ব্ব নিয়ামক মুক্তোপসৃপ্য সর্ব্ববেদান্ত প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দদেবে, পরাবরে- পর কারণাত্মক, অবর কার্য্যাত্মক তাহা হইতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টে সাক্ষাৎ কার করিলে পরে জীবগণের হৃদয়গ্রন্থি অনাদি অবিদ্যা, অনাদি অবিদ্যা নিবন্ধাত্মক দেহদৈহিক ভাব বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছেদন হয়, উপাস্য উপাসনা ফল সম্বন্ধি সকল প্রকার সংশয় স্বয়ং বিনাশ হয়, অর্থাৎ এই সাধকের কর্ম্ম সঞ্চিত ক্রিয়মান ও প্রারব্ধাখ্য সকল প্রকার কর্ম্মক্ষয়, তাহাদের ফল জনন শক্তি নাশ হইয়া যায়। সুতরাং বিদ্যা বিশিষ্ট ব্রহ্মিষ্ঠের কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধ নাই।

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন- যথেতি। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসকলকে ভস্মসাৎ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পাপ কর্ম্ম

দোষো ন স্যাদিতি ন চিত্রম্।

ননু–দেহারম্ভকস্য কর্ম্মণো ভোগংবিনা বিনাশো নাঙ্গীকৃত ইতি চেৎ ? তত্রোচ্যতে– যদ্যপি সর্বাণি কর্ম্মাণি নির্দ্দগ্ধুং বিদ্যা সমর্থা ; তথাপি তৎ সম্প্রদায় প্রচারার্থ–

ভস্মসাৎ কুরুতে ; তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে । ব্রহ্মবিদ্যয়া পাপকর্ম্মাণি নশ্যন্তীতি কিং চিত্রং ; পুণ্যকর্ম্মাণ্যপি নশ্যন্তি ইত্যাহ–যথা ইতি । সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোঽগ্নিঃ এধাংসি কাষ্ঠানি যথা ভস্মাসাৎ কুরুতে ; তথা জ্ঞানাগ্নিঃ স্ব–পরব্রহ্মানুভব বহ্নিঃ সর্বাণি কর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি ভস্মসাৎ কুরুতে । তথাচ–সঞ্চিতানি প্রারব্ধেতরাণি ঈষীকতুলবন্নির্দ্দহতি ; ক্রিয়মাণানি পদ্মপত্রাম্বুবিন্দুবদ্ বিশ্লেষয়তি ; প্রারব্ধানি তু বিদ্যাপ্রভাবেন অতিজীর্ণান্যপি সৎপথপ্রচারার্থয়া শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইচ্ছয়ৈব আত্মানুভবিন্যবস্থাপয়তীত্যর্থঃ ।

শ্রীভাগবতে চ–(১/২/২১-২৬) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ তথাচাত্র বিশেষঃ–শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–(১/১১৭) ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা । সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥ সা–ব্রহ্মবিদ্যাপরপর্য্যায়া শ্রীভক্তিরিতি । তত্রাস্যাঃ ক্লেশঘ্নত্বম্–ক্লেশস্তু পাপং তদ্‌বীজমবিদ্যা চেতিতে ত্রিধা । তত্র পাপম্–অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং

সকল বিনষ্ট হয় ইহা বিচিত্র নহে, পুণ্যকর্ম্ম সকল ও বিনষ্ট হয় শ্রীভগবান তাহাই বলিতেছেন— যথেতি। সমিদ্ধ প্রজ্বলিত অগ্নি এধঃ কাষ্ঠসকলকে যেমন ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নি- স্ব পরব্রহ্মানুভবরূপ বহ্নি প্রারব্ধ ভিন্ন সকল প্রকার পাপ পুণ্য কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। সারার্থ এই—সাধকের প্রারব্ধ বিনা সঞ্চিত কর্ম্মসকল বিদ্যা ঈষিক তুলের ন্যায় নির্দগ্ধ করে, ক্রিয়মান কর্ম্মসকল কমলদলে জলবিন্দুর ন্যায় বিশ্লেষিত হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যাপ্রভাবে অতিশয় জীর্ণ হইয়া ভক্তি মার্গ প্রচারের নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছাই আত্মানুভবী সাধকে স্থাপন করিয়া থাকেন এই অর্থ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে পরে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদন হয়, ও কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া থাকে।

এইস্থলে বিশেষ কথা এই যে- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে— সেই ব্রহ্মবিদ্যাপর পর্য্যায় শ্রীভক্তি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণীও সুদুর্ল্লভা, এবং সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হয়েন। প্রথমতঃ শ্রীভক্তির ক্লেশহরত্ব— ক্লেশ পাপ পাপবীজও অবিদ্যা নামে ত্রিবিধ, পাপ-পাপদুই প্রকার অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে। শ্রীভক্তি অপ্রারব্ধ পাপহারিণী তাহা শ্রীএকাদশে বর্ণিত আছে- হে উদ্ধব! সুষ্ঠুভাবে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, সেইপ্রকার মদ্বিষয়া ভক্তি সম্পূর্ণ পাপারাশি ভস্মসাৎ করে। শ্রীভক্তি প্রারব্ধ পাপহারিণী তাহা তৃতীয়ে বর্ণিত আছে- যাঁহার শ্রীনাম শ্রবণকীর্ত্তন আহ্বান স্মরণ প্রভৃতির যে কোন একটি আচরণ করিলে ককুর ভোজী চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সবনযাজী ব্রাহ্মণতুল্য পূজ্য হয়েন, হে ভগবন্! পুনঃ আপনার দর্শনে পাপী পবিত্র হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? শ্রীপদ্ম পুরাণে বর্ণিত আছে- শ্রীবিষ্ণুভক্তি নিরত মহাত্মাগণের অপ্রারব্ধ পাপ কূটপাপ বীজ পাপও ফলোন্মুখ পাপাদি ক্রমশই বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভক্তি পাপবীজের হরণ কারিণী তাহা শ্রীষষ্ঠে বর্ণিত আছে— তপস্যাদান ব্রতাদির দ্বারা মানবগণ সেই পাপসকল

ঈশ্বরেচ্ছয়া এব দেহারম্ভকং কর্ম্ম ন নির্দ্দহতি ।

তচ্চ দগ্ধপটাদিবৎ বিদ্বাংস মনুবর্ত্ততে ; ইতি প্রারব্ধস্য ভোগনাশ্যত্ব বাক্যোপপত্তিঃ । বক্ষ্যতি চৈবম্–"অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ" (ব্র০–সু০–৪/১/১১/১৫) ইতি ॥১৬॥

চেতি তদ্দ্বিধা ॥ তত্র অপ্রারব্ধহরত্বং, শ্রীএকাদশে–১১/১৪/১৯ যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মাসাৎ । তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ প্রারব্ধহরত্বং যথা শ্রীতৃতীয়ে–৩/৩৩/৬ যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ । শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায়কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ শ্রীপদ্মপুরণ চ–অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ । ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥ বীজ হরত্বম্ শ্রীষষ্ঠে–৬/২/১৭ তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ। নাধর্জ্জজং তদ্ধৃহৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥ অবিদ্যা হরত্বং শ্রীপাদ্মে–কৃতানুযাত্রা–বিদ্যাভি র্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেন পন্নগীম্ ॥ "বিদ্যয়া" ইত্যংশস্তু স্পষ্টম্ । "সামিভুক্তস্য–অর্দ্ধভুক্তস্য ইত্যর্থঃ । সর্ববিধপাপ পুণ্যাদি কর্ম্মবিনাশে সতি জীবস্য শরীর ধারণং ন সম্ভবেৎ ইতি শঙ্কামবতারয়ন্তি–ননু" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–পূর্বসঞ্চিতে পাপপূণ্যে অনারব্ধকার্য্যে এব বিদ্যায়া বিনাশ্যতো ন তু আরব্ধকার্য্যে চ ইত্যর্থো ব্যাখ্যায্যতে" ইতি ॥১৬॥

হইতে পবিত্র হয়, কিন্তু অধর্ম্মজাত পাপ বিনষ্ট হয় না, এবং পাপ বাসনা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাও শ্রীকৃষ্ণেরচরণ সেবায়ই পবিত্র হয়। শ্রীভক্তি অবিদ্যা হারিণী তাহা শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে- সকল প্রকার বিদ্যাকর্ত্তৃক অনুগমন কারিণী শ্রীসর্ব্বোত্তমা শ্রীভক্তি অবিদ্যাকে সত্তর দহন করে, যেমন দাবানল সর্পিণীকে দহন করে।

ভাষ্য— বিদ্যারদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম বিনাশ হয় তাহা দেখাইতেছেন, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে। এইস্থলে সামিভুক্ত প্রারব্ধেরও ভক্তির দ্বারা বিনাশ হইলে পরে তদুত্তরকালিক বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে দোষ হইবে না ইহা বিচিত্র নহে। সামিভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত, অনন্তর সর্ব্ববিধপাপ পূন্যাদি কর্ম্ম বিনাশ হইলে জীবের শরীর ধারণ করা সম্ভব নহে, এই আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন- নন্বিতি। যদি বলেন দেহারম্ভক পাপের ভোগ বিনা বিনাশ হয় না তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন- যদিও ব্রহ্মবিদ্যা সকলপ্রকার কর্ম্ম নির্দ্দগ্ধ করিতে সমর্থা হয়েন, তথাপি ভক্তি সম্প্রদায় প্রাচারার্থ শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় দেহারম্ভক কর্ম্ম নির্দ্দগ্ধ করেন না। তাহা দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় বিদ্বানগণের অনুবর্ত্তন করে, এই প্রকারে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগনাশ্যত্ব বাক্যের উপপত্তি হয়। ভগবান শ্রীবাদারায়ণও বলিবেন- পূর্ব্বসঞ্চিত পাপাপূণ্য অনারব্ধ কার্য্যদ্বয় বিদ্যার দ্বারাই বিনাশ হয়, কিন্তু আরব্ধকর্ম্মের হয় না, তাহা জীবন ধারণ অবধি অবস্থান করে' ইহা ব্যাখ্যা করিবেন।।১৬।।

॥ওঁ॥ ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ওঁ॥৩/৪/৩/১৭॥

পরিনিষ্ঠিত বিশেষেঽপ্যেবোর্দ্ধরেতঃসু যতিষু মহাবিদ্যেষু যস্মাৎ যথেচ্ছংকর্ম্মাচারঃ শব্দে প্রতীয়তে ; অতঃস্বতন্ত্রা বিদ্যা" ইত্যঙ্গীকার্য্যম্ । শব্দঃখলু বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ।

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যংনির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চনির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" (বৃ০–৩/৫/১) ইতি। নির্বিদ্যলব্ধা ।

অথ প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ঊর্দ্ধ"–রেতঃসু" ইতি । ঊর্দ্ধরেতঃসু–পরিনিষ্ঠিতেষু মহাবিদ্যেষু যদেচ্ছং কর্ম্মাচারঃ প্রতীয়তে ; কুতঃ ? হি শব্দে" ইতি । বৃহদারণ্যাদিশ্রুতিবাক্যে তথৈব প্রতীতেরিত্যর্থঃ । পরিনিষ্ঠিত" ইত্যংশস্তু প্রকটার্থম্ । তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতেষু অবগতা বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিতি বক্তুং ন শক্যমিতি ; কুতঃ ? তেষামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাভাবাৎ। তথা চায়ং প্রয়োগঃ–"বিদ্যা কর্ম্মণী ন অঙ্গাঙ্গীভূতে মিথো ব্যভিচারদর্শনাৎ ঋতুগমন–নৈষ্ঠিকব্রতবদিতি। অতঃ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যঙ্গীকার্য্যা । "শব্দে হি" ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–"শব্দঃ" ইতি । তস্মাদিতি–যতঃ সর্বে ব্রাহ্মণাঃ পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি ; তস্মাদধুনাতনোঽপি ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য–প্রাপ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, মননেন শুদ্ধাশয়ঃ সন্ স্থাতুমিচ্ছেৎ।

পাণ্ডিত্যমিতি–অধ্যয়নজাতা–আপাতব্রহ্মধীঃ পণ্ডা, তদ্ বান্ পণ্ডিতঃ, তস্য কৃত্যং শ্রবণং পাণ্ডিত্যমুচ্যতে। বাল্যং–জ্ঞানবলং, পাণ্ডিত্যং–মননং, তদুভয়ং নির্বিদ্য অথ মুনির্ধ্যানপরঃ স্যাৎ । অথ–অনন্তরং মুনিঃ–অমৌনং–শ্রবণমননং ; মৌনং চ–ধ্যানং নির্বিদ্য অথ এতত্ত্রয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রাহ্মণো লব্ধব্রহ্মানুভবঃ কেন

অনন্তর প্রকারান্তরে শ্রীব্রহ্মবিদ্যার স্বাতন্ত্রতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- ঊর্দ্ধেতি। ঊর্দ্ধরেতঃ গণেও তাহা দেখা যায়, তাহা শব্দ প্রমাণ আছে। অর্থাৎ ঊর্দ্দরেতঃ পরিনিষ্ঠিত মহাবিদ্যাযুক্ত সাধকগণের যথেচ্ছভাবে কর্ম্মাচরণ দেখা যায়। কেন? যেহেতু শব্দে আছে, বৃহদারণকশ্রুতি বাক্যে তাহাই প্রতীতি হয় এই অর্থ। পরিনিষ্ঠিত বিশেষে ঊর্দ্ধরেতঃ যতি মহাবিদ্যা যুক্তগণের যেহেতু যথেচ্ছাকর্ম্মাচরণ শব্দে বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রতীতি হয়, অতএব স্বতন্ত্রবিদ্যা অঙ্গীকার কর্ত্তব্য। অতএব পরিনিষ্ঠিত সাধকগণের অবগত বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ' ইহা বলিতে সমর্থ হইবে? কেন? ব্রহ্মিষ্ঠগণের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অভাব হেতু। এইস্থলে এই প্রকার প্রয়োগ দেখা যায়- বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত নহে, কারণ তাহাতে ব্যভিচার দেখা যায়, যেমন- ঋতুকালে স্ত্রীগমন, এবং নৈষ্ঠিকব্রহ্মব্রত। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা পরমস্বতন্ত্রা অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। অনন্তর 'শব্দেহি' এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন-শব্দেতি। শব্দ অর্থাৎ বৃহদারণ্যকশ্রুতি। অতএব ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবে, বাল্য পাণ্ডিত্য ত্যাগ করত মুনি হইবে, অমৌন ও মৌন নির্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণ কেন হইবে? যেমন হইবে তেমন ঈদৃশ হইবে। নির্বিদ্য লাভ করিয়া, ব্যাখ্যা- যেহেতু সকল ব্রাহ্মণগণ পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তিভারত । কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চি-কীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥" (গী০–৩/২৫) ইত্যাদি তু প্রতিষ্ঠিত পরিনিষ্ঠিতগৃহিবিষয়ম্ । তথা চ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শো বিদ্যা মহিমেতি ॥১৭॥

কর্ম্মণা স্যাৎ ? কেন কর্ম্মণা বর্ত্তেত ? ইতি প্রশ্নঃ । অথোত্তরমাহ–যেন স্যাৎ তেন ত্যক্তবিহিত কর্ম্মাপ্যনুষ্ঠিতনিখিলাশ্রমধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণেন তুল্য স্যাদিত্যর্থঃ । বিদ্যা প্রভাবাৎ প্রত্যবায়েন অস্পৃষ্টোঽতিপবিত্রো ব্রহ্মানুভবন্ প্রকাশ্যেত ইতি ভাবঃ ।

এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহঃ–"সক্তাঃ" ইতি । ননু যদ্যেবং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞস্যাপি অজ্ঞবৎ সর্বকর্ম্মানুষ্ঠানাতিদেশবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছেত ? তথাহি ঈশোপনিষদি–২ "কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহয়াৎ" ইতি চ ? উত্তরমাহঃ–সক্তাঃ" ইতি । হে ভারত ! অবিদ্বাংসঃ যথা সক্তাঃ কর্ম্মাণি কুর্বন্তি, তথা বিদ্বান্ অসক্তঃ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (কর্ম্মাণি) কুর্য্যাৎ" ইত্যন্বয়ঃ । ভারত ! ইতি–ভরতবংশোদ্ভবত্বাৎ । যদ্বা–ভা জ্ঞানং তস্মিন্ নিরতত্বাৎ ; তস্মাৎ ত্বং যথোক্তশাস্ত্রার্থবোধসমর্থোঽসীতি । অবিদ্বাংসঃ–আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরহিতাঃ কর্ম্মাসক্তাঃ মানবাঃ যথা যেন প্রকারেণ সক্তাঃ–তৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্তাঃ, তৎফলাকাঙ্ক্ষণশ্চ কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি কুর্বন্তি ; তথা তেন প্রকারেণ বিদ্বানপি শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞোঽপি অসক্তঃ–কর্ত্তৃত্বাদিপরিত্যক্তঃ সন্ লোক সংগ্রহার্থমেব

জানিয়া পুত্রৈষণা প্রভৃতি হইতে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা আচরণ করিবেন, অতএব ইদানীন্তন ব্রাহ্মণও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে মননের দ্বারা শুদ্ধাশয় হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। পাণ্ডিত্য— অধ্যয়ন জাত আপাত ব্রহ্মজ্ঞান পন্থা, তাহাযুক্ত পণ্ডিত, পণ্ডিতের কৃত্য শ্রবণকে পাণ্ডিত্য বলে, বাল্য জ্ঞান বল, পাণ্ডিত্যমনন, এই উভয়লাভ করিয়া মুনি ধ্যান পর হইবেন, অনন্তর মুনি অমৌন শ্রমণমনন মৌন ধ্যান প্রাপ্ত করিয়া এই তিনটি সম্পত্তির অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণুভবপ্রাপ্ত সাধক কোন কর্ম্মের দ্বারা অবস্থান করেন? ইহা প্রশ্ন। তাহার উত্তর বলিতেছেন- যেনেতি। যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত নিখিল আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণের সমান হয়েন এই অর্থ। বিদ্যা প্রভাবের দ্বারা বিহিতকর্ম্ম পরিত্যাগ জনিত প্রত্যবায় দ্বারা স্পর্শ রহিত অতিপবিত্র ও ব্রহ্মাণুভবী হইয়া প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন- সক্তেতি। যদি বলেন- যদি এই প্রকার স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানিরও অজ্ঞবৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অতিদেশ বাক্য কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? কারণ ঈশোপনিষদে বর্ণিত আছে- নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিবে। যাবৎজীবিত থাকিবে অগ্নিহোত্রাদি যজন করিবে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন- সক্তেতি। হে ভারত! অবিদ্বান্ মানবগণ যেমন সক্ত হইয়া কর্ম্মসকল করে, সেই প্রকার বিদ্বান্ অসক্ত লোক সংগ্রহের ইচ্ছায় কর্ম্ম করিবে। ভারত ভরতবংশজাত, অথবা ভা জ্ঞান তাহাতে নিরত হেতু অতএব তুমি যথোক্ত শাস্ত্রার্থ বোধ সমর্থ হও। অবিদ্বান্ আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরহিত কর্ম্মাসক্ত মানবগণ যে প্রকারে সক্ত- তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত ও তৎফলের আশা করিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম সকল আচরণ করে, সেই প্রকারে বিদ্বানও শ্রীভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানীও অসক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া লোকসংগ্রহ ভগবদ্বহির্মুখ

অস্যাঃ শ্রুতে র্জৈমিনিমতেনার্থান্তরং দর্শয়তি–

॥ওঁ॥পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/১৮॥

"নিয়মাৎ বিহিতকর্ম্মণামেব স্বেচ্ছয়া করণং কামাচারঃ" ইত্যেবশ্রুত্যর্থঃ । "হি" যতঃ শ্রুতিরেব বিদুষঃ কর্ম্মপরামর্শংকরোতি, কর্ম্মত্যাগমপবদতি চ, তস্মাদচোদনাবিদ্বান্ কর্ম্মাণি ত্যজেদিতি" বিধ্যভাব ইত্যর্থঃ ।

শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জনানুগ্রহার্থমেব কর্ম্মাণি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । তথাচ–শ্রীভগবদ্‌ভক্তজনো কর্ম্মাচারোঽপি ন তেন কর্ম্মণা নিবদ্ধ্যতে ।

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বাক্যমিদং পরব্রহ্মণিপ্রতিষ্ঠিত-পরিনিষ্ঠিত-গৃহিভক্তবিষয়মিতি ভাবঃ । অত্র সারার্থমাহঃ–তথাচ–ইতি । তথাহি সংগ্রহশ্লোকৌ–নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ । উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ ! ॥ বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্বৈর্লোকাচারো যথাস্থিতঃ । আদেহ–পাতাদ্ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ইতি । তস্মাৎ বিদুষাং কামচারোঽপি ন প্রত্যবায়লেশস্পর্শ ইতি ভাবঃ ॥১৭॥

অস্যাঃ শ্রুতেরিতি–"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিতাঞ্চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" ইতি । শেষং স্ফুটার্থম্ । অথ শ্রীজৈমিনিমতেন শ্রুতিব্যাখ্যাতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"পরামর্শম্"

জনগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মসকল করিবে। সুতরাং শ্রীভগবানের ভক্ত কর্ম্মাচার করিলেও ঐ কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। অপর শ্রীভগবানের এই বাক্যটি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে প্রতিষ্ঠিত পরিনিষ্ঠিত গৃহিভক্ত বিষয় হয় ইহাই ভাবার্থ। এইস্থলে সারার্থ বলিতেছেন- তথাচেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠের কামচারেও প্রত্যবায় দোষ স্পর্শ রহিত হওয়া বিদ্যার মহিমা, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা পরম স্বতন্ত্রা।।১৭।।

এই শ্রুতির অর্থাৎ বৃহদারণ্যকশ্রুতি, অতএব ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবে, বাল্য ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মুনি হইবে, অমৌন মৌনলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কেমন হইবে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মানুভবীতুল্য হইবে। এই শ্রুতিবাক্যের শ্রীজৈমিনিমতে ব্যাখ্যা করিতে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- পরামর্শেতি। পরামর্শমাত্র চোদনা রহিত বাক্য হেতু তাহা অপবদতি। অর্থাৎ তস্মাৎ এইশ্রুতিবাক্য যে বিদ্বান্‌গণের কর্ম্মত্যাগের বিধান করিতেছেন তাহা পরামর্শ অনুবাদ মাত্র হয়, ইহা মহর্ষি জৈমিনি মনে করেন, ইহা কেন? অচোদনা বিধি প্রত্যয়ের অভাব হেতু, অপর শ্রুতিবাক্য কর্ম্মত্যাগের অপবাদ করে মাত্র, অতএব সকল মানবের কর্ম্মত্যাগ করা অনুচিত হয় এই অর্থ। নিয়ম পূর্ব্বক শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মসকলের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আচরণ করাই কামচার ইহাই শ্রুতিবাক্যের অর্থ। হি যেহেতু শ্রুতিবাক্যই বিদ্বানের কর্ম্মপরামর্শ করিতেছেন, ও কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিতেছেন, অতএব অচোদনা বিদ্বান্ কর্ম্মত্যাগ করিবে, এই বিধির অভাব দেখা যায় না এই অর্থ। অনন্তর শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা বিদ্বান্‌গণের কর্ম্মাধিকার দেখাইতেছেন- অয়মিতি।

অয়ং ভাবঃ–"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈ০–২) ইত্যাদিশ্রুত্যাবিদুষাং কর্ম্মবিধানাৎ "বীরহা বা" ইত্যাদিশ্রুত্যাকর্ম্মত্যাগাপবাদাচ্চ ; তত্ত্যাগে বিধির্নসম্ভবেৎ, যুগপৎ বিধানত্যাগয়োর্বিরোধাৎ ।

ন চ ত্যাজকবাক্যানাং নির্বিষয়তা ; তেষাং পঙ্গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ । তথাচ বিদুষাং শ্রৌতস্মার্ত্তাণি কর্ম্মাণ্যঙ্গীকৃত্যৈব তত্র-"কেন স্যাৎ" (বৃ০–৩/৫/১) ইত্যাদি কামচারো ন তু অন্যথেতি জৈমিনির্ম্মন্যত ইতি ॥১৮॥

অথ তস্য বাক্যস্য জৈমনিমতানুসারেণ সদাচারবিধিত্বমুক্ত্বা, অথ স্বমতে যথেচ্ছকরণানুজ্ঞাং তাবৎ তদর্থং দর্শয়তি–

॥ওঁ॥ অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/১৯॥

ইতি । "তস্মাৎ" ইতি শ্রুতিবাক্যং যদ্ বিদুষাং কর্ম্মত্যাগংবিদধাতি তৎ পরামর্শং–অনুবাদমাত্রং" ইতি মহর্ষির্জৈমিনির্ম্মন্যতে ; এতৎ কুতঃ ? অচোদনাৎ, বিধিপ্রত্যয়াভাবাৎ, অপিচ–শ্রুতিঃ কর্ম্মত্যাগমপবদতি চ। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং মানবানাং কর্ম্মত্যাগমনুচিতমিত্যর্থঃ। "নিয়মাৎ" ইতি ভাষ্যম্ স্ফুটার্থম্ ।

অথ শ্রুতিবাক্যপ্রমাণেনৈব বিদুষাং কর্ম্মাধিকারং দর্শয়িতুমাহঃ–"অয়ং ভাবঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–ইজ্যস্য বিষ্ণোঃ স্বস্য চ যজমানস্য স্বরূপসম্বন্ধৌ বেদেন বিজ্ঞায় মুমুক্ষুর্জীবঃ তেন বিহিতানি কর্ম্মাণি বিমুক্তয়ে বিধিতন্ত্রঃ সন্ করোতি । তৈঃ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধো লব্ধব্রহ্মানুভবোঽপি যাবদায়ুষং বেদবিহিতানি কর্ম্মাণি ন ত্যজতি বিদ্বান্ । তদেবার্থং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ–"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ" ইতি । লব্ধপাণ্ডিত্যাদির্ব্রাহ্মণঃ

এইস্থলের ভাবার্থ এই যে- কর্ম্মসকল আচরণ করিয়া' এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানগণের কর্ম্মবিধান হেতু 'বীরহা বা' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা কর্ম্মত্যাগ বিষয়ে নিন্দাশ্রবণ হেতু কর্ম্মত্যাগে বিধির সম্ভাবনা নাই, যুগপৎ বিধান ও ত্যাগের বিরোধ হয় এই হেতু। কর্ম্মত্যাগ বাক্যসকলের নির্বিষয়তা ব্যর্থতা বলিতে পারিবেন না, কারণ ঐ বাক্য সকল পঙ্গু অন্ধ ও অসমর্থ মানব বিষয়ে উপপত্তি হয়, তথাচ বিদ্বান্‌গণের শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মসকল আচরণ করিতে হইবে ইহা অঙ্গীকার করিয়াই 'কেন স্যাৎ' ইত্যাদি কামচার দেখা যায়। অর্থাৎ পূজনীয় শ্রীবিষ্ণুর নিজের ও যজমানের স্বরূপ সম্বন্ধ বেদের দ্বারা জানিয়া মুমুক্ষুজীব বেদবিহিত কর্ম্মসকল বিমুক্তির নিমিত্ত বিধিতন্ত্র হইয়া আচরণ করিবে। সেই কর্ম্মাচরণের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাণুভব লাভ করত যাবৎকাল পরমায়ু বেদবিহিত কর্ম্মসকল বিদ্বান্ পরিত্যাগ করে না, সেই অর্থই শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন- তস্মাদিতি। পাণ্ডিত্যাদি লাভ করত ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শুভকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ হৃদয় হইয়া জাত ব্রহ্মরতি হইলেও ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম্মসকল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে, সেই কর্ম্মসকলে অত্যন্তরুচি হেতু যে প্রকারে হইবে সেইভাবে ঈদৃশ এই প্রকার সামান্য ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যনুজ্ঞা হেতু, কিঞ্চিৎ করিবে, কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিবে এই প্রকার বলিতে সমর্থ হইবে না। কারণ কুর্ব্বন্' এই বাক্যবিরোধহেতু, বীরহা' ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্মত্যাগদোষকথন হেতু। যদি বলেন- তাহা স্বীকার

অনুষ্ঠেয়মেব কর্ম্মযথেচ্ছংকিঞ্চিচ্চরণীয়ং কিঞ্চিচ্চ নেতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ ।

"কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" (বৃ০–৩/৫/১) ইত্যাদি শ্রুত্যা কেনাপি প্রকারেণ বৃত্তাবপি জ্ঞানিনঃ সাম্যশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।

জৈমিনিমতেন সর্বচরণ পক্ষে সাম্যোক্তিরনুবাদমাত্রং স্যাৎ ; বিহিত কর্ম্মণাংসর্বেষাং চরণে সাম্যসম্ভবাৎ । কেষাঞ্চিৎ পরিত্যাগেঽপি সাম্যোক্তিরসম্ভব–নিবৃত্ত্যর্থত্বাদুপপদ্যত ইতি। কর্ম্মপরামর্শস্য সনিষ্ঠবিষয়ত্বাদবিজ্ঞমাদায় "বীরঘাতঃ শ্রুত্যুপপত্তেশ্চ চোদ্যং পরিহৃতম্।

ন চ ত্যাগশ্রুতেরশক্তবিষয়তা ; তদ্বোধক পদাভাবাৎ । "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া" (কৈবল্য০–৩) ইত্যাদৌ মুক্ত্যসাধনতয়া তত্ত্যাগাবগমাচ্চ ॥১৯॥

বিধিনানুষ্ঠিতৈঃ শুভকর্ম্মভিঃ বিশুদ্ধঃ সন্ জাতব্রহ্মরতিরপি তানি সর্বাণি-কর্ম্মাণি স্বেচ্ছয়ানুতিষ্ঠতি ব্রহ্মোপলম্ভকত্বেন ; তেষু কর্ম্মষু রুচিনির্ভরাৎ "যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশঃ" ইতি সামান্যেন কর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যনুজ্ঞত্বাৎ ন তু কিঞ্চিৎ করোতি, কিঞ্চিৎ ত্যজতীতি শক্যং বক্তুম্ । "কুর্বন্" ইতি শ্রুতিবাক্য ব্যাকোপাৎ ; "বীরহা" ইত্যাদিনা কর্ম্মত্যাগে দোষকথনাচ্চেতি । ননু–তথাত্বে বিদুষাং কামচারত্বং কথং সম্ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"ন ত্বন্যথা" ইতি । বিদ্বান্ কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছয়া কর্ম্মকুর্য্যাৎ, কিঞ্চিৎ ন–কুর্য্যাদিত্যেবং ন ব্যাখ্যেয়ম্ ; কিন্তু সর্বাণ্যেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥১৮॥

অথ স্বমতপ্রকাশয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"অথেতি" বিদুষাং যথেচ্ছায়াচারমনুষ্ঠেয়মিতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অনুষ্ঠেয়ম্" ইতি । অনুষ্ঠেয়ং–বিদুষাং যাগাদিকর্ম্মণাং অনুষ্ঠেয়ং ইচ্ছানুসারেণ আচরয়িতব্যম্ ; কিঞ্চিদাচরণীয়ম্ ; কিঞ্চিন্ন" ইতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণো মন্যতে ; এবং

করিলে বিদ্বান্‌গণের কর্ম্ম কামচারত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- নেতি। কিন্তু অন্যথা আচরণে হইবে না, ইহা মহর্ষি জৈমিনি মনে করেন। অর্থাৎ বিদ্বান কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছায় কর্ম্ম করিবে, কিঞ্চিৎ করিবে না এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবে না, কিন্তু সকল কর্ম্মই আচরণ করিবে এই অর্থ।।১৮।।

অনন্তর স্বমত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পীঠিকারচনা করিতেছেন- অথেতি।এই প্রকারে 'তস্মাৎ' এই শ্রুতিবাক্যের মহর্ষি জৈমিনির মতানুসারে সদাচার বিষয়ে বিধি নিরূপণ করিয়া, অনন্তর স্বমতে ব্রহ্মিষ্ঠের যথেচ্ছা চরণের অনুজ্ঞা তাহার অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন- অনুষ্ঠেয় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন সাম্যশ্রুতি হেতু, অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় বিদ্বানগণের যাগাদিকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ইচ্ছানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য, কিঞ্চিৎ আচরণ করিবে, কিঞ্চিৎ করিবে না, এই প্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন, এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- সাম্যেতি। অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ কর্ম্ম করিলেও পরব্রহ্মনিরত ভাগবতের কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণের সহিত সাম্য শ্রবণ করা যায়, তাহা তুল্য কথন হেতু এই অর্থ। ভাষ্য- বেদ বর্ণিত কর্ম্মসকল যথেচ্ছ কিঞ্চিৎ আচরণ করিবে, কিঞ্চিৎ করিবে না, এইরূপ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন। কেন? সাম্যশ্রুতির হেতু,

কুতঃ ? তত্রাহ–সাম্যশ্রুতেঃ" ইতি । তথাচ–কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ কর্ম্মকুর্বতোঽপি পরব্রহ্মনিরতস্য ভাগবতস্য সর্বকর্ম্মকর্ত্রা ব্রাহ্মণেন সহ সাম্যশ্রবণাৎ তৌল্যোক্তেরিত্যর্থঃ ।

অনুষ্ঠেয়ং" ইতি প্রকটার্থম্ । তথাচ–পরব্রহ্মবিজ্ঞানী–পরমভাগবতঃ যেন কেনাপিবৃত্তেন তিষ্ঠেৎ ; যাগাদ্যনুষ্ঠানাননুষ্ঠানাভ্যাং ন তস্য কিমপি দোষঃ সম্ভবেৎ ; কুতঃ ? সাম্যসম্ভবাৎ । এবং কেষাঞ্চিৎ কর্ম্মণাং পরিত্যাগোঽপি তেষাং প্রত্যবায়–শ্রবণাভাবাদিত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীগীতাসু–১৮/৬৬ সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ শ্রীভাগবতেঽপি–১১/৫/৪১ দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ । সর্বত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ইতি ।

ননু–তথাত্বে "বীরহাবা" ইতি শ্রুতিবাক্যস্য কথং সঙ্গতির্ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"কর্ম্মপরামর্শস্য" ইতি । কর্ম্মপরামর্শঃ–ইতি–"কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিশেৎ শতং সমাঃ" ইতি । অবিজ্ঞঃ" ইতি–বীরঘাতশ্রুতিস্তু অজ্ঞানাদগ্ন্যুদ্বাসনপরঃ ; তচ্চ–আহিতাগ্নি–দ্বিজবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ । "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদিত্যাগবিষয়ক শ্রুতিবাক্যস্য বিষয়াভাবত্বমাশঙ্কয়ন্তি–"নচেতি" স্পষ্টম্ ॥১৯॥

কেনন থাকেন, যেমন থাকেন, তেন এই প্রকার' এই শ্রুতির দ্বারা যেকোন প্রকারে ব্যবহার পূর্ব্বক অবস্থান করিলেও সে ব্রহ্মজ্ঞানির সমান শ্রবণ করা যায় এই অর্থ। মহর্ষি জৈমিনির মতে সর্ব্বকর্ম্মের আচরণ পক্ষে সাম্যোক্তি বাক্য অনুবাদ মাত্র হইবে, বিহিত কর্ম্মসকলের আচরণে সাম্যসম্ভব হইবে। কিন্তু কোন কোন কর্ম্মপরিত্যাগ করিলে পরে সাম্যোক্তি সম্ভব হইবে না, সুতরাং তাহা নিবৃত্তি অর্থ হেতু উপপত্তি হয়। অর্থাৎ পরব্রহ্মবিজ্ঞানী পরমভাগবত যে কোন বৃত্তির দ্বারা অবস্থান করুন, যাগাদি অনুষ্ঠান করুন, অনুষ্ঠান না করুন তাঁহার কোন প্রকার দোষ সম্ভব হয় না। কেন? সাম্য সম্ভব হেতু, এই প্রকার কোন কর্ম্মসকলের পরিত্যাগেও তাঁহাদের প্রত্যবায় শ্রবণ করা যায় না এই অর্থ। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- হে পার্থ! তুমি সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপরাশি মুক্ত করিব শোক করিও না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- হে রাজন্! যে মানব সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শরণাগত পালক মুক্তিদাতা মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন সে সাধক দেব ঋষি ভূত আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর ও ঋণী নহেন।

যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে 'বীরহা বা' এই শ্রুতিবাক্যের কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- কর্ম্মেতি। কর্ম্ম পরামর্শের সনিষ্ঠ বিষয় হওয়া হেতু অবিজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞান রহিত মানব গ্রহণ করিয়াই বীরঘাত শ্রুতিবাক্য উপপত্তি হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব কথিত শঙ্কা পরিহার করা হইল। অর্থাৎ কর্ম্মপরামর্শ- কর্ম্মাচরণ করিয়াই শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। অবিজ্ঞ, অর্থাৎ বীরঘাত শ্রুতি অজ্ঞান হেত অগ্ন্যুদ্বাসন পর তাহা আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ বিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে। ন কর্ম্মনা' ইত্যাদি ত্যাগ বিষয়কশ্রুতি বাক্যের বিষয়ত্বাভাব আশঙ্কা করিতেছেন- নচেতি। যদি বলেন- এই ত্যাগ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য অশক্ত বিষয় হয়? তাহা বলিতে পারিবেন না, কারণ ঐ শ্রুতিবাক্যে অশক্ত বোধক পদের অভাব দেখা যায়। কর্ম্মের দ্বারা নহে, প্রজার দ্বারা নহে' ইত্যাদি মুক্তির সাধনরূপে তাহাদের ত্যাগ অবগত হওয়া যায়, কিন্তু পঙ্গু অন্ধ বিষয় নহে।।১৯।।

॥ওঁ॥ বিধির্বা ধারণবৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/২০॥

"কেন স্যাৎ" (স০–৩/৫/১) ইত্যাদিকো বিধির্বা জ্ঞানবিষয়ঃ ধারণাৎ । যথা বেদধারণং ত্রৈবর্ণিকানাং বিধিয়তে, এবং কেন স্যাৎ" ইতি যথেচ্ছং কর্ম্মাচরণং জ্ঞানিনামেব পরিনিষ্ঠিতানাং বিধীয়তে নান্যেষামিত্যর্থঃ ।

"শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ । অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥" (ভা০–১১/১৮/৩৬) ইতি ॥২০॥

অথ প্রকারান্তরেণাপি বিদুষাং যথেচ্ছাচরণং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ– "বিধিরিতি" । তথাহি–"কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" (বৃ০–৩/৫/১) ইত্যাদি বাক্যং তু বিধিঃ বা ; পরিনিষ্ঠিতানাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে যো বিধিঃ ; স বিকল্প এব; ন তু সর্বেষাং ইতি ; তত্র দৃষ্টান্তমাহ– ধারণবদিতি । যথা বেদধারণং–বেদাধ্যয়নাদি ত্রৈবর্ণিকানামেব ; এবং যথেচ্ছং কর্ম্মাচরণং শ্রীভগবদ্‌ভাববিভাবিতানাং পরিনিষ্ঠিত–ভাগবতানামেব বিধীয়তে" ইতি । ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্ ।

অত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণবাক্যেন স্পষ্টয়ন্তি–"শৌচমাচমনম্" ইতি । জ্ঞানী শৌচং আচমনং স্নানং অন্যাংশ্চ নিয়মান্ ন তু চোদনয়া চরেৎ, যতা অহং ঈশ্বরঃ লীলয়া ইত্যন্বয়ঃ । অত্র টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্–ননু–"স্নানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীতলতা । যতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥ ইতি বচনাৎ কথং যদৃচ্ছয়া বর্ত্তনং ? তত্রাহ–শৌচমিতি । যথামীশ্বরো লীলয়া চরামি তথা জ্ঞানী জ্ঞাননিষ্ঠোঽনাশক্তঃ কুর্য্যাৎ ন তু বিধিকিঙ্করত্বেন । তস্য জ্ঞাননিষ্ঠাবিরোধাদিত্যর্থঃ" ইতি । তস্মাৎ বিদুষাং কর্ম্মাচরণং যথেচ্ছং ন তু চোদনয়া ; কিন্তু লোকসংজিঘৃক্ষয়া এব ইতি ভাবঃ ॥২০॥

অনন্তর প্রকারান্তরে বিদ্বানগণের যথেচ্ছাচরণ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- বিধিরিতি। বিধি ও হইতে পারে, যেমন ধারণ সেই প্রকার অর্থাৎ কেমন হইবে? যেমন ইচ্ছা সেই প্রকার হইবে, সুতরাং এই প্রকার' ইত্যাদিবাক্য বিধি হইবে, পরিনিষ্ঠিতগণের কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে যে বিধি তাহা বিকল্পেই হইবে, কিন্তু সকলের নহে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- ধারণ বদিতি। যেমন বেদধারণ, বেদাধ্যয়নাদি ত্রৈবর্ণিতেরই সিদ্ধ হয়, সেই প্রকার যথেচ্ছ কর্ম্মাচরণ শ্রীভগবদ্ভাবভাবিত পরিনিষ্ঠিত ভাগবতগণেরই বিধান করিয়াছেন। কেমন হইবে? এই প্রকার বিধি বিকলপ জ্ঞান বিষয় হইবে, যেমন ধারণ, যেমন বেদ ধারণ বা গ্রহণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই বিধান করিয়াছেন, এই প্রকার কেমন হইবে' ইহা দ্বারা যথেচ্ছ কর্ম্মাচরণ পরিনিষ্ঠিতজ্ঞানিগণেরই বিহিত হইয়াছে, অন্যের নহে এই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবত মহাপুরাণের বাক্যদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন- শৌচমিতি। জ্ঞানী শৌচ আচমন স্নান এবং অন্যান্য নিয়ম সকল চোদনা বিধিপূর্ব্বক আচরণ করিবে না, যেমন আমি সর্ব্বেশ্বর লীলা পূর্ব্বক আচরণ করি। টীকা শ্রীস্বামিপাদের যদি বলেন- স্নান শৌচ তথা ভিক্ষা এবং নিত্যই একান্তশীলতা, সন্ন্যাসীর চারিটি কর্ম্ম অন্য কোন পঞ্চম কর্ম্ম নাই, এই বচন হেতু কি প্রকারে যথেচ্ছাভাবে অবস্থান করিবে? তদুত্তরে

উক্তমাক্ষিপ্য সমাদধাতি–

॥ওঁ॥ স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতিচেন্নাপূর্বত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/২১॥

জ্ঞানিনঃ স্তুতিমাত্রমেবৈতৎ, ন তু বিধিঃ । যথা প্রীতিপাত্রংকঞ্চিৎ প্রত্যুচ্যতে "যথেষ্টংকুরু" ইতি তেন তস্য স্তুতিরেব স্যাৎ, ন তু যথেষ্টকৃতিবিধানং ; তথা এতদপি জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্মবিধিস্বীকারাদিতি চেন্ন ।

উক্তমাক্ষিপ্য" ইতি–বিদুষাং যথেষ্ট–কর্ম্মাচরণং ন বিধিঃ ; কিন্তু প্রশংসামাত্রং" ইত্যাক্ষেপপ্রকারম্। এবমাক্ষেপ প্রকারমুক্ত্বা তৎখণ্ডয়িতুং সূত্রমবতারয়তি–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"স্তুতিমাত্রমিতি । ব্রহ্মবিদুষাং যৎ যথেষ্টাচরণং তৎ তেষাং প্রশংসামাত্রত্বাৎ ন তু বিধিঃ ; ইত্যাক্ষেপে সমুৎপন্নে সমাধানমাহ–ইতি চেন্ন" ইতি । এবমাশঙ্কামুত্থাপয়িতুং নোচিতম্ ; কুতঃ ? অপূর্বত্বাৎ ; ব্রহ্মানুভবিনি যথেষ্ট–কর্ম্মাচারস্য অপূর্ববিধিত্বাৎ ন প্রশংসামাত্রমিতি ।

ননু–"জ্ঞানী যথেচ্ছং কর্ম্মকুর্য্যাৎ" ইতি প্রশংসা এব ; নায়ং বিধিঃ ; তস্মাৎ–"কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যত্র জ্ঞানীনামপি নিয়মেন কর্ম্মবিধানাৎ, বিদুষামপি কর্ম্ম করণীয়মিতি ; ইতি চেন্ন–বিদুষাং যথেচ্ছকর্ম্মাচারস্য বাক্যান্তরেণাপ্রাপ্তেরপূর্ববিধিত্বাৎ । তথাহি বিধিস্ত্রিবিধঃ–"অপূর্ববিধিঃ, নিয়মবিধিঃ, পরিসংখ্যাবিধিশ্চেতি। "তত্র যো বিধিরত্যন্তাপ্রাপ্তমর্থং প্রাপয়তি সোঽপূর্ববিধিঃ" যথা–"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইতি । "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামাঃ" ইতি চ । অত্র অহরহ সন্ধ্যোপাসনং শ্রুতিবাক্যমৃতত্ত্বে নান্যত্র রাগতঃ ন্যায়তো বা প্রাপ্যতে ; তস্মাদপূর্ববিধিয়ম্ । এবং জ্যোতিষ্টোমযাগকস্য স্বর্গার্থত্বং অনেনৈব বিধিনা জ্ঞাতং

বলিতেছেন- শৌচমিতি যেমন আমি ঈশ্বর লীলা পূর্ব্বক বিচরণ করি, সেই প্রকার জ্ঞানী জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবে, কিন্তু বিধিকিঙ্কর হইয়া নহে, কারণ তাহার জ্ঞাননিষ্ঠা বিরোধি হইবে এই অর্থ। অতএব বিদ্বানগণের কর্ম্মাচরণ যথেচ্ছই হয়, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক নহে, অপর লোকসংগ্রহের নিমিত্তই জানিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ।।২০।।

উক্তমিতি। পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্ত আক্ষেপ করিয়া সমাধান করিতেছেন, বিদ্বানগণের যথেষ্ট কর্ম্মাচরণ বিধি নহে, কিন্তু প্রশংসামাত্র' ইহাই আক্ষেপ প্রকার। এইরূপ আক্ষেপ প্রকার নিরূপণ করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- স্তুতিমাত্রমিতি। স্তুতিমাত্র উপাদান হয়, ইহা বলিতে পারিবেন না, তাহা অপূর্ব্ব বিধি হেতু। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানির যে যথেষ্টকর্ম্মাচরণ তাহা তাহাদের প্রশংসামাত্রই হয়, কেন? স্তুতি মাত্র উপাদান হেতু, প্রশংসামাত্রই হয়, কিন্তু বিধিবাক্য নহে। এই প্রকার আক্ষেপ সমুৎপন্ন হইলে পরে সমাধান বলিতেছেন- ইতীতি। এই আশঙ্কা উত্থাপন করা উচিত নহে, কেন? অপূর্ব্ব হেতু। ব্রহ্মানুভবী বিষয়ে যথেষ্ট কর্ম্মাচারণের অপূর্ব্ববিধি হওয়া নিমিত্ত তাহা প্রশংসামাত্র নহে।

শঙ্কা- যদি বলেন- ব্রহ্মজ্ঞানির ইহা কেবল স্তুতি মাত্রই হয়, কিন্তু বিধি নহে। যেমন অতিশয় প্রীতিপাত্র কোন ব্যক্তির প্রতি বলা হয় তুমি যথেষ্ঠ আচরণ কর এই বাক্যদ্বারা যেন তাহার স্তুতিই হইতেছে,

কুতঃ ? অপূর্বত্বাৎ । ব্রহ্মানুভবিনি যথেষ্টং কর্ম্মচারস্যাপূর্ববিধিত্বাৎ, ন স্তুতিমাত্রং তদিত্যর্থঃ ॥২১॥

॥ওঁ॥ ভাবশব্দাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/২২॥

ন মানান্তরেণ ইত্যতোঽপূর্ববিধিঃ ।

"যশ্চ পক্ষেঽপ্রাপ্তমর্থং নিয়ময়তি স নিয়মবিধিঃ" যথা–ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইতি । "বিধেয়তৎ প্রতিপক্ষয়োরুভয়োঃ সহ প্রাপ্তাবন্যনিবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ । "যথা–"পঞ্চ পঞ্চ নখা ভক্ষ্যাঃ" ইতি । তস্মাৎ জ্ঞানিনাং এতাদৃশং মাহাত্ম্যং" কেন স্যাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেনৈব প্রাপ্যতে ন তু অন্যত্র ; অতোঽপূর্ববিধিরেবায়মিতি, ন বিধিরিতি ॥২১॥

অথ প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বতন্ত্রত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ভাবঃ" ইতি। মুণ্ডকোপনিষদ্‌বাক্যে "ভাবশব্দ" কথনা"চ্চ পরিনিষ্ঠিতানাং পরমভাগবতানাং লোকসংগ্রহায়ৈব কর্ম্মকরণমিতি; তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ইতি । অত্র ব্রহ্মবিদাং যথেচ্ছাচরণং মুণ্ডকোপনিষদ্‌বাক্যবলেন প্রতিপাদ্যন্তে– "প্রাণঃ" ইতি । এষ প্রাণঃ–শ্রীগোবিন্দদেবঃ ; সর্বভূতৈঃ–স্বেতরসর্বজীব–প্রকৃতি–কালাদিভিঃ সহ বিভাতি,

---

কিন্তু যথেচ্ছভাবে কর্ম্মাচরণের বিধান নহে, সেই প্রকার এই 'কেনস্যাৎ' এইবাক্যটিও ব্রহ্মজ্ঞানির কর্ম্মবিধি স্বীকার করিতেছে।

সমাধান- এইশঙ্কা করিতে পারিবেন না, কেন? অপূর্ব্ব বিধি হওয়া হেতু, ব্রহ্মানুভবি বিষয়ে যথেষ্টকর্ম্মাচরণের অপূর্ব্ব বিধি হওয়ার নিমিত্ত তাহা স্তুতি মাত্র নহে এই অর্থ। অর্থাৎ- জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যথেচ্ছভাবে কর্ম্মাচরণ করিবে ইহা প্রশংসা বাক্যমাত্র, কিন্তু বিধিনহে, অতএব 'কর্ম্মসকল করিয়া' এইস্থলে জ্ঞানিগণেরও নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণের বিধান হেতু বিদ্বানগণেরও কর্ম্মাচারণ করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন- তাহা হইতে পারে না, কারণ বিদ্বানগণের যথেচ্ছকর্ম্মাচরণের অন্যবাক্যদ্বারা অপ্রাপ্তি হেতু তাহা অপূর্ব্ববিধি হয়। বিধি তিন প্রকার হয়- অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি, ও পরিসংখ্যাবিধি। তন্মধ্যে যে বিধি অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থকে প্রাপ্ত করায় সে অপূর্ব্ববিধি হয়, যেমন- অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা করিবে, স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোমযাগের দ্বারা যজনা করিবে, এইস্থলে অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা শ্রুতিবাক্য বিনা অন্যত্র অনুরাগ বা ন্যায়তঃ প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহা অপূর্ব্ব বিধি। এবং জ্যোতিষ্টোম যাগ স্বর্গের নিমিত্ত এই শ্রুতিবাক্য বিধানের দ্বারাই জানা যায়, অতএব ইহা অপূর্ব্ববিধি।

যাহা পক্ষে প্রাপ্ত অর্থকে নিয়মিত করে তাহাকে নিয়মবিধি বলা হয়, যেমন- ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিবে। যাহা বিধেয় ও তাহার প্রতিপক্ষ এই উভয়ের সহিত প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যের নিবৃত্তিপর যে বিধি তাহাই পরিসংখ্যা, যেমন পঞ্চ পঞ্চ নখযুক্ত প্রাণী ভক্ষণীয়। অতএব জ্ঞানিগণের এই প্রকার মহিমা 'কেনস্যাৎ' এইশ্রুতি বাক্যদ্বারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র নহে। অতএব ইহা অপূর্ব্ব বিধিই হয়, কেবল বিধি নহে।।২১।।

অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যার স্বতন্ত্রতা প্রতিপাদন করিতেছেন- ভাবেতি।

মুণ্ডকে–৩/১/৪, "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতি বাদী ।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবাণ ভবতে এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ইতি ভাববাচক শব্দোপেতাৎ বাক্যাদিত্যর্থঃ । ভাবো রতিঃ প্রেমা চ ইতি পর্য্যায়শব্দাঃ ।

অয়ং ভাবঃ–ব্রহ্মরতস্যাপরিনিষ্ঠিতস্য তৎ সময়ালাভাৎ লোকসংগ্রহায়ৈব কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ॥২২॥

দেদীপ্যতে, অনেন শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বাধিষ্ঠানত্বমুক্তম্ । বিদ্বান্–শ্রীগোবিন্দদেবতত্ত্বজ্ঞঃ, এবং শ্রীগোবিন্দদেবংবিজানন্ অতিবাদী ভূতোদ্বেজকো ন ভবেদিত্যর্থঃ ; ন কেবলং বিদ্বান্ অতিবাদী ভবতে; কিন্তু–এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ আত্মক্রীড়ঃ, আত্মরতিঃ, ক্রিয়াবান্, চ ভবতীত্যর্থঃ ।

এষ পরমভাগবতঃ আত্মক্রীড়ঃ–শ্রীগোবিন্দদেব–গুণনিমগ্নমনা ; ক্রিয়াবান্–গৌণকালে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ভবতীত্যর্থঃ । প্রাণ ইতি শ্রীগোবিন্দদেবঃ ; তথাহি ছান্দোগ্যে–৪/১০/৪ "প্রাণো ব্রহ্ম" বৃহদারাণ্যকেঽপি–৪/১/৩ "প্রাণো বৈ ব্রহ্ম" ইতি । তস্মাদ্ বিদুষাং ন কর্ম্মাধীনতা ইতি ।
অথ ভাবশব্দস্যার্থমাহঃ–"ভাবঃ" ইতি । স্পষ্টম্ ।

ননু–তথাত্বে–"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গী০–৩/২০) ইতি গীতাবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছতে ? ইত্যপেক্ষয়ামাহঃ––"অয়ং ভাবঃ" ইতি, স্পষ্টম্ । তথাহি শ্রীগীতাসু–৩/২৫ সক্তাঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ! । কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মাবিদ্যা ইতি ॥২২॥

ভাবশব্দ হেতু, মুণ্ডকোপনিষদে ভাবশব্দ কথন হেতু পরিনিষ্ঠিত ভাগবতগণের লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মাচরণ দেখা যায়, অতঃ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা। এইস্থলে ব্রহ্মবাদিগণের যথেচ্ছাচরণ মুণ্ডকোপনিষদ্বাক্যবলে প্রতিপাদন করিতেছেন- প্রাণেতি। এই প্রাণ সকল ভূতে শোভা পাইতেছেন, তাঁহাকে জানিয়া বিদ্বান্ নাতিবাদী হয়েন, ইনি আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মবাদিগণের বরিষ্ঠ হয়েন এই প্রকার ভাববাচক শব্দোপেতবাক্য হইতে ইহাই অর্থ। অর্থাৎ এই প্রাণ সকলভূত দ্বারা শোভা পাইতেছেন, এই প্রাণ শ্রীগোবিন্দদেব সকলভূত স্বেতর সকল জীব প্রকৃতি কালাদির সহিত দেদীপ্যমান হয়েন, এই বাক্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বাধিষ্ঠানত্ব কথিত হইল। বিদ্বান্ এই প্রকার জানিয়া নাতিবাদী হয়, বিদ্বান্ শ্রীগোবিন্দদেবতত্ত্বজ্ঞ এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া অতিবাদী ভূতগণের উদ্বেজক হয় না এই অর্থ, এই বিদ্বান কেবল অতিবাদী হয় না, কিন্তু এই ব্রহ্মবাদিগণের শ্রেষ্ঠ আত্মক্রীড় আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ হয় এই অর্থ। এই পরমভাগবত আত্মক্রীড়াসাধক, আত্মরতি শ্রীগোবিন্দদেবের গুণনিমগ্ন হৃদয়, ক্রিয়াবান্ গৌণকালে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী হয় এই অর্থ। শ্রীগোবিন্দদেব যে প্রাণ তাহা ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— পরব্রহ্মই প্রাণ, বৃহদারণ্যকে— প্রাণই ব্রহ্ম হয়েন। অতএব বিদ্বানগণের কর্ম্মাধীনতা নাই। অনন্তর ভাবশব্দের

অথপ্রকারন্তরেণাশঙ্ক্য সমাধত্তে–

॥ওঁ॥ পরিপ্লবার্থা ইতিচেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/২৩॥

বৃহদারণ্যকাদিষু (বৃ০–৪/৫/১) "অথহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বেভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যয়ণী চ" ইতি ।

"ভৃগুর্বৈবারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" (তৈ০–৩/১/১) ইতি "প্রতর্দনো হ বৈ দৈবদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" (কৌ০–ব্রা০–৩/১)

অথানন্তরং প্রকারান্তরেণ পারিপ্লবার্থেন আশঙ্কামুত্থাপ্য সমাধত্তে ; অত্র স্বপ্রভাবেণ নিখিলপ্রত্যবায়বিনাশিত্বাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ইতি যৎ প্রতিপাদিতম্ ; তন্ন যুক্তিসঙ্গতম্ ; আখ্যানপ্রতিপন্নয়াঃ তস্যাঃ পারিপ্লবার্থত্বাৎ । এবমাশঙ্ক্য সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"পারিপ্লবার্থাঃ" ইতি। অথ যেষু বেদান্তবাক্যেষু ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপ্যতে তে পারিপ্লবা ভবিতুমর্হন্তি ; তথাচ–অশ্বমেধ মহাযাগেপুত্রাদি পরিবৃতায় যজমানায় রাজ্ঞে নানাবিধকথা কথনং পারিপ্লবম্ ; পরিপ্লুত্য পরিপ্লুত্য নানাখ্যানকথনং পারিপ্লবমিত্যর্থঃ ! তদর্থা এব বেদান্তকথাঃ ইত্যর্থঃ, ইতি চেৎ, ন, কুতঃ ? বিশেষিতত্বাৎ ; তেষাং বাক্যানাং বিশেষরূপেণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদনরূপত্বেন–প্রতিপাদনাৎ, বেদান্তবাক্যা ন পারিপ্লবার্থাঃ" ইতি ।

অর্থ করিতেছেন- ভাবেতি। ভাব রতি ও প্রেম এই শব্দসকল পর্য্যায় বাচক হয়।

যদি বলেন- এই প্রকার অঙ্গীকার করিলে- জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বাক্যের কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- অয়মিতি। এই প্রকরণের ভাবার্থ এই যে— পরব্রহ্মনিরত পরিনিষ্ঠিত সাধকের কর্ম্মাচরণের সময়াভাবহেতু তাঁহারা কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তই কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার পরমস্বতন্ত্রা হয়েন, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- হে ভারত! অবিদ্বান্ মানবগণ যে প্রকার আসক্ত হইয়া কর্ম্মসকল করে, বিদ্বান ব্যক্তি সেইরূপ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা পরমস্বতন্ত্রা হয়েন।।২২।।

অথন্তর প্রকারান্তরে পরিপ্লাবার্থরূপে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ নিজপ্রভাবদ্বারা নিখিল প্রত্যবায়বিনাশিনী হওয়া হেতু স্বতন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা' ইহা যে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, আখ্যানরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহা পরিপ্লব হয়। এই প্রকার আশঙ্কা করত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্র অবতারণা করিতেছেন- পারীতি। বেদান্তবাক্যগণ পরিপ্লবার্থা হয়, তাহা নহে বিশেষিত হেতু, অর্থাৎ যে বেদান্তবাক্য সকলে ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপিত হইয়াছে তাহা পরিপ্লবা হইবে, যেমন অশ্বমেধ মহাযাগে পুত্রাদি পরিবেষ্টিত যজমান রাজাকে নানা প্রকার আখ্যান কথনের নাম পারিপ্লব, পরিপ্লুত্য- লম্ফ প্রদান করিয়া যে নানা প্রকার আখ্যান কথিত হয় তাহাই পারিপ্লব এই অর্থ। সেই অর্থই বেদান্ত কথাগণ। এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কেন? বিশেষিত হওয়া হেতু। বেদান্তবাক্যগণের বিশেষরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনপর রূপে

ইতি "জানশ্রুতি র্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস"(ছা০–৪/১/১/) ইতি।

এবমাদিভিরুপাখ্যানৈঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপ্যতে । তাশ্চ পরিপ্লাবার্থাঃ ? উত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্যর্থাঃ ? ইতি বীক্ষায়াং পরিপ্লবার্থা ইতি বিজ্ঞায়তে ।

"সর্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবে শংসন্তি" ইতি শ্রবণাৎ ।

শংসনে চ শব্দমাত্রস্য প্রাধান্যেনার্থজ্ঞানস্যাতথাত্বাৎ আখ্যানপ্রতিপন্না ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্রার্থবাদর্থবদপ্রয়োজিকা এবেতি কর্ম্মশেষতা তস্যা ন প্রত্যখ্যাতুংশক্যা ; অতঃ প্রধানতা তু সুদূরোৎসারিতা ; ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি ; চেন্ন ।

কুতঃ ? বিশেষিতত্বাৎ "পারিপ্লবমাচক্ষীত" ইতি প্রকৃত্য তত্র প্রথমেঽহনি মনুর্বৈবস্বতো রাজা ইতি ; দ্বিতীয়েঽহনি ইন্দ্রোবৈবস্বতোরাজা ; তৃতীয়েঽহনি যমো বৈবস্বতো রাজা, ইত্যাখ্যানবিশেষাস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যতে ।

তত্রাখ্যানসামান্যগ্রহে দিবসবিশেষে আখ্যানবিশেষ বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ । ততশ্চ "সর্বাণি" ইতি তৎ প্রকারপঠিতান্যেব জ্ঞেয়ানি। তস্মাৎ বেদান্তাখ্যানানি পারিপ্লব প্রয়োগার্থানি নেত্যর্থঃ ॥২৩॥

"বৃহদারণ্যকাদিষু" ইত্যাদি–প্রকটার্থম্ । অত্র শঙ্কামুদভাবয়ন্তি–"তাশ্চ" ইত্যাদ্যতিরোহিতার্থম্। তথাচ–পারিপ্লবমাচক্ষীত" ইত্যারভ্য–"মনুর্বৈববস্বতো রাজা" ইতি বাক্যশেষে কাসাঞ্চিদেব কথানাং পারিপ্লবশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ ন সকল বেদান্তকথানাং তচ্ছেষত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ–আখ্যানবিরহিতা অপি

প্রতিপাদন করা হেতু বেদান্তবাক্যগণ পারিপ্লবার্থ নহে ইহা সূত্রার্থ। বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে বর্ণিত আছে- মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি ভার্য্যা ছিল মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। বরুণ পুত্র ভৃগু নিজপিতা বরুণের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন- ভো ভগবন্! ব্রহ্ম উপদেশ করুন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ইন্দ্রেয় প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দাতা বহুদায়ী বহুপাককর্ত্তা ছিলেন। এই রূপ অনেক উপাখ্যানের দ্বারা শ্রুতি কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যাকথিত হইয়াছে। এই বাক্যসকলে আশঙ্কার উদ্ভাবন করিতেছেন- তাশ্চেতি। এই বেদান্তবাক্যগণ পারিপ্লবার্থা? অথবা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্ত্যর্থা? এই প্রকার সন্দেহে বলিতেছেন- বেদান্তবাক্যগণ পারিপ্লবার্থ বলিয়াই জানা যায়, কারণ 'আখ্যানসকল পারিপ্লবে কথিত হয়' ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়। উপাখ্যান কথনে শব্দ মাত্রের প্রাধান্য হেতু অর্থজ্ঞানের যথার্থতা হয় না, অতএব আখ্যান প্রতিপন্না যে ব্রহ্মবিদ্যা হয় তাহা মন্ত্রার্থবাদমাত্র অর্থেরন্যায় অপ্রয়োজিকা হয়, সুতরাং ঐ ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মশেষতা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবে না, অতঃ বিদ্যার প্রধানতা সুদূরোৎসারিত হইয়াছে, যেহেতু ধর্ম্মিরই সিদ্ধ হয় না।

সমাধান- এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কেন? বিশেষিত হেতু। পারিপ্লব বর্ণনা করিবে, এই প্রকার উপাখ্যান বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দিবসে মনু বৈবস্বত রাজা হয়েন, দ্বিতীয় দিবসে ইন্দ্র

॥ওঁ॥ তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ওঁ॥৩/৪/৩/২৪॥

তথাচ বেদান্তোপাখ্যানানামসতি পারিপ্লবার্থত্বে সন্নিহিত বিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগিতামেব নায্যম্ ।

কুতঃ ? একেতি । "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃ০–২/৪/৫) ইত্যাদি সন্নিহিত বিদ্যাভিরেক বাক্যতয়োপবন্ধাৎ ।

কেন–ঐতরেয়কাদয়ো বেদান্তাঃ সন্তি, তেষাং তচ্ছেষত্বশঙ্কাপি ন কর্ত্তুম্ ; অতো ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্ত্যর্থা এব সর্বে বেদান্তবাক্যাঃ, ন পারিপ্লবার্থাঃ" ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

অথ প্রকারান্তরেণ বেদান্তবাক্যানং পারিপ্লবার্থং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগভান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–তথা চ" ইতি । অথ বেদান্তোপাখ্যানানাং পারিপ্লব প্রয়োগার্থত্ব পরিহারাৎ তৎসন্নিহিতব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্ত্যুপয়োগঃ তেষাং ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ–তথাচ" ইতি । এবং কুতঃ ? তত্রাহ–একবাক্যতয়া উপবন্ধাৎ ; "অথ হ যাজ্ঞবল্কস্য দ্বেভার্য্যে বভূবতু মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ" (বৃ০–৪/৫/১/ ;) ইত্যাদ্যুপাখানানাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০–২/১/২) ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্যানাং চ এক বাক্যতয়া প্রতিপাদনাৎ ন তু পারিপ্লবার্থতা তেষামিত্যর্থঃ ।

"তথাচ" ইতি ভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টম্ । অথ বেদান্তোপাখ্যান বাক্যানাং ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং, তথাচ–বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে–"সাহোবাচ মৈত্রেয়ী–(৪/৫/৪) যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন

বৈবস্বত রাজা হয়েন, তৃতীয় দিবসে যম বৈবস্বত রাজা এই ভাবে আখ্যান বিশেষ সকল সেই সেইস্থলে নিযুক্ত করেন, সেইস্থলে যদি আখ্যান সামান্য গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে দিবস বিশেষে আখ্যান বিশেষবিধি অনর্থক হইবে, অতঃ আখ্যানসকল' ইহা সেই প্রকরণে পঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব বেদান্ত বর্ণিত উপাখ্যান সকল পারিপ্লব প্রয়োগের নিমিত্ত নহে ইহাই অর্থ। অর্থাৎ পারিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া মনু বৈবস্বত রাজা' এই বাক্যশেষে কোন কোন কথা বা উপাখ্যানের পারিপ্লব শব্দের দ্বারা বিশেষিত হেতু সকল বেদান্তকথার কর্ম্মশেষত্ব হয় না এই অর্থ। অপর আখ্যানরহিত কেনোপনিষৎ ঐতরেয়োপনিষদাদি বেদান্তগণ আছে, তাহাদের কর্ম্মশেষত্ব শঙ্কা করা উচিত নহে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্তির নিমিত্ত সকল বেদান্ত বাক্যগণ পারিপ্লবার্থ নহে ইহাই অর্থ।।২৩।।

অনন্তর প্রকারন্তরে বেদান্ত বাক্যগণের পারিপ্লবার্থ নিরাকরণ করিতে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- তথেতি। তথাচ একবাক্যতা উপবন্ধ হেতু, অর্থাৎ বেদান্ত বর্ণিত উপাখ্যান সকলের পারিপ্লব প্রয়োগের নিমিত্ত, ইহা পরিহার হেতু তৎসন্নিহিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্তির উপযোগ তাহাদের হয় এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- তথাচ। ইহা কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন- এক বাক্যরূপে উপবন্ধ হেতু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী, ইত্যাদি উপাখ্যান সকলের এবং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যসকলের এক বাক্যরূপে প্রতিপাদন করা হেতু তাহা পারিপ্লব নহে এই অর্থ

যথা–"সোঽরোদীৎ" (তৈ০–স০–১/৫/১/১) ইত্যাদুপাখানানাং সন্নিহিতকর্ম্মবিধেঃ স্তুত্যর্থতা ; ন তু পারিপ্লবার্থতা ; তথা এতেষাং সন্নিহিত বিদ্যাস্তুত্যর্থতা স্যাৎ ।"

অয়ং ভাবঃ–স্বতন্ত্রেব পুমর্থহেতু র্বিদ্যা, যদস্যাং মহান্তোঽপি মহতা প্রযত্নেন প্রবর্ত্তন্ত ইতি প্ররোচনোপযোগাৎ প্রজ্ঞাসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ উপাখ্যানরীত্যা বিদ্যোপদেশঃ।

কুর্য্যাম্" । "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (৬) "আত্মা বা অরে ! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি অত্র পরব্রহ্মোপদেশঃ । তৈত্তিরীয়োপনিষদি চ–১/৫/১ "তদ্‌ব্রহ্ম, স আত্মা" ইতিশিক্ষাধ্যায়ে । ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে–২/৬/১ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ । অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি ॥ ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে–৩/১/১ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি । "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (৩/৬/১) কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদি চ–৩/২ "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইতি । "যথাগ্নেজ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবমেব এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" (৩/৩) "যো বৈ বালক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম স বেদিতব্যঃ" ইতি (৪/১৮) ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৪/৩৩ "অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সংবর্গঃ" ইতি । এবমাদিভিরুপাখ্যানৈঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মবিদ্যা নিরুপ্যতে ; এতেষামুপাখ্যানানাং ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ; অপিতু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগিত্বমেব ।

অথ তৈরাখ্যানৈঃ সহ একবাক্যতাং প্রতিপাদয়ন্তি–আত্মা বা" ইতি । "অয়েমৈত্রেয়ি ! আত্মা এব

হয়। তথাচ- বেদান্তে যে উপাখ্যান সকল আছে তাহা পারিপ্লবার্থ না হইয়া তৎসন্নিহিত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্তির উপযোগীরূপে গ্রহণ করাই নায্য হয়। অর্থাৎ বেদান্তোপাখ্যান বাক্যগণের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে দেখা যায়- মৈত্রেয়ী কহিলেন- হে ভগবন্! যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহার দ্বারা কি করিব? মহর্ষিযাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন- অরে মৈত্রেয়ি। পতির কামনার নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না। আত্মার কামনার নিমিত্তই পতি প্রিয় হয়, সুতরাং আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যও নিদিধ্যাসিতব্য' এই প্রকার পরব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ে শিক্ষাধ্যায়ে- তিনিই ব্রহ্ম সেই আত্মা। ব্রহ্মবল্লীতে- যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, যে ব্রহ্ম আছে বলিয়া জানে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে। ভৃগুবল্লীতে- যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, যাহাদ্বারা জীবিত থাকে, যাহাতে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রহ্ম। পুনঃ আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিবে। কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে— আমি প্রাণও প্রজ্ঞাত্মা হই। প্রজ্বলিত অগ্নিহইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার এই আত্মা হইতে প্রাণসকল যথায়তনভাবে উৎপন্ন হয়, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোক সকল। পুনঃ হে বালাকে! যিনি এই পুরুষসকলের কর্ত্তা এই সকল যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই জানিবার যোগ্য। অপর ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে- অথ অধ্যাত্ম এই প্রকার প্রাণ সংবর্গ, এই প্রকার উপাখ্যাণের দ্বারা শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান সকল পারিপ্লব নহে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্তি প্রাপ্তির উপযোগি হয়। অনন্তর সেই

তেন চ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছা০–৬/১৪/২) ইতি শ্রুত্যনুগ্রহশ্চ । তথা চ স্বতন্ত্রা সেতি ॥২৪॥

॥ওঁ॥ অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ওঁ॥ ৩/৪/৩/২৫॥

অতো বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদনাদেব হেতোস্তস্যাঃ স্বফলে প্রকাশ্যে অগ্নীন্ধনাদীনাং যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং নাস্ত্যপেক্ষেতি জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ব্যুদাসঃ ॥২৫॥

সর্বেষাং প্রিয়ত্বাৎ, সর্বেষাং পরমোপাস্যত্বাচ্চ স এব দ্রষ্টব্যঃ ; স্বেষ্টদৈবতত্বেন জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। ননু–তথাত্বে "সোঽরোদীৎ" "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি উপাখ্যানমাত্রপ্রতিপাদকবাক্যানাং কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়মাহঃ–"যথা" ইত্যাদি স্ফুটার্থম্ । অথ এতদধিকরণস্য সারার্থমাহঃ–"অয়ংভাবঃ" ইতি । অতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–সর্বানর্থবিনাশিনী, শ্রীগোবিন্দদেবসাক্ষাৎকার–প্রদায়িনী চ ব্রহ্মবিদ্যা ; তস্মাৎ সর্বানাকর্ষয়িতুং কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ পুত্র–স্বর্গাদিফলং দদাতি ; তৎ ফললোভেন প্রবর্ত্তন্তে মানবাঃ ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/৩/৪৪ পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্ । কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ কিঞ্চ তত্রৈব–১১/৩/৪৬ "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" অপিচ–সর্বেষাং বোধসৌকর্য্যার্থং উপাখ্যানরীত্যা ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ ইতি । অত্র প্রমাণমাহঃ–"আচার্য্যবান্" ইতি ।

সঙ্গতি :–অথ কামকারাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–"তথাচ" ইতি । তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা সর্বপ্রদাত্রী চ ইতি ॥২৪॥

ননু–বিদ্যৈব বিমুক্তিরিতি ব্যর্থং বচঃ, কিন্তু বিদ্যা কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়েন তদিতি ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২০/৬ যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া । জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ অত্র কর্ম্মণো মধ্যবর্ত্তিত্বাৎ জ্ঞানিনাং ভক্তিমতাঞ্চ কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন প্রতিপাদিতম্ ; অতো

উপাখ্যানের সহিত বেদান্তবাক্যের একবাক্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন- আত্মেতি। কেন? একবাক্যতা উপবন্ধ হেতু, অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই সকলের প্রিয় হেতু, সকলের পরমোপাস্য হেতু তিনিই দ্রষ্টব্য ও শ্রেতব্য নিজেরইষ্টদেবতারূপে জ্ঞাতব্য এই অর্থ। ইত্যাদি সন্নিহিত বিদ্যার সহিত একবাক্যতয়া উপনিবন্ধ হেতু, যদি বলেন- তাহা স্বীকার করিলে 'সোহরোদীৎ, যজমান প্রস্তর' ইত্যাদি উপাখ্যানমাত্র প্রতিপাদক বাক্যগণের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- যথেতি। যেমন সে রোদন করিয়াছিল' ইত্যাদি উপাখ্যান সকলের সন্নিহিত কর্ম্ম বিধির স্তুতিরূপতা হয়, কিন্তু পারিপ্লবার্থতা নহে, তথা এই উপাখ্যান সকলের সন্নিহিত বিদ্যা স্তুত্যর্থতা হইবে।

অনন্তর এই অধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন- অয়মিতি। এই প্রকরণের এই ভাবার্থ- ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের হেতু হয়। কারণ এই ব্রহ্মবিদ্যাতেই মহাপুরুষগণও মহৎ প্রযত্ন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়েন, সুতরাং প্ররোচনা উপযোগিহেতু এবং প্রজ্ঞাসুকরতার উপযোগি হেতু উপাখ্যানরীতির দ্বারা বিদ্যার উপদেশ করেন। অর্থাৎ সর্ব্বানর্থ বিনাশিনী, শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎকার প্রদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যা হয়েন, অতএব সকল

বিদ্যাকর্ম্মসমুচ্চয়েন মোক্ষ ইতি ।

এবং সমুচ্চয়শঙ্কায়াং জাতায়াং পরিহারপ্রকারং দর্শয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"অতএব" ইতি। অতো ব্রহ্মবিদ্যা পরমস্বাতন্ত্র্যস্বরূপা প্রতিপাদনাৎ এব হেতোঃ তস্যাঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বফলে প্রকাশবিষয়ে অগ্নীন্ধনাদীনাং যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং অপেক্ষা নাস্তি ; শ্রীগোবিন্দদেবৈকশরণভক্তানাং যাগাদিকর্ম্মণামপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ । "অতঃ" ইতি ভাষ্যং প্রকটার্থম্ । তস্মাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসমুচ্চয়ভ্রমং ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ । তথাহি শ্রীগীতাসু—১৮/৬৬ সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ঈশোপনিষদি চ—১১ "বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" শ্রীভাগবতোঽপি—১১/১২/১৪-১৫ তস্মাত্তমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ । প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্য শ্রুতমেব চ ॥ মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ । যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষদানে ন কর্ম্মাদীনামপেক্ষা ইতি । গোবিন্দচরণৈকান্ত—সেবকানাং সদৈব তু । তৎ সাক্ষাৎকারলাভো হি মুক্তির্ভবতি নান্যর্থা ॥২৫॥

ইতি কামকারাধিকরণং তৃতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥৩॥

মানবগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ পুত্র ও স্বর্গাদিফল প্রদান করেন, সেই ফলের লোভে মানবগণ প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- এই বেদ শাস্ত্র পরোক্ষবাদী ও বালক অজ্ঞগণের অনুশাসন করে, তথা যে প্রকার ওষধ সেই প্রকার কর্ম্ম সকল হইতে মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্মসকলের বিধান করে। পুনঃ মানবের রুচির নিমিত্ত বেদশাস্ত্রে ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। পুনঃ সকলমানবের সুখকর বোধের নিমিত্ত উপাখ্যানরীতির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন- আচার্য্য শ্রীগুরুদেবানুগত সাধকই তাঁহাকে জানেন' শ্রুতি এইভাবেই মানবগণকে অনুগ্রহ করিয়াছেন।

সঙ্গতি— অনন্তর কামকারাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। সে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ সেই সর্ব্বপ্রদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা পরমস্বতন্ত্রা হয়েন ইহাই অর্থ।।২৪।।

শঙ্কা— বিদ্যার দ্বারাই জীব বিমুক্তি লাভ করে, ইহা ব্যর্থ প্রলাপমাত্র, কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় দ্বারাই মুক্তি হয়, এই বিষয়ে শ্রীভগবান শ্রীভাগবতে বলিয়াছন- মানবগণের শ্রেয়ঃ বিধান করিবার ইচ্ছায় আমি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনটি যোগপথ বর্ণন করিয়াছি, কোথাও অন্য কোন উপায় নাই। এইস্থলে কর্ম্মের মধ্যবর্তিতা হেত জ্ঞানিগণের ও ভক্তগণের কর্ম্ম আবশ্যকর্ত্তব্যত্বরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

এই প্রকার সমুচ্চয় শঙ্কা জাত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার প্রকার প্রদর্শিত করিতেছেন- অতএবেতি। অতএব অগ্নীন্ধনাদির অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ অতঃ ব্রহ্মবিদ্যা পরমস্বতন্ত্র স্বরূপা এব এই হেতু, সেই ব্রহ্মবিদ্যার নিজফল প্রকাশ বিষয়ে অগ্নীন্ধনাদি যাগাদিকর্ম্মসকলের অপেক্ষা নাই, শ্রীগোবিন্দদেবৈক শরণ ভক্তগণের যাগাদিকর্ম্মের অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে এই ভাবার্থ। অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন হেতু বিদ্যার স্বফল প্রকাশ বিষয়ে অগ্নীন্ধনাদি যাগাদি কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ব্যুদাস

৪॥ "সর্বাপেক্ষাধিকরণম্"–

ইত্থং বিদ্যাসামর্থ্যাদ্যভিধায় তদধিকারিণংলক্ষয়িতুমারভতে । "তমেতং বেদানুবচনেন" (বৃ০–৪/৪/২২) ইত্যাদি "তস্মাদেবংবিৎশান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (বৃ০–৪/৪/২৩) ইতি চ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে। অত্র যজ্ঞাদি সমাধি চ বিদ্যাঙ্গতয়া প্রতীয়তে । তদুভয়মাবশ্যকং ? নবেতি সংশয়ে । "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছা০–৬/১৪/২) ইত্যাদিষু গুরূপসত্ত্যৈব তদুৎপত্তিপ্রত্যয়াৎ

৪॥ "সর্বাপেক্ষাধিকরণম্"

সাধকানাং শমাদয়ো বিদ্যা সম্প্রাপ্তয়ে হ্যাদৌ ।
মনাগাচরণীয়াঃ স্যুরিত্যাহ বাদরায়ণঃ ॥

ননু–ব্রহ্মবিদ্যা স্বফল শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার–প্রদানে যাগাদিকর্ম্মাণাং সাহায্যং নাপেক্ষতে ; এবং স্বোৎপত্তাবপি তেষাং সাহায্যং সা নাপেক্ষতাং নাম ; কুতঃ ? হ্লাদিনীসার সমবেতসম্বিৎসাররূপত্বাৎ তস্যাঃ" ইতি শঙ্কাসমাধানার্থং সর্বাপেক্ষাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ সর্বাপেক্ষাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–ইত্থমিতি । অত্র বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি–"তমেতম্" ইতি । "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন, এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি" ইতি তু সমগ্রা শ্রুতিঃ । অত্র যাগাদিনা চিত্তবিশুদ্ধিদ্বারৈব

হইল। অতএব বিদ্যাও কর্ম্মের সমুচ্চয় ভ্রম করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোক করিও না। ঈশোপনিষদে বর্ণিত আছে— বিদ্যার দ্বারাই অমৃত লাভ হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— হে উদ্ধব! অতএব তুমি চোদনা প্রতিচোদন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শ্রোতব্যও শ্রুত সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব দেহধারির আত্মা একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, সর্ব্বাত্মভাবে আমার শরণাবত হইলে তুমি আমাকর্ত্তৃক অকুতোভয় সর্ব্বথা নির্ভয় হইবে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষদানে কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাই। শ্রীগোবিন্দদেবের চরণে একান্ত সেবকগণের সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভই মুক্তি হয়, অন্য কোন প্রকার হয় না এই অর্থ।।২৫।।

এই প্রকার কামকারাধিকরণ তৃতীয় সম্পূর্ণ।।৩।।

৪।। সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ

অনন্তর সর্ব্বপেক্ষাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীভক্তিসাধকগণের বিদ্যা সম্পাপ্তির নিমিত্ত প্রথমে শমদমাদি সামান্য ভাবে আচরণ করিতে হয়, তাহা শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন। যদি বলেন- ব্রহ্মবিদ্যা স্বফল শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রদানে যাগাদি কর্ম্মের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, এই প্রকার নিজের উৎপত্তি বিষয়েও তাহাদের সাহায্য বিদ্যা অপেক্ষা করেনা এই শঙ্কা, কেন? বিদ্যা হ্লাদিনর সারসমবেত সম্বিৎসাররূপা

বিদ্যা উৎপদ্যতে । তস্মাদিতি । যস্মাৎ পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা পাপেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে ; তস্মাৎ স্বোপাস্যত্বেন জ্ঞাত্বা সাধকঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ শান্তাদিশ্চ সন্ আত্মনি চিত্তে তং শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যেৎ, ধ্যায়েদিত্যর্থঃ । শ্রদ্ধাবিত্তঃ–সুদৃঢ়শাস্ত্রবিশ্বাসঃ ।

তথাহি–শ্রীগীতাসু–৪/৩৯ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" শান্ত ঃ–বিনির্জ্জিতবহিরন্তঃকরণঃ ; দান্ত ঃ–শ্রীগোবিন্দদেবনিষ্ঠবুদ্ধিকঃ । উপরতঃ–নিবৃত্তবিষয়ানুরাগঃ। তস্মাৎ শান্তাদিমান্ শ্রীগোবিন্দদেবং লভতে ইতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/১১/২৯-৩১ কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ । সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ । অনীহোমিতভূক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণোমুনিঃ ॥ অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ । অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ইতি । বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি–"অত্র" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ । ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষয়ন্তি–"আচার্য্যবান্" ইতি । তথাচ–শ্রীগুরূপসত্যনন্তরং তৎসেবয়ৈব শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারো ভবতীতি, কিং তৈঃ শান্তাদিভিরিতি । তস্মাৎ শ্রীগুরুসেবা তৎকৃপা বা বিদ্যোৎপত্তেঃ কারণমিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

হওয়া হেতু, এই শঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অনন্তর সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের বিষযবাক্যের অবতারণা করিতেছেন- ইত্থমিতি। এই প্রকার বিদ্যা সামর্থ্যাদি বর্ণন করিয়া বিদ্যাধিকারিগণের লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। এইস্থলে বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন- তমিতি। সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে বেদানুবচনের দ্বারা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচন যজ্ঞ দান তপস্যা ও উপবাসদ্বারা ব্রহ্মকে জানেন, এইব্রহ্মকেই জানিয়া মুনি হয়, এইস্থলে যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক বিদ্যা উৎপন্ন হয়। তস্মাদিতি। অতএব এইজ্ঞানী শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু শ্রদ্ধাবিত্ত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবে, এই প্রকার বৃহদারণ্যকে শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যেহেতু পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না, অতএব স্বোপাস্যরূপে জানিয়া সাধক শ্রদ্ধাবিত্ত শান্তাদিমান্ হইয়া আত্মা নিজচিত্তে সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে ধ্যান করিবে ইহাই অর্থ। শ্রদ্ধাবিত্ত সুদৃঢ় শাস্ত্রবিশ্বাস, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- শ্রদ্ধাবান্ সাধক জ্ঞান লাভ করে। শান্ত বহিরন্তকরণ বিজয়ী, দান্ত শ্রীগোবিন্দদেবনিষ্ঠ বুদ্ধিক, উপরত বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত, অতএব শান্তাদি যুক্ত সাধক শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করেন, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যিনি কৃপালু সর্ব্বদেহধারিগণের অকৃতদ্রোহ সত্যবক্ত সার অনবদ্যাত্মা সম সর্ব্বোপকারক, কামনা রহিত দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন চেষ্টারহিত মিতভূক্ শান্ত স্থির আমার শরণাগত মুনি অপ্রমত্ত গভীরাত্মা ধৃতিমান কামাদিষড়্গুণবিজয়ী অমানী মানপ্রদ কল্প দক্ষ মৈত্র কারুণিক ও কবি হয়েন তিনি শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করেন, এই প্রকার বিষয়বাক্য বর্ণিত হইল।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয়ের উদ্ভাবনা করিতেছেন- অত্রেতি। এইস্থলে যজ্ঞাদি ও শমাদি

নেতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ ॥ওঁ॥৩/৪/৪/২৬॥

স্বফলপ্রকাশে নিরপেক্ষাপি বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সর্বাপেক্ষা সর্বান্ যজ্ঞাদিধর্ম্মানপেক্ষত ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? যজ্ঞেতি । "তমেতম্" ইত্যাদৌ চ বিদ্যার্থং যজ্ঞাদেঃ শমাদেশ্চ শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ–অশ্বেতি যথা গতি নিষ্পত্তয়ে অশ্বোঽপেক্ষতে ; নতু নিষ্পন্নগতেগ্রামাদিপ্রাপ্তৌ তদ্বৎ ॥২৬॥

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে সমুদ্‌ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সর্বাপেক্ষা" ইতি । যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যা স্বয়ং স্বফলপ্রকাশনে পরমসমর্থা ভবতি, তথাপি–সোৎপত্তৌ "সর্বাপেক্ষা" সর্বান্ যজ্ঞাদিধর্ম্মানপেক্ষতে । যজ্ঞাদিশ্রুতিবিদ্যমানত্বাদিতি । তথাচ–যাগাদিকর্ম্মণা হৃদ্‌বিশোধিতে শ্রীভগবৎকথায়াং জীবস্য রুচিরুৎপদ্যতে । তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২০/৯ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা । মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ইতি । তস্মাদ্ বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাক্ যজ্ঞাদীনাং সর্বেষামপেক্ষাবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ ।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ–অশ্বেতি । গ্রামপ্রাপ্ত্যর্থং গতিনিষ্পত্তয়ে যথা অশ্বোঽপেক্ষ্যতে, ন তু নিষ্পন্নগতে গ্রামপ্রাপ্তস্য তদ্বদিত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোতার্থম্ । তথাহি শ্রীগীতাসু–১৮/৫ যজ্ঞদান তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ । যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ তত্রৈব–১৮/৪৬ যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ । স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ইতি । ইদমত্র তত্ত্বম্–যদ্যপি সর্বাণি বেদবিহিতানি কর্ম্মাণি উক্ত, তত্তৎ ফলাকাঙ্ক্ষাং বিহায়ানুষ্ঠিতানি তত্ত্বজ্ঞানং জনয়ন্তি ; তথাহি শ্রীগতাসু–১৮/৬ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ । কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ তথাহি এবং বিবেচনীয়ম্–

১। সনিষ্ঠসাধকৈঃ সাবধানতয়া অগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্য–অপশুকানি কর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাক্, বিদ্যোৎপত্তেরুওরঞ্চানুষ্ঠেয়ানি ; ন তু জ্যোতিষ্টোমাদীনি পশুহিংসাযুক্তানি ।

ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতীতি হইতেছে, এই উভয়ের আবশ্যকতা আছে? অথবা নাই? এই সংশয়।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয়জাত হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন- আচার্য্যেতি। আচার্য্যবান পুরুষই জানেন, ইত্যাদি প্রমাণ হইতে শ্রীগুরুপাসত্তির দ্বারাই বিদ্যোৎপত্তি প্রত্যয় হয়, সুতরাং শমাদির প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের পরে তাহার সেবার দ্বারাই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়, অতএব শান্তাদিগুণের প্রয়োজন কি? অতঃ শ্রীগুরুদেবের সেবা অথবা তাঁহার কৃপাই বিদ্যোৎপত্তির কারণ হয় ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত- এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সর্ব্বেতি। সকলের অপেক্ষা করিতে হইবে, যজ্ঞাদি শ্রুতি হেতু, যেমন অশ্ব, অর্থাৎ

২। পরিনিষ্ঠিতসাধকৈস্তু–ভক্তিপ্রধানৈঃ সর্ববিধহিংসারহিতঃ কর্ম্মাণি ভক্ত্যবিরোধিতয়া নিখিললোক সংজৃঘৃক্ষয়া অনুষ্ঠেয়ানি ।

৩। ভক্ত্যেকনিরতানাং নিরপেক্ষানাং তু আশ্রমাভাবাৎ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি নোৎপাদ্যন্তে । ন চ তৈঃ কর্ম্মভিঃ তেষাং কিঞ্চিৎফলমস্তিঃ ; তৎ ফলস্য হৃদ্‌বিশুদ্ধের্জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যৈব সিদ্ধেঃ । তস্মাদ্ হিংসাশূন্যানি কর্ম্মাণি সাশ্রমৈরনুষ্ঠেয়ানি । নিরাশ্রমৈস্তু প্রণতি–তত্ত্ববিমর্শরূপাণি কর্ম্মাণীতি বোদ্ধব্যম্ । মোক্ষধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ হিংসাকর্ম্মনিন্দাশ্রবণাৎ ; তথাহি জাজলি তুলাধারসংবাদে তুলাধারবাক্যম্–শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্ম্মে–২৬৩/৮ যদেব সুকৃতং হব্যং তেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ । নমস্কারেণ হবিষা স্বাধ্যায়ৈরৌষধৈস্তথা॥ তথাচ–ঔষধৈর্ব্রীহিযবাদিভিঃ হবিষা যাগঃ সাশ্রমাণাম্ । নমস্কারেণ স্বাধ্যায়ৈশ্চ হবিষা যাগো নিরপেক্ষাণাং নিরাশ্রমাণামিত্যর্থঃ ।

মহারাজবিচখ্নুনাপ্যয়মেবমুক্তম্–২৬৫/৫ সর্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ । কামকারাদ্ বিহিংসন্তি বহির্বেদ্যাং পশূন্ নরা ॥ তত্রৈব কপিলস্যুমরশ্মিসংবাদে কপিলবাক্যম্–২৬৯/২০-২১ দর্শং চ পৌর্ণমাসং চ অগ্নিহোত্রঞ্চ ধীমতাম্ । চাতুর্ম্মাস্যানি চৈবাসংস্তেষু ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংজ্ঞিতাঃ । ব্রহ্মণৈব স্ম তে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণঃ ॥ তথাচ–ধীমতাম্–সাশ্রমাণাম্ । অনারম্ভাঃ–নিরাশ্রমাঃ ; ব্রহ্মণৈব–শ্রীভগবৎস্বরূপ গুণনিরূপকেণোপনিষদ্‌বাক্যেন তদ্‌বিচারেণ ইতি ।

যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যা স্বয়ং স্বফল প্রকাশবিষয়ে পরম সমর্থা হয়, তথাপি বিদ্যোৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সকল যাগাদি ধর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে কারণ যজ্ঞাদিশ্রুতি বিদ্যমান আছে, তথাচ- যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শোধন হইলে পরে জীবের শ্রীভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— যাবৎকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম সকল করিবে, অথবা আমার কথায় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্তই করিবে। অতএব বিদ্যা উৎপত্তির পূর্ব্বে যজ্ঞাদি শমাদি সকলের অপেক্ষা বিদ্যমান আছে ইহাই ভাবার্থ, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- অশ্বেতি। যেমন গ্রামপ্রাপ্তিরজন্য গতিনিষ্পত্তি বিষয়ে অশ্বের অপেক্ষা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি গ্রামগমনকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছে তাহা ঘোটকের প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার জানিতে হইবে। ভাষ্য- নিজের ফল প্রকাশ বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যা নিরপেক্ষ হইলেও, নিজের উৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সকল যজ্ঞাদি ধর্ম্মকে অপেক্ষা করে এই অর্থ। কেন? যজ্ঞেতি। ব্রাহ্মণগণ সেই ব্রহ্মকে বেদানুবচনে' ইত্যাদি। অতঃ ব্রহ্মবিৎ শান্ত দান্ত' ইত্যাদি প্রমাণে বিদ্যার নিমিত্ত যজ্ঞাদির শমাদির আচরণ শ্রবণ করা যায় ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত- অশ্বেতি। যেমন গতিনিষ্পত্তির নিমিত্ত অশ্বের অপেক্ষা করে, কিন্তু নিষ্পন্নগতি গ্রামাদি প্রাপ্ত মানবের অশ্বের প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার বিদ্যাপ্রাপ্ত সাধকের যাগাদির প্রয়োজন হয় না।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্মাদি ত্যাজ্য নহে, কিন্তু তাহা আচরণ কর্ত্তব্য, কারণ যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিগণের পবিত্রকারী হয়। পুনঃ যাহা হইতে ভূতসকলের প্রবৃত্তি হয়, এবং যাহা কর্ত্তৃক সকল জগৎ ব্যাপ্ত, মানব স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত সিদ্ধিলাভ করে। এই প্রকরণের সারাংশ এই যে— যদ্যপি বেদবিহিত সকল প্রকার কর্ম্মকথিত সেই সেই কর্ম্মের ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— এই কর্ম্মসকল সঙ্গ আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ

উত্তরত্র পিতাপুত্র সংবাদে পুত্রবাক্যম্–২৭৭/৩০-৩২ সোঽহং সত্যমহিংসার্থী কামক্রোধবহিষ্কৃতঃ। সমদুঃখসুখঃ ক্ষেমী মৃত্যুহাস্যাম্যমর্ত্তবৎ ॥ শান্তিযজ্ঞরতো দান্তো ব্রহ্মযজ্ঞেস্থিতোমুনিঃ । বাঙ্‌মনঃকর্ম্মযজ্ঞশ্চ ভবিষ্যামুদগায়নে ॥ পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্ম্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি । অন্তবদ্ভিরুত প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রযজ্ঞৈঃ পিশাচবৎ॥ ইতি । অতএব শ্রীমনুসংহিতায়ামপি–৪/২৪ জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যৈতৈর্মখৈঃ সদা । জ্ঞানমূলং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥ তস্মাৎ সকামানাং হিংসাযজ্ঞঃ । নিষ্কামাণাং মুমুক্ষূণামহিংসা যজ্ঞঃ। তেষু নিরাশ্রমাণাং শ্রীগোবিন্দদেবৈকনিরতানাং নমস্কারো বেদান্তবিমর্শশ্চ যজ্ঞঃ" ইতি মোক্ষধর্ম্মনিষ্কর্ষঃ।

ননু–এবং সতি যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি হিংসাবন্তি কর্ম্মাণি ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মুমুক্ষুং পার্থং প্রতি কথমুপদিষ্টানি ? ইতি চেৎ–তানি গৌণানি ইতি মন্তব্যম্ । তথাচ–অগ্নিহোত্রাদীনি চত্ত্বারি হিংসা শূন্যানি শান্তিমিশ্রাণি ত্বরয়া এব জ্ঞানগর্ভাং চিত্তশুদ্ধিং কুর্ব্বন্তীতি তানি মুখ্যানি ।

যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি তু হিংসাদিবিক্ষেপময়ানি তাং ন শক্নুবন্তি কুর্ত্তং ; কিন্তু রাজধর্ম্মাধিকৃতানামপি প্রবৃত্তিশীলানাং তাং প্রবৃত্তিং সঙ্কোচয়িতুমুপদিষ্টানি ইতি । তথাচ–বিদ্যোৎপত্তৌ আদৌ যাগাদীনামপেক্ষা ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

করিয়া আচরণ করিতে হইবে, হে পার্থ! ইহাই আমার নিশ্চয় রূপে উত্তম মত হয়। তথাপি এইস্থলে বিচার্য্য এই যে (১) সনিষ্ঠ সাধকগণকে সাবধানভাবে অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য পশুহিংসা রহিত কর্ম্মসকল বিদ্যা উৎপত্তির পূর্ব্বে, এবং বিদ্যোৎপত্তির পরেও অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি পশুহিংসা যুক্ত আচরণ করিবে না। (২) পরিনিষ্ঠিত সাধকগণ ভক্তি প্রধান সর্ব্ববিধ হিংসা রহিত কর্ম্মসকল ভক্তির অবিরোধরূপে নিখিল লোক সংগ্রহ ইচ্ছা করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। (৩) ভক্ত্যেকনিরত নিরপেক্ষগণের আশ্রমের অভাবহেতু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল উৎপাদন করিবে না, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকলে তাঁহাদের কোন ফল লাভ হয় না, কারণ কর্ম্মের ফল ও জ্ঞানের ফল শ্রীভক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব হিংসারহিত কর্ম্মসকল সাশ্রমসাধকগণ আচরণ করিবেন। নিরাশ্রমিগণের প্রণতি তত্ত্ববিচার রূপ কর্ম্ম জানিবে। শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ হিংসাকর্ম্মবিষয়ে নিন্দা শ্রবণ করা যায়- জাজলিতুলাধারসংবাদে বর্ণিত আছে- যাহা সুকৃত হব্য তাহা দ্বারা দেবতাগণ তুষ্ট হয়েন, এবং নমস্কার হবিঃ স্বাধ্যায় ও ঔষধিরদ্বারা তুষ্ট হয়, অর্থাৎ ঔষধি ব্রীহিযবাদি, হবিঃ দ্বারা যাগকর্ম্ম সাশ্রমিগণের, নমস্কার স্বাধ্যায় হবিঃ দ্বারা যাগধর্ম্ম নিরপেক্ষ নিরাশ্রমগণের কর্ম্ম। মহারাজা বিচক্ষু বলিয়াছেন- মহাত্মা মনু বলিয়াছেন- সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানবগণ কামকার হেতু বহির্ব্বেদীতে পশুহিংসা করে। পুনঃ কপিল ও স্যুমরশ্মি সংবাদে বর্ণিত আছে- বুদ্ধিমান সাশ্রমিগণের দর্শ পৌর্ণমাস অগ্নিহোত্র চাতুর্ম্মাস্য উপবাস সনাতন ধর্ম্ম হয়, অপর অনারম্ভ নিরাশ্রমবাসি ধৃতিযুক্ত শুচি ব্রহ্মসংজ্ঞকগণ ব্রহ্মের দ্বারা শ্রীভগবৎ স্বরূপগুণ নিরূপক উপনিষদ্ বাক্যও তাহার বিচারের দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। পরে পিতা পুত্র সংবাদে পুত্র বলিলেন- হে পিত! আমি সত্য অহিংসার্থী কামক্রোধ বহিস্কৃত দুঃখসুখসমক্ষেমী অমরের সমানমৃত্যু বিনাশ করিব, আমি শান্তিযজ্ঞরত দান্ত ব্রহ্ম যজ্ঞে অবস্থান করি, মুনি, বাক্যমন ও কর্ম্ম যজ্ঞ উত্তরায়ণ আচরণ করি, অতএব মাদৃশব্যক্তি হিংসাময় পশুযজ্ঞের দ্বারা কি প্রকারে যজন করিব, অথবা জ্ঞানী হইয়া পিশাচের সমান অন্তফলদায়ী ক্ষত্র যাগের দ্বারা কি হইবে? অতএব শ্রীমনু বলিয়াছেন- জ্ঞানিব্রাহ্মণগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজনা

ননু যজ্ঞাদিনৈব বিদ্যাদিসিদ্ধৌ শমাদিনা কিমিতি ? চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্‌বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেত্বাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৪/২৭॥

"তু" দ্বয়ং নিশ্চয়শঙ্কাচ্ছেদয়োঃ। যদ্যপি যজ্ঞাদিনা বিশুদ্ধস্য বিদ্যা স্যাৎ ; তথাপি বিদ্যার্থী শমাদিরুপেত এব স্যাৎ। কুতঃ ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ। "তস্মাদেবং বিৎ"

অত্র যাগাদিনাং শমাদীনাং চ বহিরঙ্গান্তরঙ্গভেদং নিরূপয়িতুং শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি–"ননু" ইতি। অথ বিধিদিষাসন্নিধানাৎ যজ্ঞাদীনাং বহিরঙ্গতা ; বিদ্যাসন্নিধানাৎ শমাদীনাং অন্তরঙ্গতা ইতিপ্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সমদমাদি" ইতি। যদ্যপি যাগাদিনা বিশুদ্ধচিত্তস্য সাধকস্য বিদ্যাসমুৎপদ্যতে ; তথাপি স সাধকঃ, বিদ্যার্থী বা সমদমাদিভিরুপেত এব স্যাৎ ; তথাপি তু যাগাদিনাং সমাদীনাঞ্চ তদঙ্গতয়া তদ্‌বিধেঃ তেষাং যাগাদীনাং সমাদীনাঞ্চ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তথাচ–বিদ্বান্ লোকজিঘৃক্ষয়া যাগাদীনাচরেৎ ; তথা বিদ্যাপরিরক্ষণসাধনতয়া শমাদীনপি সমাচরেদিত্যর্থঃ।

সঙ্গতি ঃ–অত্র সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–তথাচেতি। তথাচ বাক্যদ্বয়স্য প্রমাণিকত্বাৎবিদ্বানুভয়ং যাগাদিকং সমাদিকঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। "যদ্যপি" ইত্যাদিভাষ্যম্ সুস্পষ্টম্। "আদিপদাৎ প্রাগুক্তম্" ইতি– "জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্যোক্তম্" (১/১/১/১) তত্র মুণ্ডকশ্রুতিঃ–৩/১/৫ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ॥

করেন, জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দশনকারি ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াই জ্ঞানমূল হয়। অতএব সকামিগণের হিংসাযজ্ঞ, নিষ্কামি মুমুক্ষুগণের অহিংসাযজ্ঞ, তন্মধ্যে নিরাশ্রমি শ্রীগোবিন্দদেবচরণৈকনিরতগণের নমস্কার বেদান্ত বিমর্শনই যজ্ঞ, ইহাই মোক্ষ ধর্ম্মের সারার্থ হয়। যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে যুদ্ধ যজ্ঞরূপহিংসাযুক্ত কর্ম্মসকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষুপার্থের প্রতি কেন উপদেশ করিয়াছিলেন? উত্তর এই যে- যুদ্ধযজ্ঞসকল গৌণ বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব অগ্নি হোত্রাদি চারিটি হিংসাশূন্য ও শান্তিমিশ্র, সুতরাং অতিসত্তর জ্ঞানগর্ভ চিত্ত শুদ্ধিকরে, অতঃ তাহা মুখ্য কর্ম্ম হয়। যুদ্ধযজ্ঞরূপ হিংসাদি বিক্ষেপময় কর্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু রাজধর্ম্মাধিকৃত প্রবৃত্তিশীল রাজাগণের কর্ম্মপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বিদ্যোৎপত্তির নিমিত্ত প্রথমে যাগাদির অপেক্ষা করিতে হয় ইহাই অর্থ।।২৬।।

অনন্তর যাগাদিও শমাদির অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গতা ভেদ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন- নন্বিতি। যদি বলেন যজ্ঞাদির দ্বারাই বিদ্যাদি সিদ্ধি হইলে শমাদির দ্বারা কি ফল হইবে? অথ বিবিদিষা সন্নিধান হেতু যজ্ঞাদি কর্ম্মের বহিরঙ্গতা ও বিদ্যাসন্নিধান হেতু শমাদি সাধনের অন্তরঙ্গতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন–– শমদমাদীতি। শমদমাদি উপেত হইবে, কিন্তু তথাপি তাহাদের বিধি বিদ্যাঙ্গরূপে তাহাদের অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অর্থাৎ যদ্যপি যাগাদির দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকের বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তথাপি সেই সাধক বা বিদ্যার্থী শমদমাদি যুক্তই হইতে হইবে, তথাপি যাগাদি ও

(বৃঃ০–৪/৪/২২) ইত্যাদিনা বিদ্যাঙ্গতয়াশমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাং-তেশামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ। তথাচ বাক্যদ্বয়স্থত্বাদুভয়ং কার্য্যম্ । তত্র যজ্ঞাদি বহিরঙ্গম্ শমাদিত্বন্তরঙ্গমিতি বিবেচনীয়ম্। আদিপদাৎ প্রাগুক্তং সত্যাদিচেত্যধিকারিলক্ষণং দর্শিতম্ ॥২৭॥

৫॥ *"সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্"*

এবং শ্রীমনুস্মৃতিরপি–২/৮৭ জপ্যেনৈব চ সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ । কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ অত্র সত্য-তপো জপাদি চ বিদ্যাঙ্গমিতি নির্ণীতম্ । এবমন্যত্র প্রশ্নোপনিষদি চ–১/১০ "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানমন্বিষ্যাৎ" সুবালোপনিষদি চ–৩/৩ "এতদ্বৈ সত্যেন দানেন তপসাঽনাশকেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নির্বেদেনাশকেন ষড়ঙ্গেনৈব সাধয়েৎ, এতত্রয়ং বীক্ষেত দমং দানং দয়ামিতি" ইতি । চিত্তংবিশোধনার্থং তু যাগাদীনামপেক্ষতা ।

ব্রহ্মবিদ্যা চ সংপ্রাপ্তে তেষামাচরণং কুতঃ ॥২৭॥

ইতি সর্বাপেক্ষাধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্ ॥৪॥

৫॥ *"সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্"*

প্রাণাত্যয়সমাপন্নে সর্বেষামন্নভোজনম্ ।
বিদুষাং ন নিষেধোঽস্তি ইত্যহ বাদরায়ণঃ ॥

শমাদি সেই বিদ্যার অঙ্গরূপে আবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তথাচ- বিদ্বান ব্যক্তি লোক সংগ্রহের নিমিত্ত যাগাদি আচরণ করিবে, এবং বিদ্যাপরিরক্ষণের সাধনরূপে শমাদিরও আচরণ করিবে ইহাই অর্থ। সূত্রে যে দুইবার তু শব্দ আছে তাহা নিশ্চয় অর্থে ও আশঙ্কা বিনাশের নিমিত্ত জানিবে। যদ্যপি যজ্ঞাদির দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয় সাধকের বিদ্যালাভ হয়, তথাপি বিদ্যার্থী শমাদিযুক্তই হইবে, কেন? শমাদি বিদ্যার অঙ্গরূপেই বিধান করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিৎ শান্ত দান্ত হইয়া' ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপেই শমাদির বিধান করা হেতু বিহিত শমাদির অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সঙ্গতি— এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। বাক্যদ্বয়ে অবস্থান হেতু উভয়ই করিতে হইবে, অর্থাৎ বাক্যদ্বয়ের প্রামাণিকত্ব হেতু বিদ্বান ব্যক্তি উভয় যাগাদি ও শমাদি আচরণ করিবেন এই অর্থ। সেই স্থলে যাগাদি বহিরঙ্গ সাধন ও শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। সূত্রে যে আদি পদ আছে তাহা দ্বারা পূর্ব্বকথিত জিজ্ঞাসাধিকরণ ভাষ্যে বর্ণিত বিষয়ও গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রকার অধিকারী লক্ষণ প্রদর্শিত হইল। এই বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন- এই আত্মা শ্রীগোবিন্দদেব সত্য তপস্যা সম্যক্‌জ্ঞান ও নিত্যই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা লাভ হয়েন, যিনি জ্যোতির্ম্ময় ও শুভ্র যাঁহাকে ক্ষীণদোষ যতিগণ অন্তঃ শরীরে হৃদয়ে দর্শন করেন। শ্রীমনুসংহিতায় বর্ণিত আছে— ব্রাহ্মণ জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেন, অন্য হোমাদি কর্ম্ম করুন অথবা নাই করুন, তাহা দ্বারাই সেই ব্রাহ্মণকে মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই

অথ বিদুষাং নিসিদ্ধাচারং নিবারয়তি । "যদি হ বা অপ্যেবংবিৎ নিখিলং ভক্ষয়ীত এবমেব স ভবতি" (মধ্ব০ ভাঃ–৩/৪/৪/২৮) ইত্যাদি শ্রুয়তে । অত্র সন্দেহঃ। বিদুষ সর্বান্নভুক্তৌ বিধিঃ ? উতানুজ্ঞেতি । সর্বান্নভুক্তের্মানান্তরেণাপ্রাপ্তেঃ বিদুষঃ অসৌ বিধিয়তে ইতি প্রাপ্তে ।

পূর্বস্মিন্ সর্বাপেক্ষাধিকরণে বিদ্যাপ্রাপ্তয়ে তৎ পরিরক্ষার্থং বা শমাদীনাং বিদ্যাঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্ ; তদ্বৎ সর্বান্নভক্ষণমপি বিদ্যাঙ্গং ইতি ; প্রত্যূহোনিরাকরণার্থং সর্বান্নানুমত্যধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ–অথ সর্বান্নানুমত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথেতি" । বিদুষাং–শ্রীগোবিন্দদেবতত্ত্বজ্ঞানবতাম্ ; নিষিদ্ধাচারং–শাস্ত্রসদাচারবিগর্হিতাচরণং নিবারয়তি ; অত্র নিবারণপ্রকারস্য বিষয়বাক্যম্–"যদি" ইতি–এবংবিৎ–শ্রীগোবিন্দদেবতত্ত্বজ্ঞঃ সাধক, নিখিলং সর্বং যেন কেনাপি পাচিতমন্নং ভক্ষয়তি, তথাপি এবমেব স ভবতি ; সর্বান্নভক্ষণাৎ পূর্ববং যথা অতি পবিত্রংআসীৎ অথ ভক্ষিতসর্বান্নোঽপি তথৈব ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ সর্বান্নভোজনেঽপি তস্য প্রভাববিচ্যুতিঃ তদন্নভক্ষণদোষগন্ধোঽপি ন ভবতীতি ভাবঃ ।

এবং ছান্দোগ্যোপনিষদি চ–৫/২/১ "ন হ বা এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । বৃহদারণ্যকে চ–(৬/১/১৪) "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধ ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতম্" তস্মাদ্ বিদুষাং সর্বান্নভক্ষণং শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধমিতি ; এবং বিষয়বাক্যমিতি ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ ; বিদুষঃ সর্বান্নভক্ষণে বিধিঃ ? শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞস্য সর্বেষামন্নভক্ষণে "ভক্ষয়ীত" ইত্যনেন কিং ভোজনং বিধিয়তে ? অথবা–অভ্যানুজ্ঞা, "এবমেব স্যাৎ"

ভাবে সত্য জপ তপাদি ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বলিয়া নির্ণীত হইল। প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে— তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধাযুক্তবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে। সুবালোপনিষদে- এই ব্রহ্মকে সত্য দান তপস্যা অনশন ব্রহ্মচর্য্য নির্বেদ অনশনরূপ ষড়ঙ্গের দ্বাবা সাধন করিবে, এই তিনটি দর্শন করিবে দম দান দয়া। চিত্তশোধনের নিমিত্ত প্রথমে যাগাদির অপেক্ষা আছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিলে তাহাদের আচরণ কি প্রকারে সম্ভব হইবে?।।২৭।।

এই প্রকার সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ চতুর্থ সম্পূর্ণ।।৪।।

৫। সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ

অনন্তর সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিদ্বানগণের প্রাণাত্যয় প্রাণ সঙ্কটকাল সমাগত হইলে সকলের অন্ন ভোজন করা নিষেধ নাই ইহাই শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন। পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে বিদ্যাপ্রাপ্তির নিমিত্ত এবং বিদ্যা পরিরক্ষণার্থ শমাদির বিদ্যাঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকার সকলের অন্ন ভোজনও বিদ্যাঙ্গ হয়, সেই প্রত্যূহ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এইরূপ অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

॥ওঁ॥ সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ওঁ॥৩/৪/৫/২৮॥

"চ" শব্দোঽবধারণে। অন্নালাভপ্রযুক্তপ্রাণাত্যয়কাল এব সর্বান্নভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞা এব। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ ছান্দোগ্যে (১/১০/১) "মটচী হতেষু কুরুষু" ইত্যারভ্য "ন বা অজীবিষ্যমিমা ন খাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানম্" (ছাং ১/১০/৪) ইতি চাক্রায়ণাচার বীক্ষণাদিতি।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা–(১/১০/১) ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষাং শ্চাক্রয়ণো নামর্ষিঃ প্রাণত্রাণায় চখাদ। জলপ্রতিগ্রহমিভ্যেনাভ্যর্থিতোঽপি উচ্ছিষ্টভয়াৎ যথেষ্টং লাভাচ্চ ন তজ্জগ্রাহ।

ইত্যনেন সর্বেষামন্নভোজনমনুমোদিতম্ ? বিদ্বান্ সর্বেষানন্নং ভক্ষয়েৎ, ন ভক্ষয়েৎ বা ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়েজাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"সর্বান্নভুক্তেঃ" ইতি। "সর্বান্নভুক্তেঃ"– সর্বেষামন্নভক্ষণবিষয়ে বিধেঃ প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তেঃ শ্রুতিবাক্যপ্রমাণমাত্রগম্যত্বাৎ বিদুষঃ সর্বান্নভক্ষণং বিধীয়তে ; সর্বান্নভক্ষণমপূর্ববিধিরিত্যর্থঃ। ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসুত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সর্বান্নানুমতিঃ" ইতি। প্রাণাত্যয়ে–জীবনাধারণসঙ্কটাবসরে, প্রাণসঙ্কটে ইতি, সর্বান্নানুমতিশ্চ–সর্বেষাং পাচিতমন্নভক্ষণে

বিষয়— অতপর সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন-অথেতি। বিদ্বানগণের নিষিদ্ধাচার নিবারণ করিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের তত্ত্বজ্ঞানিগণের নিষিদ্ধাচার শাস্ত্র ও সদাচার বিগর্হিতাচরণ নিবারণ করিতেছেন, এই নিবারণ প্রকারের বিষয়বাক্য- যদীতি। যদি সাধক এই প্রকার জ্ঞানী নিখিল ভক্ষণ করেন, তথাপি পবিত্র হয়েন। অর্থাৎ যদি এবংবিৎ শ্রীগোবিন্দদেব তত্ত্বজ্ঞসাধক নিখিল যে কোন ব্যক্তির পাককরা অন্ন ভক্ষণ করেন, তথাপি সেই সাধক সর্ব্বান্নভক্ষণ হেতু পূর্ব্বে যে প্রকার অতিপবিত্র ছিলেন, তথা সকলের অন্নভক্ষণকারী বিদ্বরন পবিত্র হয়েন। সারার্থ— বিদ্বানের সর্ব্বান্নভোজনেও তাঁহার প্রভাববিচ্যুতি এবং ভক্ষণদোষগন্ধ লেশও হয় না এই অর্থ। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে- ব্রহ্মবিৎ বিদ্বান হীন অন্ন ভোজন করেন না, অনন্ন গ্রহণ করেন না, অন্ন ভক্ষণজন্য দোষে লিপ্ত হয় না, অতএব বিদ্বানগণের সর্ব্বান্ন ভক্ষণশ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ হয়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ হইতেছে- বিদুষ ইতি। বিদ্বানের সকলের অন্ন ভোজনে বিধি আছে? অর্থাৎ শ্রীভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানির সকলের অন্ন ভোজন বিষয়ে ভক্ষয়ীত' এই বাক্যদ্বারা কি ভোজনের বিধান করিতেছেন? অথবা অভ্যনুজ্ঞা, 'এই প্রকার হইবে' এই বাক্যদ্বারা সকলের অন্নভোজন অনুমোদন করিয়াছেন? ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের অন্ন ভক্ষণ করিবে? অথবা করিবে না, ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- সর্ব্বেতি।

পুনঃ পরেদ্যুঃ স্ব-পরোচ্ছিষ্টান্ পর্য্যুসিতাংস্তান্ ভক্ষয়ামাসেতি। অন্যত্রাপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥২৮॥

অভ্যনুজ্ঞা ; প্রাণধারণসঙ্কটাবসরে এব বিদুষঃ সর্বেষাং পাচিতমন্নভক্ষণে অনুমতির্দৃশ্যতে, নতু বিধিঃ। এবং কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ ; শ্রুতিষু তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ।

অথ শ্রুতিপ্রমাণেন তৎ দর্শয়ন্তি—"ছান্দোগ্যে" ইতি। "মটচীহতেষু কুরুষু" ইতি। মটচী শব্দেন পাষাণবৃষ্টির্গ্রাহ্যঃ ; তথাহি শব্দনির্ণয়ে—"উপলা ইষ্টকাঃ স্থূলা মটচীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ" ইতি। রক্তবর্ণক্ষুদ্রপক্ষীবিশেষাঃ উপলনষ্টেষু কুরুপ্রদেষু "ইত্যারভ্য—"ন বা" চাক্রায়ণবাক্যম্ ; ইমা মাষাঃ অখাদন্ ভক্ষণমকুর্বন্ ন অজীবিষ্যম্, জীবনধারণং দুষ্করং ভবিষ্যতি ; কিন্তু কামো মে, মম উদপানং জলং জলাশয়ং বা কামো বর্ত্ততে, জলাশয়াদৌ যথেষ্টং জলং বর্ত্ততে, তত্র গত্বা পাস্যামীতি ; তবোচিষ্টমুদকং ন পিবামীত্যর্থঃ।

সর্ব্বান্নাভোজনে প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্তি হেতু বিদ্বানের সর্ব্বান্নভক্ষণবিধান করিতেছেন, অর্থাৎ বিদ্বানগণের সকলের অন্নভোজন বিষয়ে বিধি- অন্য প্রমাণের দ্বারা অপ্রাপ্তিহেতু, শ্রুতিবাক্য প্রমাণ মাত্রাগম্য হওয়ার নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভক্ষণ বিধান করিতেছেন, সর্ব্বান্ন ভক্ষণ অপূর্ব্ববিধি হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সর্ব্বেতি। প্রাণাত্যয়কালেই সর্ব্বান্নভোজনে অনুমতি তাহা দেখা যায়, অর্থাৎ প্রাণাত্যয়ে জীবন ধারণ সঙ্কটাবসরে প্রাণসঙ্কটে সর্ব্বান্নানুমতি সকলের পাচিত অন্ন ভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞা- প্রাণ ধারণ সঙ্কটাবসরেই বিদ্বানের সকলের পাচিত অন্ন ভক্ষণে অনুমতি দেখা যায়, কিন্তু তাহা বিধি নহে। এইরূপ কেন? তাহা দর্শন হেতু, শ্রুতিশাস্ত্রে সেই প্রাকারই দেখা যায় এই অর্থ। সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার অর্থ অবধারণা, ভোজনোপযুক্ত অন্ন লাভ না হইলে প্রাণাত্যয় কালেই সকলের পাচিত অন্ন ভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞাদেখা যায়, কেন? তাহা দর্শন হেতু। অনন্তর শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন- ছান্দোগ্যেতি। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে— মটচীহত কুরু প্রদেশে, ইহা আরম্ভ করিয়া, ইহা না খাইয়া বাঁচিতে পারিব না, তিনি বলিলেন- আমার যথেষ্ট জল পানের স্থান আছে, এই প্রকার চাক্রায়ণের আচার দেখা যায়। অর্থাৎ মটচী শব্দে পাষাণবৃষ্টি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা শব্দ নির্ণয়ে বর্ণিত আছে- উপলা শব্দে ইষ্টকা স্থূলা ও মটচী কীর্ত্তিত হয় অথবা রক্তবর্ণ ক্ষুদ্রপক্ষী বিশেষ- মটচী, উপলা বৃষ্টির দ্বারা কুরুপ্রদেশ বিনষ্ট হইলে, নবেতি- মহর্ষি চাক্রায়ণ বলিলেন- এইমাষকলাই ভক্ষণ না করিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না, জীবন ধারণ করা দুষ্কর হইবে, কিন্তু আমার যথেষ্ট উদপান বা জলাশয় আছে, জলাশয়ে যথেষ্ট জল আছে, তথায় গমন পূর্ব্বক জলপান করিব, কিন্তু তোমার উচ্ছিষ্ট জলপান করিব না। এই বাক্যের মূল বলিতেছেন- অত্রেতি। এই বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমাধ্যয়ে দশম একাদশ খণ্ডে চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা দেখা যায়- অটিকি- যে রমণীর স্ত্রীত্ব ব্যঞ্জক পয়োধরাদি জাত হয় নাই। ভাষ্য— ইভ্যহস্তী পালকগণের উচ্চিষ্ট কুল্মাষ নিন্দিত মাষকলাই চাক্রায়ণ নাকমহর্ষি প্রাণ পরিত্রাণের নিমিত্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন, জল গ্রহণ বিষয়ে ইভ্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও উচ্ছিষ্ট ভয়ে, ও যথেষ্ট লাভ হেতু তাহা গ্রহণ করেন নাই, পুনঃ পরদিন নিজের ও পরের

বাক্যস্যাস্য মূলমাহঃ–অত্রেয়মাখ্যায়িকা" ইতি । অত্র ছান্দোগ্যোপনিষদি দশমৈকাদশখণ্ডদ্বয়ে চাক্রায়ণস্যাখ্যায়িকা দৃশ্যতে–আটিক্যয়া–অনুপজাত পয়োধরাদিস্ত্রীত্বব্যঞ্জনয়া" ইতি । উষস্তিঃ নাম চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদ্যামগ্রেসরো মটচীহতেষু কুরুদেশেষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু ইভ্যগ্রামে–হস্তিপবহলগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়াপন্নো বভুব ; স চ দেশান্তরং গত্বা ব্রহ্মবিদ্যয়া ধনলাভকামো হস্তিপং কুল্মাষান্ খাদন্তং তং যাচয়ামাস ; স চ–"উচ্চিষ্টেভ্যোঽন্যে কুল্মাষা ন বিদ্যন্তে" ইত্যুবাচ । তথাপি চাক্রায়ণঃ "এতেষাং মে দেহি" (১/১০৩) ইত্যুক্ত্বা তান্ জগ্রাহ ; পুনশ্চ ইভ্যেন অনুপানং যাচিতে "উচ্চিষ্টংবৈ মে পীতং স্যাদীতি হোবাচ" (১/১০/৩) "কিমেতে কুল্মাষা অনুচ্ছিষ্টাঃ" ইভ্যেন এবং পৃষ্টে–"ন বা অজীবিষ্যমিমামখাদন্ ইতি হোবাচ কামো ম উদাপানমিতি" (১/১০/৪) ইতি ইমান্ কুল্মাষান্ অভুঞ্জানস্য মম প্রাণেনাপি ন ভবিতব্যম্ ; কিন্তু উদপানং–জলং তড়াগাদিষু যথেষ্টং স্যাদিতি ।

এবং তস্মাৎ তান্ কুল্মাষান্ গৃহীত্বা কিঞ্চিৎ খাদিত্বা চ খাদিতশেষান্ তদবশিষ্টান্ স্বজায়ায়ৈ দদৌ ; তয়া চ পতিস্বভাবজ্ঞয়া স্থাপিতান্ তান্ অপরেদ্যুঃ যজমানাৎ ধনমাহর্ত্তুকামঃ জিগমিষুঃপুনরপি প্রাণসংশয়াপন্নঃ তানেব ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বেচ্ছিষ্টভূতান্ পর্য্যুষিতান্ চখাদ" ইতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ । তস্মাৎ প্রাণসঙ্কটে মহাপদ্যেব সর্বান্নভক্ষণমনুজ্ঞাপয়তি ; অনাপদি তু সদাচারে এব স্থেয়মিত্যর্থঃ । "অন্যত্র" ইতি–বৃহদারণ্যকোপনিষদি–৬/১/১৪ "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতম্" অস্য প্রাণোপষেকস্য যৎ প্রাণিমাত্রেণ জগ্ধং ভক্ষ্যং তৎ সর্বমনন্নং অভক্ষ্যং ন, কিন্তু সর্বং ভক্ষ্যমেব ভবতীত্যর্থঃ ; অত্রাপি পূর্বদাপদ্যেব ইতি সর্বং সুসঙ্গতমেব ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

উচ্চিষ্ট এবং পর্য্যুষিত কুল্মাষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ চাক্রায়ণ উষস্তি ব্রহ্মবিৎগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, কুরুপ্রদেশ উপল বৃষ্টির দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইলে হস্তীপালকগণের গ্রামেনিবাস করত অনশনের দ্বারা প্রাণসঙ্কটাপন্ন হইলেন, তিনি দেশান্তরে গমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ধনের কামনা পূর্ব্বক কুল্মাষ ভক্ষণরত হস্তীপালককে তাহা যাচনা করিলেন, হস্তী পালক বলিল- হে ব্রহ্মণ! উচ্চিষ্ট হইতে অন্য কুল্মাষ আমার নিকটে নাই, তথাপি চাক্রায়ণ 'ইহাদের মধ্যেই আমাকে দাও' এই প্রকার বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, হস্তীপালক পুনঃ জলপানের নিমিত্ত যাচনা করিলে তিনি বলিলেন- এই জল তোমার উচ্চিষ্ট, আমি পান করিব না, হস্তীপালক জিজ্ঞাসা করিল- হে ব্রহ্মণ! এই কুল্মাষ সকলকি উচ্চিষ্ট নহে? চাক্রায়ণ কহিলেন- এই উচ্চিষ্ট কুল্মাষ সকল ভক্ষণ না করিলে আমার প্রাণও বাঁচিবে না, কিন্তু জল অন্যত্র তড়াগ কূপাদিতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হইবে সুতরাং জলপান করিব না। এই প্রকার সেই হস্তীপালক হইতে নিন্দিতমাষকলাই গ্রহণ করিয়া সামান্য ভক্ষণ করত অবশিষ্ট নিজ পত্নীকে প্রদান করিলেন, সেই রমণী নিজ পতিরস্বভাব জানিতেন, সুতরাং উচ্চিষ্ট কুল্মাষ সকল স্থাপন করিলেন, পরের দিন যজমান হইতে ধন আহরণের ইচ্ছা করত গমন করিলে পুনঃ প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইলেন, তখন পুনঃ সেই হস্তীপালকের উচ্ছিষ্ট ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্য্যুষিত কুল্মাষ সকল ভক্ষন করিলেন, শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব প্রাণসঙ্কটে মহাবিপদে সর্ব্বান্ন ভক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু অনাপদে সদাচারেই অবস্থান করিতে হইবে ইহাই অর্থ। এই প্রকার অন্যত্র ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে- ইহার অনন্ন ভক্ষণ হয় না অনন্ন গ্রহণ করে না,

॥ওঁ॥ অবাধাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৫/২৯॥

আপদি সর্বান্নভক্ষণেঽনুমতিঃ, চিত্তমদুষয়তা তেন জ্ঞানে বাধাভাবাৎ ॥২৯॥

॥ওঁ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥ওঁ॥৩/৪/৫/৩০॥

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ইতি স্মৃত্যা চ বিপদ্যেব সর্বেষাং সর্বান্নভুক্তিরুক্তা ; ন তু সর্বদা।

ননু–বিদুষাং সর্বান্নভক্ষণমনুচিতমেব বিদ্যাবাধসম্ভবাৎ ; তথাহি–শ্রীগীতাসু–১৮/১০ যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ । উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ইতি শঙ্কানিবারয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অবাধাচ্চ" ইতি । বিদুষঃ প্রাণসঙ্কটে সমাপন্নে সর্বান্নভক্ষণেনাপি ন জ্ঞানে বাধঃ; "আপদি" ইতি ভাষ্যমোতিরোহিতার্থম্ । তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/১৩/৩৭-৩৮ ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা । ক্বচিদ্ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত ক্বচিৎ ॥ শ্রদ্ধয়োপহৃতং ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জ্জিতম্। ভুঞ্জে ভুক্ত্বার্থ কস্মিশ্চিদ্দিবানক্তং যদৃচ্ছয়া" তস্মাদ্ যথেচ্ছ ভোজনেনাপি বিদুষাং বিদ্যাবাধাসম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

এবং শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বিদুষঃ সর্বান্নভক্ষণেঽনুমতিং প্রদর্শ্য স্মৃতিপ্রমাণেনাপি তৎপ্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগভান্ শ্রীবাদারয়ণঃ–"অপিস্মর্য্যতে" ইতি । বিদুষাং প্রাণসঙ্কটসমাপন্নে সর্বান্নভক্ষণং ন দোষাবহমিতি স্মৃতিপ্রমাণমাহঃ–জীবিতাত্যয়" ইতি । জীবিতাত্যয়মাপন্নো যো জনঃ যতঃ–যস্মাৎ, ততঃ–তস্মাৎ–ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারবিবর্জ্জিতস্থানাৎ, মানবাৎ বা, অন্নং অত্তি–ভক্ষয়তি ; স জনঃ পাপেন ন লিপ্যতে,

---

অর্থাৎ এই প্রাণোপাসকের যে ভক্ষ্য যাহা সকল প্রাণি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় সেই সকল প্রকার অন্নও অভক্ষ্য নহে, কিন্তু সকল ভক্ষ্যই হয় এই অর্থ, এইস্থলেও পূর্ব্ববৎ প্রাণসঙ্কটাবসরেই গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং সকল সুসঙ্গত হইল।।২৮।।

শঙ্কা- যদি বলেন- বিদ্বানগণের সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করা অতিশয় অনুচিত, তাহাতে বিদ্যার বাধা হইবে, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যাহা এক যামকাল অতীত হইয়াছে, রসরহিত পূতি ও পর্য্যুসিত পাচাও বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য ভোজন, তামস ভোজন তামসিক মানবের প্রিয় হয়। সমাধান এই আশঙ্কা নিরাবন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্রকরিতেছেন- অবাধেতি, কোন বাধা নাই, অর্থাৎ বিদ্বানের প্রাণসঙ্কটাপন্ন হইলে পরে সকলের পাচিত অন্ন ভক্ষণেও জ্ঞানে বাধা হয় না। বিদ্বানের আপৎকালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণবিষয়ে যে অনুমতি তাহর দ্বারা চিত্তদূষিত হয় না, এবং তাহা দ্বারা জ্ঞানে বাধাও হয় না। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- অবধূত কহিলেন- কোথাও অল্প কোথাও ভূরি স্বাদু ও স্বাদহীন অন্ন ভোজন করি, কোথা বহুগুণযুক্ত কোথাও গুণহীন কোথাও শ্রদ্ধাযুক্ত কোথাও বা মান বিবর্জিত হইয়া,কখনও ভোজনের পরে, কখনও দিবাও রাত্রিকালে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত অন্নভোজন করি। অতএব যথেচ্ছ অন্ন ভোজন করিলেনও বিদ্বানগণের জ্ঞানে বাধা হয় না ইহাই ভাষ্যর্থ।।২৯।।

অতস্তস্যামনুমতিমাত্রমেব ন তু বিধিঃ । প্রতিষেধশাস্ত্রাচ্চ ॥৩০॥

তদন্নভক্ষণজনিত পাপেন তস্য ব্রহ্মজ্ঞানং ন বাধতে ; অত্র দৃষ্টান্তমাহ–পদ্মপত্রমিতি । অম্ভসা জলেন যথা পদ্মপত্রং ন লিপ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ।

অত্র শ্লোকস্য পূর্বার্দ্ধং শ্রীমনুবাক্যম্–; উত্তরার্দ্ধং শ্রীগীতাবাক্যমিতি গম্যতে । তথাহি শ্রীমনুসংহিতায়াম্–১০/১০৪ জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ । আকাশমিব পঙ্কেন ন স-পাপেন লিপ্যতে ॥ শ্রীগীতাসু–৫/১০ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ প্রাণসঙ্কটাপন্নস্য বিদুষো ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়মো নাস্তীত্যাহ শ্রীমনুঃ–১০/১০৫-১০৮ অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ । ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎ প্রতীকারমাচরন্ ॥ স্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোঽত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ । প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্ ॥ ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে । বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধো তক্ষ্ণোমহাতপাঃ ॥ ক্ষুধার্থশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্ বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘজীম্ । চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥ ইতি । তস্মাৎ সর্বান্নভক্ষণং বিধ্যভাবমিতি প্রতিপাদয়ন্তি–"অতঃ" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩০॥

এই প্রকার শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বিদ্বানের সর্ব্বান্নভোজনে অনুমতি দেখাইয়া স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অপীতি। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহা বর্ণিত আছে, অর্থাৎ বিদ্বানগণের প্রাণ সঙ্কটাপন্নে সর্ব্বান্ন ভক্ষণ দোষাবহ নহে, কারণ তাহা স্মৃতি শাস্ত্রেও দেখা যায় এই অর্থ। এইস্থলে স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন- জীবিতেতি। জীবিতাত্যয় প্রাণ সঙ্কটকালে যে মানব যতঃ যাহা হইতে, তাহা হইতে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার রহিত স্থান বা মানব হইতে অন্নভক্ষণ করে, সেই বিদ্বানজন পাপে লিপ্ত হয় না, সেই অন্নভক্ষণ জনিত পাপের দ্বারা তাহার ব্রহ্মজ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হয় না, এইবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- পদ্মেতি। জলের দ্বারা যেমন পদ্ম পত্র লিপ্ত হয় না ইহাই অর্থ। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীমনুবাক্য, উত্তরার্দ্ধ শ্রীগীতাবাক্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীমনু বাক্য এই প্রকার- যে বিদ্বান জীবন সঙ্কটে যতঃ ততঃ অন্নভোজন করে, আকাশ যেমন পঙ্কে লিপ্ত হয় না, তথা সেই বিদ্বান পাপে লিপ্ত হয় না। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে— যে সাধক সকল কর্ম্ম সঙ্গ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক আচরণ করে, জলস্থিত পদ্ম পত্রের ন্যায় সে পাপে লিপ্ত হয় না। প্রাণ সঙ্কটাপন্ন বিদ্বানের ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়ম নাই তাহা শ্রীমনু বলিয়াছেন- ক্ষুধাতুর মহর্ষি অজীগর্ত্ত নিজ পুত্রের প্রাণনাশে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষুৎপ্রতীকারই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি কোন পাপে লিপ্ত হয়েন নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ ঋষি বামদেব ক্ষুধাতুর হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কুক্কুর মাংস ভোজনের ইচ্ছা করেন, পুত্রের সহিত মহাতপা ভরদ্বাজ ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধু নামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহু সংখ্যক গোগ্রহণ করেন, তাঁহাকে তথাপি পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ ঋষিবিশ্বামিত্র ক্ষুধাতুর হইয়া চণ্ডাল হইতে কুক্কুরের কটিমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তথাপি তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং সর্ব্বান্নভক্ষণ বিধি নহে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন- অতইতি। অতএব বিদ্বানগণের সকলের পাচিত অন্নভোজন বিষয়ে অনুমতি মাত্র হয়, কিন্তু বিধি নহে, এই বিষয়ে নিষেধ শাস্ত্র ও বর্ত্তমান আছে, কারণ সর্ব্ববিধি নিষেধ ব্রহ্মজ্ঞানির বিধি হয় না।।৩০।।

॥ওঁ॥ শব্দশ্চাতোঽকামচারে ॥ওঁ॥৩/৪/৫/৩১॥

যস্মাদাপদ্যেব সর্বান্নভক্ষনেঽভ্যনুজ্ঞানমতোঽকামচারেবিদুষা প্রবর্ত্তিতব্যম্ । শব্দশ্চ–"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছা০–৭/২৬/২) ইতি । ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ কামচারং বারয়তি । তথা চ আপদ্যেব

অথ বিদুষাং কামচারং নিবারয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"শব্দঃ" ইতি । অতঃ–যস্মাদাপদ্যেব বিদুষাং সর্বান্নভক্ষণেঽনুমতিরতঃ তেষামকামচারেণ ভবিতব্যম্ ; বিষয়েঽস্মিন্ শ্রুতিপ্রমাণমপি বিদ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ–"শব্দঃ" ইতি । "যস্মাৎ" ইতি ভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টম্ । অথ শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহঃ–"আহারঃ" ইতি । বিদুষাং আহারশুদ্ধৌ ভক্ষণদ্রব্যপবিত্রে সতি সত্ত্বশুদ্ধির্ভবতি ; তথাহি শ্রীগীতাসু–১৮/৮ আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ । রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ এবং পবিত্রান্নভক্ষণে সত্ত্ব–চিত্তং শরীরং বা শুদ্ধির্ভবতি এবং সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতির্ভবতি, মধুধারাবদবিচ্ছিন্না শ্রীভগবৎস্মরণং ভবতীতি ; তথা সর্বদা শ্রীভগবৎস্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং দেহদৈহিক-মায়া মোহাদীনাং বাসনাদীনাং জন্মান্তরপ্রাপকানাং বন্ধনানাং বাসনাদীনাং জন্মান্তরপ্রাপকানাং বন্ধনানাং বিপ্রমোক্ষঃ–বিশেষেণ মুক্তির্ভবতীত্যর্থঃ । "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ, ন পলাণ্ডুং ভক্ষয়েৎ" ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সর্বান্নানুমত্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ–"তথাচেতি" স্পষ্টম্ । তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/১০১ শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ শ্রীভাগবতে চ–১১/৩/৪৫-৪৬ নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা

অনন্তর বিদ্বারগণের কামাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- শব্দেতি। অকামচারে অবস্থান করিবে, শব্দ প্রমাণ হেতু, অর্থাৎ অতঃ যেহেতু বিদ্বানগণের আপাৎকালেই সর্ব্বান্ন ভক্ষণে অনুমতি দেখা যায়, সুতরাং তাঁহাদের অকামচার হওয়াই কর্ত্তব্য। এই শ্রুতি প্রমাণও বিদ্যমান আছে, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- শব্দেতি। যেহেতু বিপদ কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞা আছে, অতএব বিদ্বান কামচার রহিত হইয়া অবস্থান করিবে। অনন্তর শব্দের ব্যাখ্যান বলিতেছেন- আহারেতি। আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভে সকল গ্রন্থির মুক্তি হয়। অর্থাৎ বিদ্বানগণের আহার শুদ্ধি হইলে ভক্ষণদ্রব্য পবিত্র হইলে পরে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে আহা পরমায়ু সত্ত্ব বল আরোগ্য সুখ প্রীতিবর্দ্ধনকারীরসযুক্ত স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদয়গ্রাহ্য সাত্ত্বিক সাধকগণের প্রিয় হয়। এই প্রকার পবিত্র অন্নভক্ষণে সত্ত্ব চিত্ত অথবা শরীর শুদ্ধি হয়, এইভাবে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে পরে ধ্রুবাস্মৃতি হয়, মধুধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন শ্রীভগবৎ স্মরণ হয়, তথা সর্ব্বদা শ্রীভগবৎ স্মৃতি লাভ হইলে সর্ব্বগ্রন্থি দেহ দৈহিক মায়া মোহাদি বাসনাদি যাহা জন্মান্তর প্রাপক বন্ধনের বিপ্রমোক্ষ বিশেষ ভাবে মুক্তি হয় এই অর্থ। অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না, ও পলাণ্ডু ভক্ষণ করিবে না। এই প্রকার ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্য বিদ্বানের কামচার নিবারণ করিতেছেন।

সর্বান্নাভ্যনুজ্ঞানাদনাপদি শাস্ত্রীয়ঃ সমাচারঃ ॥৩১॥

৬॥ *"আশ্রমকর্ম্মাধিকরণম্"*—

পূর্বসন্দর্ভে সনিষ্ঠাদিভেদেন ত্রেধা বিদ্যাজুষো দর্শিতা । অথ তেষু লব্ধবিদ্যেষু বর্ণাশ্রমাচারঃ কথং স্যাৎ ? ইত্যেত্যৎ ব্যবস্থাপয়িতুমারভ্যতে । তত্র তাবৎ সনিষ্ঠঃ পরীক্ষ্যতে।

হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥ বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ তস্মাদ্ বিদুষাং আপদ্যেব কামচারঃ ; অনাপদিতু শাস্ত্রীয়ঃ সমাচার এব ইতিভাবঃ॥ জীবিতাত্যয়মাপন্নে সর্বান্নভোজনং স্মৃতম্। অনাপদি তু শাস্ত্রোক্তং বর্ত্তিতব্যং মহত্তমৈঃ ॥৩১॥

ইতি সর্বান্নানুমত্যধিকরণং পঞ্চমং সম্পূর্ণম্ ॥৫॥

৬॥ *"আশ্রামকর্ম্মাধিকরণম্"*

অথ স্বনিষ্ঠভক্তাস্তু স্বাশ্রমোচিতকর্ম্মণা ।
বর্ত্তিতব্যংপ্রযত্নেন স্বধর্ম্মং ন ত্যজেয়ুঃ হি ॥

অথ পূর্বত্র সর্বান্নভক্ষণস্য শাস্ত্রান্তরেণ বিরোধাৎ বিদুষাং সর্বান্নভক্ষণং ন বিধিঃ, অপিতু অভ্যনুজ্ঞা এব ইতি প্রতিপাদিতম্ ; এবং ত্যাজকশাস্ত্রবিরোধাৎ সঞ্জাতব্রহ্মবিদ্যস্য সাধকস্য বর্ণাশ্রমোচিতানি

সঙ্গতি—অনন্তর সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। তথাচ বিদ্বানের আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞাহেতু, আপৎরহিতকালে শাস্ত্রীয় সমাচার সদাচার পালন করিতে হইবে। এইবিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতে বর্ণিত আছে- শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধি বিনা আত্যন্তিকী শ্রীহরির ভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যে স্বয়ং অজ্ঞ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করে না সে বিকর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়। যে নিঃসঙ্গভাবে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল আচরণ করত ঈশ্বরে সমর্পিত করিয়া নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করে, রোচনার নিমিত্ত ফলশ্রুতি হয়। অতএব বিদ্বানগণের আপাৎ কালেই কামাচার হয়, অনাপদে কিন্তু শাস্ত্রীয় সদাচার পালন করিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ। মহত্তমগণ কর্ত্তৃক জীবিতাত্যয় সমাগত হইলে সর্ব্বান্নভোজন অনুজ্ঞা হয়, কিন্তু অনাপদে শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন।।৩১।।

এই প্রকার সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ পঞ্চম সমাপ্ত।।৫।।

৬।। আশ্রমকর্ম্মাধিকরণ

অনন্তর আশ্রমকর্ম্মাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অথ সনিষ্ঠ ভক্তগণ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্মের সহিত যত্ন পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। পূর্ব্বাধিকরণে সকলের প্রাচিত্ত সর্ব্বান্নভোজনের শাস্ত্রান্তরে বিরোধ হেতু তাহা বিধি নহে, কিন্তু অভ্যনুজ্ঞামাত্র' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রকার ত্যাজক

"পশ্যন্নপীমমাত্মানং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাবিচারয়ন্। যদাত্মনঃ সুনিরতমানন্দোৎকর্ষমাপ্নুয়াৎ।" (মাধ্ব ভাঃ–৩/৪/৪/৩২) ইতি কৌষারবশ্রুতৌ সংশয়ঃ। লব্ধবিদ্যেন সনিষ্ঠেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ? নবেতি। বিদ্যালক্ষণস্য তৎফলস্য প্রাপ্তত্বাৎ, ফল প্রাপ্তৌ সাধননিবৃত্তের্দৃষ্টত্বান্ন কার্য্যানীতি প্রাপ্তে–

যাগাদিকর্ম্মাণি নানুষ্ঠেয়ানি" ইতি বিপ্রতিপত্তিঃ সমাধানার্থং আশ্রমকর্ম্মাধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ–অথ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"পূর্বসন্দর্ভে" ইতি। ত্রেধা ইতি–সনিষ্ঠঃ সর্বেষু শ্রীভগবদবতারেষু সমবুদ্ধিযুক্তঃ সাধকঃ পরীক্ষ্যতে ; অথ সনিষ্ঠভক্তস্য পরীক্ষাপ্রকারং কৌষারবশ্রুতিবাক্যেন আহঃ–"পশ্যন্" ইতি। ইমং আত্মানং "পশ্যন্" অপি অবিচারয়ন্ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, যৎ সুনিয়তঃ আত্মনঃ আনন্দোৎকর্ষং আপ্নুয়াৎ" ইত্যন্বয়ঃ।

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্যয়া আত্মানং–পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যন্নপি–শ্রীগোবিন্দদেববিষয়লব্ধ-বিদ্যোঽপীত্যর্থঃ, অবিচারয়ন্ ইদং ময়া কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং বা ইতি বিচারং পরিত্যজন্ কর্ম্ম–বিদ্যোত্তরকালিকমগ্নিহোত্রাদি নিষ্কামকর্ম্ম কুর্য্যাদিতি। তৎ কর্ম্মাচরণং যদিসুনিয়তং সম্যক্‌রূপেণ সম্পাদিতং স্যাৎ তদা আত্মনঃ–শ্রীগোবিন্দদেবাদ্হেতোঃ আনন্দোৎকর্ষং–বিদ্যাবৃদ্ধিরূপং ফলমাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ; ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–অত্র কৌষাবরশ্রুতিবাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"লব্ধবিদ্যেন" ইতি স্পষ্টম্। তথাচ–লব্ধবিদ্যঃ

শাস্ত্র বিরোধ হেতু সজ্ঞাত ব্রহ্মবিদ্যা সাধকের বর্ণাশ্রমোচিত যাগাদি কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে' এই বিপ্রতিপত্তি সমাধানের নিমিত্ত আশ্রম কর্ম্মাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন' ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অতঃ পর আশ্রম কর্ম্মাধিকরণের বিষয়বাক্য অবততরণের নিমিত্ত পীটিকা রচনা করিতেছেন- পূর্ব্বেতি। পূর্ব্বসন্দর্ভে সনিষ্ঠাদিভেদে ত্রিবিধ ভক্তি সেবক নিরূপিত হইয়াছে, অর্থাৎ সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ এই তিন প্রকার হয়েন, সেই লব্ধবিদ্য ত্রিবিধ সাধকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমাচার কি ভাবে হইবে? ইহাই ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ইহা আরম্ভ করিতেছেন, তন্মধ্যে সনিষ্ঠ ভক্ত পরীক্ষা করিতেছেন। অর্থাৎ সনিষ্ঠ সকল শ্রীভগবদবতারে সমবুদ্ধি যুক্ত সাধকের পরীক্ষা করিতেছেন। অথ সনিষ্ঠ ভক্তের পরীক্ষা প্রকার কৌষারব শ্রুতি বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন- পশ্যন্নিতি। বিদ্বান সাধক এই আত্মাকে দর্শন করিয়াও অবিচারে কর্ম্ম করিবে, কারণ সুনিয়ত হইলে আত্মার আন্দোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিদ্বান সাধক ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা আত্মা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিয়াও, শ্রীগোবিন্দদেব বিষয় লব্ধ বিদ্য হইয়াও অবিচারে' ইহা আমি করিব অথবা করিব না' এই প্রকার বিচার পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম বিদ্যা লাভের পরেও অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মাচরণ যদি সুনিয়ত সম্যকরূপে সম্পাদিত হয়, তবে আত্মার শ্রীগোবিন্দদেব হইতে আনন্দোৎকর্ষ বিদ্যাবৃদ্ধিরূপ ফল লাভ করে, এই প্রকার বিষয়বাক্য।

॥ওঁ॥ বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ওঁ॥ ৩/৪/৬/৩২॥

"অপি" বর্ণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থঃ । তেন স্ববর্ণাশ্রমকর্ম্মাণি কার্য্যাণি । কুতঃ ? বিদ্যোপচিতয়ে । তং প্রতি তেষাং বিহিতত্বাদেব ॥৩২॥

সনিষ্ঠসাধকঃ বিদ্যোত্তরকালিকমগ্নিগ্ধহোত্রদর্শ পূর্ণমাসাদিকর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ ন বা ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ :–এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"বিদ্যালক্ষণস্য" ইতি । সুগমম্ । তথাহি–শ্রীগীতাসু–৩/১৭ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ । আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ তস্মাৎ লব্ধবিদ্যাসাধকস্য বিদ্যোত্তরকালিকং কর্ম্মানুষ্ঠানমনুচিতমিতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বিহিতত্বাৎ" ইতি। বিহিতত্বাৎ–শাস্ত্রেষু বিহিতত্বাৎ, আশ্রমকর্ম্মাপি, আশ্রমোচিতানি যাগাদিকর্ম্মাণি অপি কার্য্যাণি । কুতঃ ? বিদ্যোপচিতয়ে' বিদ্যোৎকর্ষলাভায় ইত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । তথাচাত্র শ্রুতিঃ–শ্রীভাষ্যম্–৩/৪/৩২ "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি । অত্র "বিদ্যোপচিতয়ে" ইত্যস্যায়মর্থঃ–নিখিলপ্রাকৃতেন্দ্রিয়ব্যাপার বিলক্ষণ–অবিচ্ছিন্নমধুধারা ইব সন্ততা পরব্রহ্মানুসন্ধিরূপা মনোবৃত্তিঃ বিদ্যা ; সা খলু প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদিসংসর্গিণঃ প্রমাদেন পীড্যমানা ইব বর্ত্ততে ; তস্মাৎ তেষাং তদনুবর্ত্তনং দুঃসাধ্যা ভবতি ; অতো নিখিলেন্দ্রিব্যাপাররূপৈঃ সুশকৈরপ্রমাদৈশ্চ কর্ম্মাভিঃ সা পুষ্যমানা সতী নিরন্তরা বিবর্দ্ধতে;

সংশয়— এই কৌষারব শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে- লব্ধেতি। লব্ধ বিদ্যসনিষ্ঠ কর্ত্তৃক কর্ম্মসকল করা উচিত? অথবা নহে? অর্থাৎ যিনি বিদ্যালাভ করিয়াছেন সেই সনিষ্ঠ সাধক বিদ্যালাভের পরে অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ম্মসকল করিবেন? অথবা করিবেন না? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এইসংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- বিদ্যেতি। বিদ্যা ও তাহার ফলের প্রাপ্তি হেতু, ফল প্রাপ্তি হইলে সাধনের নিবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং তাহা করিতে হইবে না, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে মানব আত্মরতি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। অতএব লব্ধ বিদ্যা সাধকের বিদ্যোত্তরকালিক দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা অনুচিতই হয়, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত— এইভাবে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- বিহিতেতি। বিহিতহেতু আশ্রমকর্ম্মও করিবে, অর্থাৎ বিহিত-শাস্ত্র বিহিত হেতু আশ্রমকর্ম্ম আশ্রমোচিত যাগাদি কর্ম্মও করিতে হইবে, কেন? বিদ্যোপচিত- বিদ্যার উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত ইহাই অর্থ হয়। অপি শব্দ বর্ণধর্ম্ম সমুচ্চয়ের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং লব্ধ বিদ্য সনিষ্ঠ সাধক বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যসকল আচরণ অবশ্যই করিবে, কেন? বিদ্যোপচিত হেতু, বিদ্যার উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত। সনিষ্ঠ সাধকের প্রতি শাস্ত্র সেই কর্ম্ম সকলের বিহিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য- যতদিন সাধক জীবন ধারণ করিবে ততদিন অগ্নিহোত্র হবন করিবে।

ননু জাতায়ামপি বিদ্যায়াং পুনঃ কর্ম্মবিধানাৎ কিং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়োঽভিমতঃ ? নেত্যাহ–

॥ওঁ॥ সহকারিত্বেন চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৬/৩৩॥

বিদ্যা সহকারিত্বেনৈব তেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ; ন তু মুক্তিহেতুত্বেন । "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে০–৩/৮) ইত্যাদৌ তস্যা এব তত্ত্বা বিধানাৎ । এতদুক্তং ভবতি–

তথাহি শ্রীগীতাসু–৯/২৭ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ । যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ তস্মাত্তানি তৈরনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ–এবং শ্রীগীতাসু–১৮/৫ যজ্ঞদান তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ । যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ তত্রৈব–৩/১৯ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার । অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ তস্মাৎ কর্ম্মাণাং বিহিতত্বাদেব তেষামাচরণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৩২॥

অথ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়মাশঙ্কয়ন্তি–"ননু" ইতি । স্পষ্টম্ । অথ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো ন সম্ভবেৎ" ইত্যপেক্ষয়ামাহ ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ–সহেতি । বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সহকারিত্বেন কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ । "বিদ্যা" ইতি ভাষ্যাংশং স্পষ্টম্ । তথাচ–কর্ম্মণা মোক্ষাভাবাৎ বিদ্যৈব তন্নির্দ্ধারণাৎ বিদুষাং কর্ম্মাচরণং ন মুখ্যাম্ ; কিন্তু বিদ্যোপচিতাবেব তেষামুপযোগ ইত্যর্থঃ ।

এইস্থলে বিদ্যোপচিত বাক্যের এই সারার্থ- নিখিল প্রাকৃতেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে বিলক্ষণ ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন মধুধারার ন্যায় সর্ব্বদাই পরব্রহ্মানুসন্ধি চিন্তনরূপ যে মনোবৃত্তি তাহাই বিদ্যা বা ভক্তি, সেই ভক্তি প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি সংসর্গি মানবগণের প্রমাদ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া অবস্থান করেন, অতএব সেই প্রমাদি মানবগণের ভক্তির অনুবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য হয়, অতঃ নিখিল ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ সুকর অপ্রমাদ ও শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মসকলের দ্বারা ভক্তি বা বিদ্যা পুষ্যমানা হইয়া নিরন্তর বর্দ্ধিতা হয়েন। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- হে কৌন্তেয়! যাহা করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ, যাহা হবন করিতেছ, যাহা দান ও তপস্যা করিতেছ তৎ সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল সনিষ্ঠ সাধক অনুষ্ঠান করিবেন। পুনঃ হে পার্থ! যজ্ঞদান তপস্যাদি কর্ম্ম ত্যজ্য নহে, তাহা কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যই হয়, যজ্ঞদান ও তপ মনীষিগণের পাবন পবিত্রকারী কর্ম্ম হয়। অপর অতএব অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর, অসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে সাধক পুরুষ পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করে। অতএব শাস্ত্রে কর্ম্ম সকলের বিহিত থাকা হেতু তাহাদের আচরণ করাই কর্ত্তব্য হয় ইহাই এই সূত্রের অর্থ।।৩২।।

অনন্তর বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় আশঙ্কা করিতেছেন- নন্বিতি। যদি বলেন বিদ্যা জাত হইলে পরে পুনঃ কর্ম্মের বিধান কি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে আপনাদের অভিমত হইতেছে? অনন্তর জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে, এই অপেক্ষায় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন- সহেতি। সহকারিরূপেই, বিদ্বান ব্রহ্মবিদ্যার সহকারি ভাবেই সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। সনিষ্ঠ সাধক বিদ্যার সহকারিরূপেই কর্ম্মসকল করিবে, কিন্তু

সনিষ্ঠেনাদৌ পরমাত্মানমুদ্দিশ্য স্বকর্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতানি ; তেষু তদুদ্দেশেনৈব বিষোর্ণাদিবৎ তদ্‌বিষয়া বিদ্যা সমভূৎ ।

তৈরসৌ তামাসাদ্যাপি তদ্ বিবৃদ্ধয়ে তানি অনুতিষ্ঠতি । সা চ স্বোত্তরাণি তানি ন বিনাশয়তি ; অবিরোধাৎ । কিন্তু স্বর্গাদিবৈচিত্রীমনুভাবয়িতুং রক্ষত্যেব । "ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে" (বৃ০–১/৪/১৫) ইতি বৃহদারণ্যকাৎ ।

অথ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণস্য সারার্থমাহঃ–এতদুক্তং ভবতীতি । সনিষ্ঠেন" ইতি । বিষোর্ণাদিবৎ–কমলমৃণালতন্তুবৎ । তথাচ–সনিষ্ঠভক্তেন শ্রীভগবদুদ্দেশ্যেন ক্রিয়মাণেন কর্ম্মণা পদ্মমৃণালতন্তুবৎ বিদ্যা জায়তে ; বহিঃ মৃণালবৎকন্টকাকীর্ণ দণ্ডবিশেষো দৃশ্যতে ; অন্তস্তু তৎ পরিপোষকতন্তুরপি জায়তে' ইতি। "তৈরসৌ" ইতি-অসৌ সাধকঃ তৈঃ কর্ম্মভিঃ তাং–ব্রহ্মবিদ্যামাসাদ্যাপি বিদ্যাবিবৃদ্ধয়ে তানি কর্ম্মান্যনুতিষ্ঠতি–করোতীত্যর্থঃ । আবিরোধাৎ–অনুসঙ্গিকস্বর্গাদিদর্শনহেতুত্বেন বিদ্যাফলে মোক্ষে বিরোধাকরণাদিত্যর্থঃ । "ন হাস্য" ইতি–"আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্মক্ষীয়তে, অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্‌যৎ কাময়তে তত্তৎসৃজতে" ইতি তু কৃৎস্নশ্রুতিঃ । (বৃ০–১/৪/১৫)

ননু–এবং বিদ্যায়াঃ সকামত্বং স্যাদিতি চেৎ ? তত্রাহঃ–"নচেতি" স্পষ্টম্ । তথাচ–তেষাং বিদ্যোদয়োত্তরানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং স্বর্গাদি বৈচিত্র্যানুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বমিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । কুতঃ ?

মুক্তির নিমিত্ত নহে, কারণ 'তাহাকে জানিয়া মুক্তি লাভ হয়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিদ্যারই মুক্তি প্রদানে অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষাভাব হেতু বিদ্যার দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারণ করাহেতু বিদ্বানগণের কর্ম্মাচরণ মুখ্য নহে, কিন্তু বিদ্যাবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদের উপযোগ হয় এই অর্থ।

অনন্তর আশ্রম কর্ম্মাধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন- এতদিতি। এইস্থলে বক্তব্য এই যে- সনিষ্ঠ ভক্ত প্রথমে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে নিজের কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মসকল শ্রীভগবদুদ্দেশ্যের দ্বারাই বিষোর্ণা বৎ শ্রীভগবৎ বিষয়া বিদ্যা উৎপন্ন হয়। বিষোর্ণাদিবৎ- কমলমৃণালতন্তুবৎ, অর্থাৎ সনিষ্ঠ ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ক্রিয়মান কর্ম্মের দ্বারা পদ্মমৃণাল তন্তুর সমান বিদ্যা জাত হয়, অর্থাৎ বাহিরে মৃণালবৎ কন্টকাকীর্ণদণ্ড বিশেষ দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে কর্ম্মের পরিপোষক তন্তু ও জাত হয়। ভাষ্য- সেই কর্ম্মসকলের দ্বারা বিদ্বান বিদ্যালাভ করিয়াও বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের অনুষ্ঠান করিবে, সেই বিদ্যা ও স্বোত্তর আচরিত কর্ম্মসকলকে বিনাশ করে না, কারণ তাহার বিরোধ হয় না। কিন্তু স্বর্গাদি বৈচিত্রী অনুভব করাইবার নিমিত্ত রক্ষা করে। অর্থাৎ এই সাধক সেই কর্ম্মসকলের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াও বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মসকল আচরণ করে। অবিরোধ আনুষঙ্গিক ভাবে স্বর্গাদি দর্শন হেতু বিদ্যার ফলে মোক্ষে বিরোধ করে না এই অর্থ। তাহার কর্ম্মক্ষয় হয় না, ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্য হেতু। যে আত্মার লোককেই উপাসনাকরে তাহার কর্ম্মক্ষয় হয় না, অতএব আত্মা হইতে যাহা যাহা কামনা করে তাহাই সৃষ্টি করে' ইহাই

ন চ তেষাং তদনুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বম্ ; তেন তৎ কামনয়া অননুষ্ঠানাৎ । সনিষ্ঠো বিদ্বান্ ব্রহ্মপ্রাপ্নুবন্ননুসঙ্গাৎ স্বর্গাদিকর্মনুভবতি ।

"গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি" ইতি, অত্র তৃণস্পর্শবৎ । স্বর্গাদ্যানন্দানুভব পূর্বকং ব্রহ্মপ্রেপ্সবে সনিষ্ঠায় বিদ্যৈব স পরিকর কর্মদ্বারা স্বর্গাদিকমনুভাবয়তি ; স্বদ্বারা ব্রহ্মপদমিতি শ্রুতিশ্চ এবমভিপ্রৈতি–"তং বিদ্যা" (বৃ০–৪/৪/২) ইত্যাদ্যা । ইত্থমেব তস্য সঙ্কল্পোঽপি বোধ্যঃ ।

তেন সনিষ্ঠেন ভক্তেন স্বর্গাদিবৈচিত্র্যানুভবেচ্ছয়া অনুষ্ঠানবিরহাদিত্যর্থঃ। অথ ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গসুখানুভবপ্রকারং দর্শয়ন্তি–"সনিষ্ঠঃ" ইতি। "বোধ্যঃ" ইত্যন্তং সুগমম্। তথাচ–সনিষ্ঠৈর্মুমুক্ষুরেবং কামনয়া শ্রীভগবদারাধনেন প্রবর্ত্ততে–"নিষ্কামৈঃ কর্মভিঃ সমারাধিতঃ শ্রীভগবান্ প্রসীদন্ স্ববিষয়াং বিদ্যাং মে দদ্যাৎ ; সা চ বিদ্যা তৃণস্পর্শন্যায়েন স্বর্গাদিকমপি মাং দর্শয়ন্তী স্ববিষয়ং তং শ্রীভগবন্তং প্রাপয়েদিতি সা এব মে সর্বপ্রদা" ইত্থঞ্চ কর্মভিঃ স্বর্গাদিদিদৃক্ষাবিরহাৎ তেষাং কাম্যত্বং ন ইত্যর্থঃ।

ননু–নিষ্কামস্য ইচ্ছাবিরহাৎ কথং স্বর্গাদিকং পশ্যতি ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ–"নৈরপেক্ষ্য" ইতি। অয়ং নিরপেক্ষো বা ভোগলিপ্সুর্বা ইতি দেবাঃ তং পরীক্ষয়ন্তি। তদর্থে শ্রুতিবাক্যপ্রমাণমাহুঃ– "সর্বং" ইতি। পশ্যঃ সাধকঃ সর্বং স্বর্গাদিকং পশ্যতি ; অথ বিদ্বান্ স্বর্গং ন পশ্যতীতি শঙ্কামাহুঃ– নচেতি। "তদধিগম উত্তরপূর্বয়োরাশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্র০ সূ০–৪/১/১৯/১৩) ইত্যত্র সর্ববিধ পাপপূণ্যাদের্বিনাশশ্রবণাৎ কথং স্বর্গাদিকং পশ্যতি ? তত্র সমাধানমাহুঃ–"তস্য" ইতি। স্পষ্টম্।

সমগ্র শ্রুতি। যদি বলেন- এই প্রকারে বিদ্যার সকামত্ব সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- নচেতি। যদি বলেন- সনিষ্ঠের কর্ম্ম সকলের স্বর্গানুভব ফলক হওয়া হেতু সকামত্ব হউক? তাহা বলিতে পারিবেন না, সনিষ্ঠ ভক্ত স্বর্গকামনায় তাহা অনুষ্ঠান করেন না, অর্থাৎ তাঁহাদের বিদ্যোদয়োত্তরকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলে স্বর্গাদি বৈচিত্র্যানুভব ফল প্রদান করে এই হেতু কাম্য কর্ম্ম বলিতে পারিবেন না, কেন? সেই সনিষ্ঠ ভক্ত স্বর্গাদি বিচিত্র সুখানুভবের ইচ্ছায় কর্ম্মানুষ্ঠান বিরহ হেতু ইহাই অর্থ। অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যের স্বর্গসুখানুভব প্রকার দেখাইতেছেন- সনিষ্ঠেতি। সনিষ্ঠ বিদ্বান পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবার সময় আনুসঙ্গিকভাবে স্বর্গসুখাদি অনুভব করেন, যেমন ' গ্রামগমন কালে তৃণ স্পর্শকরা' এইস্থলে গ্রামগমন ঈপ্সিত তম কর্ম্ম, এবং তৃণস্পর্শাদি অনীপ্সিত তম কর্ম্ম বা সহজসাধ্য কর্ম্ম, এইভাবে তৃণ স্পর্ইবৎ স্বর্গসুখানুভব করান। স্বর্গাদি আনন্দানুভব পূর্ব্বক ব্রহ্ম লাভেচ্ছু সনিষ্ঠ ভক্তকে ব্রহ্মবিদ্যাই স্বপরিকর কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি সুখানুভব করায়, এবং নিজদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান, এই বিষয়ে শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই— তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা" ইত্যাদি। এই প্রকারেই সনিষ্ঠের সঙ্কল্পও জানিতে হইবে। অর্থাৎ সনিষ্ঠ মুমুক্ষু সাধক এই প্রকার কামনার প্রেরিত হইয়া

নৈরপেক্ষ্য পরীক্ষায়ৈ ক্বচিৎ স্বদ্বারাপি স্বর্গাদিকমুপস্থাপয়তি । "সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ । নচৈবং "তদধিগম" (ব্রে০ সূ০–৪/১/৯/১৩) ন্যায়বিরোধঃ ; তস্য স নিষ্ঠেতর বিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ ।

সনিষ্ঠস্য স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশ প্রারব্ধাংশৌ তদিতরস্য পরিনিষ্ঠিতাদেস্তু প্রারব্ধাংশমেব

সঙ্গতি ঃ–অথ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–"সনিষ্ঠস্য" ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্। অয়মত্র সারাংশমাহঃ–ব্রহ্মবিদ্যা খলু শ্রীগোবিন্দদেবচরণারবিন্দসেবানন্দমেব প্রদদাতি, ন তু স্বর্গাদিকং ; বিদ্যায়াস্তদ্দানানর্হত্বাৎ ; ন হি হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসাররূপা সচ্চিদানন্দাত্মাপরমেশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা স্বর্গাদি জড়ং নশ্বরঞ্চ দদতী শ্লাঘ্যতে ; কিন্তু স্বপরিকরেণ স্বরক্ষিতেন কর্ম্মণা স্বর্গাদিকামিতেভ্যঃ তদ্দদাতি ;

তথাহি শ্রীভাগবতে–১/৩/১০

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ শ্রীএকাদশে–১১/২০/৩৩
সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গম্ মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

পুনশ্চ তত্রৈব–১১/১৮/৪৭–বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ ।

স এব মদ্‌ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ সুতরাং সাধকস্য স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশো–

শ্রীভগবদারাধনায় প্রবর্ত্তিত হয়- নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা সমারাধিত হইয়া শ্রীভগবান প্রসন্ন পূর্ব্বক স্ববিষয়ক বিদ্যাই আমাকে প্রদান করিবেন, সেই বিদ্যা তৃণ স্পর্শ ন্যায়ে স্বর্গাদি লোকও আমাকে দর্শন করাইয়া নিজ বিষয় শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত করাইবেন, সুতরাং বিদ্যাই সকল প্রদান করিবেন, এই প্রকার কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি দর্শনের বিরহ বশতঃ তাহাদের কামত্ব হয় না এই অর্থ।

যদি বলেন- নিষ্কাম সাধকের ইচ্ছা বিরহ হেতু কি প্রকারে স্বর্গ লোকাদি দর্শন করে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- নৈরপেক্ষ্যেতি। সাধকের নিরপেক্ষতা পরীক্ষার নিমিত্ত কখনও নিজের দ্বারাও স্বর্গাদির উপস্থাপনা করেন, অর্থাৎ এই সনিষ্ঠ ভক্ত নিরপেক্ষ অথবা ভোগলিপ্সু দেবগণ পরীক্ষা করেন। এই বিষয়ে শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন- সর্ব্বমিতি। পশ্য সাধক সর্ব্ব স্বর্গাদি দর্শন করেন। অনন্তর বিদ্বান স্বর্গ দর্শন করে না' এই শঙ্কা করিতেছেন- নচেতি। যদি বলেন— তদধিগম' অর্থাৎ পরব্রহ্ম অবগত হইলে পরে উত্তর ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ হয়, এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপের বিনাশ হয়' এই স্থলে সর্ব্বপ্রকার পাপ পূণ্যাদির বিনাশ শ্রবণ হেতু কি প্রকারে স্বর্গ সুখাদি অনুভব করেন? তাহার সমাধান বলিতেছেন- তস্যেতি। এই ন্যায় বিরোধ হইবে না, কারণ তাহার সনিষ্ঠ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বিষয় হওয়ার নিমিত্ত উপপত্তি হইয়াছে, সুতরাং কোন শঙ্কার অবকাশ নাই।

বিহায়েতরৎ সর্বং কর্ম্ম বিনাশয়তীতি বিদ্যৈব স্বতন্ত্রাফলহেতু কর্ম্ম তু তস্যাঃ সহকারীতি সিদ্ধম্ ॥৩৩॥

বিদ্যোত্তরক্রিয়মাণ কর্ম্মরূপঃ ; প্রারব্ধাংশস্তু–বিদ্যোদয়াৎপ্রাক্ সঞ্চিতরূপঃ কর্ম্ম, সম্প্রত্যপি ফলং দাতুং প্রবৃত্তঃ । তৌ দ্বৌ বিহায় অন্যদনারব্ধফলং সঞ্চিতং কর্ম্মবিদ্যা সনিষ্ঠস্য সর্বং নির্দ্দহতি । পরিনিষ্ঠিতস্য–প্রারব্ধেতরং সঞ্চিতং নির্দ্দহতি ; ক্রিয়মাণন্তু বিশ্লেষয়তি । নিরপেক্ষস্য–প্রারব্ধেতরং সঞ্চিতং সর্বংনির্দ্দহতীতি সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

সহকারিস্বরূপেণ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মমাচরেৎ ।
তয়ৈব সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ বিদ্যাংসমাশ্রয়েৎ ॥
ইতি আশ্রয়কর্ম্মাধিকরণং ষষ্ঠং সম্পূর্ণম্ ॥৬॥

সঙ্গতি– অনন্তর আশ্রমকর্ম্মাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- সনিষ্ঠেতি। সনিষ্ঠ সাধকের স্বর্গাদি অর্পণকারী পুণ্যাংশ, এবং প্রারব্ধাংশ, অন্য পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ সাধকের কেবলমাত্র প্রারব্ধাংশই পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা অন্যান্য সকল কর্ম্ম বিনাশ করেন, সুতরাং বিদ্যাই স্বতন্ত্রভাবে ফল দানে হেতু বা সমর্থ, কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী কারণ মাত্র ইহাই সিদ্ধ হইল। এইস্থলে সারাংশ বলিতেছেন- ব্রহ্মবিদ্যা নিশ্চিত রূপে শ্রীগোবিন্দদেব চরণাবিন্দের সেবা মাত্রই প্রদান করেন, কিন্তু স্বর্গাদি নহে। কারণ বিদ্যার তাহা দান করা উচিত নহে, কারণ- হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎসাররূপ সচ্চিদানন্দাত্মা পরমেশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা জড় ও নশ্বর প্রদান করেন, ইহা তাঁহার শ্লাঘা বা প্রসংশা নহে। কিন্তু স্বপরিকর নিজ রক্ষিত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি কামি ভক্তগণকে তাহা দান করেন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- কামরহিত সর্ব্বকামী ও মোক্ষকামী উদারবুদ্ধি তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে যজনা করিবেন। শ্রীএকাদশে- শ্রীভগবান্ কহিলেন- আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগের দ্বারা স্বর্গ অপবর্গ মুক্তি প্রভৃতি সকল সত্তর লাভকরে, কথঞ্চিৎ আমার ধাম যদি বাঞ্ছা করে তাহাও লাভ করে। পুনঃ বর্ণাশ্রমবাসিগণের এই প্রকার আচার লক্ষণই ধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্ম যদি আমার ভক্তি যুক্ত হয়, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল প্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের স্বর্গাদি প্রাপক পুণ্যাংশ হইল বিদ্যালাভের পরে ক্রিয়মান কর্ম্মরূপ। অপর প্রারব্ধাংশ বলিতে -বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত রূপ কর্ম্ম, সম্প্রতি ফল প্রদানে প্রবৃত্ত। এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া অন্য অনারব্ধ ফল সঞ্চিত কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা সনিষ্ঠ সাধকের সকল বিনাশ করেন। পরিনিষ্ঠিতের প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সঞ্চিত কর্ম্ম ভস্ম বা বিনাশ করেন, এবং ক্রিয়মান কর্ম্ম বিশ্লেষ পৃথক করেন। নিরপেক্ষের প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনা অন্য সঞ্চিতাদি সকল বিনাশ করেন, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রা ইহাই সুসিদ্ধান্ত এই অর্থ। বিদ্যার সহকারী স্বরূপে কর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, কারণ বিদ্যার দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে, অতএব বিদ্যাকেই আশ্রয় করিবে ইহাই এই অধিকরণার্থ।।৩৩।।

এই প্রকার আশ্রম কর্ম্মাধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত।।৬।।

৭॥ "ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণম্"—

অথ পরিনিষ্ঠিতঃ পরীক্ষ্যতে। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্" (মু০—৩/১/৪) ইত্যাদি শ্রূয়তে। অত্র পরিনিষ্ঠিতস্য লোকার্থং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ কর্ত্তব্য তয়া প্রাপ্তাঃ প্রীত্যর্থং শ্রবণাদয়ো ভাগবতধর্ম্মাশ্চ তেষামুভয়েষাং যুগপৎ প্রাপ্তৌ কিং তে

৭॥ "ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণম্"

পরিনিষ্ঠিতবৈষ্ণবাঃ বর্ণাশ্রমক্রিয়াদয়ঃ।
পরিত্যজ্য সদা কৃষ্ণমর্চ্চয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥

পূর্বস্মিন্ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণে লব্ধবিদ্যস্য সনিষ্ঠস্য বর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্মানুষ্ঠানং যথা নিয়তং প্রতিপাদিতং; তথা পরিনিষ্ঠিতস্যাপি তন্নিয়তমস্তু ; তস্যাপি লোকনিন্দানিস্তার—লোকসংগ্রহফলেচ্ছুত্বসম্ভবাৎ ; ইতি শঙ্কায়াঃ সমাধানার্থং ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—অথেতি। পরিনিষ্ঠিতঃ—লোকসংজিঘৃক্ষয়া মাত্র মর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ। তম্ পরীক্ষ্যতে। আত্মক্রীড়ঃ" ইতি—আত্মনি শ্রীগোবিন্দদেবে তদ্ধাম্নি বা ক্রীড়া—ক্রীড়নং যস্য, নান্যত্র পুত্রদারাদিষু সঃ ; আত্মরতিঃ—আত্মনি শ্রীগোবিন্দদেবে রীতরমণং প্রীতির্যস্য সঃ ; তথাপি সঃ ক্রিয়াবান্ গৌণকালে যাগাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী এষ এব ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ, সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। তথাচ—পরিনিষ্ঠিতসাধকোঽপি কদাচিদ্‌গৌণকালে জনসংগ্রহায় স্বধর্ম্মানুরূপকর্ম্মানুষ্ঠানং যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠানং

৭।। ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণ

অনন্তর ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ভক্তি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বে আশ্রমকর্ম্মাধিকরণে লব্ধবিদ্যসনিষ্ঠ সাধকের যে প্রকার বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান যেমন নিয়ত কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই প্রকার পরিনিষ্ঠিত সাধকেরও তাহা নিয়ত কর্ত্তব্য হউক? কারণ তাঁহারাও লোকনিন্দা নিস্তার এবং লোকসংগ্রহেচ্ছুত্ব সম্ভব হেতু এই আশঙ্কার সমাধান হেতু ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়— অনন্তর ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- অথেতি। অথ পরিনিষ্ঠিত সাধক পরীক্ষা করিতেছেন, পরিনিষ্ঠিত লোক সংগ্রহের ইচ্ছাই মাত্র কর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। আত্মক্রীড়েতি- আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবান হয়েন' ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ আত্মা শ্রীগোবিন্দদেব তাহার সঙ্গে অথবা তাঁহার ধামে যে ক্রীড়াকরেন, অন্যত্র পুত্রদারাদিতে নহে, সেই আত্মক্রীড়, আত্মাশ্রীগোবিন্দদেবে রতি রমণ বা প্রীতি যাহার সেই আত্মরতি, তথাপি সেই সাধক ক্রিয়াবান, গৌণকালে যাগাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী এই সাধকই ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ। তথাচ- পরিনিষ্ঠিত সাধকও

ক্রমেণানুষ্ঠেয়াঃ? কিং বা আদ্যান্ বিহায়োত্তরে তে ? ইতি সন্দেহে–যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ বিহিতানাং ত্যাগে দোষাচ্চানির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ওঁ॥৩/৪/৭/৩৪॥

অপিরবধারণে । সর্বথৈব স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বা এবেত্যর্থঃ । পরিনিষ্ঠিতেন তেন ভাগবদ্ধর্ম্মা এবানুষ্ঠেয়াঃ । স্বধর্ম্মাস্তু কথঞ্চিৎ গৌণকালে । এবং কুতঃ ? তত্রাহ–

বা কুর্য্যাদিতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় *ঃ*–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ ; "অত্র" ইতি । অত্র পরিনিষ্ঠিতস্য সাধকস্য লোকসংগ্রহার্থং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তাঃ ; তথা প্রীত্যর্থং–শ্রীগোবিন্দদেব প্রীত্যর্থং শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণাদয়ো ভাগবদ্ধর্ম্মাশ্চ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । শ্রবণাদয়োভগবদ্ধর্ম্মাঃ–শ্রীভাগবতে–৭/৫/২৩ শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ । অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি ।
অথ আশঙ্কাপ্রকারমাহঃ–তেষামিতি । তেষাং কর্ম্মণাং, শ্রবণাদীনাঞ্চ ; শেষমতিরোহিতার্থম্। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ *ঃ*–ইতি সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষমুপস্থাপয়ন্তি–"যুগপদিতি"। তেষাং কর্ম্মাণাং ভাগবদ্ধর্ম্মাণাঞ্চযুগপদেকদৈব অনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ–শেষমিতিসুগমম্ । তস্মাদনির্ণয়েন ভাব্যম্–নির্ণয়াভাবোঽস্তু ইতি ; ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত *ঃ*– ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগভান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "সর্বথাপি" ইতি। সর্বথাপি–পরিনিষ্ঠিতেন ভাগবতেন স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বা সর্বতোভাবেন তে শ্রবণাদিভগবদ্ধর্ম্মা এব

কদাচিৎ গৌণকালে জনসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠান আচরণ করিবেন ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ ইহতেছে- অত্রেতি। এই স্থলে পরিনিষ্ঠিত সাধকের লোসংগ্রহের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসকল কর্ত্তব্যতারূপে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং প্রীতির নিমিত্ত শ্রবণাদি ভাগবদ্ধর্ম্মসকলও কর্ত্তব্যতারূপে প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিত সাধকের লোকসংগ্রহের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাগাদি দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ত্তব্যরূপে দেখা যায়, অপর শ্রীগোবিন্দদেব প্রীতির নিমিত্ত শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণাদি ভাগবদ্ধর্ম্মসকল কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইতেছেন ইহাই অর্থ। শ্রবণাদি ভাগবতদ্ধর্ম্ম সকল শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদ সেবন অর্চ্চনা বন্দনা দাস্যভাব সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন। অনন্তর আশঙ্কা প্রকার বলিতেছেন- তেষামিতি। সেই উভয় কর্ম্ম ও শ্রবণাদি উভয়ের যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে পরে তাহা কি ক্রম পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা প্রথম কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তরে ভাগবদ্ধর্ম্ম সকল আচরণ করিবে? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সন্দেহ হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- যুগপদিতি। বর্ণাশ্রম

উভয়েতি। "তমেবৈকং জানথ" (মু০–২/২/৫) ইত্যাদি শ্রুতিলিঙ্গাৎ। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং নিত্যং নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গী০–৯/১৩/১৪) ইত্যাদি স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ ॥৩৪॥

অনুষ্ঠেয়াঃ ; কথঞ্চিদ্ গৌণকালে তু স্বধর্ম্মাচরণং কর্ত্তব্যম্ । এবং কুতঃ ? তত্রাহ–উভয়লিঙ্গাৎ" ইতি। শ্রুতি–স্মৃতি উভয়প্রমাণ বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ।

অথ–"উভয়লিঙ্গাৎ" ইত্যস্যার্থমাহঃ–"এবম্" ইতি । "তমেবৈকম্" ইতি–"আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি বাক্যশেষঃ । ব্যাখ্যা চ–তং শ্রীগোবিন্দদেবং এব একং অনন্যং স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকং সর্বেশ্বরং জানথ ; তদ্‌বিজ্ঞানেনৈব বিমুক্তিঃ, যতঃ স এব অমৃতস্য সেতুঃ ! এবং শ্রীগীতাসু–৭/১৪ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" শ্বেতাশ্বরোপনিষদি চ–৬/১৫ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি । ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ–প্রমাণাদিত্যর্থঃ । এবং শ্রুতিলিঙ্গমুক্ত্বা স্মৃতিলিঙ্গামাহঃ–"মহাত্মানঃ" ইতি । হে পার্থ ! মহাত্মানঃ তু দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ (সন্তঃ) ভূতাদিং অব্যয়ং মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তীত্যন্বয়ঃ ।

অথ শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্–তর্হি কে ত্বামাদ্রিয়ন্তে ? তত্রাহ–"মহাত্মানঃ" ইতি । যে নরাকৃতিপরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎ সৎ প্রসঙ্গেন তাদৃশমন্নিষ্ঠয়া বিস্তীর্ণাঃ অগাধমনসো মদীয়েঽপি

ধর্ম্ম ও ভাগবদ্ধর্ম্ম এই উভয়ের যুগপৎ এককালে অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হেতু, শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মসকলের ত্যাগে দোষ হেতু, অনির্ণয়ই হউক, নির্ণয়ের অভাবই হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত- এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সর্ব্বথাপীতি। সর্ব্বথাই তাহা করিবে, উভয়লিঙ্গহেতু, অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিত সাধকগণ স্বধর্ম্মানুরোধ না করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভাগবদ্ধর্ম্মসকলই অনুষ্ঠান করিবেন, কখনও গৌণকালে কিন্তু স্বধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য, এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- উভয়লিঙ্গহেতু, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ বিদ্যমান থাকা হেতু অর্থ। ভাষ্য- সর্ব্বথা স্বধর্ম্ম বিষয়ে অনুরোধ না করিয়াই এই অর্থ। পরিনিষ্ঠিত সাধক শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভাগবদ্ধর্ম্ম সকলই অনুষ্ঠান করিবেন। এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- উভয়েতি। অথ উভয়লিঙ্গাৎ এই অংশের অর্থ বলিতেছেন- এবমিতি। একমাত্র তাঁহাকেই জান, অর্থাৎ একমাত্র সেই আত্মাকেই জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর, ইহাই অমৃতের সেতু' ইহা পূর্ণাশ্রুতি। সেই শ্রীগোবিন্দদেবই এক অনন্য স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বরকে জান, তাঁহার বিজ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়, কারণ তিনি একমাত্র অমৃতের সেতু। এবং শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যাহারা একান্ত ভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে তাহারা এই মায়া তরিয়া যায়। শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে- তাঁহাকে জানিয়াই অতিমৃত্যু গমন করা যায় ইহা বিনা অন্য কোন পন্থা নাই, ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য প্রমাণ হেতু এই অর্থ। এই প্রকার শ্রুতিলিঙ্গ বর্ণনা করিয়া স্মৃতি লিঙ্গ বলিতেছেন-

সহস্রশীর্ষাদ্যাকারেঽরুচয়ঃ তে মনুষ্যাঃ অপি দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ সন্তো নরাকৃতিং মাং মধ্যভূতাদি-বিধিরুদ্রাদি-সর্বকারণমব্যয়ং নিত্যঞ্চ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে ; অনন্যমনসো নরাকার এব ময়ি নিখাতচিত্তাঃ" ইতি । সততমিতি-সততং মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ, দৃঢ়ব্রতাঃ (সন্তঃ) যতন্তঃ চ ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ চ নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে" ইত্যন্বয়ঃ । অত্র শ্রীরামানুজভাষ্যম্-

অত্যর্থং মৎপ্রিয়ত্বেন মৎ কীর্ত্তন-যতন-নমস্কারৈর্বিনাক্ষণানুমাত্রে অপি আত্মধরণমলভমানাঃ, মদ্গুণবিশেষবাচীনি মন্নামানি স্মৃত্বা পুলকিতসর্বাঙ্গাঃ হষগদ্গদকণ্ঠাঃ ; শ্রীরাম নারায়ণ-কৃষ্ণ-বাসুদেব ইত্যেবমাদীনি "সততং কীত্তয়ন্তঃ" তথা এব "যতন্ত" মৎকর্ম্মসু অর্চ্চনাদিকেষু বন্দন-স্তবনকরণাদিকেষু তদুপকারকেষু ভবন-নন্দনবনকারণাদিকেষু চ দৃঢ়সঙ্কল্পাঃ যতমানাঃ ; ভক্তিভারাবনমিত মনোবুদ্ধ্যভিমান-পদদ্বয়করদ্বয়-শিরোভিঃ অষ্টাঙ্গৈঃ অচিন্তিত-পাংশু-কর্দ্দমশর্করাদিকে ধরাতলে দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তঃ, সততং "মাং নিত্যযুক্তাঃ" নিত্যযোগেম্ আকাঙ্ক্ষমাণাঃ আত্মবন্তো মদ্দাস্যব্যবসায়িনঃ উপাসতে" ইতি । তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতানাং বর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্মাচরণং ন নিয়তং ; কিন্তু কদাচিদ্ গৌণকালে এব ইত্যর্থঃ । যতো ভক্ত্যা এব তে কৃতার্থাঃ ॥৩৪॥

মহাত্মেতি। হে পার্থ! মহাত্মাগণ কিন্তু দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অনন্যমনা হইয়া ভূতাদি ও অব্যয় আমাকে জানিয়া ভজনা করে, ইহা অন্বয়ার্থ। ব্যাখ্যা শ্রীগীতাভূষণভাষ্য- তবে কাহারা আপনাকে আদর করেন? তাহা বলিতেছেন- মহাত্মন ইতি।

যাহারা নরাকৃতি পরব্রহ্ম আমার তত্ত্বজ্ঞ মৎ প্রসঙ্গের দ্বারা তাদৃশ আমার নিষ্ঠা পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ অগাধমনা আমার সহস্রশীর্ষাদি আকারে অরুচিযুক্ত সাধকগণ, সেই সাধকগণও দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নরাকৃতি আমাকে মধ্যভূতাদি বিধিরুদ্রাদির সর্ব্বকারণ অব্যয় ও নিত্য এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেবা অর্চ্চনাদি করে। অনন্যমনা নরাকার স্বরূপ যে আমি আমাতেই নিমগ্ন চিত্ত হইয়া এই অর্থ। সততমিতি- সতত আমাকে কীর্ত্তন করত দৃঢ় ব্রত হইয়া যত্ন করত, ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করত নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করে, ইহা অন্বয়ার্থ। ব্যাখ্যা শ্রীরামানুজ ভাষ্য- অতিশয় আমার প্রিয়তাহেতু আমার কীর্ত্তন যতন ও নমস্কার বিনা একক্ষণ মাত্রও জীবন ধারণে অসমর্থ, আমার গুণবিশেষ বাচক নামাবলী স্মরণ করিয়া পুলকিত সর্ব্বদেহ হয়, হর্ষভরে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া শ্রীরাম নারায়ণ কৃষ্ণ বাসুদেব' ইত্যাদি আমার নামসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করত তথা যতন্তঃ আমার সেবাকার্য্য অর্চ্চন বন্দন স্তুতি প্রভৃতি, এবং তাহার উপকারক মন্দির উদ্যান তড়াগাদি সেবাকার্য্যে দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ব্বক যত্নশীল হইবে, এবং ভক্তিভাবে অবনমিত হইয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কার পদদ্বয় করদ্বয় ও মস্তক এই অষ্ঠাঙ্গে বিলুণ্ঠিত পূর্ব্বক পাংশু ভস্ম কর্দ্দম কাঁকরাদি বিচার না করিয়া ধরাতলে দন্তবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক সতত আমাকে' নিত্যযুক্তাঃ' আমার নিত্যসংযোগ কামনা করিয়া কায়মনোবাক্যে আমার দাস্যে দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে। ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ আছে। অতএব পরিনিষ্ঠিত সাধকগণের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ নিয়ত সর্ব্বদা নহে, কিন্তু কদাচিৎ গৌণকালেই বুঝিতে হইবে ইহাই অর্থ। কারণ তাঁহারা ভাগবদ্ধর্ম্ম ভক্তির আচরণেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।।৩৪।।

উপোদ্বলকান্তরমাহ–

॥ওঁ॥ অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ওঁ॥ ৩/৪/৭/৩৫॥

"নৈনং পাপ্মাতরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মাতপতি ; সর্বং পাপ্মানং তপতি" (বৃ০–৪/৪/২৩) ইতি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ শ্রবণাদ্যনুরোধেন স্বাশ্রম ধর্ম্মাদ্যকরণে

অথ পরিনিষ্ঠিতানাং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি ন কার্য্যাণি' ইত্যত্র উপোদ্বলকান্তরং অন্যৎ পোষক বচনং–প্রমাণং বা আহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ'–"অনভিভবঞ্চ" ইতি । স্বাশ্রমোচিতধর্ম্মাণামকরেণেঽপি পরিনিষ্ঠিতানাং গৃহিনাং তজ্জনিতৈঃ দোষৈঃ অনভিভবং তেষাং স্থান ক্ষলনং ন ভবতি, তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিরিতি ।

অথ অনভিভবপ্রকারং শ্রুতিপ্রমাণেন দর্শয়ন্তি–"নৈনম্" ইতি । এষ ব্রহ্মনিষ্ঠপুরুষঃ সর্বং পাপ্মানং স্বধর্ম্মাননুষ্ঠানজনিতং প্রত্যবায়ং তরতি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেন সর্বমুল্লঙ্ঘয়তি ; এনং ব্রহ্মনিষ্ঠং পাপ্মা ন তরতি, ন ব্যাপ্নোতি, কিন্তু সবর্বং পাপ্মানং তরতি বিদ্যাপ্রভাবেন উত্তরয়তি ; এবং এনং শ্রীভগবদ্‌ভক্তং পাপ্মা ন তপতি, বর্ণাশ্রম–ধর্ম্মপালনাভাবদোষাগ্নিনা ন ভস্মী করোতি ; কিঞ্চ সর্বং পাপ্মানং তপতি ; ভাগবদ্ধর্ম্মপ্রভাবেন ভক্তিপ্রত্যবায়ং সর্বং নির্দ্দহতীত্যর্থঃ । "শ্রবণাদ্যনুরোধেন" ইতি ভাষ্যাংশং সুগমম্ ।

ননু–তথাত্বে–বি০–৩/৮/৯ বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ । বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ

অনন্তর পরিনিষ্ঠিত সাধকগণের বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল কর্ত্তব্য নহে, এইবিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উপদ্বেলক অন্যরূপ পোষক বাক্য বা প্রমাণ বলিতেছেন- অনেতি। অনভিভব দেখা যায়, অর্থাৎ স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্ম 'সকলের অকরণেও পরিনিষ্ঠিত গৃহিসাধকগণের তজ্জনিত দোষের দ্বারা অনভিভব স্থান হইতে পতনাদি হয় না, শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন। অথ অনভিভব প্রকার শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন- নৈনমিতি। ব্রহ্মনিষ্ঠকে পাপ্‌মা ব্যাপ্ত করে না, সকল পাপ্‌মাকে ব্যপ্ত করে, তাহাকে পাপ তাপিত করে না, সকল পাপকেই তাপিত করে, ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি আছে। অর্থাৎ এই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ পাপসকলকে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান জাত প্রত্যবায়কে তরতি, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে সকল উল্লঙঘন করে, এই ব্রহ্মনিষ্ঠকে পাপ ব্যাপ্ত করে না, কিন্তু সকল পাপ হইতে তরিয়া যায়, বিদ্যা প্রভাবে পর পারে গমন করে, এবং এই শ্রীভগবদ্ভক্তকে পাপ তাপিত করে না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনের অভাব জনিত দোষাগ্নি তাহাকে ভস্মকরে না, কিন্তু পাপসকল দহন করে ইহাই অর্থ। শ্রীগোবিন্দদেবের নামকীর্ত্তনাদি শ্রবণের অনুরোধে স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ না করিলে তজ্জন্য দোষে পরিনিষ্ঠিত সাধকের পরাভব হয় না, তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম সকলই আচরণ করা কর্ত্তব্য এই অর্থ। যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে বর্ণাশ্রমাচার যুক্ত সাধক পুরুষ কর্ত্তৃক পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিবে, শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করিবার এই পন্থা, অন্য নাই' এই বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- বর্ণেতি। বর্ণাশ্রমাচার ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যে কিন্তু তাদৃশ সাধক কর্ত্তৃক যে শ্রীভগবদারাধনা তাহাই শ্রীভগবানের সন্তোষের

তজ্জন্যৈঃ দোষৈঃ পরিনিষ্ঠিতস্যানভিভবং দর্শয়তি । অতস্তান্ হিত্বা ত এব কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ। "বর্ণাশ্রমাচার" (বি০ পু০–৩/৮/৯) ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বাক্যেতু তাদৃশেন যৎ তদারাধনং তদেব তত্তোষকরমিত্যেব মন্তব্যং ; ন তু কর্ম্মৈব তদারাধনমিতি ।

পূর্বত্র–যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দমাধবানন্তকেশব । কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥ নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি । এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা

তত্তোষকারণম্ ॥ ইত্যস্য কা গতিঃ ? তত্রাহঃ–"বর্ণাশ্রমাচারবতা" পরিনিষ্ঠিতেন ভগবদ্ভক্তেন যদ্ শ্রীভগবদর্চ্চনং তদেব শ্রীভগবত্তোষকারকমিত্যর্থঃ । অথ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবতাং পরিনিষ্ঠিতানাং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি অকরণে প্রত্যবায়াভাবং দর্শয়ন্তি–"পূর্বত্র" ইতি । "বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইতি বাক্যাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। স রাজা ভরতঃ–কেবলং যজ্ঞেশ ! হে অচ্যুত ! হে গোবিন্দ ! হে মাধব ! হে অনন্ত ! হে কেশব ! হে কৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো ! হে হৃষীকেশ ! ইত্যহ ;

হে মৈত্রেয় ! রাজা ভরতঃ স্বপ্নান্তরেষু অপি অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন জগাদ ন কথিতবান্ ; কিঞ্চ যজ্ঞেশাচ্যুতাদি নামবৃন্দং পরং কেবলং তদর্থঞ্চ–তদ্বাচ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং বিনা অন্যাৎ কিঞ্চিদপি ন অচিন্তয়ৎ । কিং বহুনা তেন ভরতেন সমিৎ পুষ্প কুশাদীনাং–আদানং গ্রহণং দেবক্রিয়াকৃতে শ্রীগোবিন্দদেবস্যারাধনার্থং চক্রে ; এবমন্যানি কর্ম্মাণি অপি স যোগতাপসো নিঃসঙ্গঃ সন্ দেবক্রিয়াকৃতে এব চক্রে নান্যর্থমিত্যর্থঃ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–৫/৭/১১ তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধ কুসুম-কিশলয়-তুলসিকাম্বুভিঃ কন্দ-মূল-ফলোপ হারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপভৃতোপাশমঃ পরাং নিবৃতিমবাপ" ইতি । ইদমত্রবোদ্ধ্যম্–পরিনিষ্ঠিতৈঃ বৈষ্ণবৈরাশ্রমকর্ম্মাণি ন

কারণ হয় ইহা মনে করিতে হইবে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার আরাধনা হয় না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার যুক্ত পরিনিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্ত কর্ত্তৃক যে শ্রীভগবদর্চ্চন হয় তাহাই শ্রীভগবানের সন্তোষের কারণ হয় এই অর্থ।

অনন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মযুক্ত পরিনিষ্ঠিত সাধকের বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল না করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না তাহা দেখাইতেছেন- পূর্ব্বত্রেতি। বর্ণাশ্রমাচারবতা এই বাক্যের পূর্ব্বে বর্ণিত আছে- সেই রাজর্ষি ভরত কেবলমাত্র হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! বলিতেছেন; হে মৈত্রেয়! সেই রাজা ভরত স্বপ্নান্তরেও অন্য কিঞ্চিৎ বলেন না, কিন্তু যজ্ঞেশ অচ্যুতাদি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নামাবলী কেবল তাহার অর্থ, বাচ্য শ্রীগোবিন্দদেব বিনা অন্য কোন প্রকার চিন্তা করেন না। অধিক কথা কি সেই রাজা ভরত সমিৎ পুষ্পকুশাদির গ্রহণও দেবক্রিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনার নিমিত্তই করেন, এবং অন্যান্য কর্ম্মসকলও সেই যোগ তাপস নিঃসঙ্গ পূর্ব্বক দেবক্রিয়ার নিমিত্তই করেন, অন্যের নিমিত্ত নহে এই অর্থ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- রাজর্ষি ভরত একাকী সেই পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধ কুসুম কিশলয় তুলসী জল কন্দমূল ফলোপহারের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করত একান্তবাসী বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগী উপভৃত উপসম যুক্ত হইয়া পরং আনন্দলাভ করিলেন।

নান্যদচিন্তয়ৎ ॥ সমিৎ পুষ্প কুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়া কৃতে । নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥ (বি০–পু০–২/১৩/৯/১০-১১) ইতি ভরতে রাজ্ঞি তদেকনিষ্ঠা নিগদাৎ ॥৩৫॥

কার্য্যানি ; তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/২০/৯ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা । মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ইতি তদনুষ্ঠিতেঃ শ্রীহরিভক্তিশ্রদ্ধা বাধত্ব স্মরণাৎ । তত্রৈব–১১/১১/৩২ আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্ । ধর্ম্মাণ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥ পুনস্তত্রৈব–১১/১২/১৪-১৫ তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ । প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ । যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোঽভয়ঃ॥

শ্রীগীতাসু–১৮/৬৬ সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ইতি স্বরূপতস্তেষাং ত্যাগস্মরণাৎ ; সত্যমেতৎ ; তথাপি–লোকসংগ্রহায় পরিনিষ্ঠিতৈঃ সাধকৈঃ তানি কর্ম্মাণি কার্য্যাণ্যেব ; তথাহি শ্রীগীতাসু–৩/১৯-২০ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর । অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ! লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ইতি । ন চ পরিনিষ্ঠিতস্য যাগাদৌ শ্রদ্ধা বিরহাৎ তদনুষ্ঠানং তামসম্ ; তথাহি শ্রীগীতাসু–১৭/১৩ বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ । শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ইতি বাচ্যম্ ; শ্রীভগবদাজ্ঞপ্তত্বেন তত্রাপি তস্যাঃ সত্ত্বাৎ । কিঞ্চ–স্বরূপতঃ

এইস্থলে বোদ্ধব্য বস্তু ইহাই যে- পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবগণ আশ্রমোচিত কার্য্য সকল করিবেন না, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যে কাল পর্য্যন্ত সাধক নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয় সেই কাল পর্য্যন্তই আশ্রমকর্ম্ম করিবে, অথবা যে সময় পর্য্যন্ত আমার লীলা কথায় শ্রদ্ধা না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত করিবে। সুতরাং আশ্রমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে শ্রীহরিভক্তি বিষয়ে শ্রদ্ধার বাধা শ্রবণ করা যায়। অপর আমার উপদিষ্ট আজ্ঞায় গুণদোষ প্রভৃতি ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া যে আমাকে ভজনা করে সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠসাধক হয়। পুনঃ অতঃ হে উদ্ধব! তুমি চোদনা প্রতিচোদনা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শ্রোতব্য ও শ্রুত ইত্যাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া সকল দেহ ধারিগণের আত্মা একামত্র আমারই শ্রবণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকলপ্রকার ভয় রহিত করিব। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- হে পার্থ! সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। এই স্বরূপত আশ্রম ধর্ম্মের ত্যাগ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সত্যই কথিত হইয়াছে, তথাপি লোক সংগ্রহের নিমিত্ত পরিনিষ্ঠিত সাধক আশ্রমকর্ম্ম আচরণ করিবেন। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- হে পার্থ! অসক্ত হইয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণকর, অসক্তভাবে কর্ম্মাচরণ করিয়া সাধক পুরুষ পরম পদলাভ করে। জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মসকল আচরণ কর। যদি বলেন- পরিনিষ্ঠিত সাধকের যাগাদিকর্ম্মে শ্রদ্ধাবিরহহেতু যাগানুষ্ঠান তামস কর্ম্ম হয়, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যে যাগ বিধিহীন অসৃষ্টান্ন মন্ত্র ও দক্ষিণা বিহীন এবং যাহা শ্রদ্ধা রহিত তাহা তামস যাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়' ইহা বলিতে

৮॥ "বিধুরাধিকরণম্"–

তত্তৎকর্ম্মণাং সংত্যাগে তত্তদাশ্রমোচিতচিহ্নধৃতিধর্ম্মধ্বজিত্বায় কল্প্যেত ।

অপিচ–গৃহিপরিনিষ্ঠিতানাং বৈবাহিকবিধিমন্তরা দারস্বীকারে পারদারিকত্বদ্যাপত্তিশ্চ । তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতানাং গৌণকালে লোকসংগ্রহায় তদনুষ্ঠানমিতি সরসম্ । যদ্যেষাং ভক্ত্যভিনিবেশবশাৎ কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানং ন স্যাৎ তথাপি তেষাং ন ক্ষতিঃ । তথাহি–শ্রীপদ্মপুরাণে–মৎ কর্ম্মকুর্বতাং পুসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি । তেষাং কর্ম্মাণি কুর্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥ স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্ । তেষাং কর্ম্মাণি কুর্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎ পরাঃ ॥ ইতি । শ্রীভাগবতে চ–১১/২/৩৫ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ । ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতানাং শ্রবণাদয়ো ভক্তিধর্ম্মা এব পালনীয়াঃ ; কদাচিদ্ যাগাদয়ঃ ॥৩৫॥

ইতি ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণং সপ্তমং সম্পূর্ণম্ ॥৭॥

৮॥ "বিধুরাধিকরণম্"

ভক্তিমাত্ররতা যে চ গোবিন্দসেবনোৎসুকাঃ ।
তেষাং বিধুরভক্তানাং নাস্ত্যাশ্রমোচিতা ক্রিয়া ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতানাং ভক্তিপ্রধানানাং বৈষ্ণবানাং গৌণকালে লোকহিতায় কথঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানং

পারিবেন না, কারণ শ্রীভগবানের আদেশ হেতু সেই যাগাদিতেও পরিনিষ্ঠিতের শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। অপর স্বরূপতঃ সেই সেই কর্ম্ম সকলের ত্যাগ করিলে পরে, সেই সেই আশ্রমোচিত চিহ্ন ধারণ করা ধর্ম্মধ্বজিত্বই প্রকাশ পায়। আরও পরিনিষ্ঠিত গৃহি সাধকের বিবাহাদি বিধি বিনা পত্নী স্বীকারে পারদারিকত্ব পরপত্নী গ্রহণ দোষ হয়। অতএব পরিনিষ্ঠিতের গৌণকালে লোক সংগ্রহের নিমিত্ত যাগাদি অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ইহাই সরস সিদ্ধান্ত। যদিও পরিনিষ্ঠিত সাধকগণের ভক্তি সাধনের প্রতি অভিনিবেশ বশতঃ কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না হয়, তথাপি তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না, শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে- শ্রীভগবান কহিলেন- আমার কর্ম্মকারিসাধক পুরুষের যদি ক্রিয়া লোপ হয়, তাহাদের সেই কর্ম্ম তিন কোটি মহর্ষিগণ সমাধান করেন। অপর যে অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার নাম সকল গ্রহণ করে, তাহাদের অবশিষ্ট কর্ম্মসকল ভগবৎপর ঋষিগণ সম্পন্ন করেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- হে রাজন্! যে ভাগদ্ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সাধক নর প্রমাদগ্রস্ত হয় না, অপর যদি নেত্রনিমিলন করিয়াও ধাবিত হয় তথাপি পতিত বা স্খলিত হয় না। অতবএ পরিনিষ্ঠিত সাধকগণের শ্রবণাদি ভক্তিধর্ম্মই পালনীয়, কদাচিৎ যাগাদি কর্ম্ম।।৩৫।।

এই প্রকার ভাগবদ্ধর্ম্মাধিকরণ সপ্তম সম্পূর্ণ।।৭।।

৮।। বিধুরাধিকরণ

অনন্তর বিধুরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে সাধকগণ ভক্তিমাত্রসাধনে নিরত থাকিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় সমুৎসুক থাকেন সেই বিধুর ভক্তগণের আশ্রমোচিতা ক্রিয়া নাই। ভক্তি প্রধান

এবং শাস্ত্রমেষু বিদ্যা দর্শিতা, তদুত্তরানুষ্ঠিতিশ্চ । অথ নিরাশ্রমেষু নিরপেক্ষেষু তে দ্বে দর্শ্যেতে । তত্রৈব নিরাশ্রমাপি গার্গী ব্রহ্মবিৎ পঠ্যতে । "অথাহ বাচক্নব্যবাচ-ব্রাহ্মাণা

প্রতিপাদিতং ; তদ্বন্নিরপেক্ষানামপি কথঞ্চিৎ তদস্তু ; যতঃ–তেষামপি কৃপালূনাং লোকহিতায় কথঞ্চিৎ তদপেক্ষণাৎ । অন্যথা তেষামাচরণং বীক্ষ্য লোকা ধর্ম্মভ্রষ্টাঃ স্যুঃ ; এবমাশঙ্কাসমাধানার্থং বিধুরাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ বিধুরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি–"এবমিতি" । এবং সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিতেষু সাশ্রমেষু বিদ্যা প্রদর্শিতা ; তথা গৌণকালে কর্ম্মানুষ্ঠানশ্চ ; অথ নিরাশ্রমেষু নিরপেক্ষেষু ভক্তেষু তে দ্বে ব্রহ্মবিদ্যা–কর্ম্মানুষ্ঠানে দর্শ্যেতে । তত্রচ–বৃহদারণ্যকোপনিষদি ; বচক্নোরপত্যং স্ত্রী বাচক্নবী, গার্গী ইত্যর্থঃ । অথ বিদেহানাং রাজা জনকো বহুদক্ষিণা যুক্তং যজ্ঞং চকার ; তত্র সর্বশ্রেষ্ঠব্রহ্মজ্ঞ–পরীক্ষার্থং গবাংসহস্রং অবরুরোধ, তেষু চ শৃঙ্গয়োঃ দশ দশ পাদাঃ সুবর্ণং অবদ্ধয়ামাস ; কিন্তু ব্রাহ্মণাঃ গাঃ গ্রহিতুং ন সমর্থাবভূবুঃ ; তদা যাজ্ঞবল্ক্যঃ সঞ্জগ্রাহ ; এবং কৃতে সতি সর্বে ব্রাহ্মণাঃ তমপৃচ্ছন্ ; এবং প্রশ্নক্রমে গার্গী আদৌ কিঞ্চিৎ পৃষ্ট্বা পুনরুবাচ–হে ব্রাহ্মণাঃ । ভগবন্তঃ ! সর্বজ্ঞকল্পাঃ ! অহং ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি ? অত্র বাচক্নব্যাঃ ব্রহ্মবিত্ত্বং গম্যতে ; তস্যাঃ সর্বপ্রশাসক পরব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণাৎ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবগণের গৌণকালে লোক হিতের নিমিত্ত কথঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই প্রকার নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণেরও কথঞ্চিৎ কালে কর্ম্মানুষ্ঠান করা হউক? কারণ সেই কৃপালুগণের লোকহিতের নিমিত্ত কোনসময় তাহার অপেক্ষা আছে। অন্যথা তাঁহাদের আচরণ দর্শন করিয়া মানব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে, এই প্রকার শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বিধুরাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়— অতঃপর বিধুরাধিকরণের বিষয়বাক্য অবতারণা করিবার নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন- এবমিতি। এই প্রকার সাশ্রমে বিদ্যা প্রদর্শিতা হইল, তথা অনুষ্ঠানও, অর্থাৎ সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত আশ্রমবাসি বৈষ্ণবগণের বিদ্যা এবং গৌণকালে কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপাদন করিলেন। অনন্তর আশ্রম রহিত নিরপেক্ষগণের তাহা দেখাইতেছেন, অর্থাৎ নিরাশ্রম নিরপেক্ষ ভক্তগণে ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মানুষ্ঠান দেখাইতেছেন।

তথায় বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গী নামে ব্রাহ্মণ কন্যা ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাহা পাঠ করেন, বাচক্নবী বলিলেন- হে ব্রাহ্মণগণ! আমি এই যাজ্ঞবল্ক ঋষিকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অর্থাৎ বাচক্নব ঋষির অপত্য স্ত্রী বাচক্নবী গার্গী নাম্নী ব্রাহ্মণ কুমারী। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে- বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একসহস্রগাভী বন্ধন করিলেন, তাহাদের শৃঙ্গ দ্বয়ে দশদশপাদ সুবর্ণ আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ ঐ গাভী সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য তাহা গ্রহণ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন, এই প্রশ্নক্রমে গার্গী

ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি" (বৃ০–৩/৮/১) ইত্যাদিনা । ইহ সংশয়ঃ । নিরাশ্রমেষু বিদ্যা সম্ভবেৎ ? নবেতি । বিদ্যোৎপত্তিহেতুতয়া বিশ্রুতানামাশ্রমধর্ম্মাণাং তেষ্বভাবাৎ নেতি প্রাপ্তে–

সংশয় ঃ–ইহ বৃহদারণ্যকোক্ত–বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"নিরাশ্রমেষু" ইতি । বর্ণাশ্রমোচিতাশ্রমধর্ম্মরহিতেষু" নিরপেক্ষভক্তেষু বিদ্যা সম্ভবেৎ ? অথবা ন সম্ভবেৎ ? ইতি সংশয় বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–"বিদ্যোৎপত্তিহেতুতয়া" ইতি স্পষ্টম্। তথাচ–নিরাশ্রমেষু ঔৎপত্তিকবিরক্তিষু ভগবদ্ভক্তেষু বিদ্যা ন সম্ভবেৎ ; যতঃ–আশ্রয়কর্ম্মাধিকরণে" (৩/৪/৬/৩২) কর্ম্মণাং বিদ্যোৎপত্তিহেতুতয়া নিরূপণাৎ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি–ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অন্তরা চ" ইতি। অন্তরা চাপি–আশ্রমধর্ম্মান্ বিনৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিতেষু নিরপেক্ষভক্তেষু প্রাগ্ভবীয়ানুষ্ঠিতৈঃ ধর্ম্মৈঃ সত্য তপোজপাদিভিঃ পরিশুদ্ধেষু বিদ্যা উদয়তে ; এবং কুতঃ ? তত্রাহ–"তদ্দৃষ্টেঃ" শ্রুতিষু তথৈব দর্শনাৎ ; বৃহদারণ্যকোপনিষদি তাদৃশ্যা গার্গ্যা ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাৎ ।

ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । তথাচ–বিধূরাণাং ভগবদ্ভক্তানাং পূর্বজন্মানুষ্ঠিতানাং ধর্ম্মাণাং বিদ্যোৎপত্তিরূপ ফলোদয়াৎপ্রাগেব শরীরনাশাৎ বিদ্যারূপফলসম্বন্ধো যেষাং নাভূৎ তেষাং পরস্মিন্ জন্মনি পূর্বজন্মার্জ্জিতকর্ম্মৈর্বিশুদ্ধানামেব কথঞ্চিৎ সৎসঙ্গমাত্রে সতি বৈরাগ্যসহিতা সা ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি–শ্রীগীতাসু–৬/৩৭ অযতিঃ–শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ । অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ ! গচ্ছতি ? ॥

প্রথমে সামান্য প্রশ্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন - হে সর্ব্বজ্ঞকল্প ব্রাহ্মণগণ! আমি এই ব্রহ্মর্ষিযাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। এইস্থলে বাচক্নবীর ব্রহ্মবিত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রশাসক পরব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এই বৃহদারণ্যকোক্ত বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- নিরেতি। নিরাশ্রমী সাধকে বিদ্যা সম্ভব হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত আশ্রমধর্ম্ম রহিত নিরপেক্ষ ভক্তগণের বিদ্যা লাভ করা সম্ভব হয়? অথবা বিদ্যালাভ সম্ভব হয় না, ইহা সন্দেহ।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয়জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- বিদ্যেতি। বিদ্যার ঔৎপত্তির কারণরূপে বিশ্রুত যে আশ্রমধর্ম্মসকল তাহাদের অভাব বশতঃ বিদ্যালাভ সম্ভব নহে, অর্থাৎ আশ্রমবিহীন উৎপত্তিক বিরক্ত ভগবদ্ভক্তে বিদ্যা উৎপন্ন হয় না, কারণ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণে কর্ম্মসকলের বিদ্যা উৎপতি বা লাভের কারণ রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, সুতরাং আশ্রমকর্ম্ম বিহীনের বিদ্যালাভ করা সম্ভব নহে, এই পূর্ব্বপক্ষ।

॥ওঁ॥ অন্তরা চাপি তু তদ্‌দৃষ্টেঃ ॥ওঁ॥৩/৪/৮/৩৬॥

"তু" শব্দঃ কর্ম্মাগ্রহনিরাসার্থঃ । "চ" কারো নিশ্চয়ার্থঃ । অন্তরা চ বিনৈবাশ্রম ধর্ম্মান্ বিদ্যমানেষু ঔৎপত্তিকবিরক্তিষু প্রাগ্‌ভবানুষ্ঠিতৈঃ ধর্ম্মৈঃ সত্যতপোজপাদিভিশ্চ পরিশুদ্ধেষু তেষ্বপি বিদ্যোদয়তে । কুতঃ ? তদ্‌দৃষ্টেঃ । তাদৃশ্যা গার্গ্যা ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাৎ। অয়ংভাব ঃ–প্রাগ্‌ভবীয়ানাং ধর্ম্মাণাং ফলোৎপত্তেঃ পূর্বমেব দেহনিপাতাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ। পরত্র তু তৈঃ বিশুদ্ধানাং সৎসঙ্গমাত্রেণ সবিরাগা সা আবির্ভবতীতি ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদর্জ্জুনপ্রশ্নান্তরং শ্রীভগবানুবাচ–অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ । এতদ্ধিদুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব দেহিকম্ । যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ! ॥৪৩ । অপিচ–তত্রৈব–৯/৩১, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শাশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ শ্রীভাগবতে–১/৫/১৭ তাক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে–র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি । যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুস্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ শ্রীদশমে–২/৩৩ তথা ন তে মাধব ! তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ । ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো ! ॥

তথাচ–পরিনিষ্ঠিতাশ্চ বিঘ্নবশাদপ্রত্যক্ষিতবিদ্যা পরস্মিন্ জন্মনি তন্মাত্রাৎ–সৎসঙ্গমাত্রাৎ প্রত্যক্ষবিদ্যা ভবন্তি ; ইতি তেঽপি নিরপেক্ষাঃ কথ্যন্তে । যে তু সত্যাদিভিঃ প্রাগ্‌জন্মানুষ্ঠিতৈঃ পরত্র জন্মনি সৎসঙ্গমাত্রেণ বিদ্যাভাজঃ ; তে তু মুখ্যনিরপেক্ষা বোধ্যাঃ । ন চ এবং লোকসংগ্রহাসিদ্ধিঃ ; তেষাং

সিদ্ধান্ত- এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অন্তরেতি। অন্তরা আশ্রমধর্ম্ম বিনাই বিদ্যালাভ হয়, কেন? তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ অন্তরা চাপি আশ্রমধর্ম্ম সকল আচরণ না করিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত নিরপেক্ষ সাধক ভক্তে পূর্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত সত্য তপঃ জপাদি ধর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে বিদ্যা উদয় হয়। ইহা কি প্রকারে হয়? তাহা বলিতেছেন- তদিতি। শ্রুতিবাক্যে তাহাই দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদে তাদৃশী গার্গীর ব্রহ্মবিত্ত্ব দেখা যায়। ভাষ্য- সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা কর্ম্মবিষয়ে আগ্রহ নিরাশ করিয়াছেন, চ কারের দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন, অন্তরা আশ্রমধর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও বর্ত্তমান স্বাভাবিক বৈরাগ্যাদিযুক্ত নিরপেক্ষ সাধকগণের পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সত্য তপস্যা জপাদি সাধনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। কেন? তাহা দেখা যায়। তাদৃশী বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণ রহিতা গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতিবাক্যে সেই প্রকারই দেখা যায়। এইস্থলে ভাবার্থ এই যে- সাধকের পূর্ব্বজন্মের আচরতি ধর্ম্মসকলের ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি দেহ নিপাত হয়, তাহাতে ফলের সহিত সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি হয় না, সুতরাং পরজন্মে ধর্ম্মাদিদ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয় ভক্তগণের সৎসঙ্গ মাত্রেই বৈরাগ্যের সহিত বিদ্যা আবির্ভূতা হয়েন। অর্থাৎ বিধুর ভগবদ্ভক্তগণের পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মসকলের বিদ্যোৎপত্তিরূপ ফলোদয়ের পূর্ব্বেই যদি দেহ ত্যাগ হয়, সুতরাং যাঁহাদের বিদ্যারূপ ফলের সহিত সম্বন্ধ হয়

বলবতা সৎসঙ্গেন কষায় পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ–

॥ওঁ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥ওঁ॥ ৩/৪/৮/৩৭॥

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্ । পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ (ভা০–২/২/৩৭) ইত্যাদৌ । "রহূগণৈতৎ" (ভাঃ–৫/১২/১২) ইত্যাদৌ চ । "অপি" সমুচ্চয়ে ॥৩৭॥

লোককৃতা গ্লানির্বা ইতি বাচ্যম্ । কেচিত্তু–নিরপেক্ষং–শ্রীভগবানিতরাপেক্ষাশূন্যম্ ; তস্মাৎ–আশ্রমধর্ম্মবিরহিতানামপি সৎপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥৩৬॥

অথাশ্রমধর্ম্মান্ বিনৈব ভাগবতোত্তমসঙ্গেন নির্ধূতকল্মষাঃ সন্তঃ সাধকাঃ শীঘ্রমেব বিদ্যাং লভন্তে ; ইতি মুখ্যনিরপেক্ষান্ দর্শয়িতু মাহঃ–"বলবতা" ইতি । অত্রার্থে সূত্রমাহ ভগবান শ্রীবাদরায়ণঃ–"অপীতি। স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণেনাপি তথৈব প্রতিপাদ্যতে" ইত্যর্থঃ । অথ শ্রীভাগবতবাক্যপ্রমাণেন তদেব স্পষ্টমাহঃ–পিবন্তীতি ।

"যে ভগবতঃ আত্মনঃ কথামৃতং সতাং শ্রবণপুষ্টেষু সম্ভৃতং পিবন্তি, তে বিষয় বিদূষিত–আশয়ং

না, তাঁহাদের পরজন্মে পূর্ব্বার্জিত কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয় সাধকবৃন্দের কথঞ্চিৎ সৎসঙ্গমাত্রেই বৈরাগ্যের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হয়েন ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন - হে কৃষ্ণ! সামান্যযত্নশীল শ্রদ্ধাযুক্ত যোগী যোগ হইতে চঞ্চলমানস যোগে সিদ্ধি লাভ না করিয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়? এই প্রকার শ্রীমদর্জুনের প্রশ্নের অনন্তর শ্রীভগবান বলিলেন- হে পার্থ! যোগ ভ্রষ্ট যোগী বুদ্ধিমান যোগীগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করে, এই জগতে এই প্রকার জন্মলাভ অতীব দুর্ল্লভ হয়, এই জন্মে সেই সাধক পূর্ব্বজন্মাচরিত বুদ্ধিসংযোগ লাভ করত হে কুরুনন্দন! সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত পুনরায় যত্ন করে। অপর সেই যোগী অতিসত্তর ধর্ম্মাত্মা হয় ও চিরশান্তি লাভ করে, হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞাকর আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সাধক নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের চরণাম্বুজ যুগল ভজন করিতে করিতে যদি অপক্ক অবস্থায় পতিত হয়েন, তাহার কি অমঙ্গল হয়? অপর স্বধর্ম্মরত হইয়া শ্রীভগবদ্ভজন না করিলে মানবের কি অর্থ পরমার্থ লাভ হয়। শ্রীদশমে দেবগণ কহিলেন- হে মাধব! আপনাতে বদ্ধ সৌহৃদ আপনার সেবকগণ ভক্তিমার্গ হইতে কদাচিৎ ভ্রষ্ট হয় না, তাহারা আপনা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নির্ভয় পূর্ব্বক বিঘ্নকারিগণের মস্তকে বিচরণ করে। তথাচ পরিনিষ্ঠিত সাধকগণ বিঘ্নবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তাঁহারা পরজন্মে সৎসঙ্গমাত্রেই বিদ্যা প্রত্যক্ষ বা লাভ করেন, সুতরাং তাঁহারা ও নিরপেক্ষই কথিত হয়েন, অপর যাঁহারা পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সত্যাদি ধর্ম্মদ্বারা পরজন্মে সৎসঙ্গমাত্রেই বিদ্যালাভ করেন তাঁহারা মুখ্য নিরপেক্ষ হয়েন জানিতে হইবে। যদি বলেন- এই প্রকার লোক সংগ্রহের অসিদ্ধি বা অভাব হেতু তাঁহাদের লোকগণ কৃত গ্লানি বা নিন্দা হয়, এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহাদের লোকাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানে ও

পুনন্তি, তৎ চরণসরোরুহ–অন্তিকং ব্রজন্তি" ইত্যন্বয়ঃ । যে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাপেক্ষারহিতাঃ সাধকাঃ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য আত্মনঃ–তৎসম্বন্ধিনী লীলা এব, ন তু অবতারান্তরস্য" সতাং মুখ্যেভ্যঃ, তেষাং সন্নিধৌ স্থিত্বা বা শ্রবণপুষ্টেষু শ্রবণপানপাত্রেষু সম্ভৃতং–ধারণং কৃত্বা পিবন্তি ; তে নিরাপেক্ষাঃ বিষয়বিদূষিত–বিষয় বাসনাভিঃ বিদূষিতং আশয়ং হৃদয়ং পুনন্তি, পবিত্রং কুর্বন্তি ; অপিচ–তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য চরণসরোরুহান্তিকং–ব্রজন্তি, তচ্চরণসরোরুহসেবানন্দং লভন্তে ; অত্র–বর্ণাশ্রমানুরূপ ধর্ম্মাচরণ–রহিতস্য সৎপ্রসঙ্গলব্ধেন শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণেনৈব চিত্তবিশুদ্ধিঃ, শ্রীগোবিন্দদেববরিবস্যানন্দ প্রাপ্তিশ্চেতি স্ফুটমুক্তম্।

এবং শ্রীভরতরহূগণসম্বাদেনাপি তথৈবাহঃ–রহূগণৈতৎ" ইতি, স্পষ্টম্ "রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা । ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ইতি তু পূর্ণশ্লোকঃ । তথাচ–চিত্তশোধকতয়া বিশ্রুতৈঃ তপঃ প্রভৃতিভিঃ যঃ কষায়ো ন ক্ষীয়তে ; স খলু মহৎপাদরজঃসেবয়া পরিক্ষীয়তে, অপি চ–পরাবিদ্যা আবির্ভবতীতি । ইত্থঞ্চ মহৎপ্রসঙ্গলব্ধেন শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণেন চিত্তশুদ্ধিপূর্বক–বিদ্যাপ্রাপ্তেঃ প্রমাণ প্রাপ্তত্বাৎ ; বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনৈরেব হৃৎশুদ্ধিরিতি তু কর্ম্মজড়ানাং দুরাগ্রহ এবেতি বেদিতব্যম্ । এবমাহ শ্রীপ্রহ্লাদঃ–৭/৫/৩২ মহীয়সাং পাদরজোঽভিশেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" ইতি । অত্র সূত্রস্থ–"অপি" কারস্যার্থমাহঃ–"অপিসমুচ্চয়ে" তস্মাদাশ্রমধর্ম্ম রহিতানামপি বিদ্যা স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

লোকসংগ্রহে লোক কৃতগ্লানি দেখা যায় না। কেহ নিরপেক্ষ শব্দে শ্রীভগবান ভিন্ন অন্যনিরপেক্ষ অপেক্ষা শূন্য। অতএব আশ্রমধর্ম্মরহিত সাধকগণের সৎপ্রসঙ্গমাত্রেই ব্রহ্মবিদ্যালাভ সম্ভব হয়।।৩৬।।

অনন্তর আশ্রমধর্ম্মের আচরণ বিনাই ভাগবতোত্তম সঙ্গপ্রভাবে নির্ধূতকল্মষ হইয়া সাধকগণ শীঘ্রই বিদ্যা লাভ করেন এই মুখ্যনিরপেক্ষগণকে দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন- বলেতি। বলবান সৎসঙ্গের দ্বারা কষায় পরিপাক হইলে পরে বিদ্যা লাভ হয়। এই বিষয়ে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র বলিতেছেন- অপীতি। অপর স্মৃতি শাস্ত্রেও তাহা দেখা যায়, স্মৃতি শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। অতঃপর শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণের দ্বারা তাহাই স্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন- পিবন্তীতি। যে ভগবানের নিজস্ব কথামৃত সাধুমুখে শ্রবণ পাত্রে ধারণ করত পান করেন, তাঁহারা বিষয় বিদূষিত আশয়কে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণ সরোরুহ সন্নিধানে গমন করেন, ইহাই অন্বয়ার্থ। ব্যাখ্যা- যাঁহারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মারহিত সাধকগণ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের নিজস্ব শ্রীগোবিন্দদেবসম্বন্ধিনী লীলা মাত্র, কিন্তু অন্যান্য শ্রীভগবদবতারের নহে, সাধুগণের মুখে, অথবা তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করিয়া শ্রবণ রূপ পানপাত্রে ধারণ করিয়া পান করেন, সেই নিরপেক্ষ ভক্তবৃন্দ বিষয়বাসনা দ্বারা বিদূষিত হৃদয় পবিত্র করেন, অপর সেই শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ সরোরুহান্তিকে গমন করেন, শ্রীগোবিন্দদেবের পদারবিন্দ সেবানন্দ লাভ করেন। এই স্থলে বর্ণাশ্রমানুরূপ ধর্ম্মাচরণ রহিত সাধকের সৎসঙ্গলব্ধ শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ মাত্রের দ্বারাই চিত্তবিশুদ্ধি এবং শ্রীগোবিন্দদেবের বরিবষ্যানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহা স্পষ্ট নিরূপণ করিলেন। এই প্রকার শ্রীভরতরহূগণ সংবাদেও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন- হে রহুগণ! এই ইত্যাদি। অর্থাৎ হে রহূগণ! যে পরম তত্ত্ব তোমাকে উপদেশ করিলাম তাহা তপস্যা যাগ গৃহত্যাগ বেদাধ্যয়ন ও জল অগ্নিসূর্য্যাদির দ্বারা উত্তাপিত হইয়াও

সৎসঙ্গিষু নিরপেক্ষেষু পরেশানুগ্রহ বিশেষাৎ বিদ্যা সুলভেত্যাহ–

॥ওঁ॥ বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৮/৩৮॥

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম । কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ (গী০–১০/৯-১০) ইতি তেষু তৎ কৃপাবিশেষো দৃষ্টঃ । নৈরপেক্ষ্যং তদ্ যোগসাতত্যাদ্ ব্যক্তম্ ॥৩৮॥

অথ পুনশ্চ নিরপেক্ষানাং সর্বতোভাবেন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদয়িতুমাহঃ–এবং একান্তভক্তসঙ্গিষু শ্রীগোবিন্দদেবস্য কৃপাবিশেষম্ ; তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীভীষ্মঃ–১/৯/২২ তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্ । যন্মেঽসূংস্তজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ইতি প্রদর্শয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"বিশেষানুগ্রহশ্চ" ইতি । সৎপ্রসঙ্গেন লব্ধবিদ্যেষু শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিশেষভক্তান্তরেভ্যোঽধিক কৃপা ভবতীত্যর্থঃ ।

অথ যে খলু পরমনিরপেক্ষাঃ সর্বতোভাবেন শ্রীগোবিন্দদেবমেব স্বসর্বস্বং মন্যমান্যাঃ তেষু শ্রীগোবিন্দদেবস্য কৃপাবিশেষং দর্শয়ন্তি–"মচ্চিত্তাঃ" ইতি । (যে) মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ, মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্ত চ তুষ্যন্তি, রমন্তি চ" ইতি । টীকা চ–শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদানাম্–প্রেমপূর্বকং ভজনমেব বিবৃণোতি–মচ্চিত্তা ইতি । ময়ি ভগবতি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, তথা মদ্‌গতা মাং প্রাপ্তাঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ো যেষাং তে মদ্‌গতপ্রাণাঃ, মদ্ ভজননিমিত্তচক্ষুরাদি ব্যাপারাঃ ; ময্যুপহৃতসর্বকরণা বা ; অথবা–মদ্‌গতপ্রাণাঃ–মদ্‌ভজনার্থজীবনাঃ ; মদ্ভজনাতিরিক্ত প্রয়োজশূন্যজীবনা ইতি যাবৎ ;

বিদ্বদ্‌গোষ্ঠিষু পরস্পরমন্যোঽন্যং শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চমামেব বোধয়ন্তঃ তত্ত্ববুভুৎসুকথয়া জ্ঞাপয়ন্তঃ

পাওয়া যায় না, মহৎগণের পাদরজের দ্বারা অভিষেক বিনা পরমার্থ বস্তু শ্রীবাসুদেব লাভ হয় না। সারার্থ- চিত্তশোধকরূপে বিশ্রুত যে তপঃ যাগাদি কর্ম্ম তাহার দ্বারা চিত্তের কষায় ক্ষয় হয় না, তাহা একমাত্র মহৎপাদরজঃ সেবার দ্বারা পরিক্ষয় হয়, এবং পরাবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এই প্রকার মহৎ প্রসঙ্গলব্ধ শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক বিদ্যাপ্রাপ্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হেতু, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনের দ্বারাই হৃদয়শুদ্ধ হয় ইহা কর্ম্মজড়বাদি কর্ম্মিগণের দুরাগ্রহ মাত্রই বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন- যাবৎকাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পাদরজের দ্বারা অভিষেক বরণ না করে, ইত্যাদি। অথ সূত্রস্থ অপিশব্দের অর্থ বলিতেছেন- অপীতি। অপি শব্দের সমুচ্চয় অর্থ হয়। অতঃ আশ্রম ধর্ম্মরহিত নিরপেক্ষ গণেরও বিদ্যালাভ হয় এই অর্থ।।৩৭।।

অনন্তর পুনরায় নিরপেক্ষগণের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন- সদিতি। সৎপ্রসঙ্গ যুক্ত নিরপেক্ষ সাধকগণের প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বিশেষ হেতু তাঁহাদের বিদ্যালাভ সুলভ হয়। একান্ত ভক্তসঙ্গি সাধকে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাবিশেষ শ্রীভাগবতে শ্রীভীষ্ম বলিয়াছেন- হে রাজন্! একান্ত

তথা স্বশিষ্যেভ্যশ্চ মামেব কথয়ন্ত উপদিশন্তশ্চ, ময়ি চিত্তার্পণং তথা বাহ্যকরণার্পণং তথা জীবনার্পণং এবং সমানানাং অন্যোহন্যং মদ্‌বোধনং ; স্বন্যূনেভ্যশ্চ মদুপদেশনমিত্যেবরূপং মদ্‌ভজনং তেনৈব তুষ্যন্তি চ, "এতাবতৈব লব্ধ সর্বার্থা বয়ং অলমন্যেন লব্ধব্যেন" ইত্যেবং প্রত্যয়রূপং সন্তোষং প্রাপ্নুবন্তি চ ; তেন সন্তোষেন রমন্তি চ ; "রমন্তে চ প্রিয়সঙ্গমেন" "এব" উত্তমং সুখং অনুভবন্তি। তদুক্তং পতঞ্জলিনা–২/৪

"সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ" ইতি । উক্তঞ্চ পুরাণে–যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ইতি । তৃষ্ণাক্ষয়ঃ সন্তোষঃ ।" ইতি । তেষামিতি–সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি যেন তে মাং উপযান্তি" ইতি । এবং সততযুক্তানাং মামেব অনন্যভাবেন প্রীতিপূর্বকং দাস্যাদিভাবেন ভজতাং তেষাং নিরপেক্ষভক্তানাং তং প্রসিদ্ধং বুদ্ধিযোগং–মদ্‌বিষয়াং বিদ্যাং দদামি যেন বুদ্ধিযোগেন আরাধনেন বা মাং স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকং সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যভক্তবাৎসল্যানন্তদিব্যগুণ-গণালঙ্কৃতং শ্রীগোবিন্দদেবং তে নিরপেক্ষাঃ উপযন্তি, মামেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । কৃপাবিশেষ ইতি। শ্রীভাগবতে–১১/২/৫১ ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥

ননু–নানেন প্রমাণেন তেষাং ভক্তানাং নৈরপেক্ষ্যং প্রতীতং, তদ্‌বোধকপদাভাবাৎ ; ইতি চেৎ ? তত্রাহঃ–"নৈরপেক্ষ্যঞ্চ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–উক্তপ্রকারেণ সাতত্যযুক্তেন তৎ সুব্যক্তমেব । তস্মাৎ অনুষ্ঠিত প্রাগ্‌ভবীয়েষু অস্মিন্‌জন্মনি সৎসঙ্গমাত্রলব্ধেষু আশ্রমধর্ম্মরহিতেষু নিরপেক্ষেষু বিদ্যাসম্ভবেদিত্যর্থঃ।

তথাহি শ্রীভাগবতে–১১/১২/১-২ ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ । ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ । যথাবরুন্ধে

ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা দর্শন কর, প্রাণত্যাগেচ্ছু আমার দর্শন করিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ আগমন করিয়াছেন, ইহা প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- বিশেষেতি। বিশেষ অনুগ্রহ হয়, অর্থাৎ সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা লব্ধবিদ্যসাধকে শ্রীগোবিন্দদেবের অন্য ভক্ত হইতে বিশেষ অধিক কৃপা হয় এই অর্থ। অথ যাঁহারা পরম নিরপেক্ষ সর্ব্বতো ভাবে শ্রীগোবিন্দদেবকেই নিজের সর্ব্বস্ব মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাবিশেষ দেখাইতেছেন- মচ্চিত্তেতি। যাহারা মচ্চিত্তা, মদ্‌গতপ্রাণা, পরস্পর আমাকে বিচার করে, নিত্যই আমার কথা কীর্ত্তন করে সন্তুষ্ট হয়, ও আনন্দিত হয়, এই শ্লোকের শ্রীসরস্বতী পাদ কৃত টীকা— প্রেমপূর্ব্বক ভজনই বিস্তার করিতেছেন- মচ্চিত্তা ইতি। আমি শ্রীভগবানে চিত্ত যাহাদের তাহারা মচ্চিত্তা, তথা মদ্‌গতা যাহাদের প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মদ্‌গত প্রাণা, অথবা আমার ভজনের নিমিত্তই যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার করে, কিম্বা আমাতে উপহৃত, সকল প্রকার ইন্দ্রিয় আমাতে উপঢৌকন রূপে সমর্পণ করিয়াছে, অথবা আমার ভজনের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে, কিম্বা আমার ভজনাতিরিক্ত প্রয়োজন পূণ্য জীবন যাহাদের তাহারা মদ্‌গতপ্রাণা, বিদ্বানগণের গোষ্ঠিতে যাহারা পরস্পর শ্রুতিবাক্যও যুক্তির দ্বারা আমাকেই বোধ তত্ত্ববোধের কথা বার্ত্তা দ্বারা জ্ঞাপন করে, এবং নিজের

সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ এবং দৃশ্যতে চ রৈক্ব–ভীষ্ম–সম্বর্ত্তাদীনাং আশ্রমধর্ম্ম–রহিতানাং ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্বম্ ।

আশ্রয়রহিতো যশ্চ গোবিন্দচরণৈকভাক্ ।
তস্মিন্ কৃপা বিশেষঞ্চ করোতি শ্যামসুন্দরঃ ॥৩৮॥
ইতি বিধুরাধিকরণং অষ্টমং সম্পূর্ণম্ ॥৮॥

শিষ্যগণকে আমাকে উপদেশ করে, আমাতেই চিত্তার্পণ তথা বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি সমর্পণ, তথা জীবনার্পণ, এই প্রকার সমানভাবে অন্যোন্যরূপে আমার বোধ, নিজের কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমার ভজন উপদেশ করে এই প্রকার ভজন দ্বারা তুষ্ট হয়' এই শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা সর্ব্বার্থ লাভ করিয়াছি, অপর অন্যকোন বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা নাই' প্রত্যয়রূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, সেই সন্তোষদ্বারাই রমণ প্রিয়সঙ্গমের ন্যায় উত্তমসুখ অনুভব করে। এই বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন- সন্তোষ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখলাভ হয়। পুরাণেও কথিত আছে- ইহলোকে কামসুখ আছে, পরলোকে যাহা দিব্য মহাসুখ আছে, এই সকল সুখ তৃষ্ণাত্যাগ সুখের ষোড়শ ভাগের একভাগ নহে, তৃষ্ণাক্ষয়- সন্তোষ এই অর্থ।

তেষামিতি। আমাতে সতত সংযুক্ত প্রীতি পূর্বক ভজনকারি সাধকগণকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে। এই প্রকার সততসংযুক্ত হইয়া আমাকেই অনন্যভাবে প্রীতি পূর্ব্বক দাস্যাদিভাবে ভজনকারি নিরপেক্ষ ভক্তগণকে সেই প্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগ মদ্বিষয়াবিদ্যা প্রদান করি যে বুদ্ধিযোগ বা আরাধনার দ্বারা স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্তদিব্যগুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেব আমাকে সেই নিরপেক্ষ সাধকগণ লাভ করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় এই অর্থ। এই প্রকার নিরপেক্ষ সাধক বিষয়ে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাবিশেষ দেখা যায়, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যে সাধকের জন্ম কর্ম্ম বর্ণাশ্রম ও জাতি প্রভৃতির দ্বারা দেহে অহংভাব বর্দ্ধিত হয় না তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের প্রিয়ভক্ত। যদি বলেন- এই প্রমাণের দ্বারা ঐ ভক্তগণের নৈরপেক্ষ্য প্রতীতি হইতেছে না, কারণ নিরপেক্ষপদের অভাব দেখা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন- নৈরপেক্ষ্যেতি। নিরপেক্ষতা তাঁহার সতত যোগহেতু ব্যক্ত হইয়াছে। তথাচ- উক্ত প্রকারে সাতত্যযুক্ত পদের দ্বারাই নিরপেক্ষতা সুব্যক্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বজন্মের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাদির দ্বারা এই জন্মে সৎসঙ্গমাত্রলব্ধ আশ্রমধর্ম্মরহিত নিরপেক্ষ সাধকে বিদ্যালাভ সম্ভব হয় এই অর্থ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! আমাকে যোগ সাংখ্য ধর্ম্ম স্বাধ্যায় তপস্যা ত্যাগ ইষ্টাপূর্ত্ত দক্ষিণা ব্রত যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন তীর্থ যাত্রা নিয়ম যমাদি অবরোধ বশীভূত করিতে পারেনা, যে প্রকার সর্ব্বসঙ্গ বিনাশকারী সৎ সাধুগণের সঙ্গ আমাকে বশীভূত করিতে পারে। এই প্রকার রৈক্ব ভীষ্ম সম্বর্ত্ত প্রভৃতি আশ্রমধর্ম্ম রহিত সাধকগণের ব্রহ্মবিদ্যা দেখা যায়। যে সাধক আশ্রমধর্ম্মরহিত শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ যুগলৈক নিষ্ঠ নিরপেক্ষ সাধক সেই সাধকের প্রতি শ্রীশ্যামসুন্দরদেব কৃপা বিশেষ করিয়া থাকেন।।৩৮।।

এই প্রকার বিধুরাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত।।৮।।

৯॥ *"জ্যায়াধিকরণম্"*–

সাশ্রমা যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো নিরাশ্রমাশ্চ গার্গ্যাদয়ো বিদ্যাবন্তৌ দর্শিতাঃ । তেষু সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ? নিরাশ্রম বেতি সংশয়ে । বৈদিকাশ্রমধর্ম্ম সম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মরতত্বাচ্চ সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠেতি প্রাপ্তে–

৯॥ *"জ্যায়াধিকরণম্"*

অশেষকৃষ্ণভক্তেষু নিরপেক্ষা বরা মতাঃ ।
জ্যায়াধিকরণেনৈব বদতি বাদরায়ণঃ ॥

পূর্বত্র সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠ-নিরপেক্ষাঃ বিদ্যাবন্তঃ, ইতি দর্শিতাঃ । অধুনা তে সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠা সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ? উত নিরপেক্ষা নিরাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ? তেষু শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনার্থং জ্যায়াধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় :–অথ জ্যায়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"সাশ্রমাঃ" ইতি । শেষং স্পষ্টম্ । এবং ভীষ্ম শুকদেবাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় :–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"তেষু" ইতি । তেষু সাশ্রম–নিরাশ্রম শ্রীভগবদ্‌–ভক্তেষু কে শ্রেষ্ঠাঃ ? সাশ্রমা–যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ ? অথবা নিরাশ্রমা গার্গী–ভীষ্ম শুকদেবাদয়ঃ ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

৯।। জ্যায়াধিকরণ

অনন্তর জ্যায়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অশেষ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে নিরপেক্ষ ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে, তাহা জ্যায়াধিকরণে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বে সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তিন প্রকার বিদ্যাধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা সেই সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠ সাধকগণ যাঁহারা সাশ্রমী তাহারা শ্রেষ্ঠ? অথবা নিরাশ্রমী নিরপেক্ষগণ শ্রেষ্ঠ? তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত জ্যায়াধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণসঙ্গতি।

বিষয়— অথ জ্যায়াধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- সাশ্রমেতি। আশ্রমবাসী যাজ্ঞবল্কমহর্ষি প্রভৃতি, এবং আশ্রমবিহীন গার্গী প্রভৃতির বিদ্যালাভ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ভীষ্ম শুকদেব প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- তেষ্বিতি। তন্মধ্যে আশ্রমবাসী ও নিরাশ্রমবাসী শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আশ্রমবাসী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভক্তগণ? অথবা নিরাশ্রম গার্গী ভীষ্ম শুকদেবাদিভক্তগণ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

॥ওঁ॥ অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৯/৩৯॥

শঙ্কানিরাশায় "তু" শব্দঃ । "চ" শব্দোঽধারনার্থঃ । অতঃ সাশ্রমত্বাদিতরৎ নিরাশ্রমত্বমেব জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্যাসাধনং মন্তব্যম্ । কুতঃ ? লিঙ্গাৎ ।

গার্গ্যা মহাবিদ্যাত্বশ্রবণাৎ লিঙ্গাদেব । অয়ং ভাবঃ । অনাদিপ্রবৃত্তিশীলানাং প্রবৃত্তিসঙ্কোচায় আশ্রমাঃ শাস্ত্রেণ বিহিতাঃ ।

অতস্তদ্ বিধানে ন তস্য তাৎপর্য্যং কিন্তু তৎ সঙ্কোচ এব। তা হি ব্রহ্মরতি প্রতিবন্ধিকা ভবন্তি । যে তূপক্ষীণবৃত্তয়ো ব্রহ্মৈকরতাস্তেষাং ন কিঞ্চিদাশ্রমৈঃ ফলমিতি নৈরাশ্রম্যং বরীয়ঃ।

পূর্বপক্ষ :–ইতি সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–"বৈদিকঃ" ইতি । স্ফুটার্থম্ । তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিষদি–৪/৪/৯ "তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" ইত্যাদৌ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠায়ি–ধর্ম্মিষ্ঠস্য শীঘ্রমেব পরব্রহ্ম লাভো ভবতীত্যর্থঃ । তত্রৈব–৪/৪/২২ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" দক্ষস্মৃতৌ চ–১/১৬ অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" তস্মাদাশ্রমধর্ম্মাচরন্তঃ শ্রীবৈষ্ণবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অতস্তু" ইতি। অতঃ–নিরপেক্ষেষু শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষ দর্শনাৎ ; সাশ্রমবৈষ্ণবাৎ ইতরৎ–নিরাশ্রমত্বমেব জ্যায়ঃ শ্রেষ্টম্ ; এবং কুতঃ ? তত্রাহ–লিঙ্গাদিতি । শ্রুতিষু তথৈব জ্ঞাপকাদিত্যর্থঃ । তথাচ–সাশ্রমত্বাৎ নিরাশ্রমত্বমেব সর্বশ্রেষ্ঠং বিদ্যাসাধনমিতি ভাবঃ । "অতঃ" ইতি ভাষ্যাংশং সুগমম্ । অস্য সূত্রস্য সারর্থমাহঃ–"অয়ং ভাবঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাহি–শ্রীভাগবতে–১১/৫/১১ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য সেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা । ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ–যজ্ঞ–সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ পুনশ্চ তত্রৈব–১১/৫/১৩ যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা । এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ এবং শ্রীভগবান্–১১/১৭/৩৮ গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ ।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন- বৈদিকেতি। বৈদিকাশ্রম ধর্ম্ম সম্পন্ন হেতু এবং পরব্রহ্ম নিরত হেতু আশ্রমবাসী ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে- বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারাই সাধক ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকারী ও তৈজস হয়েন, অর্থাৎ নিজ আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান কারী ধর্ম্মিষ্ঠ সাধকের শীঘ্রই পরব্রহ্ম লাভ হয়। পুনঃ সেই ব্রহ্মকে বেদানুশাসনের দ্বারা যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানিবার ইচ্ছা করেন। দক্ষ স্মৃতিতে বর্ণিত আছে- ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ আশ্রমবিহীন হইয়া একদিনও অবস্থান করিবে না, অতএব আশ্রম ধর্ম্মাচরণকারী শ্রীবৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ হয়েন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

অতএব জাবালোপনিষদি ক্রমেণাশ্রমান্ বিধায় পুনঃর্বিরক্তস্য তমপনিনায়, সাম্বর্ত্তকাদীনাং ব্রহ্মৈকরতানাং সন্ন্যাসং ত্যাগঞ্চোবাচেতি ।

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজ ঃ" (দ০–স্মৃ০–১/১৬) ইত্যাদিকন্তু সামান্যবিষয়ম্ ॥৩৯॥

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ॥ অগ্নেরপি–১১/১৮/২৮ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্‌ভক্তো বানপেক্ষকঃ । সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ তস্মাৎ নৈরাশ্রম্যং অতিপ্রশস্তং বিদ্যাসাধনমিতি।

অথ আশ্রমধর্ম্মরহিতানাং নিরপেক্ষভক্তানাং শ্রেষ্ঠত্বমাহঃ–"জাবালোপনিষদি" ইতি । প্রকটার্থম্। তত্র জাবালোপনিষদি আশ্রমবিধানম্–৪/১ "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ; গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ ; বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ । যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্‌বা । অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো, বাস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইতি । "সাম্বর্ত্তকাদীনামিতি–জাবালোপনিষদি–৬/১/২ "তত্র পরমহংসা নাম সম্বর্ত্তকারুণি–শ্বেতকেতু–দুর্বাসঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈক্ব প্রভৃতয়োহব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্ত উন্মত্তাবদাচারবন্তঃ ।

"ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎসর্বং "ভূঃ স্বাহা" ইত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মমন্বিচ্ছেৎ" ইতি । তস্মাদাশ্রমরহিতা নিরপেক্ষভক্তা এব শ্রেষ্ঠাঃ । ননু–তথাত্বে–

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অতস্ত্বিতি। অতঃ ইতরৎ অন্য জ্যায় লিঙ্গহেতু, অর্থাৎ নিরপেক্ষভক্তগণে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা দেখা যায়, সুতরাং সাশ্রমী বৈষ্ণব হইতে ইতরৎ নিরাশ্রমত্বই জ্যায় শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- লিঙ্গাদিতি। শ্রুতিবাক্যে সেই প্রকারই জ্ঞাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ সাশ্রমত্ব হইতে নিরাশ্রমত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাধন ইহাই ভাবার্থ। শঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত সূত্রে তু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অপর সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত জানিতে হইবে। অতঃ আশ্রমবাসি হইতে ইতরৎ নিরাশ্রমত্বই জ্যায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাধন মানিতে হইবে, কেন? লিঙ্গহেতু, গার্গীর মহাবিদ্যত্ব শ্রবণ করা যায় এই প্রমাণ হেতু। অনন্তর সূত্রের সারার্থ বলিতেছেন- অয়মিতি। এই সূত্রের ভাবার্থ এই যে— অনাদি প্রবৃত্তি শীল জীবগণের প্রবৃত্তি সঙ্কোচের জন্য শাস্ত্র কর্ত্তৃক আশ্রম ধর্ম্ম সকল বিহিত হইয়াছে, অতএব আশ্রম ধর্ম্মবিধানে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু তাহার সঙ্কোচেই তাৎপর্য্য দেখা যায়, কারণ ঐ প্রবৃত্তি সকল ব্রহ্মরতির প্রতিবন্ধিকা হয়। যাঁহারা উপক্ষীণ প্রবৃত্তি সাধক এবং একমাত্র ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ তাঁহাদের আশ্রমের দ্বারা কোন ফলই সিদ্ধ হয় না অতএব নিরাশ্রমতাই বরীয় বা শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- ইহলোকে জীবের স্ত্রীসঙ্গ আমিষ ও মাদ্য সেবা নিত্য অনুরাগ বশতঃ প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে কোন শাস্ত্র বিধি নাই, সুতরাং স্ত্রীসঙ্গীর জন্য বিবাহ, আমিষ ও মদ্য পানের নিমিত্ত যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সারকথা এই সকল প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। পুনঃ- মদ্য পান বিষয়ে সুরার ঘ্রাণমাত্র গ্রহণের বিধান আছে- এই প্রকার যজ্ঞে পশুর আলভন সামান্য অঙ্গছেদনের ও স্ত্রীসঙ্গ পুত্রের নিমিত্তই করিতে হইবে কিন্তু রতি সুখের জন্য নহে, মানব

স্যাদেতৎ । ব্রহ্মৈকরতত্বেন নিরপেক্ষনাং নিরাশ্রমণাংশ্রৈষ্ঠ্য মুক্তং ন যুজতে ; তেষাং সাপেক্ষতায়া সম্ভবাৎ ।

তথাহি–বিধিনা পরিত্যক্তস্য গৃহাদেরনাশ্রমস্য পুনগ্রর্হো নিন্দ্যঃ, তথৈব শাস্ত্রাৎ,

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ" ইত্যাদিদক্ষস্মৃতিবাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ ? তত্রাহঃ–সামান্যবিষয়ম্ ।

কিঞ্চ শ্রীশুকদেবভীষ্মাদীনাং সর্বপ্রকারশ্রমধর্ম্মপরিত্যক্তানাং ন নিন্দা, প্রত্যুতঃ পরমধর্ম্মজ্ঞাতৃত্বরূপেণ প্রশংসনং শ্রূয়তে । তথাহি শ্রীভাগবতে–৬/৩/২০-২১ "স্বয়ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ । প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ । গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ তস্মাৎ নিরাশ্রয়াঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জানে না। পুনঃ শ্রীভগবান বলিয়াছেন- আমার ভক্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহাশ্রমে কিম্বা বানপ্রস্থাশ্রমে অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে, আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবে, অন্যথা প্রতিলোম আচরণ করিবে না। অপর জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত বা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত আশ্রমোচিত লিঙ্গাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিধিগোচর হইয়া বিচরণ করিবে। অতএব নিরাশ্রমতাই অতি প্রশস্ত বিদ্যা সাধন জানিতে হইবে।

অনন্তর আশ্রমধর্ম্ম রহিত নিরপেক্ষ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন- জাবালেতি। অতএব জাবালোপনিষদে ক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিধান করত পুনরায় বিরক্ত ভক্তের তাহা নিষেধ করিয়া ব্রহ্মৈকরত সাম্বর্ত্তকাদি বিরক্তগণের সন্ন্যাস ত্যাগ বর্ণন করিয়াছেন। জাবালোপনিষদে এই প্রকার আশ্রমের বিধান দেখা যায়- ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বনী বানপ্রস্থী হইবে, বনী হইয়া পরে প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করিবে, যদি বৈরাগ্য হয় তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অথবা গৃহাশ্রম হইতেও সন্ন্যাসী হইবে, অথবা অব্রতী ব্রতী কিম্বা স্নাতক অস্নাতক, সাগ্নিক নিরগ্নিক যে কেহ হউক যে দিনেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে সেই কালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। সাম্বর্ত্তকাদি অর্থাৎ জাবালোপনিষদে বর্ণিত আছে- তন্মধ্যে পরমহংসগণ সম্বকর্ত্তক আরুণি শ্বেতকেতু দুর্ব্বাসা ঋভু নিদাঘ জড় ভরত দত্তাত্রেয় রৈক্ক প্রভৃতি অব্যক্ত লিঙ্গ অব্যক্তাচার অনুন্মত্ত উন্মত্তের সমান আচার যুক্ত হয়েন। তাঁহারা ত্রিদণ্ডকমণ্ডলু শিক্য পাত্র জল পাত্র শিখা যজ্ঞোপবীত এই সকল 'ভূঃস্বাহা' এই মন্ত্রে জলে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার উপাসনা করেন। অতএব আশ্রমধর্ম্ম রহিত নিরপেক্ষ ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। যদি বলেন- এই প্রকার স্বীকার করিলে 'মানব আশ্রমবিহীন অবস্থান করিবে না' ইত্যাদি দক্ষ স্মৃতিবাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- সামান্যেতি। দ্বিজাতিগণ আশ্রমবিহীন হইয়া একদিন ও অবস্থান করিবেন না' ইত্যাদিবাক্য সামান্য বচন অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত রহিত মানব বিষয় বাক্য হয়। অপর সর্ব্ব প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপরিত্যক্ত শ্রীশুকদেব ভীষ্ম প্রভৃতির নিন্দা না করিয়া পরম ভক্তি ধর্ম্মজ্ঞাতারূপে প্রশংসাই শ্রবণ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- শ্রীযম কহিলেন হে দূতগণ! ব্রহ্মা নারদ শিব কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলি শুক এবং আমি এই দ্বাদশজনই গোপনীয় বিশুদ্ধ দুর্ব্বোধ ভাগবত ধর্ম্ম জানি, যাহা জানিয়া অমৃতত্বলাভ করা যায়। অতএব নিরাশ্রমিগণই শ্রেষ্ঠভক্ত এই অর্থ।।৩৯।।

তেষান্তু পূর্বং তস্যা প্রাপ্তেঃ, প্রাপ্তস্য বিধিনা পরিত্যাগাদ্ বৈদিকত্বেন শ্লাঘ্যেষু আশ্রম ধর্ম্মেষু শ্রদ্ধোদয়াচ্চ পুনস্তৎ স্বীকারেণ তদ্‌বিক্ষেপক তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা তদেকরত্যসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠংহীয়তে। সনিষ্ঠাদীনান্তু নিয়তাশ্রম ধর্ম্ম পরিমৃষ্টসত্ত্বানাং উত্তরোত্তর তচ্চিন্তা সন্তানাদ বাধং তদিতি চেত্তত্রাহ–

॥ওঁ॥ তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্‌রূপাভাবেভ্যঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/৯/৪০॥

অথ নিরপেক্ষানাং শ্রেষ্ঠত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি–"স্যাদেতদিতি" ভবন্ত নিরাশ্রমা নিরপেক্ষা ব্রহ্মৈকরতত্বাৎ শ্রেষ্ঠাঃ । "ব্রহ্মৈকরততত্বেন" ইতি শঙ্কাবাক্যং সুগমম্ । তথাচ–যে তু পরিত্যক্তা আশ্রমধর্ম্মা নিরপেক্ষাঃ; তে পুনঃ শাস্ত্রেভ্যঃ বর্ণাশ্রমস্য স্বীকারেণ হেতুনা ব্রহ্মরতি–প্রতিবন্ধকাশ্রমধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা ব্রহ্মৈকরতত্বাসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং ক্ষতং স্যাদিত্যর্থঃ । কিন্তু সনিষ্ঠাদীনাং আশ্রমধর্ম্মরতানাং তন্ন সম্ভবেদিত্যাহঃ–"সনিষ্ঠাদীনামিতি ; অতিরোহিতার্থম্ ।

এবমাশঙ্কা ভবতি চেৎ তৎ সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদারায়ণঃ–"তদ্ ভূতস্য" ইতি। তদ্‌ভূতস্য–নৈরপেক্ষ্যেণ পরিত্যক্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য ব্রহ্মৈকরতস্য পরমভাগবতস্য তু নাতদ্‌ভাবঃ–পরব্রহ্মৈকরতির্ন অতদ্‌ভাবঃ ; তস্য শ্রীভগবন্নিষ্ঠাতঃ প্রচুতি র্ন ভবতীতি মহর্ষের্জৈমিনের্ম্মতম্ । অপি "শব্দেন মম বাদরায়ণস্যাপি চ মতমিত্যর্থঃ এবং কুতঃ ? তত্রাহ–নিয়মাতদ্‌রূপাৎ । পরব্রহ্মৈকরতানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং তত্ত্বজ্ঞানিয়মিতত্বাৎ ; তথা তদ্‌রূপাভাবেভ্যঃ–তেষাং নিরপেক্ষানাং পরব্রহ্মভিন্নান্য বাসনাভাবাৎ, বিশেষতো

অনন্তর নিরপেক্ষ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন- স্যাদিতি। নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ ভক্তগণ ব্রহ্মৈকরত হেতু শ্রেষ্ঠ হউক? কিন্তু ব্রহ্মৈকরত হেতু নিরপেক্ষ নিরাশ্রমী ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ তাহাদের সাপেক্ষতা সম্ভব হেতু। তাহা এই প্রকার -বিধিপূর্ব্বক গৃহাশ্রম পরিত্যাগী অনাশ্রমী ভক্তগণের পুনরায় আশ্রমগ্রহণ নিন্দনীয়, শাস্ত্রে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, নিরপেক্ষগণের পূর্ব্বে তাহার অপ্রাপ্তিহেতু, গৃহস্থাদি ধর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ বেদ বিহিত হেতু প্রশংসনীয় হয়, সুতরাং পুনঃ তাহা স্বীকার বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইলে অঙ্গীকার করিবে, পুনঃ স্বীকার করিলে নিরপেক্ষতার বিক্ষেপক আশ্রম ধর্ম্মপ্রাপ্তি হেতু ব্রহ্মৈকরতির অসম্ভব বশতঃ শ্রেষ্ঠতার হানি হইবে। অর্থাৎ যাঁহারা আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগী নিরপেক্ষ সাধক তাঁহারা পুনঃ শাস্ত্র হইতে বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহা স্বীকার করেন, তখন তাঁহাদের ব্রহ্মৈকরতির অসম্ভব হেতু শ্রেষ্ঠতার হানি হয়, অর্থাৎ নিরপেক্ষগণের গৃহাদি ও আশ্রমের স্বীকার হেতু ব্রহ্মরতি প্রতিবন্ধক আশ্রমধর্ম্ম প্রাপ্তির দ্বারা ব্রহ্মৈকরতির অসম্ভব হওয়ায় শ্রেষ্ঠতার ক্ষতি হইবে এই অর্থ। কিন্তু আশ্রমধর্ম্মনিরত সনিষ্ঠাদি ভক্তগণের তাহার সম্ভাবনা নাই তাহা বলিতেছেন- সনিষ্ঠেতি। কিন্তু নিয়ত সর্ব্বদা আশ্রমধর্ম্ম নিরত বিশুদ্ধ হৃদয় সনিষ্ঠ সাধকগণের উত্তরোত্তর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচিন্তন হেতু

"তু" শঙ্কাচ্ছেদায় । তদ্ভূতস্য নৈরপেক্ষ্যেণ ব্রহ্মৈকরতস্য নাতদ্ভাবঃ তদেকরতিপ্রচ্যুতি র্ন ভবতীতি জৈমিনেঃ, অপিনা "বাদরায়ণস্য" চ মে মতম্ । কুতঃ ? নিয়মেতি । নিয়মাতদ্রূপাভাবাচ্চ । তদিন্দ্রিয়াণাং ব্রহ্মতৃষ্ণা নিয়মিতত্বাৎ ।

রূপং বাসনা, ব্রহ্মান্য বাসনা বিনাশাৎ গার্গ্যাদীনাং গৃহাদিস্বীকারাভাবাচ্চ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিচৈবমাহ–"কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রসান্তাখিলবৃত্তি যৎ ।

গার্গীভীষ্মাদীনাং গৃহাদিস্বীকারাভাবাচ্চ ইত্যর্থঃ ।

"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদিভাষ্যং সুগমম্ । অত্রার্থে শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণমাহঃ–স্মৃতীতি । যস্য নিরপেক্ষভক্তস্য চিত্তং কামাদিভিরনাবিদ্ধং কামক্রোধ–লোভাদিভিরক্ষুভিতং ; সর্বথা কামাদিরহিতমিতি ; সুতরাং প্রসান্তাখিলবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়গ্রহণরূপং বৃত্তিনিবৃত্তং ; কিঞ্চ ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং–আস্বাদিত শ্রীগোবিন্দদেবমাধুর্য্যং ; তৎ চিত্তং কর্হিচিৎ নৈবোত্তিষ্ঠেত ; তস্য চিত্তং কদাচিদপি শ্রীগোবিন্দমাধুর্য্যাস্বাদনং পরিত্যজ্য বিষয়রসাস্বাদনার্থং ন গচ্ছেদিত্যর্থঃ ।

অপি চ শ্রীভাগবতে–৪/৭/৩৫ "অয়ং ত্বৎ কথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ । তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ শ্রীএকাদশে–১৪/১৮ "বাধ্যমনোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ । প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ইতি ।

ননু–কর্ম্মকাণ্ডমীমাসাকার–শ্রীজৈমিনিঃ কথং নিরাশ্রমান্ নিরপেক্ষান্ শংসতি ইতি চেৎ ? তত্রাহঃ– "যদ্যপীতি" তথাচ–কর্ম্মত্যাজকশ্রুতিষু পঙ্গ্বাদিপদাদর্শনাৎ তন্মুখ্যার্থমন্যথা নেতুং বিভ্যদিত্যর্থঃ ।

ব্রহ্মৈকরতির কোন বাধা হয় না। যদি এই প্রকার আশঙ্কা হয়, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- তদিতি। তাঁহাদের তাহা দেখা যায় না ইহা জৈমিনি মনে করেন, এবং আমারও মত, কারণ তাঁহারা নিয়মিত, ও তাহার অভাব হেতু। নিরপেক্ষতা হেতু পরিত্যক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রহ্মৈকনিরত পরম ভাগবতের কিন্তু নাতদ্ভাব পরব্রহ্মৈকরতির অতদ্ভাব হইবে না, তাঁহার শ্রীভগবন্নিষ্ঠা হইতে প্রচ্যুতি হয় না ইহা মহর্ষি জৈমিনির মত। অপি শব্দের দ্বারা আমার শ্রীবাদরায়ণেরও মত ইহাই অর্থ। এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- নিয়মেতি। পরব্রহ্মৈকনিরত সাধকগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের ব্রহ্মতৃষ্ণা নিয়মিত হওয়া হেতু, তথা সেই নিরপেক্ষগণের পরব্রহ্মভিন্ন অন্য বাসনার অভাব হেতু, বিশেষতঃ গার্গী ভীষ্ম প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমিগণের গৃহাদি স্বীকারের অভাব দেখা যায়।

সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা উচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে। নিরপেক্ষ ভাবে তাদৃশ ব্রহ্মৈকনিরত সাধকের তদেকরতি ব্রহ্মৈকরতি বিনষ্ট হয় না, ইহা শ্রীজৈমিনি মনে করেন, অপি শব্দের দ্বারা আমি বাদরায়ণেরও মত বা সিদ্ধান্ত। কেন? নিয়মহেতু, নিয়মবশতঃ সেই রূপের অভাব হেতু, নিরপেক্ষগণের ইন্দ্রিয়সকলের ব্রহ্মতৃষ্ণাই নিয়মিত হইয়াছে, রূপ শব্দের অর্থ বাসনা, নিরপেক্ষ সাধকগণের ব্রহ্মবিনা অন্য বাসনার অভাব হেতু গার্গী প্রভৃতির গৃহাদি স্বীকারের অভাব দেখা যায় এই অর্থ। এই বিষয়ে

চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥" (ভাঃ–৭/১৫/৩৫) ইত্যাদিকা। যদ্যপি কর্ম্মপরো জৈমিনিস্তথাপি নৈরপেক্ষ্য শ্রুতিভীতঃ ক্বচিদেবং মন্যতে, প্রাগ্‌ভবানুষ্ঠিত কর্ম্মনিষ্কল্মষঃ কশ্চিদিহৈবেদৃশঃ স্যাদিতি ॥৪০॥

সঙ্গতি :–অথ জ্যায়াধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–"প্রাগতি" । স্পষ্টম্ । তথাচ–"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" ইতি শ্রীগীতাবচনাৎ (৬/৪৫) প্রাগ্‌ভবীয়ানুষ্ঠানাৎ ভাগবদ্ধর্ম্মাৎ বিগতকল্মষঃ কশ্চিৎ সাধক ইহৈব জন্মনি লব্ধবিদ্যঃ সন্ শ্রীভাগবন্তং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

জয়তি কৃষ্ণভক্তেষু বিধুর–সাধকোত্তমঃ । যেষাং কৃপালবেনাপি গোবিন্দে জায়তে রতিম্ ॥৪০॥

ইতি জ্যায়াধিকরণং নবমং সম্পূর্ণম্ ॥৯॥

শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন- স্মৃতীতি। স্মৃতি শাস্ত্রেও এই প্রকার কথিত আছে- কামাদির দ্বারা অনাবিদ্ধ প্রসান্তাখিলবৃত্তি যে চিত্ত ব্রহ্মসুখ স্পৃষ্ট হইয়া পুনঃ উত্থিত হয় না, অর্থাৎ যে নিরপেক্ষ ভক্তগণের চিত্ত কামাদি দ্বারা অনাবিদ্ধ কামক্রোধলোভাদি দ্বারা ক্ষুভিত নহে সর্ব্বথা কামাদি বাসনা রহিত সুতরাং প্রসান্তাখিলবৃত্তি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়গ্রহণ রূপ বৃতি নিবৃত্ত, অপর ব্রহ্মসুখ স্পৃষ্ট- যে শ্রীগোবিন্দদেবের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছে সেই চিত্ত কখনও উত্থিত হয় না, অর্থাৎ সেই সাধকের চিত্ত কখনও শ্রীগোবিন্দদেবের মাধুর্য্যাস্বাদন পরিত্যাগ করত বিষয়বাসনা আস্বাদনের নিমিত্ত গমন করে না। অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- হে দেব! আমার এই মনোবারণ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধ ও তৃষ্ণার্ত হইয়া আপনার বিশুদ্ধ কথামৃতমহানদীতে অবগাহন করিয়াছেন সুতরাং আর দাবদাহের জ্বালা অনুভব বা স্মরণ করিতেছেনা, ব্রহ্মসম্পন্নের ন্যায় নিষ্ক্রামিত হইতেও ইচ্ছা করে না। শ্রীএকাদশে বর্ণিত আছে- অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্ত বিষয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও প্রায়শঃ প্রবলা ভক্তির দ্বারা বিষয়কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না। যদি বলেন- কর্ম্মকাণ্ড মীমাংসাকার শ্রীজৈমিনি কি প্রকারে নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ সাধকগণকে প্রশংসা করিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন- যদ্যপীতি। যদ্যপি মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মপর তথাপি নৈরপেক্ষ্য প্রতিপাদক শ্রুতিগণকে ভয় করত কোন সময় এইরূপ স্বীকার করেন, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ শ্রুতিবাক্য সকলে পঙ্গু অন্ধাদিপদ অদর্শন হেতু তাহার মুখ্যার্থ অন্যথা করিতে ভীত হইয়া নিরপেক্ষ সাধকের প্রশংসা করেন এই অর্থ।

সঙ্গতি— অনন্তর জ্যায়াধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন - প্রাগিতি। অতএব পূর্ব্বজন্মের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম কর্ত্তৃক কল্মষ বিহীন হইয়া এই জন্মেই বিদ্যালাভ করেন। অর্থাৎ অনেকজন্ম সাধনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করত অনন্তর পরাগতি লাভ করে' এই শ্রীগীতাবচনহেতু প্রাগ্‌ভবীয় অনুষ্ঠিত ভাগবদ্ধর্ম্ম দ্বারা বিগত কল্মষ কোন নিরপেক্ষ সাধক ইহ জন্মেই লব্ধবিদ্য হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করেন ইহাই অর্থ। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে বিধুর সাধকোত্তমের জয় হউক, যাঁহাদের কৃপালবমাত্রেই শ্রীগোবিন্দদেবে রতি জাত হয়।।৪০।।

এই প্রকার জ্যায়াধিকরণ নবম সম্পূর্ণ।।৯।।

১০॥ "অধিকাধিকরণম্"—

অথ সন্নিষ্ঠেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি। ননু "সর্বংহ পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদৌ বিদ্যয়া স্বর্গাদেরপি প্রাপ্তিশ্রবণাৎ, তল্লব্ধেন্দ্রাদিলোকভোগপ্রসক্তানাং তেষাং ব্রহ্মৈকরতির্বিচ্ছিদ্য তেত্যাশঙ্কাহ—

১০॥ "অধিকাধিকরণম্"

দেবেন্দ্রাদিপদং যস্য ঘৃণা হ্যুৎপাদ্যতে সদা।
স্বপ্নোঽপি পদবীং প্রাপ্তে হৃদয়াঙ্গনং তং নুমঃ॥

অথ সনিষ্ঠভক্তাঃ খলু স্বর্গলোকাদিকমপি দিদৃক্ষবঃ, তস্মাৎ তেষাং পরব্রহ্মৈকরতৌ শিথিলী ভূতাঃ প্রতীয়তে ; কিন্তু নিরপেক্ষনাং তৎ স্মরণবিরহেণ শ্রীগোবিন্দরতৌ পরমগাঢ়ত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যমবাধমিতি ; তৎ প্রতিপাদনার্থং অধিকাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যধিকরণাসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ সনিষ্ঠেভ্যঃ নিরপেক্ষানাং শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়িতুং বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"সর্বমিতি"। পশ্যঃ—পরব্রহ্মৈকরতির্লব্ধবিদ্যঃ সাধকঃ সর্বং—ইন্দ্রাদিলোকমারভ্য সর্বেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যতি ; তস্মাদ্ বিদ্যাপ্রভাবেন স্বর্গাদিলোকমপি বিদ্বান্ প্রাপ্নোতীতি বিষয়বাক্যম্।

১০। অধিকাধিকরণ

অতঃপর অধিকাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাঁহার স্বপ্ন অবস্থানেও ইন্দ্রাদি পদের বাসনা হৃদয়াঙ্গণের পথের পথিক হইলে সদাই ঘৃণা উৎপন্ন হয় সেই সাধকোত্তমকে নমস্কারকরি।

অনন্তর সনিষ্ঠ ভক্তগণ স্বর্গলোকাদি দর্শনেচ্ছুও হয়েন অতএব তাঁহাদের পরব্রহ্মৈক রতি বিষয়ে শিথিল হইতে প্রতীতি হয়, কিন্তু নিরপেক্ষগণের স্বর্গাদি স্মরণের বিরহ বশতঃ শ্রীগোবিন্দদেবৈক রতি বিষয়ে পরমগাঢ়তা হেতু শ্রেষ্ঠতার বাধা হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিকাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অথ সনিষ্ঠগণ হইতে নিরপেক্ষগণের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন। সনিষ্ঠগণ হইতে নিরপেক্ষগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- সর্ব্বমিতি। পশ্য দর্শক সকল দর্শন করে, ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যার দ্বারা স্বর্গাদিরও প্রাপ্তি শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ পরব্রহ্মৈকনিরত লব্ধ বিদ্যসাধক সর্ব্ব ইন্দ্রলোক হইতে আরম্ভ করত সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করে। অতএব বিদ্যা প্রভাবে বিদ্বান্ স্বর্গাদি লোকও প্রাপ্ত করেন। ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এই বিষয় বাক্যে সংশয় এই যে নিরপেক্ষগণের স্বর্গাদিলোকগমন এবং তথায় সুখভোগাদি সম্ভব হয়? অথবা সম্ভব নহে? ইহাই সংশয় বাক্য।

॥ওঁ॥ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ॥ওঁ॥৩/৪/১০/৪১॥

চোঽবধারণে। "অপি" ঐহিকসুখ সমুচ্চয়ে। আধিকারিকমিন্দ্রাদিপদং তেষাং নৈরাকাঙ্‌ক্ষ্যম্! কুতঃ? পতনেতি "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!" (গীতা-৮/১৬) ইত্যাদিষু ততঃ পাতস্মরণাৎ; আরম্ভতস্তৎ স্পৃহাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চাত্র মৃগ্যা। তথা চ বিদ্যামহিম্না তস্মিন্ননুবৃত্তেঽপি তদিচ্ছাবিরহান্ন তেন তদেকরতি র্বিচ্ছিদ্যতে অতো নির্বাধং তত্ত্বমিতি ॥৪১॥

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—নিরপেক্ষানাং স্বর্গাদিলোকগমনং; তত্র সুখভোগাদিকং সম্ভবেৎ? অথবা ন সম্ভবেৎ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ—ইতি সংশয়ে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তল্লব্ধ" ইতি। অতিরোহিতার্থম্। তথাচ—বিদ্যামহাদেব্যা দত্তোঽয়ং প্রসাদঃ সৎকার্য্যঃ ইতি তত্র তেষাং ভোগপ্রসক্তানাং পরব্রহ্মৈকরতি র্বিচ্যুতিঃ সম্ভবাৎ ন তেষাং শ্রৈষ্ঠ্যমিত্যর্থঃ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং নিরপেক্ষানাং শ্রেষ্ঠত্বাভাবরূপং পূর্বপক্ষে সমুদ্ভাসিতে—সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নচেতি। ন চ আধিকারিকমপি—আধিকারিকং—ইন্দ্রাদিপদমপি তেষাং ন চ ব্রহ্মৈকরতি র্বিচ্যুতি র্ভবেৎ; কুতঃ? পতনানুমানাৎ, স্বর্গাদিলোকবাসিনাং তদধিপতি—ইন্দ্রস্যাপি তস্মাৎ পতনানুমানাৎ দর্শনাদিতি। অপি চ—তদযোগাৎ; স্বর্গলোকসুখভোগেচ্ছাবিরহাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন- তল্লব্ধেতি। ভক্তির দ্বারা লব্ধ ইন্দ্রাদি লোক ভোগাসক্ত নিরপেক্ষগণের ব্রহ্মৈকরতি বিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ বিদ্যামহাদেবীর প্রদত্ত এই স্বর্গাদি লোকের সৎকার কর্ত্তব্য' সুতরাং স্বর্গাদিতে ভোগাসক্ত নিরপেক্ষগণের পরব্রহ্মৈকরতি বিচ্যুতি সম্ভব হেতু তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয় না ইহাই অর্থ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এই নিরপেক্ষগণের শ্রেষ্ঠতাভাব রূপ পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন- নচেতি। অধিকারিক ও নহে, পতনানুমান হেতু তাহার যোগাভাব হেতু অর্থাৎ আধিকারিক ইন্দ্রাদিপদও তাঁহাদের ব্রহ্মৈকরতি বিচ্যুতি ভ্রষ্ট হয় না, কেন? পতনানুমান স্বর্গাদি লোকবাসিগণের এবং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের স্বর্গলোক হইতে পতন দেখা যায়, অপর তদযোগাৎ নিরপেক্ষগণের স্বর্গলোক সুখভোগের ইচ্ছা বিরহ হেতু ইহাই অর্থ। সূত্রে যে চ শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। অপি শব্দ ঐহিক সুখসকলের সমুচ্চয় অর্থে। নিরপেক্ষ সাধকগণের আধিকারিক ইন্দ্রাদিপদে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা নাই, কেন? পতন হেতু, এই বিষয়ে শ্রীগীতা বাক্য প্রমাণ বলিতেছেন- আব্রহ্মেতি। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোক পুনরাবর্ত্তি হয়, হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে সাধকের পুনর্জ্জন্ম থাকে না। এই শ্লোকে শ্রীরামানুজভাষ্য- ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তি সকল লোক ভোগৈশ্বর্য্যালয় সমূহ

"আধিকারিকম্" ইতি ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । অত্রার্থে শ্রীগীতাবাক্যং প্রমাণমাহঃ—"আব্রহ্ম" ইতি। হে অর্জ্জুন ! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ "ভবতীতি" । "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি বাক্যশেষঃ । অত্র শ্রীরামানুজভাষ্যম্—"ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তাঃ ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তিনঃ সর্বে লোকাঃ ভৌগেশ্বর্য্যালয়ঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ বিনাশিনঃ । অত ঐশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তানাং প্রাপ্যস্থানবিনাশদ্ বিনাশিত্বমবর্জ্জনীয়ম্। মাং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং নিখিলজগদুৎপত্তি স্থিতিলয়শীলং পরমকারুণিকং সদা একরূপং প্রাপ্তানাং বিনাশপ্রসঙ্গাভাবাৎ তেষাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি ।

শেষমোতিরহিতার্থম্ । অত্র শ্রীগোবিন্দৈকনিষ্ঠানাং পরমভাগবতানাং মোক্ষেঽপি স্পৃহাভাবঃ কিমুত স্বর্গাদৌ । তথাহি স্মৃতৌ—"কর্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ । বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—১/২/২৫ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃত চেতসাম্ । এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ ॥ তথাচাত্র—মুণ্ডকোপনিষদি—১/২/৭, ১০"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" "ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ । নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ শ্রীগীতাসু—৯/২১ তে তংভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ শ্রীভাগবতে—৩/২৯/১৩ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকাত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীষষ্ঠে—শ্রীবৃত্রঃ—৬/১১/২৫ ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ । ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ! ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ শ্রীদশমে—১০/১৬/৩৭ ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমম্ ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ । ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীদামোদরাষ্টকে—বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ । ইদং তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥

পুনরাবর্ত্তী বিনাশশীল। অতএব ঐশ্বর্য্যগতি প্রাপ্তগণের প্রাপ্যস্থান বিনাশী হেতু তাহাদের ভোগ অবশ্য বিনাশী হইবে, অপর সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প নিখিল জগদুদয় স্থিতি লয়শীল আমাকে প্রাপ্তকারিগণের বিনাশ প্রসঙ্গের অভাব হেতু তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্বর্গলোক হইতে স্বর্গবাসির নিপাত হেতু নিরপেক্ষগণের আরম্ভকাল হইতেই স্বর্গভোগে স্পৃহার অভাব বশতঃ ব্রহ্মৈকরতি বিনষ্ট হয় না। এই বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দৈকনিষ্ঠ পরম ভাগবতগণের মোক্ষেও স্পৃহার অভাব দেখা যায়, স্বর্গাদি ভোগে আর কি বলিতে হইবে? স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে- বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্মসকলের পরিনামিত্ব হেতু বিরিঞ্চি লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিনাশী এবং অদৃষ্ট হইলেও দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় দেখিবে। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বর্ণিত আছে- শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ সেবা নির্বৃত চিত্ত এই ভক্তগণের মোক্ষ বিষয়ে কোনকালেই স্পৃহা হয় না। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে- যজ্ঞরূপনৌকা সংসারসাগর পারের জন্য সুদৃঢ় নহে। অপর প্রমূঢ়ব্যক্তি ইষ্টাপূর্ত্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অন্য শ্রেয়ঃ জানে না, তাহারা স্বর্গলোকে সুকৃত কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া এই হীনতর লোকে প্রবেশ করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- সেই কর্ম্মিগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- আমার নিরপেক্ষ সাধকগণ সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য

অথ পরিনিষ্ঠিতেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি–

॥ওঁ॥উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্॥ওঁ॥৩/৪/১০/৪২॥

অপিরবধারণে । "তু" বিপরীতভাবনাচ্ছেদে । "একে" আথর্বণিকা

ন চ ইন্দ্রাদিলোক ভোগ প্রসক্তানাংনিরপেক্ষানাং পরব্রহ্মৈকরতিবির্বচ্ছিদ্যতে" ইতি বাচ্যম্ ; তদিচ্ছাবিরহাৎ ; তদেব স্পষ্টমাহঃ–"তথাচ" ইতি ; স্পষ্টার্থম্ । তথাচ–যে কেচিৎ ব্রহ্মাবিদ্যাং বিনা মহাযুদ্ধমরণাদিনা সত্যলোকং যান্তি তেষাং তস্মাদাবৃত্তির্ভবেদেব । কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যয়া তত্র গতানাং শ্রীভগবদ্‌ভক্তানাং ব্রহ্মণা সহ পরপদপ্রাপ্তির্ভবতীতি ; উপরি বিস্ফুটীভাবি ; "কার্য্যাত্যয়াধিকরণে" (৪/৩/৭/১০) ইতি । তস্মাৎ সনিষ্ঠেভ্যো নিরপেক্ষা এব শ্রেষ্ঠাঃ ॥৪১॥

এবং নিরপেক্ষানাং সনিষ্ঠেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদয়ন্ পরিনিষ্ঠিতেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি । অথ পরিনিষ্ঠিতাঃ খলু লোকান্ সংজিঘৃক্ষবো ধর্ম্মানাচয়ন্তি ; নিরপেক্ষাস্তু পরব্রহ্মৈকরতির্বিক্ষেপকত্বস্ফূর্ত্ত্যা ধর্ম্মানপি নাচরন্তি ইতি শ্রীগোবিন্দদেব মাধুর্য্যামৃতমহাসমুদ্রনিমগ্নানাং তেষাং পরিনিষ্ঠিতেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্ । এতদেব স্পষ্টরূপেণ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"উপপূর্বমপি" ইতি । একে–আথর্বণিকা নিরপেক্ষানাং পরমভাগবতানাং উপপূর্বং–অনন্যোপাসনমেবাভীষ্টং ন তু লোকজিঘৃক্ষয়া ধর্ম্মাচরণমিতি ;

সারূপ্য ও একত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তি আমার সেবা বিনা গ্রহণ করে না। ষষ্ঠে শ্রীবৃত্রাসুর বলিলেন- হে সমঞ্জস! অখিলসৌভাগ্যনিধে! আমি নাক পৃষ্ঠ পরমেষ্ঠ্য সার্ব্বভৌম রসাধিপত্য যোগসিদ্ধি ও অপুনর্ভব মোক্ষ পদও আপনাকে বিনা আকাঙ্ক্ষা করি না। শ্রীদশমে- যাঁহার শ্রীচরণ সরোজ রেণু শরণাগত নিরপেক্ষ সাধকগণ নাক পৃষ্ঠ সার্ব্বভৌম পারমেষ্ঠ্য রসাধিপত্য যোগাসিদ্ধি ও মুক্তির বাসনা করে না। শ্রীপদ্ম পুরাণে শ্রীদামোদরাষ্টকে বর্ণিত আছে- হে দেব! আপনি বরদেশ্বর, তথাপি আপনা হইতে মোক্ষ মোক্ষাবধি কিম্বা অন্য বর বরণ করি না, হে নাথ! আপনার এই শ্রীগোপাল বালক বিগ্রহ আমার মনে সর্ব্বদাই আবির্ভূত হউক, অন্য বরে প্রয়োজন নাই।

যদি বলেন— ইন্দ্রাদিলোক ভোগ প্রমত্তচিত্ত নিরপেক্ষ সাধকগণের পরব্রহ্মৈকরতি বিচ্ছিন্ন হয়' ইহা বলিতে পারিবেন না, কারণ স্বর্গাদি ভোগে নিরপেক্ষের ইচ্ছা নাই, তাহা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন- তথাচেতি। তথা চ বিদ্যার মহিমায় ইন্দ্রাদিপদ অনুবৃত্ত উপস্থিত হইলেও তাহাতে ইচ্ছার অভাব বশতঃ তাহার দ্বারা ব্রহ্মৈকরতি বিচ্ছিন্ন হয় না, অতএব নিরপেক্ষগণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কোন বাধা নাই। অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিনা মহাযুদ্ধমরণাদি দ্বারা সত্যলোকে গমন করেন তাঁহাদের সত্যলোক হইতে পুনরাগমন হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা যাঁহারা সত্যলোকে গমন করেন সেই শ্রীভগবদ্ভক্তগণের ব্রহ্মার সহিত পরমপদ প্রাপ্তি হয়, তাহা পরে স্পষ্ট হইবে। অতএব সনিষ্ঠ সাধকগণ হইতে নিরপেক্ষ সাধকগণই শ্রেষ্ঠ হয়েন।।৪১।।

অনন্তর পরিনিষ্ঠিত সেবকগণ হইতেও নিরপেক্ষগণের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ এই প্রকার নিরপেক্ষগণের সনিষ্ঠ সাধকগণ হইতে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া পরিনিষ্ঠিত সাধকগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ দেখাইতেছেন। পরিনিষ্ঠিতগণ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করেন, কিন্তু নিরপেক্ষগণ পরব্রহ্মৈকরতি

নিরপেক্ষানামুপপূর্বমুপাসনমেবাভীষ্টং তৎ সিদ্ধং ভাবঞ্চাশনবদ্ ভোগ্যং পঠন্তি । "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্র" (গো০–তা০–পূ০–১৬) ইত্যাদি । "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" (গো০–তা০–উ০–৯৯) ইতি চ । কেচিদ্ ভাগবতা যত্র ক্বাপি

এবং কুতঃ ? তত্রাহ–ভাবমশনবৎ ; শ্রীগোবিন্দোপাসনজাতং ভাবং প্রেমানং তেষাং নিরপেক্ষানাং অশনবদ্ভোগ্যং পঠন্তি । তদুক্তম্–শ্রুতি–স্মৃতিষু ইত্যর্থঃ । "একে" ইতি ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভজনমেব নিরপেক্ষানাং অভীষ্টমিতি শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিপ্রমাণেন স্পষ্টয়ন্তি–"ভক্তিরস্য" ইতি । "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুস্মিন্মনঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ । অত্রটীকা চ শ্রীবিশ্বেশ্বরপাদানাম্–কথং বাহো তদ্ভজনমিত্যস্যোত্তরং বক্তুং ভজনশব্দস্যার্থমাহ–ভক্তিরস্য ভজনমিতি । পর্য্যায়েণার্থাবগমাসম্ভবাৎ পুনর্ভজনস্য লক্ষণমাহ–তদিহামুত্রেতি । ইহ অমুত্র উপাধেঃ ঐহিক–পারলৌকিক–প্রয়োজনস্য নৈরাস্যেন নিরসনমেব নৈরাস্যং তেন ঐহিকামুস্মিক ফলকামনারাহিত্যেন এব অমুস্মিন্ কৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি মনসঃ কল্পনং প্রেম্না তন্ময়ত্বং তদেব ভজনমুক্তমিত্যর্থঃ। এতদ্ভজনমেব নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানমিত্যর্থঃ" ইতি ।

"সচ্চিদানন্দ" ইতি–অত্র টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং–তাদৃশবিগ্রহস্বরূপ এব বা তথা দুঃখপ্রতিযোগিত্বাদানন্দ এব ঘনো যস্য স শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দৈকরস স্বরূপো যো ভক্তিযোগস্তত্র তিষ্ঠতি স্ফুরতীত্যর্থঃ" ইতি । অথ কেচিন্নিরপেক্ষাঃ পরমভাগরতাঃ শ্রীগোবিন্দদেব প্রদত্তানেব ভোগানুপভুঞ্জন্তি'

বিক্ষেপক হেতু ধর্ম্মাচরণও করেন না, এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব মাধুর্য্যামৃত মহাসমুদ্র নিমগ্ন নিরপেক্ষ সাধকবৃন্দ পরিনিষ্ঠিত সাধকগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই সিদ্ধান্তই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ স্পষ্টরূপে সূত্রিত করিতেছেন- উপেতি। কেহ কেহ উপপূর্ব্ব উপাসনাই অভীষ্ট, তাহা ভোজনের ন্যায় মনে করেন, তাহা কহিয়াছেন। অর্থাৎ আথর্ব্বণিকগণ নিরপেক্ষ পরমভাগবতগণের উপপূর্ব্ব অনন্যোপাসনাই অভীষ্ট হয়, কিন্তু তাহা লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ নহে, এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- ভাবমিতি। সেই ভাব ভোজনের সমান হয়, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা জাত ভাব প্রেম সেই নিরপেক্ষগণের ভোজনের সমান উপভোগ্য হয় এই প্রকার পাঠ করেন। তদুক্তম- তাহা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সূত্রে যে অপি শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত, বিপরীত ভাবনা উচ্ছেদের নিমিত্ত তু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। একে অথর্ব্ব বেদাধ্যায়িগণ নিরপেক্ষগণের উপপূর্ব্ব উপাসনাই অভীষ্ট এবং উপাসনা সিদ্ধ ভাব অশন ভোজন সদৃশ ভোগ্য হয়, এই প্রকার পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের ভজনই নিরপেক্ষ সাধকগণের অভীষ্ট তাহা শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন- ভক্তিরিতি। এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন তাহা হইলোক ও পরলোকে নৈরাস্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। এই শ্রুতির শ্রীবিশ্বেশ্বর পাদ কৃতব্যাখ্যা- কি প্রকার এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন তাহার উত্তর বলিবার নিমিত্ত ভজন শব্দের অর্থ বলিতেছেন— ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। পর্য্যায় শব্দের দ্বারা অর্থ অবগত হওয়া অসম্ভব হেতু পুনরায় ভজনের লক্ষণ বলিতেছেন- তদিহেতি। ইহ অমুত্র উপাধির ঐহিক পারলৌকিক প্রয়োজনের নিরসনই নৈরাস্য

হরিমুপাসীনাঃ তৎ প্রমাণমেব "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্" (তৈ০–২/১/২) ইত্যাদিশ্রুতি ত্রিপাদগতানন্দ ভোগবদনুভবন্তীত্যর্থঃ । স্মৃতিশ্চএতদর্থিকামৃগ্যা ॥৪২॥

তাদৃশানাং সালোক্য সামীপ্যলক্ষণা মুক্তিরযত্নসিদ্ধেতি তত্রৈব হেত্বন্তরং ব্যঞ্জয়তি–

তদার্থমাহঃ–"কেচিদিতি । সঃ–পরমৈকান্ত–শ্রীগোবিন্দদেবভক্তঃ সর্বান্ কামান্–মনোগতান্ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পাদসম্বাহন–বীজন–চন্দন–পুষ্প-জলাদ্যাহরণরূপান্ সেবা প্রাপ্নেতীত্যর্থঃ । শেষং স্ফুটার্থম্ ।

স্মৃতিরিতি–শ্রীভাগবতে–৮/৩/২০ একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ শ্রীদশমে–১০/৮৭/২১ "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ । ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর ! তে চরণ সরোজহংসকুল সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ তস্মাৎ স্বর্গাদিস্থানেভ্যঃ পতনদর্শনাৎ ; শ্রীগোবিন্দভজনমেব সর্বার্থমন্যমানত্বাৎ নিরপেক্ষাঃ শ্রীগোবিন্দদেব চরণোপাসকা এব শ্রেষ্ঠাঃ ॥৪২॥

অথ তেষু নিরপেক্ষেষু শ্রীগোবিন্দদেবস্য কৃপাতিরেকাচ্চ তেষাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহঃ–"তাদৃশানামিতি । কিং বহুনা সালোক্যাদিমুক্তিরপি তেষাং পশ্চাল্লগ্না এব ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–

অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক ফল কামনা রাহিত্যের দ্বারাই অমুস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মে মনের কল্পন প্রেমের দ্বারা তন্ময়তা তাহাই ভজন কথিত হইয়াছে, এই অর্থ। এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান ইহাই অর্থ। সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করেন ইত্যাদি। শ্রীমদাচার্য্যদেবকৃত এই শ্রুতির ব্যাখ্যা- তাদৃশ বিগ্রহ স্বরূপই হয়, অথবা তাদৃশ দুঃখ প্রতিযোগিতা হেতু আনন্দই ঘন স্বরূপ যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস স্বরূপ যে ভক্তি তাহাতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর কোন নিরপেক্ষ সাধক পরম ভাগবতগণ শ্রীগোবিন্দদেবের দ্বারা প্রদত্ত ভোগসকল উপভোগ করেন তাহা বলিতেছেন- কেচিদিতি। কোন ভাগবতগণ যে কোন অবস্থাই শ্রীহরির উপাসনা করিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ সে সকল কামনা প্রাপ্ত করে' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য ত্রিপাদ স্থানগত আনন্দ ভোগ সদৃশ অনুভব করেন ইহাই অর্থ। ইহার পরিপোষক স্মৃতি প্রমাণ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সেই পরমৈকান্ত শ্রীগোবিন্দদেবের পাদসেবন বীজন চন্দন পুষ্প জলাদি আহরণ রূপসেবা প্রাপ্ত করেন। স্মৃতি- শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যাঁহার একান্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানের একান্ত শরণাগত হয়, তাহারা মোক্ষাদি কোন স্বার্থই যাচনা করে না, শ্রীভগবানের অতি অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র কীর্ত্তন করত আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে- হে ঈশ্বর! অতিগোপনীয় নিজ আত্মতত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত যে অবতার প্রকট করেন, সেই নানাবিধ অবতারের চরিত্ররূপ মহা অমৃত পারাবারে স্নান করত জন্মাদি পরিশ্রম বিহীন কোন আপনার নিরপেক্ষ সেবকগণ আপনার চরণ সরোজ উপাসক পরমহংসগণের সঙ্গ ফলে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া অপবর্গ মোক্ষ পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গাদি স্থান হইতে পতন দেখা যায়, সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবের ভজনই সর্ব্বার্থ মনে করা হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের চরণোপাসক নিরপেক্ষগণই শ্রেষ্ঠ ইহাই ভাষ্যার্থ।।৪২।।

॥ওঁ॥ বহিস্তূভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১০/৪৩॥

"তুরবধারণে।প্রপঞ্চে স্থিতাপি তে তস্মাৎ বহিরেব সন্তীতি মন্তব্যম্। কুতঃ? উভয়েতি।

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবসাভিহিতোঽপ্যঘৌঘ্য নাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্র পদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥" (ভাঃ–১১/২/৫৫) ইত্যাদিষু মণিস্বর্ণবৎ স্বামিভৃত্যয়োর্মিথঃ সংশ্লেষস্মরণাৎ, তথা আচারচ্চ তৈঃ সার্দ্ধম্। যদুক্তং

বহিরিতি। বহিঃ, তে নিরপেক্ষাঃ পরমভক্তোত্তমাঃ প্রপঞ্চে স্থিতা অপি তস্মাৎ প্রপঞ্চাদ্ বহিরেব সন্তীতি মন্তব্যম্ ; এবং কুতঃ ? তত্রাহ–উভয়থা" ইতি। উভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তরক্ত-তয়া, ভক্তস্য শ্রীগোবিন্দদেবরক্ততয়া চ ইত্যর্থঃ। এবমেব স্মৃতেঃ আচারাচ্চ দর্শনাদিত্যর্থঃ।

"তু" ইত্যাদিভাষ্যং স্পষ্টম্। অথ পরস্পরমনুরক্তিবিশেষং দর্শয়ন্তি–"বিসৃজতীতি" অবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ হরিঃ সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রপদ্মঃ ন বিসৃজতি স ভাগবত প্রধানঃ উক্তঃ ভবতি "ইত্যন্বয়ঃ। যস্য নিরপেক্ষস্য পরমভাগোবতোত্তমস্য প্রীতিবশঃ সন্ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ হৃদয়ং মধুলিড়িবারবিন্দকোশং ন বিসৃজতি ন ত্যজতি। কীদৃশঃ শ্রীহরিরিত্যপেক্ষায়ামাহ–অবশেতি। ক্ষূৎ পতন-স্খলনাদিনোচ্চারিতোঽপ্যঘৌঘমবিদ্যাপর্য্যন্তদোষং যো নাশয়তীত্যর্থঃ।

তথা প্রণয়রশনয়া প্রীতিরজ্জ্বা ধৃতে নিবদ্ধে অঙিঘ্রপদ্মে যস্য, অর্থাৎ তেন নিরপেক্ষ ভক্তোত্তমেন নিবদ্ধচরণযুগলমিত্যর্থঃ। স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি। "হরিঃ স্বয়ং ন বিসৃজতি, তেন ধৃতাঙিঘ্রপদ্মশ্চ ইতি পরস্পর-পরমাসক্তির্দর্শিতা" ইতি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ। অত্র প্রাকৃতদৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্তি"–মণীতি।

অনন্তর সেই নিরপেক্ষগণে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাতিরেক হেতু তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন- তাদৃশেতি। তাদৃশ নিরপেক্ষ ভক্তগণের সালোক্য সামীপ্য লক্ষণা মুক্তি অযত্ন ভাবেই সিদ্ধ হয়, এই বিষয়ে অন্যকারণ বলিতেছেন, অর্থাৎ অধিক কথা কি? সালোক্যাদি মুক্তিও নিরপেক্ষ সাধকগণের পশ্চাৎ লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- বহিরিতি। বহিঃ অবস্থান করেন তাহা আচারও স্মৃতি প্রমাণ হেতু, অর্থাৎ বহিঃ সেই নিরপেক্ষ পরমভক্তোত্তমবৃন্দ প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও প্রপঞ্চ হইতে বাহিরেও অবস্থান করেন তাহা মানিতে হইবে, এই প্রকার কেন? তাহা বলিতেছেন- উভয়েতি। উভয় প্রকারে শ্রীগোবিন্দদেবানুরক্ততা হেতু ইহাই অর্থ। এই প্রকার স্মৃতি শাস্ত্রে ও আচারে দেখা যায় এই অর্থ। সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত জানিতে হইবে। নিরপেক্ষগণ প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও তাহা হইতে বাহিরেও অবস্থান করেন তাহা মানিতে হইবে। কেন? উভয়থা প্রমাণ হেতু। অনন্তর পরস্পরের অনুরক্তি বিশেষ দেখাইতেছেন- বিসৃজতীতি। অবশ হইয়াও কীর্ত্তিত হইলে পাপরাশি বিনাশক হরি সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় প্রণয় রসনার দ্বারা পদযুগল ধৃত হইয়া পরিত্যাগ করেন না, তিনি ভাগবত প্রধান কথিত হয়েন- ইহাই অন্বয়ার্থ। যে নিরপেক্ষ পরমভাগবতোত্তমের প্রীতিবিবশ হইয়া সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব হৃদয়, মধুকর যেমন অরবিন্দ কোশ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পরিত্যাগ

ভগবতা–(ভাঃ–১১/১৪/১৬) "নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যংঙ্ঘ্ররেণুভিঃ ॥" ইত্যাদিহেতুভ্যামন্তর্বহিশ্চ মিথঃ সংশ্লেষঃ সমর্থিতঃ। তথাচ বৈমুখ্যমেব সংসৃতিহেতুস্তৎ প্রনাশাৎ সিদ্ধাতেষাং সেতি ॥৪৩॥

মণিরিন্দ্রনীলঃ তস্য স্বর্ণসংযোগেন যথা শোভাতিশয়ঃ, তথা শ্রীগোবিন্দদেবস্যাপি পরমভাগবতা সহ শোভাতিশয় ইতি ভাবঃ ।

এবং তৈঃ নিরপেক্ষৈঃ সহ শ্রীগোবিন্দদেবস্য আচারাচ্চ । অত্রার্থে প্রমাণমাহঃ–যদুক্তমিতি । শ্রীভগবানুবাচ–নিরপেক্ষং–মৎপ্রেমসেবাভিন্নস্পৃহা রহিতম্ ; মুনিং সর্বদা মচ্চিন্তন পরায়ণম্ ; শান্তং–নিবৃত্তেন্দ্রিয়বিক্রমম্ ; নির্বৈরং–সর্বপ্রকারদ্বেষশূন্যম্ ; সমদর্শনম্–সমানদৃষ্টিযুক্তং, এতাদৃশং ভক্তং অহং নিত্যমনুব্রজামি ; কিমর্থমিত্যত্রাহ–অঙিঘ্ররেণুভিঃ পূয়েয়েত ; পূয়েয়েত্যস্যায়ং ভাবঃ–

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (শ্রীগীতাঃ–৪/১১) ইতি ময়া যদ্‌বহসাক্ষিকং প্রতিজ্ঞাতং তন্ময়া ন নির্বাহিতং ; যতো গেহাদিসর্বপরিত্যাগপূর্বক ভক্তানুবৃত্তেরকরণাৎ ; অতঃ প্রতিজ্ঞাত-ব্রতানির্বাহদোষাপহরণার্থং পরমপাবিত্র্যং তেষাং চরণরেণুস্পর্শৈর্ভাবীতি পরমপ্রীত্যা

করেন না। শ্রীহরি কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- অবশেতি। ক্ষুধা পতন স্খলনাদি দ্বারা যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেও পাপরাশি অবিদ্যাপর্য্যন্ত সকলদোষ যিনি বিনাশ করেন ইহাই অর্থ। এবং প্রণয়রশনা প্রীতিরজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ চরণ কমল যুগল যাঁহার, অর্থাৎ সেই নিরপেক্ষ ভক্তোত্তম কর্ত্তৃক নিবদ্ধ শ্রীচরণ যুগল, তিনি ভাগবত প্রধান কথিত হয়েন। শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন- শ্রীহরি স্বয়ং পরিত্যাগ করেন না, ভক্ত ও তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করিয়া থাকেন, ইহাতে পরস্পরের পরমাসক্তি প্রদর্শিত হইল। এই স্থলে প্রকৃত দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন- মনীতি। উপর্য্যুক্ত বাক্যের দ্বারা মণি ও সুবর্ণের ন্যায় স্বামী ও ভৃত্যের সংশ্লেষ বর্ণিত হেতু এবং ভক্তের সহিত সেই প্রকার আচরণও দেখা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির সহযোগে যে প্রকার সুবর্ণের শোভাতিশয় হয়, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের পরমভাগবতের সহিত শোভাতিশয় বৃদ্ধিপায় ইহাই ভাবার্থ। এবং সেই নিরপেক্ষগণের সহিত শ্রীগোবিন্দদেবের ঐ প্রকার আচার বা ব্যবহার দেখা যায় এই হেতু। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন- যদুক্তমিতি। শ্রীভগবান কহিলেন— নিরপেক্ষ মুনি শান্ত নির্ব্বৈর সমদর্শী ভক্তের আমি অনুগমন করি, কারণ তাহার চরণ রজে নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য। এই উভয় হেতুর দ্বারা পরস্পরের অন্তরে ও বাহিরে সংশ্লেষ সমর্থিত হইল। অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিলেন- নিরপেক্ষ আমার প্রেমসেবা ভিন্ন স্পৃহা রহিত, মুনি সর্ব্বদা আমার চিন্তা পরায়ণ শান্ত ইন্দ্রিয় বিক্রমরহিত, নির্ব্বৈর সর্ব্ব প্রকার বিদ্বেষ শূন্য, এবং সমান দৃষ্টিযুক্ত এই প্রকার ভক্তের আমি অনুগমন করি, কি নিমিত্ত? তাহা বলিতেছেন- তাহার চরণরজঃ দ্বারা পবিত্র হইবার নিমিত্ত। পবিত্র হইবার' এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে- শ্রীভগবান কহিয়াছেন- যে আমাকে যে ভাবে ভজন করে আমি সেই ভাবেই ভজনা করি' এই প্রকার আমি যে বহু সাক্ষিগণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারি নাই, কারণ আমার ভক্তগণ গৃহাদিসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার অনুবর্ত্তন করে, অতএব প্রতিজ্ঞা করা ব্রত নির্বাহ করিতে না পারার

১১॥ "স্বাম্যধিকরণম্"–

ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যমুক্তং ; অথ সাম্প্রতথমৈহিক সূখ বৈতৃষ্ণ্যমুচ্যতে । "ভর্ত্তা

তদনুব্রজনমিত্যর্থঃ । হেতুভ্যামিতি–ভক্তস্য নৈরপেক্ষ্যেণ শ্রীগোবিন্দদেবলীলা স্মরণাৎ, শ্রীগোবিন্দদেবাস্যাপি ভক্তানুগমন দর্শনাৎ । তস্মাৎ সালোক্যাদিমুক্তিস্তু তেষাং স্বতঃসিদ্ধা এব ।

সঙ্গতি :–অথাধিকাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকার মাহঃ–"তথাচ" ইতি । স্ফুটার্থম্ ॥ বিমুখাদ্যস্য সংসৃতিং লভন্তে মানবাঃ সদা। সান্মুখ্যাদ্হেলয়া মুক্তিং তং ভজে শ্যামসুন্দরম্ ॥৪৩॥

ইতি অধিকাধিকরণং দশমং সম্পূর্ণম্ ॥১০॥

১১॥ "স্বাম্যধিকরণম্"

স্বভক্তভরণং কৃষ্ণঃ করোতি সর্বদৈব হি ।
"যোগক্ষেমবহাম্যহম্" ইতি শ্রীমুখবাক্যতঃ ॥

ননু–নিরপেক্ষানাং ভগবদ্ভক্তানাং শ্রেষ্টত্বং ন যুক্তিসঙ্গতং ; দেহযাত্রাসুখাপেক্ষায়া দুষ্পরিহরত্বেন

দোষ অপহরণের নিমিত্ত তাহাদের অনুগমন করি, কারণ তাহাদের পরমপবিত্র চরণরেণু স্পর্শেই আমি পবিত্র হইব, সুতরাং পরম প্রীতিসহকারে তাহাদের অনুগমন করি ইহাই অর্থ। হেতুদ্বয়- ভক্তের নিরপেক্ষ ভাবে শ্রীগোবিন্দদেবের লীলাস্মরণ হেতু। শ্রীগোবিন্দদেবেরও ভক্তগণের অনুগমন দর্শন হেতু। অতএব নিরপেক্ষ সাধকগণের সালোক্যাদি মুক্তি স্বতঃ সিদ্ধই হয়।

সঙ্গতি- অনন্তর অধিকাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তথাচেতি। সারার্থ এই যে শ্রীভগবানের বিমুখতাই সংসারের কারণ, সংসার বিনাশেই তাঁহাদের সালোক্যাদি মুক্তি সিদ্ধ লাভ হয়। মানবগণ যাঁহার বিমুখতা বশতঃ সর্ব্বদাই সংসার লাভ করে, এবং যাঁহার সান্মুখ্য হেতু হেলায় মুক্তিলাভ হয়, আমি সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে ভজনা করি।।৪৩।।

এই প্রকার অধিকাধিকরণ দশম সম্পূর্ণ।।১০।।

১১।। স্বাম্যধিকরণ

অনন্তর স্বাম্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমি যোগক্ষেম বহন করি' এই শ্রীমুখ বাক্য হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা নিশ্চিতরূপে নিজভক্তগণকে ভরণপোষণ করেন। যদি বললেন- নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাঁহাদের দেহ যাত্রা সুখাপেক্ষা পরিহারের অভাব হেতু শ্রেষ্ঠতা হানি প্রসঙ্গদোষ হইবে, এই আক্ষেপ সমাধানের নিমিত্ত ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য স্বাম্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহা অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অনন্তর স্বাম্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিবার নিমিত্ত প্রঘট্টক রচনা করিতেছেন-

সন্‌ভ্রিয়মানো বিভাতি" ইতি শ্রুতংতৈত্তিরীয়কে । তত্র সংশয়ঃ । নিরপেক্ষানাং দেহযাত্রা স্বপ্রযত্নাৎ ? উতেশ প্রযত্নাদিতি । তৈস্তৎ প্রযাসস্যানুৎপাদ্যত্বাৎ, স্বপ্রযত্নাদেববেতি প্রপ্তে–

শ্রেষ্ঠতা হানিপ্রসঙ্গাৎ ; এবমাক্ষেপসমাধানায় তেষাং শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থং স্বাম্যধিকরণারম্ভঃ । ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ স্বাম্যধিকরণারণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং প্রঘট্টকমারচয়ন্তি–"ব্রহ্মলোকান্তম্" ইতি। নিরপেক্ষভগবদ্‌ভক্তস্য ভূর্লোকমারভ্য ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যং দেহযাত্রাপ্রযত্নরাহিত্যঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি– "ভর্ত্তা" ইতি । ভর্ত্তা–শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বভক্তানাং পালনং করোতি, তথা ভক্তৈঃ সেব্যমানা স্বধাম্নি দীব্যতি । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–"নিরপেক্ষাণামিতি । নিরপেক্ষণাং ভাগবতোত্তমানাং যা দেহযাত্রা স্বপ্রযত্নাৎ ; অথবা ঈশঃ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রযত্নাৎ ; তথাচ–বৈষ্ণবাঃ স্বপ্রয়াসেন দেহযাত্রাং নির্বাহয়ন্তি ; অথবা–শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বয়ং তান্ পালয়তি ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ– এবং সংশয়বাক্যে পূর্বপক্ষমবতারয়ন্তি–"তৈরিতি । তৈঃ–পরমনিরপেক্ষৈঃ, তৎ প্রয়াসস্য–শ্রীভগবৎপ্রয়াসস্য অনুৎপাদ্যত্বাৎ, স্বপ্রযত্নাদেব দেহযাত্রাং নির্বাহ্যন্তে ; তথাচ–শ্রীভগবদেকহিতৈ

ব্রহ্মেতি। সাধকের ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখের বিতৃষ্ণা কথিত হইয়াছে। সাম্প্রতং অধুনা ঐহিক সুখ বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বর্ণনা করিতেছেন। নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তগণের ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখের বিতৃষ্ণা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছেন, বর্ত্তমান ঐহিক সুখে বিতৃষ্ণা ও দেহ যাত্রা প্রযত্ন রাহিত্য প্রতিপাদন করিতেছেন- ভর্ত্তেতি। ভর্ত্তা হইয়া ভ্রিয়মান হওত শোভা পান, অর্থাৎ ভর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব স্বভক্তগণের পালন করেন, এবং সেই ভক্তগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিজধামে ক্রীড়া করেন, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- নিরপেক্ষেতি। নিরপেক্ষগণের দেহ যাত্রা স্ব প্রযত্নসাধ্যা? অথবা ঈশ্বর প্রযত্নসাধ্যা, অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণের যে দেহ যাত্রা তাহা কি নিজ প্রযত্নেই সম্পন্ন হয়? অথবা ঈশ শ্রীগোবিন্দদেবের প্রযত্নের দ্বারা? সারার্থ— শ্রীবৈষ্ণবগণ নিজ প্রয়াসেই দেহ যাত্রা নির্বাহ করেন? অথবা শ্রীগোবিন্দদেব স্বয়ং তাঁহাদিগকে পালন করেন? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন- তৈরিতি। ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের প্রয়াস উৎপাদন না করিয়াই নিজের প্রযত্নের দ্বারাই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অর্থাৎ পরম নিরপেক্ষগণ শ্রীভগবৎ প্রয়াসের উৎপাদন না করিয়াই নিজ প্রযত্ন দ্বারাই দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, শ্রীভগবানের একমাত্র হিতপোষক নিরপেক্ষ ভক্তগণ শ্রীভগবানের পরিশ্রম সহ্য করিতে পারেন না, বা তাহা অকর্ত্তব্য এই অর্থ। অতএব স্বপ্রযত্নেই তাঁহাদের দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

॥ওঁ॥ স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১১/৪৪॥

স্বামিনঃ সর্বেশ্বরাদেব তেষাং দেহযাত্রা সিদ্ধ্যতি । কুতঃ ? ফল শ্রুতেঃ । "ভর্ত্তা" ইত্যাদৌ তস্যৈব তদ্‌ভর্ত্তৃত্ব শ্রবণাদিতি আত্রেয়ো মন্যতে । "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ (গীতাঃ–৯/২২)। "দর্শন ধ্যান সংস্পর্শৈ মৎস্য কূর্ম্ম বিহঙ্গমাঃ । স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ ! ॥" ইতি তদ্ বাক্যাচ্চ । তৈ স্তৎ প্রয়াসোঽনুৎ পাদ" ইতি তু স্থূলং, তেষাং

র্নিরপেক্ষৈঃ শ্রীভগবৎপরিশ্রমস্যাকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ । তস্মাৎ স্বপ্রযত্নাদেব তেষাং দেহযাত্রা নির্বাহঃ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ– "স্বামিনঃ" ইতি । স্বামিনঃ–সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবাদেব তেষাং নিরপেক্ষ–ভাগবতোত্তমানাং দেহযাত্রা সিদ্ধি র্ভবতি ; এবং কুতঃ ? তত্রাহ–ফলশ্রুতেঃ" ইতি ; তথৈব ফল শ্রবণাদিতি আত্রেয়ো মন্যতে । আত্রেয়ঃ–দত্তাত্রেয়ঃ। স্বামিনঃ ইতি ভাষ্যং প্রকটার্থম্ । অত্রার্থে শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণমাহঃ–"অনন্যাঃ" ইতি । যে জনাঃ অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে, নিত্য অভিযুক্তানাং তেষাং অহং যোগক্ষেমং বহামি" ইত্যন্বয়ঃ ।

অত্র শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্– যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্‌ভূতলীলা পীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চ উপাসতে ভজন্তি, তেষাং নিত্যং সর্বদৈব মযাভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণাং অহমেব যোগক্ষেমং অন্নাদ্যাহরণং তৎ সংরক্ষণঞ্চ বহামি ; অত্র করোমি" ইত্যনুক্ত্বা "বহামি" ইত্যুক্তিস্তু–তৎ পোষণ ভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো, গৃহস্থস্যেব কুটুম্ব পোষণভারঃ" ইতি ব্যনক্তি" ইতি ।

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- স্বামিনেতি। স্বামী হইতেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ইহা মহর্ষি আত্রেয় মনে করেন। অর্থাৎ স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই সেই নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণের দেহযাত্রা সিদ্ধি হয়, এই প্রকার কেন? ফলশ্রুতি হেতু, সেই ভাবেই ফল শ্রুতি শ্রবণ করা যায়, ইহা আত্রেয় শ্রীদত্তাত্রেয় মনে করেন। স্বামী সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই নিরপেক্ষগণের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ সিদ্ধি হয়। কেন ফলশ্রুতিহেতু, 'ভর্ত্তা' ইত্যাদি প্রমাণ বাক্যে তাঁহারই ভর্ত্তৃত্ব শ্রবণ হেতু ইহা আত্রেয় মনে করেন। এই বিষয়ে শ্রীগীতা বাক্য প্রমাণ বলিতেছেন- অনন্যেতি। যে সাধকগণ অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা পূর্ব্বক উপাসনা করে নিত্য অভিযুক্ত সেই সাধকগণের আমি যোগক্ষেম বহন করি। এইশ্লোকের শ্রীগীতাভূষণভাষ্য- যে সাধকগণ অনন্য একমাত্র আমারই প্রয়োজনযুক্ত আমাকে চিন্তা ধ্যান করত সর্ব্বতোভাবে কল্যাণগুণরত্নাশ্রয় রূপে, বিচিত্র অদ্‌ভূত

তথেচ্ছা বিরহাৎ, সত্যসঙ্কল্পস্য তস্য তদভাবাচ্চ । স্বদেহযাত্রয়া তৎ সেবনাৎ তস্যাঃ ফলত্বম্ । অত উক্তং "ম্রিয়মানঃ" ইতি ॥৪৪॥

"ভক্তজনাসক্তস্য মম স্বভোগ্য কান্তাভার বহনমিব তদীয় যোগক্ষেমবহনমতি সুখ প্রদমিতি" শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদাঃ । অথ শ্রীপদ্মপুরাণবাক্যেনাপি তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি—"দর্শন" ইতি । হে পদ্মজ ! মৎস্যা দর্শনেন, কূর্ম্মা ধ্যানেন, বিহঙ্গমাঃ সংস্পর্শনেন যথা স্বানি অপত্যানি পুষ্ণন্তি, তথা অহমপি সর্বতোভাবেন মদ্‌ভক্তান্ পালয়ামি, ইতি । শেষমোতিরোহিতার্থম্ ।

তথাচ—শ্রীগোবিন্দদেবোঽস্মান্ জীবিকয়া পালয়তু ইতি ভক্তানাং কামনাবিরহঃ ; এবং সত্যসঙ্কল্পস্য বিশ্বম্ভরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তপোষণ প্রয়াসাভাবাচ্চ ইতি । ন চ ক্ষুত্তৃট্‌ব্যাকুলানাং ভক্তানাং কথং তদেকরতিসিদ্ধি—রিতি বাচ্যম্ ; তদেকরতানাং তদ্বাধানুদয়াৎ । তথাহি শ্রীভাগবতে—৪/২৯/৪০ তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র—পীয়ূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি । তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ ! গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্‌ভয় শোকমোহাঃ ॥ শ্রীদশমে—১০/১/১৩ নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে । পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ—চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ তস্মাৎ স্বভক্তভরণং শ্রীগোবিন্দদেব এব করোতীতি ভাবঃ॥৪৪॥

লীলামৃতাশ্রয় রূপে দিব্য বিভূতির আশ্রয়রূপে উপাসনা ভজন করে, সেই নিত্য সর্ব্বদাই আমাতে অভিযুক্তগণের যাহারা আমার স্মরণে দেহযাত্রা বিস্মৃত হইয়াছে তাহাদের আমিই যোগক্ষেম অন্নাদির আহরণ ও তাহার সংরক্ষণও বহন করি। এইস্থলে যেগক্ষেম করি না বলিয়া বহন করি শব্দের তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের পোষণ ভার আমিই বহন করি, গৃহস্থ মানব যেমন কুটুম্বগণের পোষণ ভার নিজেই বহন করে সেই প্রকার" ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। এইস্থলে শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী বলেন- শ্রীকৃষ্ণবলেন- কামীপুরুষ যেমন নিজ ভোগ্যা কান্তাকে সুরতকালে বক্ষে বহন করিয়া সুখী হয়, ভক্ত জনাসক্ত আমারও তাহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া সেই প্রকার অতিশয় সুখপ্রদ হয়। অনন্তর শ্রীপদ্ম পুরাণ বাক্যের দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন- দর্শনেতি। হে পদ্মজ! মৎস্যগণ দর্শনের দ্বারা, কূর্ম্মগণ ধ্যানের দ্বারা, বিহঙ্গমগণ স্পর্শের দ্বারা যেভাবে নিজের সন্তানগণক পোষণ করে আমিও সর্ব্বতোভাবে আমার ভক্তগণকে রক্ষা বা পালন করি। নিরপেক্ষ ভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রয়াস উৎপাদন করেন না ইহা সাধারণ কথা, কারণ তাঁহাদের সেই প্রকার ইচ্ছা থাকে না, এবং সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবানের সেই প্রয়াসের অভাব হেতু। নিজদেহ যাত্রার দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবার ফলই ভক্তপোষণ হয়। অতএব ম্রিয়মান এইকথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবেরও ভক্তপোষণে কোন প্রয়াস নাই এই অর্থ।

যদি বলেন— ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যাকুল ভক্তগণের কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণৈক রতি সিদ্ধি হইবে? তাহা বলিতে পারিবেন না, শ্রীকৃষ্ণৈকরত ভক্তগণের ক্ষুধাদির বাধা উদয় হয় না। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- হে নৃপ! মহদ্‌গণের মুখনিসৃত শ্রীগোবিন্দদেব চরিত্র পীয়ূষসারনদী সর্ব্বত্রেই প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যে সাধকগণ গাঢ়কর্ণদ্বারা পান করে তাহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভয় শোক মোহ স্পর্শ করে না। শ্রীদশমে বর্ণিত

অথৈতেষু তদ্ ভর্ত্তৃত্বমেকান্তমিতি । দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি–

॥ওঁ॥আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রয়তে॥ওঁ॥৩/৪/১১/৪৫॥

ইহ "ইতি" শব্দঃ সাদৃশ্যে । স্বামিনস্তস্য নিরপেক্ষ স্বভক্তভরণং আর্ত্বিজ্যসদৃশ্যং ঋত্বিক্ কর্ম্মতুল্যং ভবতি । হি যতো দেহযাত্রাদি সম্পাদনায় তৈ ভক্ত্যা স পরিক্রিয়তে।

অথ শ্রীভাগবতঃ স্বভক্তপালনগুণং মতান্তরেণাপি প্রতিপাদয়িতুং প্রঘট্টকমারচয়ন্তি–"অথ" ইতি । এতেষু নিরপেক্ষভাগবতোত্তমেষু শ্রীভগবদ্ভর্ত্তৃত্বং সর্বতোভাবেন ব্যভিচাররহিতমিতি দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"আর্তিজ্যমিতি । স্বামিনঃ–স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বভক্তভরণকার্য্যমার্ত্তিজ্যসদৃশং ঋত্বিক্কর্ম্মতুল্যং ভবতীতি ঔড়ুলোমি র্মন্যতে ; হি যতো স্বদেহযাত্রাদি-সম্পাদনায় তস্মৈ পরিক্রীয়তে, তৈ র্নিরপেক্ষৈ স শ্রীভগবান্ পরিক্রীয়তে ইত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিসুগমম্ ।

অথ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মবাক্যপ্রমাণেন স্পষ্টমাহঃ–"তুলসী" ইতি । তুলসীদলমাত্রেণ–একমেব তুলসীপত্র মাত্রেণ, তথা জলস্য চুলুকেন চ–অঞ্জলিমাত্র জল প্রদানেন চ, ভক্তবৎসলঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যঃ বিক্রীণীতে ; ভক্তপরাধীনো ভবতীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ–যদ্যপি অগ্নিহোত্রপ্রকরণে তদঙ্গতয়া দক্ষিণা নাম্নায়তে, তথাপি "অহরহর্যজমানঃ স্বয়মগ্নিহোত্রং জুহয়াৎ, পর্বণি বা ; ব্রহ্মচারী বা জুহয়াৎ, ব্রহ্মণা হি স পরিক্রীতো ভবতি ; ক্ষীরহোতা বা জুহয়াৎ ; ধনেন স পরিক্রীতো ভবতি" ইত্যাপস্তম্বধৃত বহবৃচব্রাহ্মণে তত্রাপি দক্ষিণাকার্য্যস্য পরিক্রয়স্যৈব বিধানাৎ, তদ্বলেনাগ্নিহোত্রোঽপি অন্যস্য কর্ত্তৃত্বং

আছে- শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন- হে মুনে! আপনার বদন কমলচ্যুত শ্রীহরিকথামৃত পান করিতে অতিদুঃখ প্রদাক্ষুধা জলাদি ত্যাগ করিলেও বাধা প্রদান করিতেছে না। অতএব নিজভক্তগণের ভরণপোষণ শ্রীগোবিন্দদেবই করেন ইহাই ভাবার্থ।।৪৪।।

অনন্তর শ্রীভগবানের স্বভক্ত পালনগুণ মতান্তরে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রঘট্টক আরচনা করিতেছেন- অথেতি। এই নিরপেক্ষ ভক্তগণে শ্রীভগবানের পালনতা একান্ত ভাবেই হয়, অর্থাৎ এই নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণে শ্রীভগবানের যে ভর্ত্তৃত্বগুণ সর্ব্বতো ভাবে ব্যভিচার রহিত হয়, তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- আর্ত্তিজ্যমিতি। আর্ত্তিজ্যের ন্যায় হয়, ইহা ঔড়ুলোমি মনে করেন, তাঁহাকে পরিক্রয় করেন। অর্থাৎ স্বামী স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের নিজভক্ত ভরণ কার্য্য আর্ত্তিজ্য ঋত্বিক্কর্ম্মতুল্য হয় ইহা মহর্ষি ঔড়ুলোমি মনে করেন। যেহেতু স্বদেহযাত্রাদি সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে পরিক্রয় করেন, সেই নিরপেক্ষ ভক্তগণ শ্রীভগবানকে ক্রয় করেন ইহাই অর্থ। এইস্থলে 'ইতি' শব্দ সাদৃশ্য অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। স্বামী শ্রীভগবানের নিরপেক্ষ নিজ ভক্তগণের ভরণ আর্ত্তিজ্য সদৃশ ঋত্বিককর্ম্ম তুল্য হয়। হি যে হেতু দেহযাত্রাদি সম্পাদনের নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তিরদ্বারা সেই শ্রীভগবান পরিক্রীত হয়েন, ইহা ঔড়ুলোমি মনে করেন। ইহা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম বাক্য প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট বলিতেছেন-

ইত্যৌডুলোমির্মন্যতে । "তুলসীদল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ । বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" (শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধ—২/১/১৪৯) ইত্যাদি স্মৃতেঃ। যজমানেনাপি সাঙ্গায়কর্ম্মণে দক্ষিণয়া ঋত্বিজঃ পরিক্রীয়ন্তে । (ঔডুলোমেরস্য নির্গুণাত্মবাদিত্বাদ্ ভক্তিরিতি রিক্তা ভণিতিঃ) তস্মান্নিরপেক্ষাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৪৫॥

॥ওঁ॥ শ্রুতেশ্চ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১১/৪৬॥

"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি হোবাচেতি" ; তস্মাদু হৈবংবিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ কং তে কামমাগায়নি" (ছা০—১/৭/৯) ইতি ঋত্বিক্ সম্পাদিতস্য

সম্ভাব্যতে এব । তথাহি শ্রীজৈমিনিঃ—৩/৭/১৮ "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" ইতি । অতো ভক্ত্যা শ্রীভগবান্ পরিক্রীতো ভবতীতি । তস্মাৎ পরস্পরানুরক্তবিশেষাৎ নিরপেক্ষা ভাগবতোত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৪৫॥

এবং মতান্তরেণ কর্ম্মফলস্য যজমানগতত্বমুক্ত্বা শ্রুতি প্রমাণেনাপি তৎ প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"শ্রুতেশ্চ" ইতি । শ্রুতিবাক্যপ্রমাণাদপি ঋত্তিক্‌সম্পাদিতস্য কর্ম্মণঃ যজমানগামি ফলং দর্শয়তি ।

অথ ছান্দোগ্যবাক্যেন তৎ প্রমাণমাহঃ—"যামিতি । যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজ আশিষাং আশাসত প্রার্থয়ন্তে তদ যজমানগতং ভবতীতি হোবাচ ইতি । তস্মাদিতি ছান্দোগ্যমন্ত্রম্—তস্মাৎ কর্ম্মফলযজমানগামিত্বাৎ এবম্বিৎ উদ্‌গাতা যজমানং প্রতিব্রূয়াৎ—কং তে এব কামং অভিষ্টং উদ্দিশ্য আগায়ানি উদ্‌গানং কুর্য্যামিতি । তস্মাদ্ যজমানমুদ্দিশ্য যথা ঋত্বিক্ কর্ম্ম ; তথা স্বভক্তমুদ্দিশ্য শ্রীভগবৎ কর্ম্ম ইত্যর্থঃ ।

তুলসীতি। তুলসীদল মাত্রে একটি তুলসী পত্রমাত্রেই তথা জলচুলুকের দ্বারা এক অঞ্জলি মাত্র জল প্রদানের দ্বারা ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দদেব নিজ আত্মাকে বিক্রয় করেন, ভক্তপরাধীন হয়েন ইহাই অর্থ। ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য আছে। যজমানও সাঙ্গ যাগকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত দক্ষিণার দ্বারা ঋত্বিকগণ ক্রয় করেন। (এই ঔডুলোমি নির্গুণাত্মবাদী ছিলেন সুতরাং ভক্তি প্রভৃতি রিক্ত বৃথা বাক্য) অতএব নিরপেক্ষ সাধকগণই শ্রেষ্ঠ। ভাবার্থ এই যে— যদিও অগ্নিহোত্র প্রকরণে যজ্ঞাঙ্গরূপে দক্ষিণা কথিত হয় না, তথাপি 'যজমান অহরহ স্বয়ং অগ্নিহোত্র হবণ করিবে, অথবা পূর্ব্বে করিবে, ব্রহ্মচারী হবন করিবে, ব্রাহ্মণদ্বারা ব্রহ্মচারী ক্রীত হয়, ক্ষীর হোতা হবন করিবে, ধনের দ্বারা তাহা ক্রীত হইবে' ইত্যাদি আপাস্তম্বধৃত বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, সেইস্থানেও দক্ষিণাকার্য্যের পরিক্রয়েরই বিধান করিয়াছেন। সেই শাস্ত্রবলেই অগ্নিহোত্রও অন্যের কর্ত্তৃত্ব সম্ভাবনা হয়। এই বিষয়ে শ্রীজৈমিনি বলিয়াছেন- প্রয়োগ করিতেই শাস্ত্র গমন করে। অতএব ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান পরিক্রীত হয়েন। সুতরাং পরস্পর অনুরাগ বিশেষ হেতু নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণই শ্রেষ্ঠ হয়েন।।৪৫।।

এই প্রকার মতান্তরে কর্ম্মফলের যজমান গামিত্ব নিরূপণ করিয়া শ্রুতি প্রমাণের দ্বারাও তাহা

কর্ম্মণঃ যজমানগামি ফলং দর্শয়তি। তস্মাদ্ ভগবতঃ স্বভক্তভরণং ঋত্বিজো যজমান ভরণ সদৃশং ভবতীতি ভাবঃ ॥৪৬॥

১২॥ *"সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্"*–

অথৈষাং বিদ্যাপ্তানন্তরমনুষ্ঠানংদর্শয়তি । "তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্তঃ" (বৃ০–৪/

সঙ্গতি ঃ–অথ স্বাম্যধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহঃ–তস্মাদিতি ; স্ফুটার্থম্ ॥ বিক্রীতং ভক্তিমূল্যেন স্বাত্মানমপি যঃ সদা । রক্ষতি নিরপেক্ষান্ হি স জীয়াৎ শ্যামসুন্দরঃ ॥৪৬॥

ইতি স্বাম্যধিকরণমেকাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১১॥

১২॥ *"সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্"*

গোবিন্দ–রূপমাধুর্য্য–লীলামৃতমহোদধৌ ।
নিমগ্নানাং পদাম্ভোজ–রজঃ মে মূর্দ্ধ্নালঙ্করু ॥

অথ পূর্বত্র স্বাম্যধিকরণে নিরপেক্ষাণাং স্বদেহযাত্রামনাদৃত্য শ্রীভগবৎপ্রপন্নত্বমুক্তম্ ; অথ তেষাং যাগাদীন্ বিহায় মানসিকস্মরণমেব কর্ত্তব্যমিতি প্রতিপাদয়িতুং সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণারম্ভঃ । ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন- শ্রুতেশ্চেতি। শ্রুতি শাস্ত্রেও, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য প্রমাণ হইতেও ঋত্বিক সম্পাদিত কর্ম্মের ফল যজমানে গমন করে তাহা দেখাইতেছেন। অথ ছান্দোগ্যবাক্যে তাহার প্রমাণ বলিতেছেন- যামিতি। যে কোন যজ্ঞে ঋত্বিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন তাহা যজমানগত হয় ইহা বলিতেছেন। অতএব কর্ম্মফল যজমান গামিত্ব হেতু এই প্রকার জ্ঞানী উদ্‌গতা যজমানকে বলিবে— তোমার কি কামনা উদ্দেশ্য করিয়া আগায়ানি উদ্‌গান করিব? এই স্থলে ঋত্বিক সম্পাদিত কর্ম্মের ফল যজমানের নিকটে গমন করে। অতএব শ্রীভগবানের নিজ ভক্ত ভরণ পোষণ ঋত্বিগের যজমান ভরণের সমান জানিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ।

সঙ্গতি— অথ স্বাম্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তস্মাদিতি। অতএব যজমানের উদ্দেশে যে প্রকার ঋত্বিগের কর্ম্ম, সেইরূপ নিজ ভক্তের উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবানের কর্ম্ম জানিতে হইবে। যিনি ভক্তি মূল্যের দ্বারা স্বাত্মাপর্য্যন্ত বিক্রীত হয়েন, এবং সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ভক্তগণকে রক্ষা করেন সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের জয় হউক।।৪৬।।

এই প্রকার স্বাম্যধিকরণ একাদশ সমাপ্ত।।১১।।

১২।। সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণ

অনন্তর সহকার্য্যন্তর বিধ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের রূপমাধুর্য্য লীলামৃত মহাসাগরে নিমগ্ন ভক্তগণের চরণ সরোরুহের রজঃ আমার মস্তককে অলঙ্কৃত করুন। পূর্ব্বে স্বাম্যধিকরণে নিরপেক্ষ সাধকগণের নিজ দেহ যাত্রাকে অনাদর করিয়া শ্রীভগবৎ প্রপন্নত্ব কথিত হইয়াছে, অতঃপর

৪/২৩) ইত্যাদি । "আত্মা বা অরে ! দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ০–৪/৫/৬) ইত্যাদিশ্রুয়তে । অথ শমাদীনি ধ্যানান্তানি ব্রহ্মলিপ্সোরনুষ্ঠেয়ানি ? উত তৎ স্বরূপগুণ চরিতানি স্মর্ত্তব্যানীতি সন্দেহে, সঞ্জাতাপি বিদ্যা শমাদীন্ বিনা স্থৈর্য্যং নোপগচ্ছেদতস্তান্যনুষ্ঠেয়ানীতি প্রাপ্তে–

বিষয় ঃ–অথ সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথৈষামিতি" । অথ এষাং নিরপেক্ষানাং ভাগবতোত্তমানাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভানন্তরং অনুষ্ঠান প্রকারং দর্শয়ন্তি–"তস্মাদিতি । তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতি তু কৃৎস্নশ্রুতিঃ । শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্বাতিশয়ং মহিমানং বিদিত্বা পাপকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে ; তস্মাৎ এবং বিৎ সাধকঃ শান্তঃ সমাদিগুণবিশিষ্টঃ, দান্তঃ দমাদিগুণালঙ্কৃতঃ, উপরতঃ–ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতঃ তিতিক্ষুঃ সুখদুঃখাদিসহনশীলঃ সমাহিতো মনোভূত্বা আত্মনি মনস্যেবাত্মানং শ্রীগোবিন্দদেবং পশ্যতি, তৎ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যলীলাদীননুভবতি ইতি। "আত্মা বা" ইতি ।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ইতি । ইতি তু পূর্ণাশ্রুতিঃ। অত্র শমাদীনি-শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষাদীনি ; ধ্যানমত্র–মানসিকধ্যানম্, তানি সর্বাণি ব্রহ্মলিপ্সোঃ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য-চরণসেবাভিলাসিনঃ অনুষ্ঠেয়ানি ইতি শ্রুতেস্তাৎপর্য্যম্ । ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ–অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–কিমেতানীতি" অতিরোহিতার্থম্ । ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–সঞ্জাতাপি" ইতি স্পষ্টম্ । তথাচ–শমদমতিতিক্ষাদীন্ বিনা কেবলা বিদ্যাস্থিরতা নোপগচ্ছতি তস্মাত্তানি সর্বদৈবানুষ্ঠেয়ানীতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

তাঁহাদের যাগাদি কার্য্য পরিত্যাগ করত মানসিক স্মরণই কর্ত্তব্য' ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সহকার্য্যন্তর বিধ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়- অনন্তর সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- অথেতি। অনন্তর নিরপেক্ষগণের বিদ্যাপ্রাপ্তির পরে অনুষ্ঠান দেখাইতেছেন। অর্থাৎ এই নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণের ব্রহ্মবিদ্যালাভানন্তর অনুষ্ঠান প্রকার দেখাইতেছেন- তস্মাদিতি। অতএব এই প্রকার জ্ঞানী শান্ত দান্ত, উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বাতিশয়মহিমা জানিয়া পাপকর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না, অতএব এইরূপ জ্ঞানী সাধক শান্ত শমাদিগুণ বিশিষ্ট, দান্ত দমাদিগুণালঙ্কৃত, উপরত ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যরহিত, তিতিক্ষু সুখদুঃখাদি সহনশীল, সমাহিত মন হইয়া আত্মাতে মনে আত্মাকে শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য লীলাদি অনুভব করেন। আত্মেতি- অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দর্শন যোগ্য দ্রষ্টব্য- দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিবার যোগ্য হয়েন। ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়। ব্রহ্মলাভেচ্ছু সাধক শমাদি হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবেন? ইহা কথিত হইয়াছে। এইস্থলে শমাদি বলিতে- শমদম উপরতি তিতিক্ষাদি। ধ্যান মানসিক এই সকল ব্রহ্মলিপ্সু শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ সেবাভিলাসি সাধকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, ইহাই শ্রুতি তাৎপর্য্য, এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

॥ওঁ॥ সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১২/৪৭॥

ইহ সহকার্য্যান্তরাণি শমদমাদীনি অভিধীয়ন্তে, যজ্ঞাদীনাং সমাদীনাঞ্চ বিদ্যাসহকাত্বেন পূর্বং নিরূপণাৎ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"সহেতি–শ্রুতিষু যানি শমাদীনি অভিধীয়ন্তে ; তানি সহকার্য্যন্তরাণি ; তথাচ–যাগাদীনাং শমাদীনাঞ্চ বিদ্যাসহকারিত্বেন যন্নিরূপিতং, তত্তু বিধিঃ, সাশ্রমপক্ষেণ গ্রাহ্যম্ ; তানি সাশ্রমৈর্ভগবদ্ভক্তৈঃ পালয়িতব্যানিতি । কিন্তু তদ্বতঃ–শ্রীগোবিন্দদেবস্য-চরণারবিন্দযুগলস্য–প্রেমসেবাকামবতঃ নিরপেক্ষস্য তৃতীয়ং মানসিক স্মরণং সেবনং বা অনুষ্ঠেয়মিতি । অত্র দৃষ্টান্তমাহ–"বিধ্যাদিবদিতি" ।

যথা–সঞ্জাতবিদ্যস্য সাশ্রমস্য সন্ধ্যোপাসনাদিবিধিরাবশ্যকঃ । তথা তস্য নিরপেক্ষস্য শ্রীগোবিন্দদেব–রূপ–গুণ–লীলা–সৌন্দর্য্য–মাধুর্য্যাদীনাং স্মরণমেবাবশ্যকমিতি, তদেব তস্য বিধিরিত্যর্থঃ । "ইহ সহকার্য্যন্তরাণি" ইতি ভাষ্যাংশং স্পষ্টম্ । "মনসা" ইতি । ইদং–শ্রীভগবৎসেবাসৌভাগ্যং মনসা–মানসিকানুষ্ঠানেন এব আপ্তব্যং সাধকৈরিতি শেষঃ ।

ননু–মানসিকসেবানুষ্ঠানকারী সাধকঃ জপার্চ্চনাদিকং নৈব কুর্য্যাৎ ; ইতিচেৎ ? তত্রাহঃ–নচেতি। শেষমতিরোতার্থম্ । অথ ধ্যানস্য মাহাত্ম্যবিশেষং–তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–১/২/১৭৮ "ধ্যানম্–রূপ–গুণ–ক্রীড়া–সেবাদেঃসুষ্ঠু চিন্তয়ম্" তত্র সেবাধ্যানং–যথা পুরাণান্তরে–মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং সদা । পরে বাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥ টীকাচাত্র শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুপাদানাং–

মানসেন" ইত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তকথা চ যথা–"প্রতিষ্ঠানপুরে কশ্চিদ্বিপ্র আসীৎ ; স চ দরিদ্রোঽপি কর্ম্মধীনমাত্মানং মন্যমানঃ শান্ত এবাসীৎ । স তু সরলবুদ্ধিঃ কদাচিৎ বিপ্রেন্দ্রাণাং সদসি বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ শুশ্রাব । তে চ ধর্ম্মা মনসাপি সিধ্যন্তীতি শ্রুত্বা দরিদ্রঃ স্বয়ং তথৈবাচরিতুমারব্ধবান্ । ততশ্চ

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- কিমিতি। এই সকল সাধক নিরপেক্ষগণ কি অনুষ্ঠান করিবেন? অথবা শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপগুণ চরিতাদি স্মরণ করিবেন? ইহাই সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- সঞ্জাতাপীতি। বিদ্যা সঞ্জাত হইলে ও শমাদির অনুষ্ঠান বিনা স্থিরতা লাভ করিবে না, অতএব তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অর্থাৎ শমদমতিতিক্ষাদি বিনা কেবল বিদ্যা স্থিরতা লাভ করে না, সুতরাং শমাদি সাধন সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত— এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- সহেতি। সহকারি শমাদি সাশ্রম পক্ষে বিধি হয়, নিরপেক্ষের তৃতীয় স্মরণাদি কর্ত্তব্য, যেমন

তেষাং বিধিঃ সাশ্রমপক্ষেণ গ্রাহ্যোঽপূর্বত্বাৎ । ন তু নিরাশ্রমপক্ষেণ ; তত্র স্বতঃ সিদ্ধেঃ । কিন্তু তৎস্বরূপাদীনি তেন স্মর্ত্তব্যানীতি ।

তদিদমাহ—তৃতীয়ং মানসিকমেবানুষ্ঠেয়ম্ ; "মনসৈবেদ মাপ্তব্যম্" (কঠ০—২/১/১১) ইতি শ্রুতেঃ ।

কায়িক বাচিকয়োঃ শ্রবণমননয়োর্বা অপেক্ষয়া মানসিকং ধ্যানং তৃতীয়ং ভবতি।

গোদাবরী স্নান পূর্বকং নিত্যকর্ম্মসমাপ্য শান্তমতি র্ভূত্বা বিবিক্তাসনঃ প্রাণায়ামাদিকর্ম্মপুর্বকং স্থিরী ভূয় মনসৈবাভিমতাং শ্রীহরিমুর্ত্তিং স্থাপয়িত্বা স্বয়ং দুকূলাদিকং পরিধায় তাং প্রণম্য দৃঢ়ং পরিকরং বদ্ধা তৎসদনং সম্মার্জ্য রাজত—সৌবর্ণঘটৈঃ সর্বেষাং গঙ্গাদিতীর্থানাং জলমাহৃত্য তথা নানাপরিচর্য্যাদ্রব্যাণ্যুপানীয় তদীয়ং স্নপনাদিকমারাত্রিকান্তং মহারাজোপচারং সমাপ্য চ দিনং সুখাতিশয়মাপ্নুবন্নাসীৎ ।

তদেবং বহুষু কালেষু গতেষু কদাচিৎ সঘৃতং পরমান্নং নির্ম্মায়, সৌবর্ণপাত্রেণ তদ্‌ভোজনার্থ-মুখাপ্যস্থিতঃ, তপ্ত—তয়া স্ফুরিতে তস্মিন্ প্রবিষ্টমঙ্গুষ্ঠযুগলং দগ্ধং প্রতীয়ন্ "হন্ত তদিদং দুষ্টংজাতম্" ইতি দুঃখেন তদ্ধিত্বা সমাধিভঙ্গেঽপি জাতে দগ্ধাঙ্গুষ্ঠতয়া বহিরপি পীড়িতো বভূব । তদবধায় বৈকুণ্ঠে সমুপবিষ্টেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেন হসতা শ্রীপ্রভৃতিভিঃ তৎ কারণং পৃষ্টেন চ সতা তং স্বনিকটং বিমানেন আনয়ামাস ; তথাবিধতয়া দর্শয়ামাস ; স্বনিকটে যোগ্যতয়া স্থাপয়মাস চ ইতি"। ইতি । তস্মাৎ

শমাদিবিধি। অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্রে যে শমাদি বিধি অভিহিত হইয়াছে তাহা সহকারী, যাগাদি শমাদি সাধক সকল বিদ্যার সহকারি রূপে যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, সেই বিধি সাশ্রমপক্ষেই গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আশ্রমবাসি ভগবদ্ভক্তগণই পালন করিবেন। কিন্তু তদ্বতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ যুগলের প্রেমসেবা কামি নিরপেক্ষ সাধকের 'তৃতীয়' মানসিক স্মরণ বা সেবাই অনুষ্ঠেয়। এইস্থলে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- বিধ্যাদিতি। যে প্রকার সঞ্জাতবিদ্য সাশ্রমিসাধক সন্ধ্যোপাসনাদি বিধি অবশ্যই পালন করিবেন, সেই প্রকার নিরপেক্ষ সাধকের শ্রীগোবিন্দদেব রূপ গুণলীলা সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির স্মরণ করা আবশ্যক, তাহাই তাঁহার বিধি ইহাই অর্থ। এইস্থলে অন্যের সহকারিরূপে শমাদি অভিহিত হইয়াছে যাগাদিকর্ম্ম ও শমাদি সাধক বিদ্যালাভের সহকারিরূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাদের বিধি সাশ্রমভক্ত পক্ষেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ তাহা অপূর্ব্ব হেতু। কিন্তু নিরাশ্রম পক্ষে তাহা গ্রাহ্য নহে, কারণ তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবেই পালিত হয়। কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপাদি তিনি স্মরণ করিবেন।

তাহা বলিতেছেন- তৃতীয়, শ্রীগোবিন্দদেবের প্রসাদমাত্র কামি নিরপেক্ষের তৃতীয় মানসিক স্মরণাদিরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য 'মনের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আছে, অর্থাৎ এই শ্রীভগবৎসেবা সৌভাগ্য মানসিকানুষ্ঠানের দ্বারা সাধকগণ প্রাপ্ত করিবেন। কায়িক ও বাচিক, শ্রবণ ও মনন এই উভয়ের অপেক্ষা মানসিক ধ্যান তৃতীয় হয়। তাহার আবশ্যকত্ব রূপে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- বিধ্যাদিবদিতি। যে প্রকার সাশ্রমী সাধকের সন্ধ্যোপাসনাদি বিধি অবশ্যকর্ত্তব্য সেই প্রকার নিরপেক্ষ সাধকেরও স্মরণবিধি

আবশ্যকত্বে দৃষ্টান্তো–বিধ্যাদিবদিতি । যথা সাশ্রমস্য সন্ধ্যোপাসানাদিবিধিরাবশ্যকস্তদ্বৎ। তস্মাৎ সঞ্জাতবিদ্যেন নিরপেক্ষেণ তৎ স্বরূপাদিবিচিন্ত্যমিতি । ন চাস্য জপার্চ্চনাদিকং নিবার্য্যতে ; ধ্যানেনৈব তস্যাপি প্রাপ্তেঃ । তৎ প্রধানত্বাদ্বা তদ্ ব্যপদেশঃ। তদেবং ত্রেধা বিদ্যাজুষঃ সানুষ্ঠিতয়ো নিরূপিতাঃ ॥৪৭॥

আশ্রমরহিতানাং নিরপেক্ষভাগবতোত্তমানাং শ্রীগোবিন্দদেবস্যারাধনং মানসিকমেবানুষ্ঠেয়মিতি ।

সঙ্গতি ঃ–অথ সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ–"তদেবমিতি" । স্পষ্টম্ তথাচ–সনিষ্ঠ–পরিনিষ্ঠিত–নিরপেক্ষভেদেন ত্রেধাবিদ্যাজুষো দর্শিতাঃ ॥ সৌন্দর্য্যামৃতবারিধিং লীলাকল্লোলপূর্ণিতম্। রাধিকাহৃদয়ানন্দং স্মরামি শ্যামসুন্দরম্ ॥৪৭॥

ইতি সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণং দ্বাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১২॥

অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। অতএব সঞ্জাতবিদ্যনিরপেক্ষ সাধককর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপগুণ লীলাদি অবশ্যই চিন্তনীয়। যদি বলেন- মানসিক সেবানুষ্ঠানকারী সাধক জপার্চ্চানাদি করিবেন না? তাহা বলিতে পারিবেন না, তাহা বলিতেছেন- নচেতি। নিরপেক্ষ সাধকের জপার্চ্চনাদি নিবারণ করিতেছেন না, কারণ ধ্যানের দ্বারাই জপ অর্চ্চনাদিও প্রাপ্ত হয়। অথবা ধ্যান বা মানসিক সেবারই প্রধানতা হেতু তাহার ব্যপদেশ মানসিক নামেই উল্লেখেকরা হইয়াছে।

মানসিক ধ্যানের মাহাত্ম্য বিশেষ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে- শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ ক্রীড়া সেবাদির সুষ্ঠুভাবে চিন্তনকেই ধ্যান বলে। তন্মধ্যে সেবাধ্যান পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে- অপর সাধকগণ মানসোপচারে শ্রীহরিকে সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিয়া অবাঙ্মানসগোচর তাঁহাকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন। এইশ্লোকের টীকায় শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন- মানসেন' এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে একটি কথা আছে- প্রতিষ্ঠান পুরে একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি মহাদরিদ্র হইলেও নিজ কর্ম্মাধীন ফল ভোগী আত্মা' মনে করিয়া শান্ত ছিলেন, সেই সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কোন সময় ব্রাহ্মণগণের সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম মনের দ্বারা আচরণ করিলেও সিদ্ধ হয়,' এই প্রকার শ্রবণ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বয়ং মানসিক সেবা আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ গোদাবরী নদীতে স্নান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপণ করত শান্তমতি হইয়া একান্ত স্থানে প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম পূর্ব্বক স্থির হইয়া মনের দ্বারা মনোমত শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, নিজে বিশুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করত শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া, দৃঢ়ভাবে তুন্দ বন্ধন পূর্ব্বক মন্দির মার্জনা করিয়া, রজত ও সুবর্ণ ঘটে গঙ্গাদি সকলতীর্থ বারি আনয়ন করতঃ এবং নানা প্রকার পরিচর্য্যার দ্রব্য সকল একত্র করিয়া শ্রীহরির স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক পর্য্যন্ত মহারাজোপচারে পূজা সমাপন করিয়া প্রতিদিন অতিশয় সুখে যাপন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে কোন একদিন সঘৃত পরমান্ন নির্ম্মাণ করিয়া সুবর্ণ পাত্রে শ্রীহরির ভোজনের নিমিত্ত উঠাইয়া রাখিলেন, পরে তাহা তপ্তরূপে স্ফুরিত হইলে সেই পরমান্নে প্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দগ্ধ হইল মনে করিয়া 'হায় হায় এই পরমান্ন শ্রীভগবানের অযোগ্য হইল' এইরূপে তাহা দুঃখের সহিত পরিত্যাগ করত সমাধিভঙ্গ হইলে পরে অঙ্গুষ্ঠদগ্ধরূপে

১৩॥ "গার্হস্থ্যাধিকরণম্"—

সনিষ্ঠাদিষু ত্রিষু বিদ্যাভাক্ত্বং নির্ণীতম্ । তস্য স্থৈর্য্যায়ারভ্যতে । ছান্দোগ্যান্তে শ্রূয়তে (ছ০–৮/১৫/১) "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথা বিধানং গুরোঃ

১৩॥ "গার্হস্থ্যাধিকরণম্"

গৃহাশ্রমরতাভক্তাঃ সর্বাশ্রমবরা মতাঃ ।
অন্যাশ্রমনিবাসিনাং তত্র পালনসম্ভবাৎ ॥

পূর্বত্র "জ্যায়াধিকরণে (৩/৪/৯/৩৯) অধিকা-ধিকরণে চ (৩/৪/১০/৪১) নিরপেক্ষাণাং শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদিতম্ ; কিন্তু তে এব প্রকৃষ্টবিদ্যাবন্তঃ" ইতি ন যুক্তিসঙ্গতম্ ; ছান্দোগ্যোপনিষদান্তে গৃহাশ্রমিণ এব যথোক্তধর্ম্মানুষ্ঠায়িনো বিদ্যা–তৎফল লাভবর্ণন দর্শনাৎ, আশ্রমান্তরনিবাসিনাং বিদ্যালাভো ন ভবেদিতি; এবং শঙ্কাসমাধানার্থং গার্হস্থ্যাধিকরণারম্ভঃ । ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ–অথ গার্হস্থ্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–ছান্দোগ্যেতি । তথাচ–ত্রিবিধেষু বিদ্যানিষ্ঠেষু বিদ্যাস্থিরতামাপাদয়িতুং ছান্দোগ্যবাক্যমবতারয়ন্তি । আচার্য্যকুলাৎ–গুরুগৃহাৎ সাঙ্গমর্থসহিতং বেদমধীত্য

বাহিরেও পীড়িত হইলেন। বৈকুণ্ঠে সুখাসনে সমুপবিষ্ট শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তাহা জানিয়া হাস্য করিলেন, শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি প্রিয়াগণ হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বিমানের দ্বারা নিজের নিকটে আনয়ন করেন, এবং প্রিয়াবৃন্দকে দগ্ধাঙ্গুষ্ঠরূপে দর্শন করান, এবং সেই সেবকের যোগ্যতা জানিয়া স্বনিকটে সেবা প্রদান করত স্থাপন করেন। অতএব আশ্রমরহিত নিরপেক্ষ ভাগবতোত্তমগণের শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা মানসিক ভাবেই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

সঙ্গতি— এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তদেবমিতি। এই প্রকার ত্রেধা সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভেদে ত্রিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত বিদ্যাসেবী প্রদর্শিত হইলেন। সৌন্দর্য্যামৃত পারাবার লীলা কোলাহল পরিপূর্ণ শ্রীরাধিকার হৃদয়ানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্মরণ করি।।৪৭।।

এই প্রকার সহকার্য্যন্তর বিধ্যধিকরণ দ্বাদশ সম্পূর্ণ।।১২।।

১৩। গার্হস্থ্যাধিকরণ

অন্যান্য আশ্রমাবাসিগণের গৃহস্থাশ্রমে পালনকরা সম্ভব হেতু গৃহস্থাশ্রমনিরত ভক্তগণই সকল আশ্রম বাসিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানিতে হইবে। পূর্ব্বে জ্যায়াধিকরণে ও অধিকাধিকরণে নিরপেক্ষ সাধকগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাই প্রকৃষ্ট বিদ্যাযুক্ত' ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষে যথোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারি গৃহাশ্রমিরই বিদ্যা ও বিদ্যার ফললাভ দেখা যায়, অপর অন্য আশ্রমবাসিগণের বিদ্যা লাভ হইবে না,' এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত গার্হস্থ্যাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাথ অধিকরণ সঙ্গতি।

কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্বাণি ভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।" ইতি। অত্র গার্হস্থ্যেনোপসংহারাৎ তদিতরেষু বিদ্যা ন ভবতীতি প্রতীয়তে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ ত্যাগোক্তিস্তু স্তুতিপরতয়া

যথাবিধানং—শাস্ত্রোক্তবিধানমনুসৃত্য গুরুদক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্য চ কুটুম্বে—গৃহস্থাশ্রমে শুচৌ দেশে গুরৌ সবিধে যদধ্যয়নং কৃতং তৎ স্বাধ্যামধীয়ানো ধর্ম্মযুক্তান্ কর্ম্মান্ বিদধৎ আত্মনি স্বোপাস্যে সর্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য—শেষমতিরোহিতার্থম্।

তথাচ—উপনীতো ভূত্বা তদনন্তরং শ্রীগুরোঃ শুশ্রূষণরূপং কর্ম্মকৃত্বা অতিশেষেণাবশিষ্টেন কালেন যথাবিধানং—পবিত্রপাণিত্ব—প্রাঙ্মুখত্বাদিবিধিমনতিক্রম্য বেদমধীত্য ততোঽভিসমাবৃত্য—ব্রতবিসর্জনং কৃত্বা কুটুম্বে গৃহাশ্রমে স্থিতঃ সন্ পাবিত্রে দেশে স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ানো বিহিতানি কর্ম্মাণি চ যথাশক্ত্যানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকান্ পুত্রানুৎপাদয়ন্ সর্বেন্দ্রিয়াণি শ্রীগোবিন্দদেবে সংপ্রতিষ্ঠাপ্য যজ্ঞোভ্যোঽন্যত্র সর্বাণি ভূতান্যহিংসন্ যাবদায়ুষমেবং বর্ত্তমানো ব্রহ্মলোকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমভিসম্পদ্য ততঃ পুনর্নাবর্ত্ততে, স গৃহাশ্রমী বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বষক্যে ভবতি সন্দেহঃ ; কিং গৃহী এব বিদ্যাভাগ্ ভবতি ? অথবা

পুর্ব্বে সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত এবং নিরপেক্ষ এই ত্রিবিধ সাধকই বিদ্যা লাভ করেন তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তাহাদের স্থিরতার জন্য অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অর্থাৎ ত্রিবিধবিদ্যানিষ্ঠগণের মধ্যে বিদ্যার স্থিরতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

বিষয়— অনন্তর গার্হস্থ্যাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- ছান্দোগ্যেতি। ছান্দোগ্যোপনিষদের অন্তে শ্রবণ করা যায়, আচার্য্য সমীপে বেদাধ্যয়ন করিয়া যথাবিধানে শ্রীগুরুর দক্ষিণাদি কর্ম্ম সমাপণ করত সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক কুটুম্বে শুদ্ধদেশে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সকল আচরণ করত আত্মাতে ইন্দ্রিয় সকল স্থাপন করিয়া তীর্থ বিনা সকল প্রকার প্রাণীহিংসা না করিয়া এইভাবে যাবৎ পরমায়ুকাল অবস্থান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন,তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া অনন্তর শ্রীগুরুদেবের শুশ্রূষারূপ কর্ম্ম করত অবশিষ্টকালে যথা বিধানে পবিত্রপাণি পূর্ব্বমুখাদি হইয়া বিধির অতিক্রম না করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া ব্রত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুটুম্বে গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া পবিত্রদেশে শ্রীগুরুদেবের নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই বেদাদি অধ্যয়ন বেদ বিহিত সকল যথাশক্তি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধার্ম্মিকপুত্রগণ উৎপাদন করিয়া ইন্দ্রিয় সকল শ্রীগোবিন্দদেবে প্রতিষ্ঠিত করতঃ যজ্ঞ বিনা অন্যত্র সকল প্রকার প্রাণী হিংসা পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ পরমায়ুকাল এইভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মলোক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক অভিগমন করত তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না, সেই গৃহাশ্রমী বিমুক্ত হয় ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

নেয়া। ঈদৃশং ব্রহ্ম যদর্থং সর্বং ত্যাজ্যমিতি ।

গৃহস্থস্যৈব যথোক্তানুষ্ঠাতু ব্রহ্মসম্পত্তিরিত্যুপসংহারস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে–

॥ওঁ॥ কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১৩/৪৮॥

শঙ্কাচ্ছেদায় "তু" শব্দঃ । গৃহস্থেনোপসংহারস্তস্যৈব যথোক্ত কর্ত্তুর্মুক্তিরিত্যভিপ্রৈতীতি

আশ্রমান্তরনিষ্ঠোঽপি তদ্‌ভাগ্‌ভবতীতি এবং সন্দেহবাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"অত্র" ইতি । অত্র ছান্দোগ্যোপনিষদি দ্বিজাতিধর্ম্মবর্ণনে ব্রাহ্মণা গার্হস্থ্যেনোপসংহারাৎ–ফলোপলম্ভনপর্য্যন্তবর্ণনাৎ গৃহস্থস্য এব বিদ্যা ভবতীতি, তদিতরেষু আশ্রমবাসিষু বিদ্যা ন ভবতীতি প্রতীয়তে ।

ননু–তথাত্বে–জাবালোপনিষদি–৪/১ "গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ" মনুস্মৃতৌ চ–(৬/৩৯) যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ । তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ শ্রীভাগবতে–১/১৩/

সংশয়— এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ হইতেছে- গৃহস্থ ভক্তই কি বিদ্যালাভ করেন? অথবা আশ্রমান্তর নিষ্ঠসাধকও বিদ্যা লাভ করেন? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ- এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- অত্রেতি। এইস্থলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বর্ণনের দ্বারা উপসংহারহেতু, অতিরিক্ত আশ্রমে বিদ্যালাভ হয় না ইহাই প্রতীতি হইতেছে। অর্থাৎ এই ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিজাতি ধর্ম্ম বর্ণনে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গার্হস্থ ধর্ম্মেই উপসংহার করা হয়, এবং চরমফল ব্রহ্মলাভ পর্য্যন্ত বর্ণন হেতু গৃহস্থেরই বিদ্যালাভ হয়, তাহা ভিন্ন অন্য আশ্রমবাসিগণে বিদ্যোৎপত্তি হয় না ইহাই প্রতীতি হইতেছে। যদি বলেন- এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে জাবালোপনিষদে বর্ণিত- গৃহবাসী হইয়া বনবাসী হইবে। মনু স্মৃতিতে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতগণকে প্রদান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন তাহার ব্রহ্মবাদিগণের তেজোময় লোক সকল প্রাপ্ত করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যে মানব স্বয়ং বা অন্য হইতে নির্ব্বেদ জাত হইলে যে আত্মবান শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করত গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করে সেই নরোত্তম হয়। শ্রীসপ্তমে বর্ণিত আছে- আত্মপাতের স্থান অন্ধকূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করত শ্রীহরিচরণারবিন্দ আশ্রয় করিবে। ইত্যাদি গৃহত্যাগ সমর্থক বাক্যগণের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন- ক্বচিদিতি। এই প্রকার কোন কোন স্থানে ত্যাগোক্তি দেখা যায় তাহা স্তুতি পরক ভাবেই গ্রহণীয়।

এই প্রকার অনন্তগুণানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম হয়, যাহাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলপরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং যথোক্ত ধর্মানুষ্ঠানকারী গৃহস্থেরই ব্রহ্ম সম্পত্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, এই ভাবে ছান্দোগ্যের উপসংহারবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব গৃহস্থেরই বিদ্যালাভ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

নার্থঃ, কিন্তু কৃৎস্নভাবাদেব তেন সঃ । গৃহস্থং প্রতি বহুলায়াসা বহবঃ স্বাশ্রমধর্ম্মাঃ কার্য্যত্বেনোপদিষ্টাঃ । আশ্রমান্তর ধর্ম্মাশ্চ যথাযথমহিংসা–ইন্দ্রিয় সংযমাদয়ঃ । ততশ্চ কৃৎস্নানাং ধর্ম্মানাং তত্র সত্ত্বাৎ তেনাসৌ ন বিরুধ্যত ইতি । তথাচ স্মৃতিঃ (বি০–পু০–

---

২৬ যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্ । হৃদিকৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ শ্রীসপ্তমে চ–৭/৫/৫ হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত" ইত্যাদিগৃহত্যাজকবাক্যানাং কা গতিঃ ? তত্রাহঃ–"ক্বচিদিতি" । শেষং সুগমম্ । তস্মাদ্গৃহস্থস্যৈব বিদ্যাবির্ভবতীতি পূর্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ–এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সমাধানসূত্র মবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"কৃৎস্নভাবাৎ" ইত্যাদি । পূর্বোক্তশঙ্কা নিরাশয় সূত্রে "তু" কারং দত্তম্ । ছান্দোগ্যোপনিষদি যো গৃহস্থেনোপসংহারঃ, তত্তু তেষামেব বিমুক্তিরিতি নার্থঃ, কিন্তু কৃৎস্নভাবাদেব ; সর্বেষামাশ্রমধর্ম্মাণাং তত্রান্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ ।

তথাচ–গৃহাশ্রমস্থানাং অহিংসা–ইন্দ্রিয়সংযমাদয়োধর্ম্মাঃ বাহুল্যেন বর্ণনাৎ গৃহস্থেনোপসংহারঃ কৃতঃ; ন তু তেষামেব বিদ্যালাভার্থমিত্যর্থঃ । অথ মানবানাং পরো ধর্ম্মঃ–তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/১১/৭–১২ ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ । স্মৃতং চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ । অহিসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥ সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ । নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ । তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ! ॥ শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ । সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ নৃণামযং পরো ধর্ম্মঃ সর্বেষাংসমুদাহৃতম্ । ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ ! সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ অথ গৃহস্থধর্ম্মঃ–৭/১৪/২-৫, গৃহেস্ববস্থিতো রাজন ! ক্রিয়াঃ কুর্বন্ গৃহোচিতাঃ । বাসুদেবার্পণং সাক্ষাৎ উপাসীত মহামুনীন্ ॥ শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্র অবতারণা করিতেছেন- কৃৎস্নেতি। কৃৎস্নভাবে হেতু গৃহির দ্বারা উপসংহার করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বিনাশের নিমিত্ত সূত্রে তু কার প্রদান করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে যে গৃহস্থ ধর্ম্মের বর্ণনাদ্বারা উপসংহার করিয়াছে, তাহা গৃহিগণেরই মুক্তি হইবে এই অর্থ নহে, কিন্তু কৃৎস্নভাব হেতু, সকল আশ্রমধর্ম্মের গৃহস্থেই অন্তর্ভুক্ত হয় এই হেতু ইহাই অর্থ। শঙ্কা ছেদনের নিমিত্ত তু শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহস্থেনোপসংহারঃ' শব্দের দ্বারা যথোক্তগৃহস্থ ধর্ম্মকারিরই মুক্তি অভিপ্রেত' ইহাই অর্থ নহে, কিন্তু কৃৎস্নভাব হেতু উপসংহার করিয়াছেন। কারণ গৃহস্থের প্রতি বহুলায়াসযুক্ত অনেকপ্রকার স্বাশ্রমধর্ম্ম সকল কর্ত্তব্যারূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। আশ্রমান্তর ধর্ম্মসকল, যেমন অহিংসা ইন্দ্রিয় সংযমাদি। অতএব সমগ্র ধর্ম্মসমূহের গৃহাশ্রমে বিদ্যমান হেতু তাহার দ্বারা উপসংহার করা বিরোধ হয় না। অর্থাৎ গৃহাশ্রমীসাধকের অহিংসা ইন্দ্রিয় সংযমাদি ধর্ম্মসকল বাহুল্যরূপে বর্ণনা করায় গৃহস্থেই উপসংহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যালাভের নিমিত্ত নহে ইহাই অর্থ। সাধারণ

৩/৯/১১) "ভিক্ষাভুজাশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাট্ ব্রহ্মচারিণঃ । তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥ ইত্যাদ্যা ॥৪৮॥

যস্মাদাশ্রমান্তরাণি শ্রূয়ন্তে ; অতো ধর্ম্ম কাৎস্ন্যাদেব গার্হস্থ্যেনোপসংহারো মন্তব্যঃ ; ইত্যাহ–

কথামৃতম্ । শ্রদ্ধধানো যথাকালমুপশান্ত–জনাবৃতঃ ॥ সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু । বিমুচ্যেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ যাবদর্থপুমাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ । বিরক্তো রক্তবৎ তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥ ইত্যারভ্য–৭/১৫/৬৭ এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মাভিঃ । গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াৎ রাজংস্তদ্‌ভক্তিভাঙ্‌নরঃ ॥

শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান্–১১/১৭/৫০-৫৪ বেদাধ্যায়–স্বধা–স্বাহা–বল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ । দেবর্ষি–পিতৃ–ভূতানি মদ্ভক্তপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥ যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জিতেন বা । ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥ কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি । বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থ-সঙ্গমঃ । অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্ । ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মামো নিরহংকৃতঃ ॥ ইত্থং গৃহস্থানাং ধর্ম্মাঃ। তস্মাৎ সমগ্রাণাং ধর্ম্মানামত্র গৃহস্থাশ্রমে সমাবেশাৎ তত্রৈবোপসংহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ তস্মাদেব আশ্রমান্তরাণাং পালনমপি ভবতীতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি–"তথাচেতি"। যে কেচিৎ পরিব্রাট্ ব্রহ্মচারিণঃ ভিক্ষাভুজশ্চ তে অপি অত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে তেন গার্হস্থ্যং বৈ পরম্" ইত্যন্বয়ঃ।

মানবগণের ধর্ম্ম শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- সর্ব্ববেদময় শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল কারণ হয়েন, হে রাজন্! ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাতা ঋষিগণের স্মৃতি শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র হয় যাহার আচরণে আত্মা প্রসন্ন হয়, সত্য দয়া তপঃ শৌচ তিতিক্ষা ঈক্ষা যুক্তাযুক্ত বিচার শমদম অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ স্বাধ্যায় সরলতা সন্তোষ সমদৃষ্টি শ্রীগুরুসেবা শনৈঃ শনৈঃ গ্রাম্যভোগেচ্ছাত্যাগ মানবের বিপরীত কর্ম্মের ফল কষ্টপ্রদ হয় এই বিচার মৌন আত্মচিন্তা প্রাণিগণের মধ্যে যথাযোগ্য অন্নাদির বিভাগ, প্রাণিগণে আত্মদেবতাবুদ্ধি সাধুজন সমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পূজা নমস্কার দাস্য সখ্য আত্ম সমর্পণ ইত্যাদি সকল মানবগণের এই ত্রিশটি পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইল যাহার আচরণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়েন। গৃহস্থ ধর্ম্ম হে রাজন্! সাধক গৃহে অবস্থান করত গার্হস্থ্যোচিত ক্রিয়াসকল আচরণ করত সাক্ষাৎ শ্রীবাসুদেবকে সমর্পণ করিবে, মহামুনিগণের উপাসনা করিবে, সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের অবতার কথামৃত শ্রবণ করত বিরক্ত মহাপুরুষজন সমাবৃত হইয়া নিবাস করিবে। স্বপ্ন শেষ হইলে যেমন তাহাতে আসক্ত হয় না সেই প্রকার সৎসঙ্গ দ্বারা নিজের পত্নী পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। জ্ঞানী পুরুষ দেহ গেহ সামান্যভাবেই ভোগ করিবে, বিরক্ত হইয়াও সকলের সাথে আসক্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণভক্তিমান সাধক এই প্রকার বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের গতিলাভ করে। শ্রীএকাদশে বর্ণিত আছে- শ্রীভগবান কহিলেন— উদ্ধব! বেদাধ্যয়ন স্বধা স্বাহা বলি অন্নাদির যথাযথ ভাবে দেবর্ষি পিতৃ ও ভূতগণের মধ্যে বিভাগ, আমার রূপ দিবানিশি ধ্যান করিবে,

॥ওঁ॥ মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১৩/৪৯॥

মৌনবদিতি সিদ্ধং কৃত্বোক্তম্ । তত্রৈব পূর্বত্র (ছা০–২/২৩/১) "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ, যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী, তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মা নামাচার্য্যকুলে অবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি

তথাচ–যেষাং জীবনধারণযোগ্যং সম্পদং নাস্তি, যথা পরিব্রাজকাঃ, ব্রহ্মচারিণঃ, এবং যে কেচিৎ ভিক্ষান্নেন জীবনধারণং কুর্বন্তি, তেঽপি সর্বে আশ্রমান্তরনিবাসিনঃ অত্রৈব গার্হস্থ্যে প্রতিষ্ঠন্তে, তেষাং সর্বেষাং পালনং অস্মাদেব ভবন্তীতি, তেন হেতুনা গার্হস্থ্যং গৃহস্থাশ্রমং পরং শ্রেষ্ঠমিতি ; বৈ নিশ্চয়ে।

আদিশব্দাৎ শ্রীমনুবাক্যঞ্চ–৬/৮৯-৯০ সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ । গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি ॥ যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্ । তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥ তস্মাদেব ছান্দোগ্যে গৃহস্থেনোপসংহারঃ কৃতঃ, ন তু তেষামেব বিমুক্তিরিতি প্রতিপাদনার্থমিত্যর্থঃ ॥৪৮॥

ননু–কিমর্থং ছান্দোগ্যোপনিষদি গার্হস্থ্যেনোপসংহৃতমিতিচেৎ ? তত্রাহঃ–"যস্মাদিতি" । অস্মিন্নেবার্থে

সদৃচ্ছালভ্য অথবা শুক্লধনের দ্বারা সেবকগণকে পীড়িত না করিয়া যাগাদি করিবে, বিদ্বান সাধক নিজ কুটুম্বগণে আসক্ত হইবে না, তাহাদিগকেও কষ্ট দিবে না, পুত্রপত্নী বন্ধুগণের সঙ্গম পান্থ সঙ্গমের ন্যায় জানিবে, এই সকল প্রতিদেহেই লাভ হয় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, এই প্রকার বিচার করিয়া মুক্তসাধক অতিথির সমান গৃহে অবস্থান করিবে, সেই মমতা বিহীন অহঙ্কার রহিত গৃহ বন্ধনে বদ্ধ হয় না, ইহাই গৃহস্থগণের ধর্ম্ম। অতএব সমগ্র ধর্ম্মবৃন্দের গৃহস্থাশ্রমে সমাবেশ হেতু তাহাতেই উপসংহার করিয়াছেন ইহাই অর্থ।

অপর তাহা হইতেই অন্যান্য আশ্রমের পালনও হয় ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন- তথাচেতি।

এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য আছে- যে কেহ পরিব্রাজ্ ব্রহ্মচারিগণ ভিক্ষাভোজিগণ তাহারা সকলেই গৃহাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং গার্হস্থ্যই পরমশ্রেষ্ঠ হয়। অর্থাৎ যাহাদের জীবন ধারণ যোগ্য সম্পদ নাই, যেমন সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচারিগণ এবং যে কেহ ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করেন তাঁহারা সকলেই আশ্রমান্তরবাসিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তাঁহাদের সকলের পালন গৃহস্থ হইতেই সম্পন্ন হয়, এই কারণেই গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, বৈ শব্দ নিশ্চয়ার্থে। আদি শব্দে শ্রীমনুবাক্যও গ্রহণীয়— সকল আশ্রমবাসিগণের মধ্যে বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র বিধান হেতু গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ কথিত হয়, গৃহস্থ অন্য তিনটি আশ্রমকে ভরণ করে, যেমন নদ নদী সকল সাগরে গমন করিয়া স্থিতি লাভ করে, সেই প্রকার অন্য আশ্রমী সকল গৃহস্থে স্থিতি লাভ করে। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে গৃহস্থেই উপসংহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদেরই বিমুক্তি হইবে ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে এই অর্থ।।৪৮।।

যদি বলেন- ছান্দোগ্যোপনিষদে কি নিমিত্ত গার্হস্থ্যেই উপসংার করিয়াছেন? তাহা বলিতেছেন- যস্মাদিতি। যেহেতু অন্যান্য আশ্রমের কথাও শ্রবণ করা যায়, সুতরাং ধর্মবাহুল্য হেতু গার্হস্থ্যে উপসংহার

পঠ্যতে। তত্র "এতমেববিদিত্বামুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃ০–৪/৪/২২) ইত্যত্র পারিব্রাজ্যস্য ইবেতরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপ্যুপদেশাৎ। তস্মাত্তেন সঃ। বহুত্বং বৃত্তিভূম্না ইত্যাহুঃ।

এবং জাবালোপনিষদি চাশ্রমাশ্চত্বারো বিধীয়ন্তে–"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ

সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরয়ণঃ–"মৌনবদিতি" ননু–গার্হস্থস্য সর্বাশ্রমমূলত্বাৎ তদেবাশ্রমমস্তু, ন তু আশ্রমান্তরমিতি চেৎ–তত্রাহ–মৌনবৎ–সিদ্ধংকৃত্বা ইতরেষাং ধর্ম্মাণামপি উপদেশাৎ, ন কেবলং গার্হস্থ্যমেব সর্বাশ্রমমুলত্বাৎ এক এবাশ্রমঃ ; কিন্তু আশ্রমন্তরা অপি সন্তীত্যর্থঃ। তত্রৈব পূর্বত্র ইতি–ছান্দোগ্যোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যাস্য ত্রয়োবিংশতি খণ্ডে–ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। সকলশব্দ আশ্রমপরঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানাদিধর্ম্মপ্রধানো গৃহাশ্রম একঃ। তপঃ প্রধানো বনস্থাশ্রমো দ্বিতীয়ঃ, তৎ প্রাধান্যাৎ সন্ন্যাসোঽপ্যত্র গ্রাহ্য ইত্যেকে। ব্রহ্মচর্য্য–যাবদায়ুর্গুরুসন্নিধিস্থিতিপূর্বক–তদেক সেবনং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং তৃতীয়ঃ।

সর্বে এতে আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি বিদ্যাশ্রয়ণাৎ। তদাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানফলঞ্চ তত্তদুক্তলক্ষণং লভন্তে। তেষু আশ্রমবাসিষু যো ব্রহ্মসংস্থঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স তু অমৃতত্বং মুক্তিমেতীত্যর্থঃ। অথ বৃহদারণ্যকোপনিষদি অপি সন্ন্যাসাশ্রমং পঠ্যতে, তদাহুঃ–তত্রেতি–এতং সর্বেশ্বরং ভূতাধিপতিং ভূতপালং সেতুমেব বিদিত্বা সাধকো মুনির্ভবতি ; তস্য সর্বেশ্বরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য গুণবৃন্দং স্মৃত্বা মুনিঃ–

করিয়াছেন মানিতে হইবে। এই অর্থেই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- মৌনেতি। মৌন সিদ্ধি, মৌন ভাবে ইতর ধর্ম্মেরও উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যদি বলেন- গার্হস্থ্যাশ্রম সকল আশ্রমের মূল হেতু তাহাই একমাত্র আশ্রম হউক? অন্য কোন আশ্রম নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন- মৌন সিদ্ধ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মেরও উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র গার্হস্থ্যই একটি মাত্র আশ্রম সকলের মূল হেতু তাহা নহে, অপর আশ্রম সকলও আছে এই অর্থ। মৌনবৎ সিদ্ধ করিয়া এই অর্থ। তত্র ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশখণ্ডে বর্ণিত আছে- তিনটি ধর্ম্মের স্কন্ধ, স্কন্ধ শব্দ আশ্রমবাচক, তিনটি ধর্ম্মের আশ্রম যজ্ঞ অধ্যয়ন দান, অর্থাৎ যজ্ঞ অধ্যয়ন দানাদি প্রধান গৃহাশ্রম এক বা প্রথম। প্রথম তপস্যাই ইহাই হয়, দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আচার্য্যকুলবাসী, তৃতীয় গুরুকুলে আত্মাকে অত্যন্ত অবসান করিয়া, এই সকলে পুণ্যলোকে গমন করেন, ব্রহ্মসংস্থ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এইরূপ পাঠ করেন। অর্থাৎ তপঃ প্রধান বানপ্রস্থাশ্রম দ্বিতীয়, তপঃ প্রাধান্য হেতু কেহ কেহ এইস্থলে সন্ন্যাসাশ্রমও গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচর্য্য- যাবৎকাল পরমায়ু শ্রীগুরুসন্নিধানে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন তৃতীয়াশ্রম।এই সকল আশ্রমবাসিগণের পুণ্যলোক স্বর্গাদি লাভ হয়, কারণ শাস্ত্র কথিত বিধির আশ্রয় হেতু। সেই আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল সেই আশ্রমবাসিগণ লাভ করেন। সেই আশ্রমবাসিগণের মধ্যে যিনি ব্রহ্মসংস্থ সম্যক ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি কিন্তু অমৃতত্ব মুক্তি লাভ করেন ইহাই অর্থ। এই প্রকার বৃহদারণ্যকোপনিষদেও সন্ন্যাসাশ্রম পাঠ করেন তাহা বলিতেছেন- তত্রেতি। এই ব্রহ্মকে জানিয়াই মুনি হয়, এই ব্রহ্মলোক অভীপ্সা করিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। এইস্থলে পারিব্রাজ্যের ন্যায় অন্য নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমের উপদেশ করিয়াছেন, অতএব গার্হস্থ্যে উপসংহার করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সর্ব্বেশ্বর ভূতাধিপতি ভূতপাল সেতুকে জানিয়া সাধক মুনি হয়, সেই সর্ব্বেশ্বর

গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা, অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল০–৪/১) ইত্যাদিনা । উত্তরত্র চ "পরমহংসানাম্" (জা০–উ০–৬/১) ইত্যাদিনা নিরপেক্ষাশ্চ পঠ্যন্তে । তস্মাৎ গৃহস্থেনোপসংহৃতি ধর্ম্মবাহুল্যাদেবেতি সুষ্ঠুক্তং "যদহরেব" (জা০–উ০–৪/১) ইত্যাদিনা।

তন্মননশীলো ভবতি, এতমেব প্রব্রজিনো লোকং–সর্বপরিত্যাগিণাং প্রাপ্তব্যম্ । তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৮/২৬ যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ন্যাসিনাং পরমাগতিঃ । শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ॥ তমভীপ্সন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ প্রব্রজন্তি, গৃহাশ্রমং পরিত্যজ্য চতুর্থাশ্রমং গচ্ছন্তি ।

তথাচ–"এতমেব বিদিত্বা" ইত্যাদৌ যথা পারিব্রাজ্যমুদিষ্টং তথা "ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদৌ নৈষ্ঠিকব্রত–বানপ্রস্থে চোপদিষ্টে ইত্যাশ্রমান্তরাণাং শ্রুতিপ্রাপ্তত্বাৎ ; "আচার্য্যকূলাৎ" ইতি বাক্যে ধর্ম্মবাহুল্যাদেব গৃহস্থেনোপসংহার ইত্যর্থঃ । তস্মাত্তেন সঃ" ইতি–তস্মাৎ–গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মবাহুল্যাৎ তেন গৃহস্থেন সঃ–উপসংহারঃ ।

ননু–সূত্রে "ইতরয়োঃ" ইতি বাচ্যে "ইতরেষাং" ইত্যুক্তিঃ কথমিতি চেৎ ? তত্রাহুঃ–বৃত্তিভূম্না" ইতি । আশ্রমাণাং প্রকারভেদভূম্না ইতরেসামিত্যাহুঃ । অথাশ্রমভেদাঃ–আশ্রমোপনিষদি–তথাতশ্চত্বার আশ্রমাঃ ষোড়শভেদা ভবন্তি–তত্র ব্রহ্মচারিণশ্চতুর্বিধা ভবন্তি ; সাবিত্রো ব্রাহ্মণঃ প্রাজাপত্যো বৃহৎ ইতি । (১) গৃহস্থা অপি চতুর্বিধা ভবন্তি বার্ত্তাকবৃত্তয়ঃ শালিনবৃত্তয়ো যাযাবরা ঘোরসন্ন্যাসিকশ্চেতি । (২) বানপ্রস্থা অপি চতুর্বির্বধা ভবন্তি বৈখানসা উদুম্বরা বালখিল্যাঃ ফেনপাশ্চেতি । (৩)

শ্রীগোবিন্দদেবের গুণবৃন্দস্মরণ করিয়া মুনি তাঁহার মননশীল হয়, এই সর্ব্বপরিত্যাগিসন্ন্যাসিগণের প্রাপ্তব্য লোক এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- যে স্থানে ন্যস্ত দণ্ড শান্ত সন্ন্যাসিগণের পরমগতি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ নিবাস করেন, যেস্থানে গমন করিলে পুনরাগমন হয় না, এই লোক প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রমে গমন করেন। সারার্থ এই যে— ইহাকেই জানিয়া' ইত্যাদিবাক্যে যেমন পারিব্রাজ্য উদ্দেশকরা হইয়াছে, তথা তিনটি ধর্ম্মের স্কন্ধ' ইত্যাদি বাক্যেও নৈষ্ঠিক ব্রত ও বানপ্রস্থ কথিত হইয়াছে, এইপ্রকার আশ্রমান্তরের শ্রুতি প্রতিপাদিতত্ব হেতু, আচার্য্যকুল' এই বাক্যে ধর্ম্মবহুল্য বশতঃ গৃহস্থেই উপসংহার করিয়াছেন এই অর্থ। অতঃ গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মবাহুল্য হেতু 'তেন সঃ' গৃহস্থেই উপসংহার হয়। যদি বলেন- সূত্রে "এই দুইটির' এই বক্তব্যে 'এই সকলের' এই উক্তি কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন- বৃত্তীতি। বহুত্ব বৃত্তি ভূমা হেতু কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ আশ্রমের প্রকার ভেদ বাহুল্য বশতঃ ইতরেষাং এই প্রকার বলিয়াছেন। আশ্রমভেদ এই প্রকার- আশ্রমোপনিষদে বর্ণিত আছে- চারিটি আশ্রম তাহার ষোড়শ ভেদ হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী চারিপ্রকার-সাবিত্র ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ও বৃহৎ। গৃহস্থগণও চারি প্রকার-বার্ত্তাকবৃত্তি, শালীনবৃত্তি, যাযাবর, ও ঘোর সন্ন্যাসিক হয়। বান প্রস্থগণও চারি প্রকার - বৈখানস, উদুম্বর, বালখিল্য, এবং ফেনপা হয়। পরিব্রাজকগণও চতুর্ব্বিধ হয়েন কুটীচক, বহুদক, হংস ও পারমহংসগণ। সন্ন্যাসোপনিষদে বর্ণিত আছে- সন্ন্যাস ছয় প্রকার হয়- কুটীচক বহূদক হংস পরমহংস তুরীয়াতীত এবং অবধূতগণ। নারদ

বিরাগে সতি গৃহত্যাগ বিধানাৎ বিশেষাদুপসংহারেণ তাৎপর্য্যকল্পনঞ্চ নিরস্তম্ । অনুরাগ বিরাগৌ গৃহারম্ভ গৃহত্যাগয়ো র্হেতু: সর্বত্রাভিলপ্যেতে । তদেবং যথার্হং শমদমোপরতি ভূষণেষু নিরাশ্রমেষু চ বিদ্যাভ্যুদেতীতি নিরূপিতম্ ॥৪৯॥

পরিব্রাজকা অপি চতুর্বিবধা ভবন্তি–কুটীচকা বহূদকা হংসাঃ পরমহংসাশ্চেতি । সন্ন্যাসোপনিষদি–২৩ “সন্ন্যাসঃ ষড়্‌বিধো ভবতি–কুটীচকো, বহূদকো, হংসঃ,-পরমহংসঃ,–তুরীয়াতীত অবধূতাশ্চেতি । নারদ পরিব্রাজকোপনিষদি চ–৫/১২ সন্ন্যাসঃ ষড়বিধো ভবতি–কুটীচকো, বহূদকো, হংসঃ, পরমহংসঃ, তুরীয়াতীতোঽবধূতশ্চেতি । শ্রীভাগবতে চ–৩/১২/৪২-৪৩ সাবিত্রং প্রাজাপত্যং চ ব্রাহ্মং চাথ বৃহত্তথা । বার্ত্তা সঞ্চয়শালীন শিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ বৈখানসা বালখিল্যোদুম্বরাঃ ফেনপা বনে । ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥ অথ প্রমাণান্তরেণাপি আশ্রমান্তরং প্রতিপাদয়ন্তি “এবমিতি” । “ব্রহ্মচর্য্যামিতি–অতিরোহিতার্থম্ । সারার্থমাহুঃ–তস্মাদিতি । শেষমতিস্পষ্টম্ ।

সঙ্গতি :–অথ গার্হস্থ্যাধিকরণস্য সঙ্গতি–প্রকারমাহুঃ–“তদেবমিতি” । তথাচ–যথাযোগ্যং শমদমোপরতিতিতিক্ষাদিবিভূষণেষু নিরাশ্রমেষু পরমভাগবতোত্তমেষু ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভবতীতি শ্রেষ্ঠা নিরপেক্ষাঃ ॥৪৯॥

ইতি গার্হস্থ্যাধিকরণং ত্রয়োদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৩॥

পরিব্রাজকোপনিষদে বর্ণিত আছে- পূর্ব্ববৎ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- সাবিত্র প্রাজাপত্য ব্রাহ্ম ও বৃহৎ এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বার্ত্তাবৃত্তি সঞ্চয়শালীন শিলোঞ্ছবৃত্তি ইহা গৃহস্থাশ্রম, বনবাসী- বৈখানস বালখিল্য ঔদুম্বর ও ফেনপাগণ হয়, সন্ন্যাসাশ্রমে কুটীচক বহ্বাদ হংস ও নিষ্ক্রিয় হয়।

অনন্তর প্রমাণান্তরের দ্বারা আশ্রমান্তর প্রতিপাদন করিতেছেন- এবমিতি। এই প্রকার জাবালোপনিষদেও চারিপ্রকার আশ্রমের বিধান করিয়াছেন- ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বনী হইবে, বনী হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে, যদি ইতরথা বৈরাগ্য হয় ব্রহ্মচর্য্য অথবা গৃহ কিম্বা বন হইতে প্রব্রজ্যা করিবে, অনন্তর অব্রতী ব্রতী বা স্নাতক কিম্বা অস্নাতক উৎসন্নাগ্নি অথবা নিরাগ্নি হউক যে দিবসই বৈরাগ্য হইবে সেই দিবসেই পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিবে' ইত্যাদি দ্বারা। পরে 'পরমহংসগণের' ইত্যাদি দ্বারা নিরপেক্ষগণ পাঠ করিয়াছেন। এই প্রকরণের সারার্থ বলিতেছেন- তস্মাদিতি। অতএব গৃহস্থ ধর্ম্মের দ্বারা উপসংহার তাহাতে ধর্ম্ম বাহুল্য হেতুই করিয়াছেন, সুতরাং যথার্থই বলিয়াছেন- 'যদহরেব' ইত্যাদি দ্বারা। বৈরাগ্য হইলে পরে গৃহত্যাগ বিধান হেতু বিশেষ করিয়া উপসংহারে তাৎপর্য্য কল্পনা করা নিরস্ত হইল। কারণ অনুরাগ হইলে গৃহারম্ভ, বিরাগ হইলে তাহার ত্যাগের হেতু সর্ব্বত্রই বর্ণনা করিয়াছেন।

সঙ্গতি— অনন্তর গার্হস্থ্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তদেবমিতি। এই প্রকার যথার্হ শমদম উপরতি বিভূষিত নিরাশ্রমেই বিদ্যা প্রকাশিত হয় ইহা নিরূপিত হইল। অর্থাৎ যথাযোগ্য শমদম উপরতি তিতিক্ষাদি বিভূষিত নিরাশ্রম পরমভাগবতোত্তমগণেই ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূত হয়, সুতরাং নিরপেক্ষগণ শ্রেষ্ঠ।।৪৯।।

এই প্রকার গার্হস্থ্যাধিকরণ ত্রয়োদশ সমাপ্ত।।১৩।।

১৪॥ "অনাবিষ্কারাধিকরণম্"—

অথাস্যা রহস্যত্বমুচ্যতে । শ্বেতাশ্বতরাপঠন্তি—(৬/২২) বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ । নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ইতি ।

১৪॥ "অনাবিষ্কারাধিকরণম্"

সর্বশ্রেষ্ঠতমাবিদ্যা সাধনেষু হ্যনুত্তমা ।
তস্মাৎ সর্বপ্রয়াশেন রক্ষনীয়া প্রযত্নতঃ ॥

অথ পূর্বত্র গার্হস্থ্যাধিকরণে সনিষ্ঠ—পরিনিষ্ঠিত—নিরপেক্ষেষু—সাশ্রমেষু নিরাশ্রমেষু চ শমদমাদিমৎসু বিদ্যা ভবতীতি প্রতিপাদিতম্ । সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরমরহস্যত্বং প্রতিপাদনার্থং "অনাবিষ্কারাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ ।

বিষয় ঃ—অথ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎবাক্যেন অনাবিষ্কারাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"বেদান্তে" ইত্যাদি । পুরা কল্পে বেদান্তে পরমং গুহ্যং প্রচোদিতং (তৎ) ন অপ্রশান্তায় ন অপুত্রায়াশিষ্যায় দাতব্যম্ । পুরাকল্পে—অতীতকল্পে সৃষ্ট্যাদৌ, বেদান্তে—উপনিষদি পরমংগুহ্যং—পরমগোপনীয়ং শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং প্রচোদিতং—প্রকৃষ্টরূপেণ কথিতম্ ; তৎ পরমগোপনীয়ং জ্ঞানং অপ্রশান্তায়—প্রশান্তচিত্তরহিতায়, প্রাপঞ্চিক-বিষয়রস লোলুপহৃদয় যুক্তায় ন দাতব্যং, তথা অপুত্রায়—পুত্রবদননুবর্ত্তিনে, অশিষ্যায়—শিষ্যবদাদেশপালনাকারিণে চ ন দাতব্যমিতি ।

১৪।। অনাবিষ্কারাধিকরণ

অনন্তর অনাবিষ্কারাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমা বিদ্যা সাধনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, অতএব সকল প্রকার প্রয়াশ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। পূর্ব্বে গার্হস্থ্যাধিকরণে সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত নিরপেক্ষ সাশ্রম ও নিরাশ্রমের মধ্যে শমদমাদিযুক্ত সাধকে বিদ্যা প্রকট হয়, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার পরমরহস্যত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অনাবিষ্কারাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য বলিতেছেন। শ্বেতাশ্বতরগণ পাঠ করেন- অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা অনাবিষ্কারাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- বেদান্ত ইতি। পুরাকল্পে বেদান্তে পরমগোপনীয় কথিত হইয়াছে, তাহা অপ্রশান্তকে অপুত্রকে ও অশিষ্যকে প্রদান করিবে না। অর্থাৎ অতীতকল্পে সৃষ্টির প্রথমে বেদান্তে উপনিষদে পরমগুহ্য পরমগোপনীয় শ্রীভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রচোদিত প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, সেই পরমগোপনীয় ব্রহ্মজ্ঞান অপ্রশান্তকে প্রশান্ত চিত্ত রহিত প্রাপঞ্চিক বিষয় রসলোলুপ যুক্ত হৃদয়কে প্রদান করিবে না, তথা অপুত্রকে পুত্রের সমান অনুবর্ত্তন রহিত জনকে, অশিষ্যকে- যে শিষ্যের ন্যায় আদেশ পালন করে না তাহাকে প্রদান করিবে না। সারার্থ উপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যা কথিতা

ইহ সংশয়ঃ । বিদ্যা যত্র ক্বাপ্যুপদেশ্যা ? নবেতি । যোগ্যাযোগ্যবিমর্শস্য কারুণ্যাদি বিরোধিত্বাৎ তদ্বতা দেশিকেন সর্বত্রাসৌ প্রকাশ্যা ইতি প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ অনাবিষ্কুর্বন্নন্বশুশ্রূষাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১৪/৫০॥

তথাচ–উপনিষৎসু যা ব্রহ্মবিদ্যা কথিতা সা খলু পরমগোপ্যা ; তস্মাৎ যস্মৈ কস্মৈচিন্নদেয়া ; কিন্তু শান্তায়–পুত্রবদনুবর্ত্তিনে শিষ্যবৎসেবনরতায় চ দেয়া ; ন তু তদ্‌বিপরীতায় ইত্যর্থঃ । ন চ অয়ং স্বার্থসিদ্ধয়ে সঙ্কোচ ইতি বাচ্যম্ ; অপিতু উদেশ্যার্থসিদ্ধয়ে এব, অন্যথা তদভীষ্টং ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ । শ্রীগীতাসু–১৭/৬৭ ইদন্তে নাতপস্কায় না ভক্তায় কদাচন । ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ শ্রীভাগবতে–৩/৩২/৩৯-৪০ নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ । ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধবজায় চ ॥ ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে । নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্‌ভক্তদ্বিষামপি ॥ শ্রীএকাদশে–১১/২৯/৩০ নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ । অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্॥ তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা পরমগোপনীয়া, ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ– ইহ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ–বিদ্যা যত্র ক্বাপি যস্মিন্ কস্মিন্ জনে উপদেশ্যা ; অথবা–শান্ত্যাদিযুক্তায় শিষ্যায় দেয়া ? ইতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সন্দেহবাক্যে পূর্বপক্ষমুদভাবয়ন্তি–যোগ্যাযোগ্যঃ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–পরমকরুণাময়েন শ্রীগুরুদেবেন যোগ্যাযোগ্যবিচারণমকৃত্বা আপামরজনগণোদ্ধারার্থং ব্রহ্মবিদ্যা সর্বত্র

হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই পরমগোপনীয়া, অতএব যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে নাই, কিন্তু যে শান্ত পুত্রবৎ অনুবর্ত্তনকারী শিষ্যবৎ সেবনরত তাহাকেই প্রদান করিবে, তাহার বিপরীত কে নহে এই অর্থ। যদি বলেন- এই সঙ্কোচ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে? তাহা নহে, কিন্তু উপদেশের অর্থ সিদ্ধির নিমিত্তই সঙ্কোচ করা হইয়াছে, অন্যথা শিষ্যের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- এই জ্ঞান তপস্যারহিত অভক্ত গুরুশুশ্রূষা রহিত ও যে আমাকে নিন্দা করে তাহাকে প্রকাশ করিবে না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- ইহা কখনও খল অবিনীতস্তব্ধ ভিন্ন ধর্ম্মধ্বজ লোলুপ গৃহাসক্তচিত্ত আমার অভক্ত ও ভক্ত দ্বেষিজনকে উপদেশ করিবে না। শ্রীএকাদশে- এই তত্ত্বজ্ঞান তুমি দাম্ভিক নাস্তিক শঠ সেবারহিত অভক্ত দুর্বিনীতকে প্রদান করিও না। অতঃ ব্রহ্মবিদ্যা পরমগোপনীয়া হয়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়— এইবিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- বিদ্যেতি। বিদ্যা যে কোন স্থানে যে কোন জনে উপদেশ করা উচিত? অথবা উপদেশ করিবে না? অর্থাৎ শান্ত্যাদিযুক্ত শিষ্যকেই দিবে এই প্রকার সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এই সন্দেহবাক্যে পূর্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন— যোগ্যেতি। যোগ্যাযোগ্য বিচারের কারুণ্যাদি বিরোধহেতু বিদ্যাযুক্ত দেশিক সর্ব্বত্রই প্রকাশ করিবেন। অর্থাৎ পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া আপামরজনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বত্রই প্রকাশ করিবেন, অন্যথা শ্রীগুরুর জ্ঞান শাঠ্যতা দোষ হইবে, ইহাই পূর্বপক্ষ।

বিদ্যামনাবিষ্কুর্বন্নেবোপদিশেৎ । কুতঃ ? অন্বয়াৎ । উক্তশ্রুতৌ তথৈবোদেশপ্রতীতেরিত্যর্থঃ । এবমেবাহ ভগবানরবিন্দাক্ষঃ–

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
নচাশুশ্রুষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি । (গী০–১৮/৬৭) ইতি।

প্রকাশ্যা ; অন্যথা তস্য জ্ঞানশাঠ্যতাপত্তেরতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্র মবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"অনাবিষ্কুর্বন্নিতি"। পরমগোপনীয়া ব্রহ্মাবিদ্যা অনাবিষ্কুর্বন্–প্রকাশমকৃত্বা এব উপদিশেৎ ; সাধারণ সদাচারমেবোপদিশেৎ; ন তু ব্রহ্মবিদ্যাম্ । এবং কুতঃ ? তত্রাহ–অন্বয়াৎ ; শ্রুতিষু তথৈবোপদেশপ্রতীতেরিত্যর্থঃ । "বিদ্যাম্" ইতি ভাষ্যং সুগমম্ । অত্র শ্রীগীতোপনিষৎবাক্যেন স্পষ্টমাহঃ–"এবমিত" । ইদং তে ন অপস্কায় ন অভক্তায় ন চ অশুশ্রুষবে কদাচন বাচ্যম্ ; ন চ যঃ মাং অভ্যসূয়তি । ইদং সর্বোপনিষসারং মদুক্তং শ্রীগীতাশাস্ত্রং তে ত্বয়া অতপস্কায়–অতপস্বিনে অজিতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যং নোপদেষ্টব্যম্ ; ন অভক্তায়–তপস্বিনোঽপি অভক্তায় এতচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টরি তদ্দ্বেষ্যে ময়ি চ ভক্তি শূন্যায় ন বাচ্যম্ ; ন চ অশুশ্রুষবে–তপস্বিমোঽপি ভক্তায়াপি অশুশ্রুষবে–মৎসেবা রহিতায় চ ন বাচ্যম্ ;

ন চ যো মামভ্যসূয়তি–তথা যো জনো মাং সর্বেস্বরং স্বেতরসর্বনিয়ামকং সচ্চিদানন্দময়ং নিত্যমূর্ত্তিং অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্তগুণগণালঙ্কৃতং শ্রীগোবিন্দদেবং, অভ্যসূয়তি–মায়িকগুণবিগ্রহতামারোপয়তি তস্মৈ তু সর্বথা ন বাচ্যম্ । মামিতি–শ্রীশঙ্করপাদাঃ–ন চ যো মাং

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অনেতি। আবিষ্কার না করিয়াই অন্বয়হেতু, অর্থাৎ পরগোপনীয় ব্রহ্ম বিদ্যা অনাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রকাশ না করিয়াই উপদেশ করিবে, শিষ্যকে সাধারণ সদাচারই উপদেশ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা নহে। ইহা কেন? তাহা বলিতেছেন- অন্বয়হেতু, অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রে সেই প্রকার উপদেশ প্রদানের প্রতীতি হেতু ইহাই অর্থ। বিদ্যারহস্য প্রকাশ না করিয়াই উপদেশ করিবে, কেন? অন্বয়, উক্ত শ্রুতি বাক্যে সেই ভাবেই উপদেশ করা প্রতীতি হয় এই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন- এবমিতি। ভগবান কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিয়াছেন- হে পার্থ! এই শ্রীগীতাজ্ঞান তুমি তপস্যারহিত, অভক্ত সেবারহিতকে প্রদান করিবে না, এবং যে আমাকে অসূয়া করে তাহাকেও দিবে না। অর্থাৎ এই সর্ব্বোপনিষদের সার মৎকথিত শ্রীগীতাশাস্ত্র তুমি অতপস্ক অজিতেন্দ্রিয়কে উপদেশ করিবে না, অভক্তকে তপস্বী হইলেও অভক্ত— এই শাস্ত্রের উপদেশ কর্ত্তাও শাস্ত্রবেদ্য আমাতে ভক্তিশূন্য মানবকে উপদেশ করিবে না, অশুশ্রূকে তপস্বী ভক্ত হইলেও যে ব্যক্তি আমার সেবা রহিত, আমার শুশ্রূষা করে না তাহাকেও বলিবে না, অপর যে আমাকে অভ্যসূয়া অর্থাৎ যে মানব আমাকে সর্ব্বেশ্বর স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক সচ্চিদানন্দময় নিত্যমূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্তগুণগণলঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেবকে অভ্যসূয়া

উপদেশো হি যোগ্যেষ্বেব ফলতি, নাযোগ্যেষু । যস্য দেব পরাভক্তিঃ" (শ্বে০–৬/২৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ।

ছান্দোগ্যে চ "আত্মাঽপহতপাপ্মা" (ছ০–৮/৭/১) ইত্যাদিনা হি মহেন্দ্রবিরোচনয়োরুপদেশসাম্যেঽপি বিরোচনস্য তত্ত্বজ্ঞানং নাভূদিতি শ্রবণাৎ । তথাচ যোগ্যেষ্বেব বিদ্যোপদেশ্যা ; নত্বযোগ্যেভ্যোঽপীতি । যোগ্যাশ্চ শাস্ত্রপতিপাদ্য তৎপরাঃ শ্রদ্ধালবঃ ॥৫০॥

বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন মম ঈশ্বরত্বমবজানন্ ন সহতে অসাবপ্যযোগ্যঃ তস্মা অপি ন বাচ্যম্ । তথাচ–তপস্বিনে গুরুভক্তায় মদ্‌ভক্তায় মদ্‌ভক্তসেবিনে মদ্‌গুণানুরক্তায় চ ইদং মদবিহিতং শ্রীগীতোপনিষৎশাস্ত্রং ত্বয়া বাচ্যমিত্যর্থঃ ।

অথ কস্মৈ বাচ্যমিত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"উপদেশঃ" ইতি । অত্রার্থে শ্রুতিপ্রমাণমাহঃ–"যস্য" ইতি । যস্য সাধকস্য দেবে-স্বোপাস্যে শ্রীগোবিন্দদেবে পরা–অনন্যা ; জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা শ্রীগোবিন্দদেব–সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তিরস্তি ; যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি বাক্যশেষঃ ।

মায়িকগুণের বিগ্রহ বলিয়া আরোপ করে তাহাকে সর্ব্বথা উপদেশ করিবে না। 'মাম্' শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন- যে আমাকে বাসুদেবকে প্রাকৃতমানুষ মনে করিয়া অসূয়া করে, আত্মপ্রশংসাদিদোষ অধ্যারোপের দ্বারা আমার ঈশ্বরত্ব জানিয়াও তাহা সহ্য করিতে পারে না এই ব্যক্তিও অযোগ্য তাহাকেও উপদেশ করিবে না। তথাচ যে সাধক আমার গুণানুরক্ত তাহাকেই এই মৎকথিত শ্রীগীতোপনিষৎ শাস্ত্র তুমি উপদেশ করিবে ইহাই অর্থ। কাহাকে উপদেশ করিবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- উপদেশেতি। উপদেশ যোগ্য জনেই ফল প্রদান করে, অযোগ্য জনে নহে। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন- যস্যেতি। যাহার দেবে পরাভক্তি আছে, যে সাধকের দেবে স্বোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবে পরা অনন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা শ্রীগোবিন্দদেব মুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তি আছে, যেমন দেবে সেই প্রকার শ্রীগুরুতে ভক্তি আছে তাহাতেই শ্রুতি শাস্ত্র কথিত অর্থসকল প্রকাশিত হয়। অতএব শ্রীগুরুসেবানিষ্ঠ অনন্যভগবদ্ভক্তেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত নহে ইহাই অর্থ। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে— জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও উপদেশ করিতে নাই, অন্যায় পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলে উত্তর দিবে না, সুতরাং মেধাবী পুরুষ জ্ঞানবান হইয়াও জড়ের ন্যায় উপবেশন করিবে। ব্রহ্মবিদ্যা পরমগোপনীয়া সকলজনে প্রকাশ করা উচিত নহে তাহা দেখাইবার নিমিত্তি মহেন্দ্র বিরোচনের উপাখ্যান বলিতেছেন- ছান্দোগ্যেতি। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে- এই আত্মা অপহত পাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত ইহাকে জানিলে বিজয়ী হয়" ইত্যাদির দ্বারা মহেন্দ্র ও বিরোচনের সমান উপদেশ হইলেও বিরোচনের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই।

সঙ্গতি— অনন্তর অনাবিষ্কারাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন— তথাচেতি। তথাচ যোগ্যজনেই

১৫॥ "ঐহিকাধিকরণম্"–

অথোৎপত্তিকালস্তস্যাশ্চিন্ত্যতে । অত্র নচিকেতো জাবালাদেরুপাখ্যানং বামদেবস্য

তস্মাৎ শ্রীগুরুসেবানিষ্ঠানন্যভগবদ্ভক্তে এব ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশতে ; ন তু তদ্বিপরীতে ইত্যর্থঃ । তথাহি শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মো–২৮৭/৩৫ "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্নাপ্যন্যায়েনপৃচ্ছতঃ। জ্ঞানবানপি মেধাবী জড়বৎ সমুপাবিশেৎ ॥ ব্রহ্মবিদ্যা পরমগোপনীয়া ন তু সর্বস্মিন্ জনে প্রকাশয়তিব্যমিতি প্রদর্শয়িতুং মহেন্দ্রবিরোচনয়োরুপাখ্যানমাহঃ–"ছান্দোগ্যে" ইতি । "আত্মা" ইত্যাদিস্ফুটার্থম্ ।

সঙ্গতি ঃ–অথ অনাবিষ্কারাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহঃ–"তথাচ" ইতি । স্পষ্টম্ । তথাচ–শমদমাদিযুক্তাঃ শ্রীগুরুগোবিন্দসেবাপরায়ণাঃ তদেকনিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারিণঃ, অতোঽনাবিষ্কুর্বন্নেবো- পদেশ্যা ইতি॥

যস্মৈ কস্মৈ জনে বিদ্যা ন দাতব্যা কদাচন ।
যোগ্যেষু ফলদায়িনী নাযোগ্যেষু শ্রুতের্ম্মতম্ ॥৫০॥
ইতি অনাবিষ্কারাধিকরণং চতুর্দ্দশং সম্পূর্ণম্ ॥১৪॥

১৫॥ "ঐহিকাধিকরণম্"

কদা গুরুপ্রসাদেন গোবিন্দস্য পদাম্বুজম্ ।
ব্রহ্মবিদ্যাফলং যত্তৎ অর্চ্চয়ামি স্মরামি চ ॥

অথানাবিষ্কারাধিকরণে পরমরহস্যভূতা ব্রহ্মবিদ্যা সর্বত্র নোপাদেশ্যা ইতি প্রতিপাদিতা ; সা চ বিদ্যা সাধকস্য অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুৎপদ্যতে ইতি নিরূপণার্থং ঐহিকাধিকরণারম্ভঃ ইত্যাধিকরণসঙ্গতিঃ । অথ বিদ্যোৎপত্তিকালশ্চিন্ত্যতে ইতি ।

বিদ্যা উপদেশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অযোগ্যকে নহে। যোগ্য বলিতে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মবিষয়ে তৎপর শ্রদ্ধালুসাধককেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শমদমাদিযুক্ত শ্রীগুরুগোবিন্দ সেবা পরায়ণ তদেকনিষ্ঠ সাধকগণই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হয়েন, অতএব বিদ্যাপ্রকাশ না করিয়াই উপদেশ করিবে। যে কোন মানবকে ব্রহ্মবিদ্যা কদাপিপ্রদান করিবে না, কারণ যোগ্যজনেই বিদ্যা ফলদায়িনী হয়, অযোগ্যে নহে ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।।৫০।।

এই প্রকার অনাবিষ্কারাধিকরণ চতুর্দ্দশ সম্পূর্ণ।।১৪।।

১৫।। ঐহিকাধিকরণ

অনন্তর ঐহিকাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমি কখন শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতায় ব্রহ্মবিদ্যার ফল স্বরূপ যে শ্রীগোবিন্দদেবের পদাম্বুজ তাহা অর্চ্চন ও স্মরণ করিব। এই প্রকার অনাবিষ্কারাধিকরণে পরমরহস্যভূতা ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বত্র উপদেশ করিবে না ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা সাধকের এই জন্মেই অথবা জন্মান্তরে সমুৎপন্ন হয়, ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ঐহিকাধিরণের আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

চ বিষয়ঃ । ইহ ভবতি সংশয়ঃ ।

পূর্বোক্তসাধনা বিদ্যা অস্মিন্ জন্মনি সঞ্জায়তে ? জন্মান্তরে বেতি । তৎসাধনেষ্বনুষ্ঠিয়মানেষ্বস্মিন্নেব জন্মনি সঞ্জায়তে । "ইহৈব মে স্যাৎ" ইত্যানুসন্ধায়

বিষয় ঃ–অথ ঐহিকাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি–"অথেতি" । তত্র নচিকেতোপাখ্যানং কঠোপনিষদি । স চ পিতুরাদেশেন যমস্য সমীপং গত্বা বরত্রয়ং যাচয়ামাস ; তেষু চ–"বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং" ইতি বরস্তৃীয়ঃ" (১/১/২০) ইতি । জাবালস্যোপাখ্যানং ছান্দোগ্যোপনিষদি ; "স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যাবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যামি উপেয়াং ভগবন্তমিতি" (৪/৪/৩) ইতি। বামদেবস্যচরিত্রং বৃহদারণ্যকোপনিষদি–"বামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মনুরভবম্" (১/৪/১০) ইতি । "চ" কারাৎ ধ্রুব-প্রহ্লাদ-রহূগণাদীনাং চরিত্রমপি গ্রহনীয়মিতি বিষয় বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ– ইহ ভবতি সংশয়ঃ–পূর্বোক্তসাধনা বিদ্যা সাধকস্য অস্মিন্ জন্মনি সঞ্জায়তে ? অথবা জন্মান্তরে বিদ্যা সঞ্জায়তে ? তথাচ–শ্রীভগবদ্ বশীকারিণী ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিঃ সাধনসম্পন্নে সাধকে কদাবির্ভবতীতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ–এবং সন্দেহে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি–"তৎসাধনেষু" ইতি । বিদ্যোৎপত্তিসাধনেষু

বিষয়— অথ ঐহিকাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- অথেতি। অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিকাল বিচার করিতেছেন। তন্মধ্যে নচিকেতা জাবাল ও বামদেবের উপাখ্যান এই অধিকরণের বিষয়বাক্য, অর্থাৎ নচিকেতার উপাখ্যান কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে, তিনি পিতার আদেশে যমের সমীপে গমন করিয়া তিনটি বর যাচনা করিয়াছিলেন, 'আমাকে বিদ্যা উপদেশ করুন' ইহাই তৃতীয় বর। জাবালের উপাখ্যান ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে- জাবাল হারিদ্রুমত গৌতমের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন- হে ভগবন্। আমি আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া নিবাস করিব, আমাকে উপনীত করুন। বামদেবের চরিত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে- বামদেব বলিলেন- আমি মনু হইয়া ছিলাম। এই প্রকার ধ্রুব প্রহ্লাদ রহূগণাদির চরিত্রও গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয়— এইস্থলে সংশয় হইতেছে- পূর্ব্বেতি। পূর্ব্বকথিতা সাধনা বিদ্যা সাধকের এই জন্মেই জাত হয়? অথবা জন্মান্তরে বিদ্যা সঞ্জাত হয়? অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বশীকারিণী ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিসাধনসম্পন্নে সাধককে কখন আবির্ভূত হয়েন ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ— এইপ্রকার সন্দেহজাত হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- তদিতি। সেই সাধন অনুষ্ঠান করিলেই এই জন্মেই বিদ্যা সঞ্জাত হইবে, অর্থাৎ বিদ্যোৎপত্তি সাধন সকল সম্যকপ্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে পরে সাধকের এই জন্মেই বিদ্যা সঞ্জাত হয়, কেন? তাহা বলিতেছেন- এই জন্মেই আমার বিদ্যালাভ হউক' এই প্রকার অনুসন্ধান করিয়া সাধকপুরুষের বিদ্যালাভ সাধনে প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব

পুংসস্তত্র প্রবৃত্তেঃ, ইত্যেবং প্রাপ্তে–

॥ওঁ॥ ঐহিকমপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১৫/৫১॥

সম্যগনুষ্ঠীয়মানেষু সাধকস্যাস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যা সঞ্জায়তে ; কুতঃ ? তত্রাহঃ–"ইহৈব জন্মনি মে বিদ্যা প্রাপ্তি র্ভবতু" ইত্যানুসন্ধায় সাধকস্য পুংসঃ তল্লাভসাধনে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ ; তস্মাদস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যা সঞ্জায়তে । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

সিদ্ধান্ত :–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ–"ঐহিকম্" ইতি । বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুতে সতি ঐহিকং একস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যা সঞ্জায়তে ; প্রস্তুতে তু প্রতিবন্ধে জন্মান্তরে বিদ্যা সঞ্জায়তে ; এবং কুতঃ ? তত্রাহ–তদ্দর্শনাৎ" ইতি । শ্রুতিস্মৃতিষু তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ । "প্রতিবন্ধে" ইতি ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । অথ কঠোপনিষৎপ্রমাণেন একস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যালাভং দর্শয়ন্তি–"মৃত্যুপ্রোক্তাং" ইতি । অথ নচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্তাং এতাং বিদ্যাং কৃৎস্নং যোগবিধিঞ্চ লব্ধা ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ ; বিরজঃ বিমৃত্যুঃ অভূৎ ; যোঽন্যোঽপি এবং আত্মানং এব বিদধ্যাৎ । অথ নচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্তাং ধর্ম্মরাজযমকথিতাং এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং, তথা তস্যাঃ কৃৎস্নং যোগবিধিং–ব্রহ্মবিদ্যয়া সহ আত্মনঃ, মনসো বা সম্যক্‌রূপেণ সংযোগং তদুপায়ং লব্ধা ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ–পরব্রহ্ম প্রাপ্তোঽভূদিতি ; বিরজঃ,

---

এই জন্মেই বিদ্যা জাত হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত— এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন- ঐহিকমিতি। প্রতিবন্ধ প্রস্তুত না থাকিলে ঐহিক একজন্মেই বিদ্যা জাত হয় তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ বিদ্যা উৎপত্তির প্রতিবন্ধ না থাকিলে পরে ঐহিক এক জন্মেই বিদ্যা সঞ্জাত হয়, কেন? তাহা বলিতেছেন- তদিতি। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে এই প্রকারই দেখা যায় ইহাই অর্থ। প্রতিবন্ধ প্রস্তুত না থাকিলে পরে একজন্মেই বিদ্যা জন্ম হয়, প্রতিবন্ধ প্রস্তুত থাকিলে কিন্তু জন্মান্তরে বিদ্যালাভ হয়। কেন? তাহা দেখা যায়, অথ কঠোপনিষৎবাক্য প্রমাণের দ্বারা একজন্মেই বিদ্যালাভ দেখাইতেছেন- মৃত্যুতি। অথ নচিকেতা মৃত্যুকথিতা এই বিদ্যা ও সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত বিরজ বিমৃত্যু হয়েন, যে অন্যও এই প্রকার আত্মাকে লাভ করে, অর্থাৎ অনন্তর নচিকেতা ধর্ম্মরাজ যম কথিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা তথা তাহার কৃৎস্নযোগবিধি, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত আত্মার অথবা মনের সম্যকরূপে সংযোগ তাহার উপায় লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত পরব্রহ্মলাভ করেন, বিরজ- পরিত্যক্ত মায়াকার্য্য, বিমৃত্যু-মৃত্যু শ্রীভগবানের বিস্মৃতি রূপ ধর্ম্ম বিশেষ, তদ্‌রহিত, সর্ব্বদা শ্রীভগবৎ স্মরণশীল হইলেন ইহাই অর্থ। যে অন্য মানব এই প্রকার আত্মজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যালাভ করে সেও এই প্রকার হয়, সুতরাং সেই প্রকার সাধন করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর সমীপে গমন করিয়া সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করিবে। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নচিকেতার একজন্মেই বিদ্যোৎপত্তি দেখা যায়।

অনন্তর জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তি দেখাইতেছেন- গর্ভস্থেতি। শ্রীবামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থান কালেই

প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুতে সত্যৈহিকং বিদ্যা জন্ম, প্রস্তুতে তু তস্মিন্ জন্মান্তরে তদিত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ । "মৃত্যুপ্রোক্তাং নাচিকেতোঽথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাদাত্মমেব (কঠ০–২/৩/১৮) ইত্যাদ্যাশ্রুতিরৈকভবিকং বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি ।

"গর্ভস্থএব বামদেব প্রতিপেদে" (বৃ০–১/৪/১০) ইত্যাদ্যা তু ভবান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনজাতাৎ ভবান্তরে তদুপত্তিম্ । এতদুক্তং ভবতি–কস্যাচিদেবলঘুপ্রতিবন্ধস্য সাধনবীর্য্য

পরিত্যাক্তমায়াকার্য্যঃ, বিমৃত্যুঃ মৃত্যু শ্রীভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপধর্ম্মবিশেষঃ, তদ্‌রহিতঃ । সর্বদা ভগবৎস্মরণীয়শীলঃ অভূদিত্যর্থঃ।

যোঽন্যোঽপি মানব এবং আত্মজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যাং লভতে সোঽপি এবমেব ভবতীতি তথৈব সাধনং বিদধ্যাৎ, সদ্‌গুরুসমীপং গত্বা পরিত্যক্তসর্বকামঃ বিদ্যালাভে যতেত" ইত্যর্থঃ । ইত্যাদ্যা শ্রুতি র্নচিকেতসঃ ঐকভবিকীং বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি । অথ জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়ন্তি––"গর্ভস্থঃ" ইতি । এবং শ্রীপ্রহ্লাদস্যাপি গর্ভে এব বিদ্যোপত্তিঃ, তথাহি শ্রীভাগবতে–৭/৭/১৫ ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ । ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্ম্মলম্ ॥

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কিন্তু জন্মান্তরে সঞ্চিত সাধন সমূহের দ্বারা জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকার শ্রীপ্রহ্লাদেরও মাতৃগর্ভে বিদ্যোৎপত্তি শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— সর্ব্বসমর্থ করুণাময় শ্রীনারদ ঋষি আমার মাতাকে ভাগবত ধর্ম্মের রহস্য এবং বিশুদ্ধ ভগবদ্ জ্ঞান আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐহিকধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন— এতদুক্ত মিতি। এইস্থলে ইহাই কথিত হইতেছে— কোন সাধকের লঘুপ্রতিবন্ধ থাকিলে সাধন সামর্থ্য বিশেষ বলে সেই প্রতিবন্ধক্ষয় হইলে পরে এই জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হয়, যেমন নচিকেতার, এবং সৌবীররাজ রহূগণের হইয়াছিল। সৌবীর রাজরহূগণের চরিত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে। শ্রীধ্রুবেরও একজন্মেই বিদ্যাজাত হইয়াছে- শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- মায়ানিয়ামক শ্রীহরির পাদপদ্ম অতীব দুর্ল্লভ, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার শ্রীচরণার্চ্চনার দ্বারাই পাওয়া যায়, সারাসার বিবেকী শ্রীধ্রুব তাহা এক জন্মেই লাভ করিয়া অকৃতার্থের ন্যায় হইয়াছিলেন। এই প্রকার লঘুপ্রতিবন্ধকের সাধনসামর্থ্য বিশেষ হেতু এই জন্মেই পরিক্ষয় হইলে পরে বিদ্যোদয় হয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর গুরুপ্রতিবন্ধকে ফল বলিতেছেন- গুরুরিতি। গুরুপ্রতিবন্ধযুক্ত সাধকের কিন্তু যজ্ঞ দান তপস্যা শমদমাদির দ্বারা বিদ্যা ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও ক্রমপূর্ব্বক যেমন ভাবে প্রতিবন্ধের ক্ষয় হয় সেই প্রকার ক্রমানুসারে ভবান্তরে জন্মান্তরে বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যার বিরুদ্ধ ফলকে প্রতিবন্ধ বলে, তাহা দেশ কালাদির বিশেষাপেক্ষা না করিয়া ফলোন্মুখ কর্ম্ম। এইস্থলে শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের দ্বারা ভবান্তরে বিদ্যোদয় সাধন করিতেছেন- এবমিতি। এই প্রকার শ্রীগীতাতেও বর্ণিত আছে- শ্রদ্ধাযুক্ত অযতি যোগ হইতে চঞ্চল মানস, যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়? ইত্যাদি। এইশ্লোকের শ্রীগীতাভূষণভাষ্য— জ্ঞানগর্ভনিষ্কাম

বিশেষাৎ তৎপ্রতিবন্ধপরিক্ষয়ে সত্যস্মিন্ জন্মনি বিদ্যোৎপদ্যতে ।

অথ ঐহিকাধিকরণস্য সারর্থমাহঃ–এতদুক্তমিতি । "কস্যাচিদিতি" স্ফুটার্থম্ । যথা "নচিকেতসঃ" উক্তম্ । সৌবীররাজস্য রহূগণস্য ; তচ্চরিতন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ; (২/১৩/৫১) তথা শ্রীভাগবতে–(৫/১০/১) বর্ত্ততে । অথ শ্রীধ্রুবস্যাপি একস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যা জাতা, তথাহি শ্রীভাগবতে–(৪/৯/২৮) সুদুর্লভং যৎ পরমং পদং হরে র্মায়াবিনস্তচ্চরণার্চ্চনার্জ্জিতম্ । লব্ধাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা কথং স্বমাত্মানমমন্যতার্থবিৎ ॥ এবং লঘুপ্রতিবন্ধকস্য সাধনসামর্থ্যবিশেষাৎ অস্মিন্নেব পরিক্ষয়ে বিদ্যোদয়ং দর্শিতম্ ।

অথ গুরু প্রতিবন্ধকস্য ফলমাহঃ–"গুরুরিতি" । প্রতিবন্ধোনাম বিদ্যাবিরুদ্ধফলং, তচ্চ দেশ-কাল-বিশেষাপেক্ষং ফলোন্মুখং কর্ম্ম । অত্র শ্রীগীতাবাক্যপ্রমাণেন ভবান্তরে বিদ্যোদয়ং সাধয়ন্তি–"এবমিতি। অযতিঃ" ইতি–"অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ ! গচ্ছতি ॥ ইতি বাক্যশেষঃ । অত্র শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্–জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গ যোগশিরস্কো নিখিলোপসর্গবিমর্দ্দনঃ স্ব–পরাত্মাবলোকনোপায়োভবতীত্যসকৃদুক্তম্ ; তস্য চ তাদৃশস্য–

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" (২/৪০) ইতি পূর্বোক্তমহিম্নঃ তন্মহিমানং শ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি–অযতিরিতি। অভ্যাস–বৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভেত এব । যস্তু প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপক–শ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্তু অযতিঃ অল্পস্বধর্ম্মানুষ্ঠানবান্–"অনুদরা যুবতিঃ" ইতি বদল্পার্থে নঞ্ । শিথিল

কর্ম্মযোগ অষ্টাঙ্গযোগাদি সশিরস্কনিখিলোপমর্দ্দক স্বপরাত্মবিলোকনের উপায় হয় ইহা বারম্বার কথিত হয়, তাদৃশ তাহার নেহাভিক্রম ও নাশ হয় না' ইত্যাদি পূর্ব্বে যে মহিমা কথিত হইয়াছে তাহার মহিমা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীঅর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন- অযতিরিতি। অভ্যাস ও বৈরাগ্য পূর্ব্বক প্রযত্নেরদ্বারা পুরুষ যোগ লাভ করে। যে সাধক প্রথমতঃ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাদৃশ যোগনিরূপক শ্রুতিশাস্ত্র বিশ্বাসযুক্ত, কিন্তু অযতি অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠানযুক্ত 'অল্প উদরযুক্তা যুবতি' এই প্রকার অল্পার্থে নঞ্ হইয়াছে। অর্থাৎ শিথিল প্রযত্ন বশতঃ অষ্টাঙ্গযোগ হইতে চলিত বিষয় প্রবণ মানস যাহার, এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস বৈরাগ্য বিষয়ে শৈথিল্য বশতঃ বিবিধ যোগের সম্যক সিদ্ধি হৃদয়বিশুদ্ধি লক্ষণ আত্মাসাক্ষাৎকার লক্ষণ না পাইয়া, কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়া, শ্রদ্ধালু সামান্যধর্ম্মানুষ্ঠানকারী প্রারব্ধযুক্তও যাহার যোগ ফল প্রাপ্ত হয় নাই, সে দেহান্তে কি গতি লাভ করে? হে কৃষ্ণ! সম্বোধনবাক্য। এই প্রকার শ্রীমদর্জ্জুনের প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণ উত্তর প্রদান করিতেছেন- হে পার্থ! সেই ভ্রষ্টযোগির ইহলোকে ও পরলোকে কোন রূপে তাহার বিনাশ হয় না। অন্তে অনেকজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনন্তর পরাগতি লাভ করে। ইহার শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যা- কিন্তু বহুজন্মে সম্যকযোগ ও সমাধির দ্বারা সাধকগণ শূন্যগৃহে যাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন' ইত্যাদি কর্দম কথিত ন্যায়ানুসারে সেই যোগও একজন্মে সিদ্ধ হয় না। প্রযত্ন পূর্ব্বক চেষ্টা করিলেও, প্রকৃষ্ট যত্নপূর্ব্বক যত্নবান ইহাই অর্থ, তু কারের দ্বারা পূর্ব্ব কথিত যোগভ্রষ্ট হইতে এই যোগির ভেদ বুঝাযাইতেছে। সংশুদ্ধ কিল্বিষ অর্থাৎ সম্যকপরিপক্ক কষায়, তাহাও একজন্মে সিদ্ধ হয় না। পরাগতি- মোক্ষ' এই অর্থ। অতএব

যথা নচিকেতসো যথা চ সৌবীররাজস্য । গুরুপ্রতিবন্ধস্য তু যজ্ঞদান তপঃ শম দমাদিভিরুৎপদ্যমানেঽপি বিদ্যা ক্রমেণ তৎপরিক্ষয়াপেক্ষয়া ভবান্তর এবেতি । এবমেবোক্তং শ্রীগীতাসু "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ" (গীতা০–৬/৬৭) ইত্যাদিনা ।

প্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চলিতং বিষয় প্রবণং মানসং যস্য সঃ ; এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাস বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ বিবিধস্য যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্‌বিশুদ্ধিলক্ষণমাত্মাবলোকন–লক্ষণাং চাপ্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিন্তু প্রাপ্ত এব ; শ্রদ্ধালুঃ কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগোঽপ্রাপ্তযোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি ? হে কৃষ্ণ!" ইতি ।

শ্রীমদর্জ্জুনপ্রশ্নানন্তরং উত্তরমাহ শ্রীকৃষ্ণঃ–পার্থ ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে । (৪০) অন্তেচ–অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ" ইতি । টীকা চ শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদানাম্–কিন্তু– "বহুজন্মবিপাকৈশ্চসম্যগ্‌যোগসমধিভিঃ । দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ (ভাঃ০–৩/২৪/২৮) ইতি কর্দ্দমোক্তেঃ সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিদ্ধ্যতীত্যাহ–প্রযত্নাদ্ যতমানঃ প্রকৃষ্টযত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ। তু–কারঃ পূর্বোক্তাদ্ যোগভ্রষ্টাদ্ অস্য ভেদং বোধয়তি । সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সম্যক্ পরিপক্বকষায়ঃ । সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিদ্ধ্যতীতি সঃ । পরাং গতিং মোক্ষম্" ইতি । তস্মাদ্ "ঐকভাবিক" ইত্যাদি স্ফুটার্থম্ । ইদমত্র তত্ত্বম্–

যে খলু সর্ববিধ প্রতিবন্ধকরহিতাঃ তেষাং একস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যোদয়ঃ, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারশ্চ। যে চ গুরুপ্রতিবন্ধকযুক্তাঃ তেষামনেকজন্মসাধন সংগ্রহেণ চ বিমুক্তিরিতি । তথাহি শ্রীভাগবতে মুচকুন্দং প্রতি শ্রীভগবান্–"জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ । ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্" (১০/৫১/৬৪) এবং শ্রীভরতস্য জন্মত্রয়েণ বিদ্যোদয়ঃ ; যদ্যাপি শ্রীভরতস্য শ্রীভগবতি প্রেমলক্ষণা ভক্তির্জাতা তথাপি তস্য দেবতান্তরোপাসনময়–কষায়েন জন্মান্তর লাভঃ । শ্রীপঞ্চমে–(৫/৭/১৩)।

একজন্মেই বিদ্যাফল লাভ হইবে এই অভিসন্ধিরও কোন নিয়ম নাই, 'আমার সিদ্ধিলাভ ইহলোকে অথবা পরলোকে হউক' এই প্রকারও সাধকের দেখা যায়। এই প্রকরণের সারাংশ এই প্রকার— যে সাধকগণ সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক রহিত তাঁহাদের একজন্মেই বিদ্যোদয় এবং শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারও হয়। যে সাধকগণ গুরুপ্রতিবন্ধকযুক্ত তাঁহাদের অনেকজন্ম সাধনের সংগ্রহে বিমুক্তি হয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- হে রাজন্! অন্যজন্মে আপনি সকল প্রাণিগণের প্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকেই লাভ করিবেন। যদিও রাজর্ষি শ্রীভরতের প্রেমলক্ষণা ভক্তি জাত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার দেবতান্তর উপাসনাময় কষায় দ্বারাই জন্মান্তর লাভ হইয়াছিল। শ্রীপঞ্চমে বর্ণিত আছে- এই প্রকার শ্রীভরত ভগবদ্‌ব্রত ধারণ পূর্ব্বক মৃগচর্ম্ম বসন ত্রিসন্ধ্যাস্নান দ্বারা আর্দ্র কুটিল কপিশবর্ণ জটাসমূহে শোভিত হইয়া সূর্য্যলোকস্থ ভগবান হিরন্ময় পুরুষকে সমারাধন করিলেন।

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (গী০–৬/৪৫) ইত্যন্তেন । ঐক ভাবিকাভিসন্ধিরপি ন নিয়মঃ ।

"ইহামুত্র বা মে স্যাৎ" ইত্যেবমপি তস্য দর্শনাৎ । তস্মাদস্মিন্ পরস্মিন্ বা জন্মনি বিদ্যোদয়ঃ প্রতিবন্ধক্ষয়ানন্তরমেবেতি সিদ্ধম্ ॥৫১॥

"ইত্থং ধৃতভগবদ্ব্রত ঐণেয়াজিন বাসনানুসারনাভিষেকার্দ্রকপিশ কুটিলজটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যর্চাভগবন্তং হিরন্ময়ং পুরুষমজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্" ইতি । টীকাচাত্র শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ–তং প্রেমবিকারমপি ভগবৎপরিচর্য্যায়াং বিঘ্নমেব মত্বা তদুপহিতযোগ্যং বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকতয়া তদুপাসনান্তরং কৃতমিত্যাহ–ইত্থমিতি" । অপরঞ্চ–তত্রৈব–(৫/৮/২৬) "ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যং প্রারব্ধং কর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি ; দুর্ব্বলত্বাৎ ; ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যতে ।

"কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠা বর্দ্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে । সা চোৎকণ্ঠাত্র বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্যেতি । ইতি । এবং শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাম্–(৩/১/১৪৮) "অতএব ভরতদেবস্যাপি ঋষভদেবেনানুগৃহীতস্যাপি প্রতিবন্ধাপরোক্ষানুভবত্বাৎ অন্তরায়ৈরত্যন্ত–সমুচ্ছিন্ন–ভগবদুপাসনত্বাচ্চ তদুত্তরকাল ভাবিনা মৃগাশক্তিরূপেণ কর্ম্মণানিকৃষ্টদেহারম্ভঃ । অথবা মৃগত্বমপি তজ্জাতিস্মরণবৈরাগ্য–ভূতদয়াদি গুণোপেতত্বান্মোক্ষানুকূলমেবেতি ন তদারম্ভকস্য কর্ম্মণো নিবৃত্তৌ প্রযততে ভক্তিঃ" ইতি । এবং বহুভবিকীং বিদ্যোৎপত্তিং দর্শিতম্ ।

শ্রীক্রমসন্দর্ভ টীকা- শ্রীভরত প্রেমবিকারকেও ভগবৎপরিচর্য্যায় বিঘ্ন মনে করিয়া প্রেমের আবরণযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকরূপে তাহার উপাসনা করিলেন তাহা বলিতেছেন। অপর শ্রীভগবদ্ভক্তির অন্তরায় সামান্য প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ তাহা অতিশয় দুর্ব্বল হয়। অতএব প্রাচীন অপরাধাত্মক কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন- সাধারণ প্রারব্ধের ফলই তাদৃশ ভক্তের প্রবল উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীভগবানই তাহা করিয়াছেন, এইপ্রকার মনে করেন। এই বিষয়ে শ্রীনামকৌদ্যুতে বর্ণিত আছে- অতএব ভগবান ঋষভদেব কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ভরতদেবেরও প্রতিবন্ধ অপরোক্ষানুভব হেতু অন্তরায় দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা অত্যন্ত সমুচ্ছিন্ন হইলে তদুত্তরকাল ভাবি মৃগাসক্তিরূপ কর্ম্মের দ্বারা নিকৃষ্টদেহারম্ভ হয়। অথবা শ্রীভরতের মৃগদেহও মৃগজাতি হওয়ার স্মরণ বৈরাগ্য প্রাণিদয়াদি গুণযুক্ত হেতু মোক্ষের অনুকূলই হইয়াছে, সুতরাং মৃগত্বারম্ভক কর্ম্মের নিবৃত্তির জন্য ভক্তি যত্ন করেন নাই। এই প্রকার বহুজন্মজাত বিদ্যোৎপত্তি প্রদর্শিত হইল। এইস্থলে বিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অপরাধই বুঝিতে হইবে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে- সেবাপরাধও নামাপরাধের উদ্ভবের অভাবকারী আচরণ করিবে। সেবাপরাধ শ্রীহরিভক্তি বিলাসে- যানে অথবা পাদুকায় আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরেগমন, উৎসবাদি না করা, তাঁহার অগ্রে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট মুখে বা অশৌচাবস্থায় শ্রীভগবদ্দর্শন, একহস্তে প্রণাম, সাক্ষাতে প্রদক্ষিণ, অগ্রে পাদ প্রসারণ, নিকটে মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, বৃথা জল্পনা, রোদন ও কলহ করা, কাহাকেও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ ও ক্রুরভাষণ করা, কম্বল

অত্র বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রতিবন্ধকা অপরাধা এব তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–(১/২/৮১) "সেবা–নামাপরাধানামুদ্‌ভবাভাবকারিতা" অথ সেবাপরাধাঃ–শ্রীহরিভক্তিবিলাস–(৮/২০৮-২২১), "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে । দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ উচ্ছিষ্টে বাথ বাহশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্ । এক হস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥

পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনম্ । শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ । নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রুরভাষণম্ ॥ কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ । অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্ ॥ শক্তৌ গৌণোপচারাশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্ । তত্তৎকালোদ্‌ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকম্ । পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্ ॥ গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা । অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎপরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ বরাহে– "দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া । বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্ । সর্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরম্ ॥

রাজান্নভক্ষনঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহম্ । ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃতনাশনম্ ॥ তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ । দ্বারোদ্‌ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্ ॥ পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণম্ । কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে ॥ তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায়সর্পণম্ । শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণম্ ॥

অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ । অকর্ম্মণ্যপ্রসুনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা ॥ অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ

আবরণে ভগবৎ পূজা, পরনিন্দাও পরের স্তুতি করা, অশ্লীল ভাষণ, অধোবায়ু পরিত্যাগ, সামর্থ্যা থাকিতে সামান্য উপচারে পূজন, অনিবেদিত ভক্ষণ, যথাকালে উৎপন্ন ফলাদি সমর্পণ না করা, অগ্রে প্রদান করিয়া পরে ব্যঞ্জনাদি নিবেদন, শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন ও অন্যকে অভিবাদন করা, শ্রীগুরুর নিকটে মৌন ধারণ, নিজের স্তুতি, দেবতারনিন্দা, এই বত্রিশপ্রকার শ্রীবিষ্ণুর নিকটে অপরাধ পরিকীর্ত্তিত হইল। শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে- হে বসুধে! আমি যে বত্রিশ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তন করিয়াছি তাহা বৈষ্ণব প্রযত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদা বর্জন করিবে, যে সাধকগণ আমাকর্ত্তৃক বর্ণিত অপরাধ বর্জন করে না তাহার সর্ব্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরকাল নরকে পচিয়া থাকে। অনাপদকালেও ভয়াবহ রাজান্ন ভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীহরির স্পর্শ সকল সুকৃত নাশ করে, বিধি লঙঘন করিয়া সহসা শ্রীহরিকে স্পর্শ, শব্দ না করিয়া দ্বারোদ্ ঘাটন, শূকরমাংস নিবেদন, 'পাদুকা সহিত শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে গমন, কুক্কুরোচ্ছিষ্টস্পর্শ, পূজাকালে মৌন ভঙ্গ, পূজাকালে মূত্রবিষ্ঠাদিত্যাগের নিমিত্ত গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন ভক্ষণ, গন্ধমাল্যাদি প্রদান না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ধূপ দান করা, অযোগ্য পুষ্পে শ্রীহরির পূজা, দন্তকাষ্ঠ না করিয়া, স্ত্রীসঙ্গ করিয়া, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া প্রদীপ ও মৃতব্যক্তি স্পর্শ করিয়া, রক্ত নীল অধৌত মলিন ও পরের বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃত মানব দেখিয়া, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ করিয়া, শ্মশান গমন করিয়া, অজীর্ণ অবস্থায়, শূকরমাংস ভক্ষণ করিয়া, পিণ্যাক জলপাদক কুশুম্ভশাক ভক্ষণ করিয়া, তৈলমর্দন করিয়া, শ্রীহরির স্পর্শ ও কর্ম্ম করা পাপাবহ কার্য্য

কৃত্বা নিধুবনং তথা । স্পৃষ্ট্বারজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ ॥ রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনংপটম্ । পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্ ॥ ক্রোধংকৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুত্বাপ্যজীর্ণভুক্ । ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসংপিণ্যাকংজালপাদকম্ ॥ তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ । হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্ ॥ ইতি ।

অথ নামাপরাধাঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—১১/২৮৩-২৮৬ পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীসনৎকুমারবাক্যম্—"সতাংনিন্দা নাম্নঃ পরমমপারাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্‌বিগরিহাম্ ।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥
ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥

শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোনরঃ । অহং মমাদি—পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥ তৎক্ষালনোপায়শ্চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—১১/২৮৭ জাতে নামাপরাধোঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন । তদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেক শরণো ভবেৎ ॥ এবং শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাম্—৩/১৫৩ তস্মাৎ শ্রদ্ধা—ভক্তি—জ্ঞান—বৈরাগ্যাভ্যাস—দেশ—কাল—বিশেষাদি নিরপেক্ষং ভগবন্নামকীর্ত্তনমেব মহদবমানাতিরিক্তং অপ্রারব্ধং প্রাচীনমংহঃ সর্বমেব সংহরতি । আবর্ত্ত্যমানং পুনদুর্বাসনা বিধ্বংসদ্বারেণ শ্রদ্ধা—ভক্তি—বৈরাগ্য—জ্ঞানান্যুৎপাদয়দপবর্গসাধনম্। প্রারব্ধপাপনিবর্ত্তকঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবশাৎ । মহদবমানস্য তু ভোগ এব নিবর্ত্তকস্তদনুগ্রহো বা ; ন

হয়।

অনন্তর শ্রীনামাপরাধ- সাধুপুরুষের নিন্দা শ্রীনামের নিকটে পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সাধুগণ হইতে শ্রীনামপ্রভুর খ্যাতি যশঃ বিস্তার হয় তিনি তাঁহাদের নিন্দা কি প্রকারে সহন করিবেন, অপর যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ ও নামাদি মনে ও পৃথক ভাবে দর্শন করে সে শ্রীহরিনামের অহিতকারী, শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, শ্রীহরিনামে অর্থবাদ প্রশংসা মাত্র কল্পনা করা, এবং শ্রীহরিনামের বলে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এই সকল ব্যক্তির যমের দ্বারাও শুদ্ধি লাভ হয় না, যে মানব প্রমাদ বশতঃ ধর্ম্ম ব্রত ত্যাগ যাগাদি সকল শুভ ক্রিয়ার সহিত সমতামনে করে, শ্রদ্ধারহিত বিমুখজনে শ্রীহরিনাম উপদেশ করে সে শ্রীহরিনামের নিকটে অপরাধী, শ্রীনামমহিমা শ্রবণ করিয়া ও যে অহং মমাদিযুক্ত মানব তাহাতে প্রীতি করে না সেই ব্যক্তি নামাপরাধী হয়। শ্রীনামাপরাধক্ষালনের উপায় শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বর্ণিত আছে- প্রমাদবশতঃ কোনরূপে নামাপরাধজাত হইলে পরে শ্রীনামের একমাত্র শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক নামকীর্ত্তন মাত্রই করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীভগবান্নামকৌমুদীতে বর্ণিত আছে— অতএব শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞানবৈরাগ্য অভ্যাস দেশ কাল বিশেষাদি অপেক্ষা না করিয়া শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই মহদবজ্ঞা রহিত অপ্রারব্ধ ও প্রাচীন পাপাদি সকল বিনষ্ট করে, পুনঃ পুনঃ সঙ্কীর্ত্তন করিলে পরে সমুদায় দুর্ব্বাসনা বিধ্বংস পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞানাদি উৎপাদন করিয়া অপবর্গ মোক্ষের সাধন হয়। কদাচিৎ সাধকের ইচ্ছাবশতঃ প্রারব্ধ পাপও নিবারণ

১৬॥ "মুক্তিফলাধিকরণম্"–

অথ বিদ্যাসম্পত্তৌ মোক্ষস্যাবশ্যকংদর্শয়তি। "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" (নৃ০–তা০–পূ০–১/৬/২) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বে০–৬/১৫) ইতিশ্রূয়তে। অত্র যচ্ছরীরে বিদ্যোদিতা তস্যৈব পাতে মোক্ষঃ স্যাৎ ? তদন্যস্য বেতি সংশয়ে।

পুনরন্যৎ কিঞ্চিদিতি স্থিতম্" ইতি।

সঙ্গতি ঃ–অথ ঐহিকাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ–"তস্মাদিতি"। স্পষ্টম্। এবং মহত্তম প্রসঙ্গজাৎ শ্রবণাদিপৌষ্কল্যাদ্ বিদ্যা সুলভা" ইত্যর্থঃ ॥ উদয়তি সদাবিদ্যা প্রতিবন্ধবিনাশনাৎ। তস্মাৎ সর্বপ্রয়াসেন প্রতিবন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ মহতামপরাধস্য সেবা–নামাপরাধয়োঃ। তথা ধামাপরাধস্য নোদ্ভবেৎ হৃদি মে সদা ॥ ৫১॥

ইতি ঐহিকাধিকরণং পঞ্চদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৫॥

১৬॥ "মুক্তিফলাধিকরণম্"

জয়তি হি সদা বিদ্যা কৃষ্ণসেবা প্রদায়িনী।
প্রারব্ধস্য বিনাশে তু ইত্যধিকরণস্থিতিঃ ॥

পূর্বত্র ঐহিকাধিকরণে শ্রবণাদিসাধনযুক্তস্যাপি প্রতিবন্ধনাশে সতি বিদ্যোদয়ঃ "ইতি প্রতিপাদিতম্"। এবং বিদ্যোদয়স্য অবশ্যম্ভাবিমোক্ষত্বাৎ তৎ কদা ভবিতা ? ইত্যপেক্ষায়াং মুক্তিফলাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

করে। কিন্তু মহদবমাননারূপ অপরাধ ভোগের দ্বারাই নিবর্ত্তন হয়, অথবা তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহই নিবর্ত্তক, অন্যকোন গতি নাই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

সঙ্গতি— অনন্তর ঐহিকাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তস্মাদিতি। অতএব এই জন্মে অথবা পরজন্মে প্রতিবন্ধক্ষয়ের পরেই বিদ্যোদয় হয় ইহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ মহত্তমগণের প্রসঙ্গ জাত শ্রবণ সাধন পৌষ্কল্য দ্বারাই বিদ্যা সুলভা হয় এই অর্থ। প্রতিবন্ধ বিনাশ হইতেই সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যা উদিত হয়, অতএব সকল প্রকার প্রয়াশ দ্বারা প্রতিবন্ধকে পরিত্যাগ করিবে, মহদপরাধ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ এবং ধামাপরাধের উদয় আমার হৃদয়ে না হউক ইহাই প্রার্থনা করি।।৫১।।

এই প্রকার ঐহিকাধিকরণ পঞ্চদশ সমাপ্ত।।১৫।।

১৬।। মুক্তিফলাধিকরণ

অনন্তর মুক্তিফলাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রারব্ধের বিনাশ হইলে পরে যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদায়িনী হয়েন, সেই ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বদা জয় হউক, ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বে ঐহিকাধিকরণে শ্রবণাদি সাধনযুক্ত সাধকের প্রতিবন্ধ বিনাশ হইলে পরে বিদ্যার উদয় হয়' ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই

হেতৌ সতি কার্য্যস্যাবশ্যকত্বাত্তস্যৈব পাতে সতীতি প্রাপ্তে–

বিষয় ঃ–অথ মুক্তিফলাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং প্রঘট্টকমারচয়ন্তি–অথেতি । স্পষ্টম্। তমেব" ইতি শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম্–তমেব শ্রীভগবন্তমেব বিদ্বান্ বিজানন্ সাধক ইহ অস্মিন্নেব জন্মনি অমৃতো ভবতি ; জন্মমৃত্যুরহিতো ভবতীতি । তমেব–শ্রীগোবিন্দদেবমেব বিদিত্বা–শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত্বা অতিমৃত্যুং অমৃতত্বমেতি । তথাহি শ্রীভাগবতে–১০/৩/২৭ মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ । ত্বৎপাদাব্জং পাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য ! স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ শ্রীগীতাসু–১৫/৬ যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" । ইতি বিষয়বাক্যম্ ।

সংশয় ঃ–অত্র ভবতি সংশয়ঃ–অত্রেতি । যস্মিন্ শরীরে বিদ্যোদিতা তস্য শরীরস্য পাতে-নিপাতে মোক্ষঃ স্যাৎ ? অথবা শরীরান্তরস্য পাতে মোক্ষঃ স্যাদিতি সংশয়বাক্যম্ ।

পূর্বপক্ষ ঃ– ইতি সংশয়ে জাতে পূর্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি–হেতাবিতি । স্ফুটার্থম্ । তথাচ–বিদ্যারূপে কারণে অভ্যুদিতে সতি মোক্ষস্য তদনন্তরমেবাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ যস্মিন্ শরীরে বিদ্যোদিতা তস্য নিপাতে এব মোক্ষঃ স্যাৎ । ইতি পূর্বপক্ষবাক্যম্ ।

প্রকার বিদ্যোদয় হইলে মোক্ষলাভ অবশ্যাম্ভাবী এই হেতু, তাহা কখন হয়? এই অপেক্ষায় মুক্তি ফলাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়— অথ মুক্তিফলাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণ করিবার নিমিত্ত প্রঘট্টকরচনা করিতেছেন- অথেতি। অনন্তর বিদ্যা সম্পত্তি লাভ হইলে পরে মোক্ষ অবশ্যই প্রাপ্ত হয় তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে বর্ণিত আছে- তমেবেতি। তাঁহাকে জানিয়া বিদ্বান অমৃত হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবান কে বিদ্বান জানিয়া সাধক এই জন্মেই অমৃত জন্ম মৃত্যুরহিত হয়। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে বর্ণিত আছে- তমেব শ্রীগোবিন্দদেবকেই বিদিত্বা শ্রীগুরু প্রসাদ হইতে শাস্ত্রদ্বারা জানিয়া অতিমৃত্যু অমৃতত্বলাভ করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- মানব মৃত্যুরূপ অজগর দ্বারা ভীত হইয়া সকল লোকে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় লোকে গমন করে না, হে আদ্য! যদৃচ্ছাপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম লাভ করিয়া স্বস্থঃ হইয়া শয়নকরে এবং মৃত্যু তাহা হইতে পলায়ন করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে- যেস্থানে গমন করিলে মানবগণ নিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই আমার পরমধাম হয়, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়— এইস্থলে সংশয় হইতেছে- অত্রেতি। এইস্থলে যে শরীরে বিদ্যার উদয় হয় সেই শরীরের নিপাতে মোক্ষ হয়? অথবা তদন্য-অন্যশরীরের নিপাতে মোক্ষলাভ হয়? ইহাই সন্দেহ।

পূর্ব্বপক্ষ— এই প্রকার সংশয়জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন- হেতাবিতি। হেতু হইলে পরে কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার নিপাতে মোক্ষ হয়, অর্থাৎ বিদ্যারূপ কারণ উদিত হইলে পরে মোক্ষ অনন্তর অবশ্যই লাভ হইবেই এই হেতু যে শরীরে বিদ্যা উদিতা হয় সেই শরীর নিপাত হইলেই মোক্ষ হইবে, এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

॥ওঁ॥ এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ওঁ॥ ৩/৪/১৬/৫২॥

যথা বিদ্যাসাধনসম্পন্নস্য মুমুক্ষোর্বিদ্যালক্ষণে ফলে অস্মিন্নেব জন্মনীতি ন নিয়মঃ ; কিন্তু প্রতিবন্ধপরীক্ষয়োত্তরমেব সেতি ; তথা বিদ্যাসম্পন্নস্য তস্য মোক্ষলক্ষণেঽপি ফলে তস্যৈব পাতে সতীতি ন নিয়মঃ প্রারব্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব স ইতি ।

সিদ্ধান্ত ঃ–ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্র মবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ–"এবমিতি" । যথা বিদ্যাসাধন সম্পন্নস্য মুমুক্ষোঃ বিদ্যালক্ষণে ফলে অস্মিন্নেব জন্মনি ভবেদিতি ন নিয়মঃ ; কিন্তু প্রতিবন্ধরূপাপরাধপরিক্ষয়ানন্তরমেব বিদ্যোৎপত্তিঃ ; এবং বিদ্যাসম্পন্নস্য তস্য সাধকস্য মোক্ষলক্ষণেঽপি ফলে জাতে সতি তস্যৈব শরীরস্য পাতে সতি মোক্ষঃ স্যাদিতি ন নিয়মঃ ; কিন্তু শরীরধারক প্রারব্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব মোক্ষ ইত্যর্থঃ । এবং কুতঃ ? তত্রাহ–"তদিতি" । প্রারব্ধক্ষয়োত্তরং বিদ্যাবতঃ সাধকস্য মোক্ষাবস্থাবিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ ।

"যথা বিদ্যাসাধনসম্পন্নস্য" ইতি ভাষ্যমতিরোহিতার্থম্ । অত্র ছান্দোগ্যবাক্যপ্রমাণেন স্পষ্টমাহঃ–"আচার্য্যবান্" ইতি । আচার্য্যবান্–শ্রীগুরুসেবানিষ্ঠঃ লব্ধবিদ্যাসাধকঃ পুরুষঃ ; বেদ–পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং জানাতি ; তৎ প্রভাবেন স্বস্য মোক্ষকালমপিজানাতীত্যাহ–"তস্য" ইতি । তস্য শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকস্য তাবদেব চিরং--তাবৎ কালমেব তৎসেবা লাভে বিলম্বো ভবতি, যাবৎকালপর্য্যন্তং শ্রীগোবিন্দদেবেন ন বিমোক্ষ্যে–স্বোপাসকং বিমোক্তুং নেষ্যতে । অথ সম্পৎস্যে–অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইচ্ছানন্তরং নির্দ্ধূতদেহসম্বন্ধঃ সম্পৎস্যতে প্রাপ্যতে" ইত্যর্থঃ । প্রারব্ধেতি–স্পষ্টম্ । অত্রার্থে স্মৃতিপ্রমাণমাহঃ–

সিদ্ধান্ত— এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন- এবমিতি। এইপ্রকার মুক্তিফলের কোন নিয়ম নাই, তাহার অবস্থা নিশ্চয় হেতু, অর্থাৎ যে প্রকার বিদ্যাসাধন সম্পন্ন মুমুক্ষুর বিদ্যালক্ষণ ফল এই জন্মেই হইবে এই প্রকার নিয়ম নাই, কিন্তু প্রতিবন্ধরূপ অপরাধক্ষয় হইলে পরেই বিদ্যোৎপত্তি হয়, এই প্রকার বিদ্যাসম্পন্নসাধকের মোক্ষ লক্ষণ ফল জাত হইলে পরে সেই শরীরের নিপাতে মোক্ষ হইবে ইহার নিয়ম নাই, কিন্তু শরীরধারক প্রারব্ধক্ষয়ের পরেই মোক্ষ লাভ হয় এই অর্থ। এই প্রকার কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন- তদিতি। প্রারব্ধক্ষয়ের উত্তরকালেই সাধকের মোক্ষাবস্থার বিনিশ্চয় করিয়াছেন ইহাই অর্থ। যেমন বিদ্যাসাধন সম্পন্ন মুমুক্ষুসাধকের বিদ্যালক্ষণ ফল লাভ হইলে এইজন্মেই মোক্ষ হইবে ইহার কোন নিয়ম নাই, কিন্তু প্রতিবন্ধক্ষয়ের পরেই মুক্তি হইবে, সেই প্রকার বিদ্যাসম্পন্ন সাধকের মোক্ষ লক্ষণফল লাভ হইলে এই শরীরের নিপাতেই মোক্ষ লাভ হইবে ইহার কোন নিয়ম নাই, কিন্তু প্রারব্ধ পরিক্ষয়ের পরেই মোক্ষ হয়। তথাচ- প্রারব্ধক্ষয় হইলে এই শরীরের নিপাতে মোক্ষ হয়, প্রারব্ধ বিদ্যমান থাকিলে অন্যজন্মে মোক্ষ হয় সুতরাং পাক্ষিক নহে। ইহা কেন? তাহা বলিতেছেন-

তথাচ প্রারব্ধাভাবে তস্যৈব পাতে ; সতি তু প্রারব্ধে তদন্যস্যেতি ন পাক্ষিকো মোক্ষঃ। কুতঃ ? তদিতি ।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"

"বিদ্বান" ইতি । বিদ্বান্ লব্ধবিদ্যা শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকঃ, অমৃতং–মোক্ষমাপ্নোতি অত্র বিষয়েঽস্মিন্ বিচারণা ন কার্য্যা ; কদা প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ–অবসন্নম্" ইতি । যদা আরব্ধং কর্ম্ম অবসন্নং–ক্ষীণং ভবতি, তদা অত্র শ্রীভগবল্লোকে এব তৎসেবার্থং গচ্ছতি ।

যদি আরব্ধকর্ম্মক্ষীণং ন ভবতি তদা কিং ভবেৎ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ–"ন চেদিতি" ইতি । ন চেৎ–আরব্ধকর্ম্মক্ষীণং ন ভবতি চেৎ তদা বহুনি জন্মনি প্রাপ্য এব অন্তে প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়োত্তরম্ শ্রীভগবদ্ধামং গচ্ছতীতি ন সংশয়ঃ ।

ননু–তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্–৫/৫৪ "যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমাহোস্বকর্ম্ম–বন্ধানুরূপ–ফলভাজনমাতনোতি । কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইত্যাদেঃ কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ–"যদ্যপীতি" স্পষ্টম্ । তথাচ শ্রীগোবিন্দদেবো যদি কাময়েৎ তদা স্বভক্তস্য প্রারব্ধংন ক্ষীণোতি ; কিন্তু বর্ত্ততে এব ।

তথাহি শ্রীরামায়নে উত্তরখণ্ডে–১০৮/২৬ "বিভীষণমথোবাচ রাক্ষসেন্দ্রং মহাযশঃ ॥ "যাবৎ

তদিতি। ইহা ছান্দোগ্য বাক্য প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট বলিতেছেন- আচার্য্যেতি। আচার্য্যবান পুরুষ জানেন, তাহার তাবৎকাল বিলম্ব হয়, যাবৎকাল মুক্ত না করেন, অথ লাভ করেন। অর্থাৎ আচার্য্যবান্ শ্রীগুরু সেবানিষ্ঠ লব্ধ বিদ্যাসাধকপুরুষ বেদ-পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানেন, সেই সাধক নিজের মোক্ষকালও জানিতে পারেন তাহা বলিতেছেন- তস্যেতি। সেই শ্রীগোবিন্দদেবোপাসকের 'তবদেব চিরং'- তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা লাভে বিলম্ব হয়, যাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক বিমুক্ত না হয়, তিনি নিজের উপাসককে মুক্ত করিতে ইচ্ছা না করেন। অথ সম্পৎস্যে-অথ শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছার অনন্তর নির্দ্ধূত দেহ সম্বন্ধ হইয়া প্রাপ্ত হয়েন এই অর্থ। এই ছান্দোগ্যবাক্যে প্রারব্ধক্ষয়োত্তরকালে বিদ্যাবানের মোক্ষাবস্থা বিনিশ্চয় হেতু ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন- বিদ্বানিতি। বিদ্বান অমৃতলাভ করেন, এই বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, যে কালে আরব্ধ কর্ম অবসন্ন হয়, তথায় গমন করেন, অন্যথা বহুজন্মের পরে লাভ করেন, সংশয় নাই। অর্থাৎ বিদ্বান লব্ধবিদ্য শ্রীগোবিন্দদেবোপাসক অমৃত মোক্ষলাভ করেন, এই বিষয়ে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই। কখন প্রাপ্ত হয়েন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- অবসন্নমিতি। যখন আরব্ধ কর্ম্ম অবসন্ন ক্ষীণ হয় তখন শ্রীভগবল্লোকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত গমন করেন। যদি আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষীণ না হয় তখন কি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-নচেদিতি। যদি আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষীণ না হয় তখন অনেক জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়োত্তরকালেই শ্রীভগবদ্ধামে গমন করেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদি বলেন— শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে- অহো! অতিক্ষুদ্র ইন্দ্রগোপকীট হইতে আরম্ভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নিজ

(ছা০–৬/১৪/২) ইতি ছান্দোগ্যে প্রারব্ধ ক্ষয়োত্তরং বিদ্যাবতো মোক্ষাবস্থানিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ–"বিদ্বানমৃতমাপ্নোতি নাত্রকার্য্যাবিচারণা ।

প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ ! । রাক্ষসেন্দ্র ! মহাবীর্য্য ! লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি ॥ (২৭) কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র ! মহাবল ! । আরাধয় জগন্নাথমিক্ষাকু–কুলদৈবতম্ ॥ (৩০) তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাব্রবীৎ । জীবিতে কৃতবুদ্ধিস্ত্বং মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ (৩২) মৎ কথা প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বর ! । তাবৎ রমস্ব সুপ্রীতো মদ্‌বাক্যমনুপালয়ন্ ॥ (৩৩) ইত্যত্র শ্রীবিভীষণ হনুমদাদীনাং শ্রীরামবাক্যেন কল্পান্তকাল পর্য্যন্তমবস্থানম্ ।

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীউদ্ধব প্রার্থনা–১১/৪/৪৩ "নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব ! । ত্যক্তং সমুৎসহে নাথ ! স্বধাম নয় মামপি ॥ অত্র শ্রীভগবদিচ্ছা–৩/৪/৩০-৩১ অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্ । অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ । অতোমদ্‌বয়ূনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ শ্রীএকাদশে চ–১১/২৯/৪১ গচ্ছোদ্ধব ! ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্ । তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ ইত্যাদি ।

সঙ্গতি ঃ–তস্মাৎ পরমভাগবতোত্তমানাং শরীরং শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠতীতি । বক্ষ্যতে চেতি– "অনারব্ধাধিকরণে"–(৪/১/১১/১৫) ইত্যর্থঃ । পদাভাসোঽধ্যায়পূর্ত্তিদোতনায় ॥ মহাভাগবতা যে চ

কর্ম্মবন্ধের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত করে, কিন্তু নিজভক্তি যুক্ত ভক্তগণের কর্ম্মবন্ধন সকল দহন করেন সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। ইত্যাদিবাক্যের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- যদ্যপীতি। যদ্যপি বিদ্যার দ্বারা সাধকের সকল প্রকারকর্ম্ম পরিক্ষয় হয়, তথাপি শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় প্রারব্ধাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা কথিত হইয়াছে, এবং পরেও বর্ণিত হইবে, সূত্রে যে পদের অভ্যাস দেখা যায় তাহা অধ্যায় পূর্ত্তির নিমিত্ত জানিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব যদি কামনা করেন, তবে তাঁহার ভক্তের প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না, কিন্তু অবশিষ্ট থাকে। শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে- শ্রীরামচন্দ্র মহাযশা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন- হে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! তুমি এই লঙ্কাপুরীতে যাবৎকাল প্রজা বাস করিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিবে। অপর হে মহাবলী রাক্ষসেন্দ্র! আমি আরও বলিতেছি- ইক্ষাকুকুলের দেবতা শ্রীজগন্নাথকে আরাধনা কর, বিভীষণকে এই প্রকার বলিয়া কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমানকে বলিলেন- তুমি জীবিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছ, এই প্রতিজ্ঞা বৃথা করিও না, হে কপীশ্বর! পৃথিবীতে যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার কথার প্রচার থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রীতিসহকারে আমার বাক্য পালন করিয়া বিচরণ কর, এই স্থলে শ্রীবিভীষণ হনুমান প্রভৃতির শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান দেখা যায়। শ্রীভাগবতে শ্রীউদ্ধবের প্রার্থনা- হে কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না, হে নাথ! অতঃ আমাকেও নিজধামে লইয়া চলেন, এইস্থলে শ্রীভগবানের ইচ্ছা- আমি এই লোক পরিত্যাগ করিলে মদাশ্রয় যে জ্ঞান তাহা উদ্ধবই ধারণ করিতে সমর্থ, কারণ সে আত্মজ্ঞানিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। কারণ উদ্ধব আমা হইতে ন্যূন নহে, সে সমর্থ ও ত্রিগুণের অধীন নহে, অতএব আমার জ্ঞান ধারণ পূর্ব্বক মানবকে গ্রহণ

অবসন্নং যদারব্ধং কর্ম্ম তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ন চেদ্ বহূনি জন্মানি প্রাপ্যৈবান্তে ন সংশয়ঃ॥ (মাধ্ব০–ভা০–৩/৪/১১/৫১) ইতি ।

যদ্যপি বিদ্যয়া সর্বকর্ম্মপরিক্ষয়ঃ স্যাৎ তথাপি ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রারব্ধাংশস্তিষ্ঠেদি ত্যুক্তং বক্ষ্যতে চ । পদভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥৫২॥

গোবিন্দৈকান্তসেবকাঃ । ভক্তিং গ্রাহয়িতুং জনান্ তে তিষ্ঠন্তি মহীতলে ॥৫২॥

ইতি মুক্তিফলাধিকরণং ষোড়শং সম্পূর্ণম্ ॥১৬॥

ইত্থং ব্যাখ্যাতান্ দ্বিসপ্ততিতমাধিকরণকস্য নবতিতমাধিকৈকশতসূত্রকস্য সাধনাখ্য–তৃতীয়াধ্যায়স্যার্থান্ সং সূচয়ন্ শ্রীগোবিন্দদেবমুপশ্লোকয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার–প্রভুচরণাঃ–"হরিঃ গুণৈ বৈরাগ্যং জনয়িত্বা ভক্তান্ মোদয়ন্ নিবধ্নতি, যঃ তৈঃ গুণৈঃ বদ্ধঃ অপি অনুরজ্যতি স মে প্রেয়ান্ অস্তু "ইত্যন্বয়ঃ" । হরিঃ–স্বমাধুর্য্যেণ স্বপরসর্বাকর্ষক–শ্রীগোবিন্দদেবঃ ; গুনৈঃ–নিজ–কারুণ্য–সৌশীল্য–মৈত্রী–সার্বজ্ঞ্য–সর্বেশ্বরত্ব, মোচকত্ব–আত্মপর্য্যন্ত সর্বপ্রদত্ব–ভক্তবাৎসল্যত্বাদিভি র্নিজনিত্যধর্ম্মৈ র্ভক্তস্যানিত্যেষু মলিনেষু গৃহাদিষু বৈরাগ্যং জনয়িত্বা তৈরেব গুণবৃন্দৈ র্ভক্তান্ স্বসেবকান্ মোদয়ন্ হর্ষাতিশয়মুৎপাদয়ন্ নিবধ্নাতি–বশীকরোতি, স্বস্মিন্ প্রীতিবিশেষমুৎপাদয়তীতি স নির্হেতুককৃপাকৃৎ–পরমরসিকশ্চ ইত্যর্থঃ ।

যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তৈঃ পরমৈকান্তিভক্তৈঃ গুণৈঃ–বিবেকবৈরাগ্য–স্বোপাস্যৈকনিষ্ঠ–প্রাবীণ্যানুরাগাদিভি

করাইয়া অবস্থান করুক। শ্রীএকাদশে- হে উদ্ধব! আমার আদেশে তুমি আমার আশ্রম বদরী বনে গমন কর, তথায় আমার পাদতীর্থে গঙ্গায়স্নানাদি করিয়া শুচি হইবে' ইত্যাদি।

সঙ্গতি— অতএব পরম ভাগবতোত্তমগণের শরীর শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অবস্থান করে, তাহা অনারব্ধাধিকরণে বর্ণন করিবেন। পদের পুনঃ কথন অধ্যায় পূর্ণের নিমিত্ত। যাঁহারা মহাভাগবত শ্রীগোবিন্দদেবের একান্ত সেবক তাঁহারা জনগণকে শ্রীভক্তি গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবস্থান করেন।।৫২।।

এই প্রকার মুক্তি ফলাধিকরণ ষোড়শ সম্পূর্ণ।।১৬।।

এই প্রকার দ্বিসপ্ততিতম অধিকরণাত্মক (৭২) একশতনবতিতম সূত্রাত্মক (১৯০) সাধনাখ্যতৃতীয় অধ্যায়ের অর্থসকল ব্যাখ্যায় সংসূচিত করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করিতেছেন-জনয়িত্বেতি। শ্রীহরি নিজগুণের দ্বারা বৈরাগ্য জাত করিয়া ভক্তগণকে আমোদিত করিয়া বন্ধন করেন, যিনি তাঁহাদের গুণের দ্বারা বদ্ধ হইয়াও অনুরঞ্জিত হয়েন সেই আমার প্রীতির বিষয় হউন' ইহা অন্বয়ার্থ। হরিঃ-স্বমাধুর্য্যের দ্বারা স্বপর সর্ব্বাকর্ষক শ্রীগোবিন্দদেব, গুণৈঃ- নিজ কারুণ্য সৌশীল্য মৈত্রী সার্ব্বজ্ঞ্য সর্ব্বেশ্বরত্ব মোচকত্ব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রদত্ব ভক্তবাৎসল্যাদি নিজ নিত্য ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা ভক্তে অনিত্য মলিন গৃহাদিতে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া ঐগুণবৃন্দের দ্বারা 'ভক্তান্' নিজসেবকগণকে 'মোদয়ন্' হর্ষাতিশয়ী করিয়া নিবধ্নাতি বশীভূত করেন, নিজের বিষয়ে প্রীতি বিশেষ উৎপাদন করেন, সুতরাং তিনি নির্হেতুক কৃপাকারী, ও

জনয়িত্বাবৈরাগ্যং গুণৈর্নিবধ্নাতিমোদয়ন্ ভক্তান্ ।
যস্তৈর্বদ্ধোঽপি গুণৈরণুরজ্যতি সোঽস্তু মে হরিঃ প্রেয়ান্ ॥
ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে সাধনাখ্য
তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৩/৪॥

র্নিজধর্ম্মৈঃ বদ্ধঃ–বশ্যতাং নীত এব তেষু ভক্তেষু অনুরজ্যতি–তৃষ্ণাং ভজতীতি ; অর্থাৎ যদ্‌ভক্তা অপি তাদৃশা ইতি ভাবঃ । সঃ–পরমরসিক–ভক্তবাৎসল্যাদিগুণরত্নালঙ্কারবিভূষিত–শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু–শ্রীগোবিন্দদেবো মে–মম প্রেয়ানস্তু, তৎ প্রীতিরাশাস্যতে ইত্যর্থঃ ।

অত্র "জনয়িত্বা" ইতি বৈরাগ্যপদার্থঃ ; "ভক্তান্" ইতি ভক্তপাদার্থঃ ; "গুণৈঃ" ইতি । গুণোপসংহারপদার্থঃ ; এবং গুণৈ র্বিদিতৈরেব তৎপ্রাপ্তিরূপং বন্ধনং ভবতীতি বিদ্যৈব পরমপুরুষার্থহেতুরিতি পুরুষার্থপদার্থশ্চ সূচ্যন্তে । ভক্তেঃ সর্বার্থদাতৃত্বে তৃতীয়ে ব্রহ্মসূত্রকে ।

ব্যাখ্যানে সাধনাধ্যায়ে তুষ্যতু শ্যামসুন্দরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে
সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যাস্য চতুর্থপাদস্য
শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থকৃতো
শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্ সম্পূর্ণম্ ॥৩/৪॥

পরমরসিক হয়েন ইহাই অর্থ। যঃ শ্রীগোবিন্দদেব, তৈঃ- পরমৈকান্তিভক্তগণ কর্ত্তৃক, গুণৈঃ বিবেক বৈরাগ্য স্বোপাস্যৈকনিষ্ঠ প্রাবীণ্য অনুরাগাদি নিজধর্ম্ম সমূহের দ্বারা 'বদ্ধঃ' বশ্যতা সমানীত হইয়া সেইভক্তগণে অনুরজ্যতি- তৃষ্ণাযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ যাঁহার ভক্তগণও তাদৃশ হয়েন ইহাই ভাবার্থ। সঃ পরমরসিক ভক্তবাৎসল্যাদিগুণরত্নালঙ্কারবিভূষিত শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু শ্রীগোবিন্দদেব মে মম আমার প্রিয় হউন, তাঁহার প্রীতি আশা করি ইহাই অর্থ। এইস্থলে 'জনয়িত্বা' পদে বৈরাগ্য পদার্থ, 'ভক্তান্' পদে ভক্ত পদার্থ, 'গুণৈঃ' পদে গুণোপসংহার পদার্থ, এই প্রকার গুণের দ্বারাই বিদিত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হয়, এই প্রকার বিদ্যাই পরমপুরুষার্থ হেতু, এই পদে পুরুষার্থ পদার্থও সূচিত হইল। শ্রীভক্তিদেবীর সর্ব্বার্থ দাতৃত্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের সাধনাখ্যতৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যানে শ্রীশ্যামসুন্দর সন্তুষ্ট হউন ইহাই ভাষ্যও সূত্রার্থ।

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যব্যাখ্যানে সাধনাখ্য তৃতীয়
অধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্য ব্যাখ্যায়
শ্রীমদ্বেদান্ততীর্থবিরচিতা "শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা"
বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।৩।৪।।